

নিউইয়র্ক টাইমসের নাথার ওয়ান বেস্ট সেলার মতো ক্লাসের লেখকের নতুন বিজ্ঞারক প্রিয়ার

ড্যানিয়েল সিলাভা দি ডিফেক্টর

BanglaBook.org

দি ডিফেক্টর

মূল : ড্যানিয়েল সিলভা

অনুবাদ : সাদেকুল আহসান কল্লোল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



আশীষ প্রকাশনা সংস্থা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দি ডিফেক্টর

মূল : ড্যানিয়েল সিলভা

অনুবাদ : সাদেকুল আহসান কল্লোল

স্বত্ব © প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ

জুন ২০১০

৯

প্রকাশক

আশীষ প্রকাশনা সংস্থা

৩৮/২ ক বাংলাবাজার ঢাকা

ফোন : ০১৭১৫২১৮০৭০, ০১৯২৬৬০৪৬৬৬

প্রচ্ছদ

(মূল বইয়ের অনুকরণে)

অঙ্কর বিন্যাস

অনুবাদক

মেকআপ

বোরশেদ আলম সবুজ

মুদ্রণ

দি দেশ প্রিন্টার্স

জয় চন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা ১১০০

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

THE DEFECTOR By Daniel Silva
Translated by Sadequul Ahsan Kollol.
First Published June 2010
Ashis Prokashona Sangsta
38/2ka Banglabazar, Dhaka.

Price : Tk. 350.00 only

ISBN 978 984 8935 00 2

US \$20.00

Code : 01

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কোন লোকের যদি ক্ষতি করতে চাও তবে তার যাত্রা এতটাই তীব্র হওয়া বাঞ্ছনীয়
যে তার কাছ থেকে প্রত্যাঘাতের আর কোন ভয় না থাকে ।

মেকিয়াডেলী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম পর্ব : প্রারম্ভিক সমাপাতন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দি ডিফেক্টর

দি ডিফেক্টর

ড্যানিয়েল সিলভা জনপ্রিয় উপন্যাস দি আনলাইকলি স্পাই দি
মার্ক অভ দ্য অ্যাসাসিন দি মার্চিং সিজন দ্য কিল আর্টিস্ট দ্য
ইংলিশ অ্যাসাসিন দ্য কনফেসরস ডেথ ইন ভিয়েনার লেখক।
সে তার স্ত্রী এনবিসির নিউজ টুডের সাংবাদিক জেমী গ্যানজেল
আর তাদের দুই ছেলেমেয়ের লিলি আর নিকোলাসের সাথে
ওয়াশিংটন ডিসিতে বাস করে।

১. ভ্লাদিমিরস্কায়া ওবলাস্ট (অঞ্চল), রাশিয়া

পিওতর লুবকভের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, আর সে এ জন্য কৃতজ্ঞ।

অক্টোবর মাস শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু শরতকালের কথা এখনই সদূর স্মৃতি বলে মনে হয়। সংক্ষিপ্ত আর দৃষ্টির প্রায় অগোচরে, অনেকটা দ্রুত আলখাল্লা খুলে রাখার মতো পার হয়ে গেছে শরতকাল। আর এখন সীসার মতো ভারী কালো আকাশে, তুন্দ্রা অঞ্চলের শীত, বাতাসে উড়ে আসে বরফের তীক্ষ্ণ কণা। রাশিয়ার শেষ না শীতকালের সূচনা হয়েছে।

পিওতর লুবকভ, খালি গা, পায়ে জুতো নেই আর হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, শীতের কোন অনুভূতি সে বোধ করে না। বস্তুতপক্ষে সেই মুহূর্তে বোধ হয় নিজের নামটাও সে মনে করতে পারবে না। তার মনে হয় দুটো লোক তাকে বার্চ বনের ভেতর দিয়ে ছেচড়ে নিয়ে যাচ্ছে, তবে সেটাও সে নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে না। তারা একটা বনের ভেতরে রয়েছে এটাই গুরুত্বপূর্ণ। রাশানরা নির্মম নৃশংস কাজগুলো বনের আড়ালে করতেই পছন্দ করে। কুরাপাটি, বাইকিভনিয়া, কাতায়ান, বুটোভো... এ সবই একেকটা অরণ্যের নাম। লুবকভ শীঘ্রই একটা নির্মম রাশান ঐতিহ্যের স্মারক হতে চলেছে। বৃক্ষের নির্জনতায় লুবকভের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।

মৃত্যুর কথা উঠলে আরেকটা রাশিয়ান ঐতিহ্যের কথা অবধারিতভাবে উঠবে: যন্ত্রণা দেবার ইচ্ছাকৃত প্রয়াস। পিওতর লুবকভ সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। ঘাতকের দল তার হাতের সবগুলো আঙ্গুল ভেঙে দিয়েছে। তাদের নির্যাতনের ফলে হাত আর পাজরের হাড়ও দুমড়ে গেছে। তার চোয়াল আর নাকও বাদ যায়নি তাদের প্রহারের অনুকম্পা থেকে। সে অচেতন হয়ে পড়লেও তারা তাদের প্রহার বন্ধ করেনি। তারা তাকে পিটিয়েছে কারণ তাদের সেরকম নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল। তারা তাকে মেরেছে কারণ সে রাশিয়ান। ভদকা পান করার সময়ে কেবল তারা তাদের হাত চালানো বন্ধ রেখেছিল। ভদকা শেষ হবার পরে তাদের প্রহারের মাত্রা সংহার রূপ ধারণ করে।

এখন তার ভবলীলার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে, চিহ্নহীন একটা কবর তার নিয়তি। রাশিয়ানরা এই ধরনের কবরকে একটা বিশেষ নামে সনাক্ত করে: ভায়িস্যা মেরা, শাস্তির সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা। সাধারণত বিশ্বাসঘাতকদের জন্য এই শাস্তি বরাদ্দ করা হয়, কিন্তু আমাদের পিওতর কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। সে যার

অধীনে চাকরি করে সেই মনিবের স্ত্রী বেচারাকে বোকা বানিয়েছে, আর সেজন্য তার মনিবের প্রায় সর্বসত্ত্ব হবার দশা হয়েছিল। কাউকে না কাউকে এর দায়িত্ব নিতে হত। শেষ পর্যন্ত সবাইকেই নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়।

নিজের মনিবকে সে এবার দেখতে পায়, বার্ট্রির দিয়াশলাইয়ের কাঠির মতো কাণের মাঝে একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছে। কালো চামড়া ওভারকোট, আর মাথাভর্তি রূপালি চুলের কারণে মাথাটা টাইগার ট্যাক্সের টারেটের মতো দেখায়। হাতে ধরা কামানের মতো পিস্তলের দিকে নিনিমেষ তাকিয়ে রয়েছে। লুঝকভ নিজের শেষ মুহূর্তেও তার প্রশংসা না করে পারে না। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী অলিগার্চের অনেক নেতারই নিজের হাতে খুন করার মতো সাহস হবে না, তবে এটাও দেখতে হবে তার মতো অলিগার্চের নেতার সংখ্যাও খুব বেশি না।

কবর আগেই খুঁড়ে রাখা হয়েছে। লুঝকভের মনিব মনোযোগ দিয়ে কবরটা পর্যবেক্ষণ কবে যেন দেখছে লাশটা রাখার মতো সেটা যথেষ্ট বড় হয়েছে কিনা। লুঝকভকে জোর কবে হাঁটুভেঙে বসতে বাধ্য করা হলে, তার নাকে কোলনের পরিচিত গন্ধ ভেসে আসে। চন্দনকাঠ আর ধোঁয়ার মিশ্রিত গন্ধ। ক্ষমতার ঘ্রাণ। শয়তানের নির্যাস।

শয়তান শেষবারের মতো তার মাথার পাশে একটা আঘাত করে। লুঝকভ আঘাতটা টের পায় না। শয়তান এবার পিস্তলের নলটা লুঝকভের মাথার পেছনে নামিয়ে এনে মধুর কণ্ঠে তাকে সম্ভাষণ জানায়। লুঝকভ শেষবারের মতো নিজের রক্তের গোলাপি ঝলক দেখতে পায়, বা দেখে বলে তার মনে হয়। তারপরে অন্ধকার নেমে আসে। অবশেষে মৃত্যু এসে তাকে পরিত্রাণ দেয়। আর এ জন্য সে কৃতজ্ঞ বোধ করে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

২. লন্ডন : জানুয়ারি মাস

পিওতর লুবকভের মৃত্যুতে তেমন আলোড়ন সৃষ্টি হয় না, বস্তুতপক্ষে ব্যাপারটা কেউ লক্ষ্যই করে না। তার হয়ে শোক পালনের কেউ নেই; কোনো মহিলা তার স্মরণে কালো পোশাক পরিধান করে না। কোনো রাশান পুলিশ তার মৃত্যুর বিষয়টা তদন্ত করে না, বা রাশিয়ার কোনো সংবাদপত্রও খবরটা ছাপাবার যোগ্য বলে ভাবে না। না মস্কোতে, না সেন্ট.পিটসবার্গে। আর নিশ্চিতভাবেই লন্ডন বলে অভিহিত রাশিয়ার কোনো শহরেও না। লুবকভের মৃত্যুর খবর যদি বৃষ্টলের মিউজে (সংকীর্ণ রাস্তায় অবস্থিত ছোট এপার্টমেন্ট, প্রধানত অবসরপ্রাপ্ত লোকদের বাসস্থান) পৌঁছাত, স্বপক্ষত্যাগী ভিন্নমতাবলম্বী রাশান, কর্নেল থ্রেগরী বুলগানভের বর্তমান আবাসস্থল, তবে সে এতে মোটেই অবাক হত না, যদিও একটা অপরাধবোধ তাকে ঠিকই বিব্রত করতো। থ্রেগরী যদি ইভান কারকভের ব্যক্তিগত লকারে বেচারী লুবকভকে আটকে না রাখতো তবে দেহরক্ষী বোধহয় আজও জীবিত থাকত।

থেমস হাইজ আর ভল্লহল ক্রসের, এমআই ৫ আর এমআই ৬ এর নদীর তীরে অবস্থিত সদর দপ্তর, কেইবিট্টুদের মাঝে থ্রেগরী বুলগানভকে নিয়ে বিতর্ক আর কৌতূহলের কোনো কমতি ছিল না। বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত ছিল, অবশ্য সেটাই সঙ্গত বিশেষ করে সরকারের দুটো শক্তিশালী দপ্তর যখন একই বিষয়ে অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তার সমর্থকদের ধারণা, সে ছিল ঈশ্বর প্রদত্ত আশীর্বাদ। আশীর্বাদ না ছাই, ফাঁদে পড়ে পালাবার পথ পাচ্ছিল না দেখে এমন মেনীমুখো হয়ে আছে, তার নিন্দুকরা বলত। থেমস হাইজের উপরের তলায় একটা রসিকতা প্রচলিত ছিল যেখানে তাকে ডাউনিং স্ট্রীটের সচ্ছন্দ ছাদের সাথে তুলনীয় স্বপক্ষত্যাগী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে— ভাবটা এমন লন্ডনে, যেখানে আজ প্রায় আড়াই লক্ষ রাশিয়ান বসবাস করে, সেখানে ক্রেমলিনকে বামোন্নে ফেলে দেওয়া আরেকটা রাশান আর এমন কি ভীড় বাড়াবে। এমআই ৫ এর লোকেরা তার ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করে যে থ্রেগরী বুলগানভকে আশ্রয় আর ব্রিটিশ পাসপোর্ট দেবার সিদ্ধান্তের কারণে একদিন তাদের পস্তাতে হবে। কিন্তু সে দিনটা এত দ্রুত এসে পড়াতে তারাও প্রচণ্ড অবাক হয়।

রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দপ্তরের কাউন্সিল ইন্টেলিজেন্স বিভাগের একজন প্রাক্তন কর্নেল, যা কিনা এফএসবি নামেই বেশি পরিচিত, রাশান অলিগার্চ আর অস্ত্র ব্যবসায়ী ইভান কারকভের বিরুদ্ধে পরিচালিত বহুজাতিক ইন্টেলিজেন্স অপারেশনের অপ্রত্যাশিত উপজাত নিয়ামক হিসেবে গত বছরের গ্রীষ্মকালে থ্রেগরী বুলগানভ পশ্চিমা দুনিয়ায় এসে পৌঁছেছে। উচ্চপদস্থ কয়েকজন ব্রিটিশ কর্মকর্তা ঐ

অপারেশনে তার অবদানের প্রকৃত পরিধি সম্পর্কে জানে। আরও কম লোক জানে সে সময়মত হস্তক্ষেপ না করলে রাশিয়ার মাটিতে ইসরায়েলের একটা পুরো অপারেটিভ টিম স্রেফ কচুকাটা হয়ে যেত। তার আগে কেজিবি'র স্বপক্ষত্যাগী যারা এসেছে তাদের মতো সেও আসার পরে দীর্ঘ একটা সময়ের জন্য সেফ হাউজ আর নিঃসঙ্গ খামারবাড়ির একটা আলাদা দুনিয়ায় সে হারিয়ে যায়। রাত-দিন ইঙ্গ-ব্রিটিশ যৌথ বাহিনীর লোকেরা তাকে জেরা করে, প্রথমে ইতানের অস্ত্র চোরাচালানের নেটওয়ার্ক সম্বন্ধে, লজ্জাজনক হলেও গ্রেগরী ঘুষ নিয়ে যার হয়ে কাজ করেছে, আর তারপরে অবশ্যই তার প্রাক্তন দপ্তরের হালহকিকত তাকে বলতে হয়েছে। ব্রিটিশ জেরাকারীরা তাকে বেশ পছন্দই করে; আমেরিকানরা অতটা না। তারা তাকে ঝাড়নের সাথে দেখা করাতে চায়, এজেন্সিতে যার মানে লাই-ডিটেক্টর টেস্ট। সাফল্যের সাথে সে টেস্টে উতরে যায়।

জেরাকারীরা সম্ভ্রষ্ট হবার পরে, প্রশ্ন উঠে এবার তাকে নিয়ে কি করা হবে, অত্যন্তরীণ নিরাপত্তা দপ্তরের ব্লাডহাউন্ড বলে পরিচিত অপারেটররা চরম গোপনীয়তা অবলম্বন করে একটা পর্যালোচনা তৈরি করে এবং তাদের পরামর্শ আরও বেশি গোপনীয়তা বজায় রেখে যথাস্থানে পৌঁছে দেয়। শেষ পর্যন্ত, তার প্রাক্তন সহকর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে এজেন্সি সিদ্ধান্ত নেয় যে গ্রেগরী কোন মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করবে না। এমনকি একদা প্রবল প্রতাবান্বিত ইভান কারকভ, সে বেচারার তখন রাশিয়ায় বসে নিজের ক্ষতির পরিমাণ আর তার সমাধান খুঁজতে ব্যস্ত, তার পক্ষেও কোনো সমন্বিত প্রতিশোধ গ্রহণ করা সম্ভব না, অন্তত সেটাই তখন ভাবা হয়েছিল। স্বপক্ষত্যাগী রাশান তিনটা অনুরোধ করেছিল: সে তার নাম পরিবর্তন করবে না, লন্ডনেই বাস করবে এবং কোনো দৃশ্যমান নিরাপত্তা বেষ্টিত আড়াল তার প্রয়োজন নেই। তার যুক্তি ছিল সাধারণ মানুষের মাঝে থাকলে, সে অনেক বেশি নিরাপদ বোধ করবে। এমআই ৫ তার সব অনুরোধ, বিশেষ করে তৃতীয়টা দ্রুত মেনে নেয়। সামগ্রিক নিরাপত্তা মানে টাকা আর এজেন্টদের প্রশ্ন, যা কিনা ব্রিটেনে পালিত এবং পুষ্ট জিহাদী মৌলবাদীদের দমনে ব্যবহৃত হতে পারে। তারা তার জন্য মাইডা তেলে একটা ছোট সুন্দর মিউজ কিনে, বেশ মোটা একটা মাসিক ভাতার বন্দোবস্ত করে এবং তার নামে সিটি ব্যাংকের লন্ডন শাখায় একটা ফিক্সড ডিপোজিট জমা দেয় যার অঙ্কটা প্রকাশ পেলে সরকারি বেশ বিব্রতবোধ করবে। এমআই ৫ এর বেতনভোগী এক উকিল সন্তপণে লন্ডনের এক প্রকাশকের সাথে একটা চুক্তি সম্পাদন করে। অগ্রিমের পরিমাণ দেখে উত্তর প্রতিষ্ঠানের পুরাতন কর্মচারীদের চোখ কপালে উঠে যায়—যাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ বই নিয়ে কাজ করছিলো—অবশ্যই গোপনে।

কিছু দিনের জন্য মনে হয় গ্রেগরী ইন্টেলিজেন্স দুনিয়ার দুর্লভ প্রজাতির এজেন্টে পরিণত হতে চলেছে: জটিলতাবিহীন একটা ঘটনা। ইংরেজিতে পারদর্শী হবার কারণে সে জেল থেকে ছাড়া পাওয়া কয়েদির মতো দ্রুত লন্ডনের জীবনের সাথে

খাপ খাইয়ে নেয়, যে হারিয়ে যাওয়া সময় পুষিয়ে নিতে তৎপর। যাদুঘর আর থিয়েটারে তাকে প্রায়ই আজকাল দেখা যায়। কবিতা আবৃত্তি, ব্যালে, চেম্বার মিউজিক সব কিছুতেই তার তুমুল উৎসাহ। নিজের বইয়ের কাজও সে শুরু করে এবং নিয়ম করে সপ্তাহে একদিন তার প্রকাশকের সাথে দুপুরে দেখা করে, দেখা যায় তার প্রকাশক বত্রিশ বছরের পোর্সেলিনের মতো ত্বকের এক তরুণী। তার জীবন থেকে কেবল একটা জিনিসই হারিয়ে গেছে, দাবা। এমআই ৫ এ তার পরামর্শদাতা তাকে সেন্ট্রাল লন্ডনের চেস ক্লাবে যোগ দিতে বলে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কতিপয় সরকারি কর্মচারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। তার আবেদনপত্রটাকে অনায়াসে দ্ব্যর্থকতার একটা ধ্রুপদী নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা যাবে। আবেদনপত্রে কোন ঠিকানা, কোন টেলিফোন নম্বর, মোবাইল বা ই-মেইল কিছুই দেওয়া নেই। পেশার স্থানে লেখা হয়েছে “অনুবাদক”, আর নিয়োগকর্তার স্থানে “স্ব-নিয়োজিত”। শখ বা অন্য কোন বিষয়ে আগ্রহের জায়গায় উল্লেখ করা হয় “দাবা”।

কিন্তু সব উচ্চকোটির বিষয়ই পুরোপুরি বিতর্কের উর্ধ্বে থাকতে পারে না এবং পোড়াখাওয়া কর্মকর্তারা সাবধান করে দিয়ে বলে তারা কখনও এমন কোন স্বপক্ষত্যাগী দেখেনি, বিশেষ করে রাশান, যে মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়নি। গ্রেগরীর বিগড়ে যাবার নমুনা দেখা যায় লন্ডনে যে দিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী একটা বিশাল সজ্জাসী তৎপরতা বানচাল করার কথা ঘোষণা করেন। কার্যত দেখা যায় আল-কায়দা রাশিয়ায় তৈরি বিমান বিধ্বংসী মিসাইল দিয়ে একই দিনে একাধিক যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত করার পায়তারা করেছিল— গ্রেগরীর প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষক, ইভান কারকভের কাছ থেকে মিসাইলগুলো তারা সংগ্রহ করেছিল। চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে, বিবিসির ক্যামেরার সামনে গ্রেগরীকে দেখা যায়, এই ঘটনায় নিজের ব্যাপক ভূমিকার কথা তোতাপাখির মত আউরে চলেছে। পরের দিন বা সপ্তাহগুলোতে, ব্রিটিশ বা পৃথিবীর অন্যান্য টেলিভিশনে তাকে নিয়মিত দেখা যায়। নিজের তারকা মূল্য পোক্ত হবার পরে, রাজনৈতিক কারণে দেশত্যাগী রাশান বা বিভিন্ন ধরনের ভিন্নমতাবলম্বীদের সাথে তার দহরম মহরম বেশ চোখে পড়ে। নিজেকে মনোযোগের কেন্দ্রে আবিষ্কার করে তার মাথা ঘুরিয়ে যায়, সে নিজের প্রাক্তন সংস্থা আর রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের নামে উদ্ভট মনগড়া অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকে, সে প্রেসিডেন্টকে নতুন হিটলার বলে অভিহিত করে বসে। ব্রিটিশ মাটিতে রাশিয়ানরা কোনো অভ্যুত্থানের চক্রান্তের অভিযোগে ক্রেমলিন অস্বস্তির সাথে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে তার পরামর্শদাতা তাকে শান্ত হতে বলে। তার প্রকাশকও একই পরামর্শ দেয় প্রকাশিতব্য বইয়ের জন্যও কিছু বিষয় থাকা দরকার।

বিশ্বকুচিৎসে, স্বপক্ষত্যাগী নিজেকে গুটিয়ে নেয় বটে, তবে সেটাও খুব একটা বেশি না। ক্রেমলিনকে অভিযুক্ত করার বদলে সে নিজের বই আর দাবার প্রতি আরও

মনোযোগ দেয়। সেবার শীতকালে সে ক্লাবের বার্ষিক দাবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং প্রাগে যেমন অনায়াসে রাশান ট্যাঙ্ক প্রবেশ করেছিল ঠিক সেভাবে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করতে থাকে। সেমিফাইনালে সে একটুও ঘাম না ঝড়িয়ে বর্তমান চ্যাম্পিয়নকে পরাজিত করে। ফাইনালে বিজয় তখন কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

ফাইনালের দিন দুপুরবেলা, ভ্যানিটি ফেয়ার এর এক সাংবাদিকের সাথে সোহোতে লাঞ্চ করে। মাইডা ভেলে ফেয়ার পথে ক্রিফটন নার্সারী থেকে সে টবসুদ্ধ একটি গাছ কেনে এবং এলগিন এভিনিউয়ের লন্ড্রি থেকে কাপড় তোলে। কিছুক্ষণ ভাতঘুম দিয়ে, ছয়টা বাজার সামান্য আগে গোসল করে পোষাক পাল্টে ফাইনাল খেলতে মিউজ কটেজ থেকে রওয়ানা দেয়।

পুরো বিষয়টা লন্ডনের হ্যারো রোডে, জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬:১২ মিনিটে স্বপক্ষত্যাগী আব ভিন্নমতাবলম্বী, গ্রেগরী বুলগানভকে কেন হাঁটতে দেখা গিয়েছিল সেটা ব্যাখ্যা করে। সেদিন স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত গতিতে সে কেন হাঁটছিল, সেটার কারণ পরে পরিষ্কার হয়। দাবা নিয়ে সে তখন মোটেই চিন্তিত ছিল না।

ক্লাবের সব সময়ে ব্যবহৃত ভেন্যু, রুমসব্যারীর সেন্ট জর্জেস চার্চের লোয়ার ভার্টিসি হাউজে সাড়ে ছয়টার সময়ে খেলাটা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। গ্রেগরীর প্রতিপক্ষ, রাশিদুল হাসান, সোয়া ছয়টার সময়ে উপস্থিত হয়। নিজের বর্ষাতি থেকে বৃষ্টির পানি ঝাড়ার ফাঁকে, সে বাঁকা চোখে ফ্যারের বুলেটিন বোর্ডে আটকান তিনটি নোটিশের দিকে তাকায়। একটার বিষয় ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, অন্যটায় আগুন লাগলে করিডোরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, আর তৃতীয়টায়, সেটা রাশিদুল হাসান নিজেই আটকেছেন, সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে যারা এলাকাটা ব্যবহার করে সবাই যেন নিজ নিজ রাবিশ রিসাইকেল করেন। জর্জ মার্সারের ভাষায়, ক্লাবের সভাপতি আর ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন, রাশিদুল হাসান লোকটা বড্ড গোলমেলে, সভ্য মানুষের সব ধরনের রাজনৈতিক আদর্শ তার ভিতরে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে বিদ্যমান। প্যালেস্টানের স্বাধীনতা চাই। তিব্বতে হস্তক্ষেপ বন্ধ কর। দারফুরে গণহত্যা বন্ধ হোক। ইরাক যুদ্ধের অবসান চাই। রিসাইকেল অথবা মৃত্যু। কেবল একটা বিষয়েই সে বিশ্বাস করে না সেটা হল কাজ করা। নিজেকে তিনি “সমাজসেবী আর স্বতন্ত্রপন্থিত সাংবাদিক” বলে পরিচয় দেন, ক্লাবের বিনোদন বিষয়ক কোষাধ্যক্ষ, ক্লাইভ আর্থারটন যথার্থই বলেন, “বড়লোক নিক্ষেপা”। কিন্তু ক্লাইভও একটা বিষয় স্বীকার করে রাশিদুল দাবাটা খেলে ভাল: সাবলীল, শৈল্পিক, সহজাত আর সাপের মতোই নির্মম। “রাশিদুলের শিক্ষার পেছনে খরচ করা অর্থ বৃথা যায়নি,” ক্লাইভকে প্রায়ই বলতে শোনা যায়— “কেবল প্রয়োগ হয়নি।”

রাশিদুল হাসানের নামের সাথে তার চেহারার খুব একটা মিল নেই। নামটা শুনেলে যেমন শান্ত, সৌম্য একজন লোকের ছবি আমাদের মনে ভেসে উঠে সে ঠিক তার উল্টো চ্যাঙা লম্বা আর অবসাদগ্রস্ত, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলে আর চোখের রিমলেস চশমার কারণে তার চেহারায় বিপ্লবীর একটা দৃঢ় সংকল্প ফুটে আছে। বুলেটিন বোর্ডে সে এবার তার চতুর্থ নোটিশ আটকায়— গৃহহীনদের জন্য প্রথমবারের মতো স্যালভেশন আর্মি দাবা প্রতিযোগিতা আয়োজনের কারণে রিজেন্ট হল চার্চকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা শুভেচ্ছাপত্র— চিঠিটা আটকে দিয়ে সে সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে নিচের অস্থায়ী ক্লোকরুমে গিয়ে নিজের কোটটা ঝুলিয়ে রাখে। ছোট রান্নাঘরে রাখা ঢাউস পিগিব্যাঞ্চে বিশ পেন্স দিয়ে চেসক্লাব লেখা রূপালী ক্যানিস্টার থেকে ঈষদস্ফু কফি নেয়। ইয়ং টম ব্ল্যাকমোরের সাথে, আরেকজন যার নামের সাথে আসল লোকের কোন মিল নেই— কারণ ইয়ং টমের বয়স মাত্র পঁচাশি বছর— রান্নাঘর থেকে বের হবার সময় ধাক্কা খান। রাশেদুল তাকে যেন দেখতেই পায়নি। এমআই৫ থেকে আগত জেরাকারীকে পরবর্তী সময়ে ইয়ং টম বলেন এতে তিনি কিছু মনে করেননি। আর তা ছাড়া ক্লাবের সবাই রাশেদুলের পরাজয়ের ব্যাপারে এতেবারে নিশ্চিত ছিল। “তাকে দেখে মনে হবে আসামীকে ফাঁসিকাঠের কাছে নিয়ে আসা হয়েছে,” ইয়ং টম বলেন। “কেবল মাথায় কালো টুপিটা পরান হয়নি।” রাশেদুল মালখানায় গিয়ে জীর্ণ শেলফের মাঝে থেকে বোর্ড, গুটি, অ্যানালগ টুর্নামেন্ট ঘড়ি আর স্কোরশিট সংগ্রহ করে। এক হাতে কফি আর অন্য হাতে খেলার সার্মিগ্রী নিয়ে তিনি পরিষদ ভবনের প্রধান কক্ষে প্রবেশ করেন। ঘরটার দেয়ালের রঙ সর্ষের মতো আর চারটা নিরানন্দ জানালা রয়েছে ঘরটায়: লিটল রাসেল স্ট্রীটের দিকে মুখ করা তিনটা জানালা আর চতুর্থটা থেকে ভেতরের আঙিনা দেখা যায়। একদিকের দেয়ালে একটা ছোট ক্রুসের নিচে, প্রতিযোগিতার সূচি ঝুলছে। আর একটা মাত্র খেলা বাকি আছে: রাশিদুল হাসান বনাম গ্রেগরী বুলগারভ। রাশিদুল কামরার মধ্যেখানে দাঁড়িয়ে চারপাশে ঘুরে তাকায়। সন্ধ্যাবেলার খেলা উপলক্ষে ছয়টা অস্থায়ী টেবিল পাতা হয়েছে, একটা সংরক্ষিত রয়েছে শিরোপা নির্ধারণী খেলার জন্য বাকিগুলোতে ক্লাবের মনোনীত “ফ্রেন্ডলি” ম্যাচ হবে। গোড়া নাস্তিক রাশিদুল ক্রস থেকে সবচেয়ে দূরের টেবিলটা খেলার জন্য নির্বাচন করেন আর আসন্ন প্রতিযোগিতার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। পেনসিলের শীষ ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে, স্কোরশিটে তারিখ আর বোর্ড নাম্বার বসান। সে তারপরে চোখ বন্ধ করে মানসপটে আজকের খেলাটা দেখতে চেষ্টা করে। তারপরে, আসন গ্রহণ করার ঠিক পনের মিনিট পরে, রাশিদুল হাসান প্রথমবার ঘড়ির দিকে তাকান: ৬:৪২। গ্রেগরী আসতে দেরী করছে। এমনতো হবার কথা না, রাশিদুল ভাবেন। রাশান ভালুকটাতো কখনো দেরী করে না।

রাশিদুল আবার মনে মনে দাবার চাল ছকা শুরু করেন— দেখেন প্রতিপক্ষের কিস্তি মাত হয়ে রয়েছে, আর তার পেছনে গ্রেগরী পরাজয়ের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে— তার পরে আবার অবাধ্য ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকান।

৬:৪৫... ৬:৫১... ৬:৫৮...

গ্রেগরী ভায়া, কোথায় তুমি? রাশিদুল ভাবেন। কোন চুলায় গেলে?

অবশ্যম্ভাবী ভাবে, রাশিদুলের ভূমিকা বড়ই নগণ্য প্রতিপন্ন হয় এবং উপস্থিত সবার মনে হয় সেটা দুঃখজনকভাবে সংক্ষিপ্ত। আগত লোকদের কেউ কেউ তার রাজনৈতিক সঙ্গ খুটিয়ে দেখতে চায়। অন্যরা তাকে একেবারেই গুরুত্ব দেয় না, ঠিকই বুঝতে পারে রাশিদুলের মতো লোক নিরাপত্তা সংস্থার সাথে প্রকাশ্যে বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়াটা দারুণ উপভোগ করবে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত, একটা ব্যাপারে সবাই একমত হয় সেদিন সন্ধ্যাবেলা রাশিদুল যদি কোন অপরাধ করে থাকেন তবে সেটা খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব প্রদর্শনে অপারগতা। কারণ ঠিক ৭:০৫ মিনিটে— তিনি নিজের হাতে অফিশিয়াল স্কোরশিটে সময় লিপিবদ্ধ করেন— খেলার নিয়ম অনুযায়ী তিনি নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেন, আর কোনো চাল না দিয়েই ক্লাবের ইতিহাসের প্রথম চ্যাম্পিয়ন হন। পুরোটাই হীন মানসিকতা পরিচায়ক, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের এক দাবা পাগল কর্মকর্তা ব্যাপারটা কখনও মাফ করতে পারেনি।

অরি শমসের, ইসরাইলের কিংবদন্তীতুল্য স্পাইমাস্টার, পরে কোনো একসময়ে বলেন, এমন নিরীহ সূচনা থেকে এত রক্তপাতের ঘটনা তিনি আগে কখনও দেখেন নি। কিন্তু শমসের, প্রায়ই মেজাজ খারাপ করার বদনাম যার রয়েছে, জানতেন তার এই মন্তব্য মোটেই সত্যি না। পরবর্তী ঘটনাগুলোর সাথে গ্রেগরীর অন্তর্ধানের কোনো যোগসূত্র নেই, পুরোটাই শমসেরের নিজের সৃষ্ট। নিবেদিত শিষ্যের কাছে তিনি স্বীকার করেন, নিজেদের আত্মতুষ্টির প্রতি সেটা ছিল একটা চ্যুপেটাঘাত। দূরের ওয়াশিংটনে সর্ভকর্তামূলক হাশিয়ায়ী এবং গ্যাব্রিয়েলকে গোপনস্থান থেকে বের করে আনার জন্য ব্যবহৃত একটা টোপ।

পরের দিন সন্ধ্যা নাগাদ, খেলার স্কোরশিট এমআই ৫ এর হেজাজতে পৌঁছে যায়, সাথে পুরো প্রতিযোগিতার বিবরণী। চব্বিশ ঘণ্টা পরে আমেরিকানদের ব্যাপারটা জানান হয়, এবং আরো চারদিন পরে, এত দেরী কেন সে বিষয়ে ব্রিটিশ মন্ত্রণালয় কখনই সন্তোষজনক জবাব দেয়নি, ইসরাইলকে বিষয়টা জানান হয়। শমসেরের কাছে, সিরিয়ার বিরুদ্ধে যিনি লড়াই করেছেন, আর ব্রিটিশদের আজও ঘটনাটার জন্য দোষারোপ করেন, বিলম্বের কারণটা ঠিকই বোধগম্য হয়। সংবাদটা পাবার কয়েক মিনিটের ভিতরে তিনি খালিদ সাইফুল্লাকে ফোনে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও খালিদ আদেশ অনুযায়ী কাজ শুরু করে। আর নিজের কাজ খালিদ বেশ ভালই বোঝে।

৩. উমব্রিয়া, ইতালি

গুইডো রেনি, লোকটা শিল্পী হলেও একটু অদ্ভুত ধরনের। উদ্বেগের আক্রমণে পর্যুদস্ত, নিজের অবদমিত সমকামীতার জন্য অপরাধবোধে বিপর্যস্ত এবং নিজের প্রতিভার ব্যাপারে এতটাই সশঙ্ক যে, আলখাল্লার নিরাপত্তার বেষ্টনী ছাড়া সে কাজই করতে পারতো না। কুমারী মেরীর প্রতি তার একটা বাড়াবাড়ি রকমের অনুরক্তি থাকলেও মেয়ে জাতিকে সে এতটাই অপছন্দ করতো যে নিজের পরনের কাপড় পর্যন্ত তাদের স্পর্শ করতে দিত না। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ডাইনীর দল তাকে সর্বদা অনুসরণ করছে। অশ্লীলতার সামান্যতম ইঙ্গিতেই তার চোখমুখ লাল হয়ে যেত।

বাবার পরামর্শ যদি সে অনুসরণ করতো, রেনি তাহলে হার্পবাদক হত। তার বদলে, নয় বছর বয়সে, সে ফ্রেমিশ ওস্তাদ ডেনিস কালভার্টের স্টুডিওতে শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগ দেয় এবং চিত্রকর হিসেবে নিজের জীবন শুরু করে। শিক্ষানবিশ কাল শেষ হতে সে তার বোলগনার পৈতৃক বাসা ত্যাগ করে এবং ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে রোমে আসে, সেখানে অচিরেই পোপের ভাতিজাকে হাত করে সান পাওলো অ্যালা ট্রে ফনটেন চার্চের জন্য, বেদীর পিছনে স্থাপিত চিত্রকর্ম আঁকার ফরমায়েশ লাভ করে, বিষয় হল, সেন্ট পিটারের ক্রসবিক্ষিপ্ত হবার দৃশ্য। তার প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোষকের অনুরোধে, রেনি সান্টা মারিয়া ডেল পোপোলো চার্চে অবস্থিত একটা চিত্রকর্ম থেকে তাব অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে। চিত্রকর্মটার স্রস্টা ছিল, এক বিতর্কিত আর খেয়ালী চিত্রকর নাম ক্যারভেজ্জিও, যে রেনির এই অনুকরণ মোটেই পছন্দ করে না, আর এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে সে তাকে খুন করবে বলে শপথ নেয়।

রেনির প্যানেল নিয়ে কাজ শুরু করার আগে, তৈলচিত্র পরিকারে অভিজ্ঞ পরিষ্কারক রোমে আবার একবার আসে ক্যারভেজ্জিওর কাজ দেখতে। রেনি নিশ্চিতভাবে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে—আলো-আঁধারির সম্প্রতির কৌশল শিখার করেছিল যা ব্যবহার করে সে তার অঙ্কিত অবয়বের মাঝে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করত আর দৃশ্যপট থেকে তাদের নাটকীয় ভাবে আলাদা করে আনত কিন্তু তারপরেও দু'জনের আঁকার ভিতরে বিস্তর ফারাক রয়েছে। ক্যারভেজ্জিও যেখানে উল্টানো ক্রসটা দৃশ্যপটে তির্যকভাবে স্থাপন করেছে, রেনি সেখানে ক্রসটো লম্বভাবে কেন্দ্রে স্থাপন করেছে। পিটারের বেদনাক্লিষ্ট মুখ ক্যারভেজ্জিও যেখানে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত করেছে, রেনি দক্ষতার সাথে সেটা আড়াল করেছে। তৈলচিত্র পরিষ্কারক বা রেস্তোরারের কাছে রেনির অঙ্কিত পিটারের হাতটা সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে। ক্যারভেজ্জিও'র অল্টারপিসে, পিটারের হাত ক্রসের সাথে বাঁধা অবস্থায় আমরা দেখতে পাই। কিন্তু

রেনির উপস্থাপনে, হাত খোলা অবস্থায় রয়েছে, ডানহাত উপরের দিকে নির্দেশ করছে। পিটার কি তার পায়ে বিদ্ধ হওয়া পেরেক ছুতে চাইছে? নাকি সে ঈশ্বরের কাছে এমন ভয়ঙ্কর মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ কামনা করছে?

রেস্টোরার ছবিটা নিয়ে আজ প্রায় একমাসের বেশি সময় হল যুদ্ধ করছে। হলুদ বার্নিশ তোলার পরে, সে এই মুহূর্তে রেস্টোরেশনের শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে: সময় আর পরিস্থিতির চাপে চিত্রকর্মের ক্ষতিগ্রস্ত অংশের রিটাচ। রেনি চিত্রকর্মটা সম্পন্ন করার পরে গত চার শতকে অল্টারপিসটার উপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে— তার পরিমাণ এতটাই যে রেস্টোরেশনের মধ্যপর্বে তোলা ছবি দেখে চিত্রকর্মের মালিকপক্ষ স্নায়ুবিকল্য আর প্রত্যাভিযোগের একটা নিকষ সময়ে নিজেদের আবিষ্কার করেছে। সাধারণ পরিস্থিতিতে, রেস্টোরার চিত্রকর্মের সত্যিকারের অবস্থায় তার অভিষেকের রূপ দেখার ধাক্কা থেকে তাদের হয়ত বিরত রাখত কিন্তু চিত্রকর্মটার চারপাশের পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক না। রেনির চিত্রকর্মের বর্তমান মালিক ভ্যাটিক্যান। রেস্টোরারকে যেহেতু বিশ্বসেরাদের অন্যতম বলে গণ্য করা হয়— আর সেইসাথে সে পোপ আর তার ক্ষমতাবান ব্যক্তিগত সচিবের ব্যক্তিগত বন্ধু বিধায়— হলি সী'র পক্ষে ফ্রিল্যান্স কাজ করার অনুমতি তাকে দেওয়া হয়েছে এবং রেস্টোরেশনের জন্য চিত্রকর্ম সনাক্ত করার দায়িত্বও তার উপরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ভেনিসের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সমন্বিত রক্ষণাগারে রেস্টোরেশনের কাজ করার বাধ্যবাধকতা থেকেও তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, কাজটা সে উমব্রিয়ার দক্ষিণে একটা নিভৃত এস্টেটে সম্পন্ন করবে।

ভিলা ডেই ফিয়োরি নামে পরিচিত এস্টেটটা রোম থেকে পঞ্চাশ মাইল উত্তরে টাইবার আর নেরা নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকায় অবস্থিত। গরু পালন আব ইতালির শ্রেষ্ঠ নৃত্যপটু ঘোড়া প্রজননের জন্য এলাকাটা বিখ্যাত। এখানে শূকর রয়েছে যার মাংস কেউ খেয়েও দেখেনা, ছাগল পালন করা হয় কেবল শোভাবর্ধনের জন্য আর গ্রীষ্মকালে পুরো উপত্যকাটা সূর্যমুখী ফুলে ছেয়ে যায়। দুপাশে ছাত্তার মতো উঁচু পাইন গাছের মাঝে নুড়ি বিছান পথের শেষ প্রান্তে ভিলাটা অবস্থিত। একাদশ শতকে এটা একটা আশ্রম ছিল। একটা ছোট চ্যাপেল এবং সন্ন্যাসীরা তাদের রুটি সেকত যে চুল্লীতে সেটার অবশিষ্টাংশ এখনও এখানে দেখা যায়। প্রাসাদোপম বাড়িটার পাদদেশে একটা বিশাল সুইমিং পুল রয়েছে এবং অ্যাটরুসিয়ান সভ্যতার স্মারক একটা পাথরের দেয়ালের ধার দিয়ে মাটির উপরে রোজমেরী আর ল্যাভেন্ডার ফুলের একটা দৃষ্টিনন্দন বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। পুরো এলাকাটা যেন কুকুরের অভয়ারণ্য: চারটা বিশাল হাউন্ডের একটা বাহিনী পুরো এস্টেটের তৃণভূমিতে টহল দিয়ে বেড়ায়, খরগোস আর শেয়ালের জন্য চরম দুর্ভোগের কারণ হিসেবে এবং একজোড়া নিউরেটিক টেরিয়ার আন্তাবলের চৌহদ্দি জেহাদি যোদ্ধার জোশে টহল দেয়।

কাউন্ট গ্যাসপেরী নামের এক ক্ষয়িষ্ণু ইতালিয়ান অভিজাত যদিও ভিলাটার মালিক, ভিলার প্রতিদিনের কাজকর্ম সামলাবার জন্য চারজন লোকের একটা দল নিয়োজিত আছে: তরুণী গৃহকর্তী, মার্গারিটা; চৌকষ রাধুনি অ্যানা; উন্মাসিক আধা সুইস ইসাবেলা ঘোড়ার আস্তাবল দেখার দায়িত্বে রয়েছে; এবং কার্লোস নামের এক আর্জেন্টাইন কাউবয় যার উপরে রয়েছে গরুর পাল, মাঠের ফসল আর ভিলার ক্ষুদ্র দ্রাক্ষাকুণ্ড দেখার দায়িত্ব। তৈলচিত্র পরিষ্কারক আর ভিলার কর্মচারীদল আপাত শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে সহাবস্থান করছে। তাদের বলা হয়েছে অতিথি একজন ইতালীয় নাম অ্যালেসিও ভিয়ানেলী, জীবনের বেশিরভাগ সময় ইতালির বাইরে কাটান কূটনীতিবিদের সন্তান। তৈলচিত্র পরিষ্কারকের নাম মোটেই অ্যালেসিও ভিয়ানেলী না এবং সে কোন কূটনীতিবিদের সন্তানও নয় বা এমনকি ইতালীয়ও না। তার আসল নাম ইব্রাহিম আবরার এবং ইসরায়েলের জেজরীল উপত্যকা থেকে এসেছে।

স্বাভাবিকের চেয়ে তার উচ্চতা কমই বলতে হবে, সম্ভবত পাঁচ-আট এবং পেশাদার সাইকেল চালকের মতো চারকোণা দেহাবয়ব। তার মুখ কপালের কাছে সামান্য লম্বা আর থুতনির কাছটা সরু এবং তার লম্বা হাড় সর্বশ্ব নাকটা দেখলে মনে হবে কাঠ থেকে খোদাই করা হয়েছে। তার চোখের মনিতে পান্নার উদ্ভাসিত সবুজ ছটা; মাথার ছোট করে কাটা কালো চুলের জুলফিতে রূপালি রেখা দেখা দিয়েছে। পুরোপুরি সব্যসাচী হবার কারণে সে দুহাতেই সাবলীলভাবে ছবি আঁকতে পারে। এই মুহূর্তে, সে তার বাম হাত ব্যবহার করছে। কজিতে বাঁধা হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে দেখে মধ্যরাত্রি প্রায় হয়ে এসেছে। সে চিন্তা করে আরো কিছুক্ষণ কাজ করবে কিনা। আরো এক ঘণ্টা, সে ভাবে আর তাহলে প্রেক্ষাপটের কাজ শেষ হবে। কাজটা এখনই শেষ করে ফেলা ভালো। আসন্ন হলি উইকে, ভ্যাটিক্যান চিত্রকলা গ্যালারীর পরিচালক রেনির এই তৈলচিত্রটা পুনরায় প্রদর্শনীর জন্য উন্মুক্ত করতে আগ্রহী। প্রতিবছর বসন্তকালের এই সময়টায় পর্যটক আর তীর্থযাত্রীদের ভিড় অসম্ভব বেড়ে যায়। ইব্রাহিম কথা দিয়েছে সে তার সাধ্যমত চেষ্টা করবে তার আগেই পরিষ্কারের কাজটা শেষ করার জন্য কিন্তু কোন প্রতিশ্রুতি সে দেয়নি। সে একজন পারফেকশনিস্ট যে তার প্রতিটা কাজকে নিজের সুনামের স্মারক হিসেবে দেখে। নিজের তুলির সূক্ষ্মতার কারণে বিখ্যাত হবার কারণে সে বিশ্বাস করে একজন পরিষ্কারকের কাজ অনেকটা দমকা বাতাসের মতো যা কোন চিহ্ন না রেখে একটা তৈলচিত্রকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবে, শতাব্দির ক্ষতচিহ্ন বিলীন করে দেবে।

ভিলার আনুষ্ঠানিক বসার ঘরে তার স্টুডিওটা স্থাপিত। ঘরের আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং এখন সেখানে কেবল তার নিত্য ব্যবহার্য জিনিস রয়েছে, একজোড়া শক্তিশালী হ্যালোজেন বাতি এবং একটা ছোট পোর্টেবল স্টেরিও। এই মুহূর্তে এর স্পিকার থেকে *La Bohème* ধ্বনিত হচ্ছে, আওয়াজ কমিয়ে প্রায় অস্পষ্ট

একটা গুপ্তনের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। সে এমন একজন লোক যার শত্রুর সংখ্যার কোনো কমতি নেই আর গুইডো রেনির মতো তারা মোটেই তার কল্পনাপ্রসূত না। সে এই জন্যই সংগীতের মূর্ছনা কমিয়ে রেখে উপভোগ করে— আর এজন্যই তার কাছে সবসময়ে একটা নাইন এম.এম গুলিভর্তি ব্যারেটা পিস্তল থাকে। বাটটা রঙে রঞ্জিত— রাফায়েল আর ভেরোনীশীনের ফোটা, তিশিয়ানের ছোয়া এবং বেলীনির আচড়।

রাত গভীর হওয়া সত্ত্বেও সে একাগ্রতা আর উদ্যমের সাথে কাজ করতে থাকে এবং স্পিকারে যখন অপেরার শেষ মূর্ছনা ফিকে হয়ে আসছে সে তার কাজ শেষ করে। সে ব্রাশ আর প্যালেট পরিষ্কার করে, তারপরে আলোর তীব্রতা কমিয়ে দেয়। আধো আলোতে পেছনের প্রেস্কাপট অন্ধকারে মিলিয়ে যায় এবং সামনের চারটা অবয়ব আলতো ভঙ্গিতে জুলজুল করতে থাকে। তৈলচিত্রটার সামনে, এক হাত চিবুকে রেখে মাথাটা একপাশে কাত করে রেখে দাঁড়িয়ে থেকে সে পরবর্তী সেশনের কথা চিন্তা করে। সকালবেলা সে উপরের হস্তারককে নিয়ে কাজ শুরু করবে, লাল টুপি পরিহিত চরিত্রটার এক হাতে ধাতব খুঁটা আর অন্য হাতে একটা কাস্তে রয়েছে। জল্লাদটার সাথে সে এক ধরনের আজব আত্মীয়তার সম্বন্ধ অনুভব করে। আরেক জীবনে, নানা নামের আড়ালে, তেলআভিভের প্রভুদের জন্য সে একই ধরনের কাজ সম্পন্ন করেছে।

সে আলো নিভিয়ে দেয় এবং পাথুরে সিঁড়ির ধাপ অভিক্রম করে নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। বিছানা খালি পড়ে রয়েছে; তার স্ত্রী মরিয়ম, গত তিনদিন ধরে ভেনিসে নিজের বাবা-মার সাথে অবস্থান করছে। তাদের কাজের প্রকৃতির কারণে পরস্পর থেকে অনেক সময়ে তারা আলাদা থেকেছে কিন্তু এবারই প্রথম তারা নিজের ইচ্ছাতে পৃথক হয়েছে। নিঃসঙ্গ স্বভাবজাত আর নিজের কাজের প্রতি নিবিষ্ট, ইব্রাহিম ভেবেছিল তার এই সাময়িক অনুপস্থিতি সে সহজেই মানিয়ে নিতে পারবে। সত্যি কথাটা হল, তাকে ছাড়া সে একেবারেই অচল। এই অসুবিধাটা তার মাঝে একটা অদ্ভুত স্বস্তির রেশ বইয়ে দেয়। স্বাভাবিক বিবাহিত মানুষকে সুখী বোঝার উপায়ই হল সে তার স্ত্রীর অনুপস্থিতি অনুভব করবে। ইব্রাহিম আবরারের ক্ষেত্রে— হলোকাস্টের কোপানল থেকে বেঁচে যাওয়া শিশু প্রতিভাবান শিল্পী আর চিত্র পরিষ্কারক, একজন খুনী আর গুপ্তচর— জীবন আর মৃত্যু হোক মোটেই স্বাভাবিক না।

সে বিছানায় মরিয়মের দিকে বসে এবং পাশের নাইটস্ট্যান্ডে রাখা পত্রিকাগুলোর পাতা উল্টিয়ে দেখে। ফ্যাশন ম্যাগাজিন, ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনের উপরে জার্নাল, জনপ্রিয় আমেরিকান রোমাঞ্চপোন্যাসের ইতালিয়ান সংস্করণ, শিশুপালন সংক্রান্ত পুস্তক— কৌতূহলকর, সে ভাবে, কারণ তারা নিঃসন্তান এবং যতদূর সে মনে করতে পারে তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। মরিয়ম সম্প্রতি এই বিষয়টা নিয়ে কৌশলে

আলোচনা শুরু করেছে। ইব্রাহিম ভাবে কিছু একটা এখনই না করলে এই বিষয়টা তাদের বিয়ের সুখী বাতাবরণে একটা ঝগড়ার আবহ বয়ে আনবে। পুনরায় বিয়ে করাটাই তার জন্য যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়ক একটা অভিজ্ঞতা। আরেকটা সন্তান জন্ম দেবার ধারণা হোক সেটা মরিয়মের মতো ভালবাসার রমণীর গর্ভে, এই মুহূর্তে একেবারেই অচিন্তনীয়। তার একমাত্র ছেলে ভিয়েনায় সন্ত্রাসবাদী বোমা হামলায় নিহত হয়েছে এবং জেরুজালেমে মাউন্ট অব অলিভসে তাকে সমাহিত করা হয়েছে। লিয়াহ, তার প্রথম স্ত্রী, বিস্ফোরণের ধাক্কা সামলে নিয়েছে এবং এখন মাউন্ট হার্জেলে এক মানসিক হাসপাতালের বাসিন্দা, আগুনের হলকায় ঝলসে যাওয়া দেহ আর স্মৃতি; একটা অলিন্দে বন্দি। ইব্রাহিমের কাজের কারণেই তার নিকটজনেরা এই ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করেছে। তার শত্রুর নিশানায় পরিণত হবার জন্য ইব্রাহিম আর কোনো সন্তানের পিতা হবে না বলে নিজের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সে পায়ের সেভেল খুলে এবং পাথরের মেঝের উপর দিয়ে তার লেখার টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। ল্যাপটপ কম্পিউটারের স্ক্রীনে একটা খামের মতো আইকন তার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য জ্বলছে আর নিভছে। মেসেজটা কয়েক ঘণ্টা আগেই এসেছে। ইব্রাহিম ইচ্ছা করেই এতক্ষণ বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামায়নি কারণ সে জানে সম্ভাব্য কেবল একটা স্থান থেকেই বার্তাটা আসতে পারে। মেসেজটার কথা চিরতরে ভুলে থাকাটা অবশ্য আদৌ সম্ভব না। যত দ্রুত সম্ভব এটার সাথে রফা করাটাই ভাল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে আইকনটায় ক্লিক করে এবং স্ক্রীনে একটা দুর্বোধ্য অক্ষরের সারি ভেসে উঠে। নির্দিষ্ট উইনডোতে পাসওয়ার্ড লিখতে, এনক্রিপশন মিলিয়ে যায় এবং পরিষ্কার ভাষায় লেখা কয়েকটা শব্দ স্ক্রীনে জ্বলজ্বল করতে থাকে:

MALACHI REQUESTS MEETING. PRIORITY RESH.

ইব্রাহিম দ্রুত কুচকে তাকায়। মালাচি স্পেশাল অপারেশনসের প্রধানের কোড। প্রায়োরিটি রেশ মানে সময় সংবেদনশীল পরিস্থিতি, সাধারণত এর সাথে জীবন আর মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত থাকে। সে এক মুহূর্ত ইতস্তত করে তারপরে উত্তর টাইপ করে। ঠিক নব্বই সেকেন্ড পরে তার প্রেরিত বার্তার উত্তর আসে:

MALACHI LOOKS FORWARD TO SEEING YOU.

ইব্রাহিম কম্পিউটার বন্ধ করে দেয় এবং খালি বিছানায় গিয়ে হানা দেয়। MALACHI LOOKS FORWARD TO SEEING YOU ... তার মনে সন্দেহ আছে ব্যাপারটা নিয়ে কারণ মালাচি আর তার ভেতর কথাবার্তার সম্পর্ক নেই বললেই চলে। চোখ বন্ধ করতে সে একটা হাত ধাক্কা খুঁটার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে। সে তার হাতে ধরা প্যাঁলেটের উপরে তার তুলিটা ঘষে এবং ঘুমে তুলিয়ে যাবার আগ পর্যন্ত আঁকতেই থাকে। তারপরে ঘুমের ঘোরে আরো কিছুক্ষণ তুলি নিয়ে কসরভ করে।

৪. অ্যামেলিয়া, উমব্রিয়া

ইতালিকে তার প্রাচীন মহিমায় যদি কেউ দেখতে চায় তবে তাকে ভিলা ডেই ফিয়োরী থেকে অ্যামেলিয়ার পাহাড়ী শহরে হেঁটে গেলেই চলবে এবং ইব্রাহিম বিষণ্ণ মনে মনে ভাবে তার আধুনিক দুর্দশাও। সে তার পরিণত বয়সের একটা বিশাল সময় ইতালিতে অতিবাহিত করেছে এবং দেশটার ধীর কিন্তু নিশ্চিত গতিতে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়ার সাক্ষী হয়েছে। অবক্ষয়ের চিহ্ন চারপাশে বিদ্যমান: সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতির আখড়া এবং অদক্ষ; অর্থনীতি দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে কর্মসংস্থান দিতে অপারগ; দেশের একদা মহিমান্বিত সমুদ্র সৈকত এখন কেবল আবর্জনা আর দূষণের কেন্দ্র। এসব কিছুই কিভাবে যেন পৃথিবীর তাবদ ভ্রমণকাহিনী লেখকদের নজর এড়িয়ে গিয়েছে যারা প্রতিবছর নিষ্ঠার সাথে ইতালির পল্লীজীবনের সৌন্দর্য আর গুণের কথা অকৃপণ হাতে লিখে চলেছে। ইতালিয়ানরা হয়ত এজন্যই, নিজেদের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার কথা বিবেচনা করে দেরীতে বিয়ে করছে, যদি আদৌ বিয়ে করে, আর তারও কম সংখ্যক দম্পত্তি ছেলেমেয়ের জন্ম দিচ্ছে। পশ্চিম ইউরোপে ইতালির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম এবং ষাট বছর বয়স্ক ইতালিয়ানের সংখ্যা বিশ বছর বয়সীর চেয়ে বেশি, মানব সভ্যতার জনসংখ্যার ইতিহাসে যা একটা অনায়াস মাইলফলক। ইতালি ইতোমধ্যে বুড়োদের রাজ্যে পরিণত হয়েছে এবং দ্রুত আরো বৃদ্ধ হয়ে পড়ছে। এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে গ্রেট প্লেগের পরে আবারও তারা জনসংখ্যা হ্রাসের সম্মুখীন হবে।

উমব্রিয়ার সবচেয়ে পুরাতন শহর, অ্যামেলিয়া, কালো জ্বরের শেষ প্রকোপ দেখেছে এবং সম্ভবত তার আগের প্রতিবারের। সাধারণ যুগের বহু আগে উমব্রিয়া গোষ্ঠীর লোকেরা শহরটার পত্তন করেছিল, যা একে একে ইটরুস্কান, রোমান, গথ, লোম্বার্ডদের হাত ঘুরে অবশেষে পোপের শাসনাধীন আসে। শহরটার পিঙ্গল বর্ণের দেয়ালগুলো দশ ফির চওড়া এবং এর পুরাতন সড়কগুলোর বেশিরভাগেই কেবল পায়ে হেঁটে বিচরণ করা যায়। অল্প সংখ্যক অ্যামেলিয়ানরাই আজকাল এসব চওড়া দেয়ালের নিরাপত্তা আড়ালে বসবাস করে। বেশিরভাগ লোকই নতুন শহরের, আড়ম্বরহীন আবাসিক এলাকা আর কংক্রিটের বিপনী বিতাণের মোহে চলে এসেছে, যা শহরের দক্ষিণে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে।

শহরটার প্রধান সড়ক, ভিয়া রিমেমব্রানবা, এখানেই অ্যামেলিয়া বাসীরা তাদের অলস সময়ের বেশির ভাগটা কাটিয়ে থাকে। পড়ন্ত বিকেলে তারা হেঁটে বেড়ায় এবং সড়কের কোণায় জটলা পাকায়, গল্পগুজব করে আর সড়ক দিয়ে নিচের

পতাকায় অবস্থিত ওরভিয়েটও'র দিকে চলমান গাড়ির বহরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভিলা ডেই ফিয়োরীর রহস্যময় আগন্তুক তাদের আরেকটা প্রিয় আলোচনার বিষয়বস্তু। বহিরাগত একলোক যে নিজের উপস্থিতি ভদ্রতার সাথে জানান দেয় কিন্তু তার সাথে যখন একটা নিষ্পৃহতা মিশে থাকে তখন সে এলাকাবাসীর মাঝে ব্যাপক অবিশ্বাস আর সবপরিমাণ ঈর্ষার জন্ম দেয়। তার কাজের ধরন সম্পর্কে ভিলার কর্মচারীরা স্পিকটি নট থাকায় আশুনে ঘি পড়ে গুজবের মাত্রা লাগামছাড়া হয়। সে চিত্রকলার সাথে জড়িত, প্রশ্নের মুখে ভিলার কর্মচারীরা এড়িয়ে যাবার চঙে উত্তর দেয়। সে একা থাকতেই পছন্দ করে। অল্প সংখ্যক বৃদ্ধ মহিলার ধারণা সে একটা অশুভ আত্মা যাকে দেবী হয়ে যাবার আগেই অ্যামেলিয়া থেকে বিতাড়িত করতে হবে। কিছু কিছু তরুণী আবার গোপনে সবুজ চোখের এই আগন্তুকের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং কদাচিত সে শহরে আসলে তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নির্লজ্জের মতো ফটিনটি শুরু করে।

প্যাস্টিসিয়েরা ম্যাসিমোর চকচকে কাঁচের কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটা তার সবচেয়ে উৎসাহী গুণমুগ্ধদের অন্যতম। তার চোখে গ্রন্থাগারিকের উপযোগী ক্যাটআই চশমা আর ঠোঁটের কোণে একটা সার্বক্ষণিক মৃদু তিরস্কারপূর্ণ হাসি। ইব্রাহিম ক্যাপুচিনো আর বেশ কয়েকটা পেস্ট্রির একটা ট্রে অর্ডার করে কামরার শেষপ্রান্তের একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। সেখানে ইতোমধ্যে স্ট্রবেরীর আভা যুক্ত সোনালি চুল আর কুস্তিগীরের মতো দেখতে কাঁধের একটা লোক বসে রয়েছে। সে একটা স্থানীয় খবরের কাগজ পড়বার ভাণ করছে— ভাণই করছে। ইব্রাহিম জানে, কারণ ব্যাটা আর যাই হোক ইতালিয়ানের বিন্দুবিসর্গও জানে না।

“খালিদ, কোন বিশেষ খবর?” ইব্রাহিম জার্মানে জিজ্ঞেস করে।

খালিদ ওবায়েদ গনগনে চোখে মদন ভাস্কর্যের অভিপ্রায়ে ইব্রাহিমের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার খবরের কাগজ পাঠে মনোনিবেশ করে। “আমি যদি ভুল হয়ে না থাকে তাহলে রোমে বোধহয় একটা রাজনৈতিক গোপালোযোগ ঘনিয়ে উঠছে,” সে একই ভাষায় উত্তর দেয়।

ইব্রাহিম সামনের খালি আসনে বসে। “প্রধানমন্ত্রী এই মুহুর্তে আপাতদৃষ্টিতে ভজঘট কিছু অর্থনৈতিক কেলঙ্কারীতে ফেলে আছেন।”

“আরো একটা?”

“উত্তরের কয়েকটা বিশাল নির্মাণ প্রকল্প থেকে ঘুষ নেবার কোনো ব্যাপার। স্বভাবতই অনুমান করা যায় বিরোধী দল নিশ্চয়ই তার পদত্যাগ দাবী করছে। আর সেও গোয়ারের মতো পদত্যাগ না করে বিষয়টা মিমাংসার পণ করেছে।”

“সম্ভবত চার্চ যদি এখনও এখানের দায়িত্বে থাকত তাহলেই ভালো হত।”

“তুমি কি পাপাল স্টেটের পুনর্গঠনের বিষয়ে কোন ইঙ্গিত দিতে চাইছ?”

“জুতোর মতো চকচকে করে পলিশ করা চুলের প্লে-বয় প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে পোশাকি ভাল না। হার্মাদটা দুর্নীতিকে রীতিমত শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।”

“আমাদের শেষ প্রধানমন্ত্রীর তো আবার নৈতিক ভারসাম্য বলে কিছু ছিলই না।”

“সেটা সত্যি। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা, সে দেশকে তার শত্রুর হাত থেকে রক্ষাকারীদের মধ্যে পড়ে না। সেই দায়িত্ব এখনও কিং সল বুলেভার্ডের।”

কিং সল বুলেভার্ড ইসরায়েলের ফরেন ইন্টেলিজেন্সের ঠিকানা। মন্ত্রণালয়টার নাম ইচ্ছাকৃতভাবেই বড় আর বিভ্রান্তিকর রাখা হয়েছে যার সাথে এর আসল কাজে সামান্যই মিল রয়েছে। এখানে যারা কাজ করে তারা একে কেবল “দপ্তর” বলে উল্লেখ করে এবং আর কিছু না।

মেয়েটা ক্যাপুচিনো এনে ইব্রাহিমের সামনে নামিয়ে রাখে এবং টেবিলের মাঝে প্লেট ভর্তি প্যাস্ট্রি। খালিদের চোখমুখ কুচকে যায়।

“কি ব্যাপার। খালিদ? বেলা নিশ্চয়ই তোমাকে আবার ডায়েট করতে বাধ্য করেনি?”

“আমি কখনও ডায়েটের বাইরে ছিলাম এটাই বা তোমার কেন মনে হচ্ছে?”

“তোমার বেলুনের মতো ফুলে ঢোল হওয়া কোমর দেখে।”

“ইব্রাহিম সবাই তোমার মতো সুঠাম দেহাবয়ব আর উচ্চ পরিপাক শক্তির অধিকারী না। আমার পূর্বপুরুষ ছিল অস্ট্রিয়ার নধর ইহুদি।”

“তাহলে কেন খামোখা প্রকৃতির সাথে লড়াই করা? খালিদ, একটা নাও— আর কিছু না হোক তোমার ছদ্মবেশ রক্ষার খাতিরে অন্তত।”

খালিদ অনেক বেছে ট্রাম্পেটের মতো দেখতে ক্রিম ভর্তি একটা পেস্ট্রি তুলে নেয় যা দুই কামড়ে অদৃশ্য হয়। সে একটু ইভস্তত করে, তারপরে বাদামের মিষ্টি পুর দেওয়া আরেকটা বেছে নেয়। ইব্রাহিম তার কাপে চিনির একটা প্যাকেট ছিঁড়ে তালার মাঝে সেটাও উধাও হয়।

“আমি প্লেনে কিছু খেতে পারি নি।” খালিদ অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলে। “আমির জন্যও এক কাপ কফি বলো।”

ইব্রাহিম আরেক কাপ ক্যাপুচিনো দিতে বলে তারপরে খালিদকে দিকে তাকায়। ব্যাটা আবারও নেকড়ের দৃষ্টিতে প্যাস্ট্রির প্লেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

“খালিদ, খামোখা নিজেকে কষ্ট দিচ্ছে। বেলা কখনও জবাব দিতে পারবে না।”

“সেটা তোমার মনে হচ্ছে। বেলা সবকিছু জানে।”

বেন-গুরিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেভানটিন ইতিহাসের প্রফেসরের পদে যোগ দেবার আগে বেলা দপ্তরের সিরিয়া ডেস্কে একজন বিশ্লেষকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। এজেন্ট-পরিচালক আর গোপন অভিযানে অভিজ্ঞ খালিদ যেনতেন প্রকারে নিজ উদ্দেশ্যসাধনে মাহির কিন্তু তাকে ভাওভা দেয়াটা ছিল তার আয়ত্তের বাইরে।

“গুজবটা কি সত্যি?” ইব্রাহিম আলতো করে জিজ্ঞেস করে।

কান গুজবটার কথা জানতে চাইছো?”

তোমার আর বেলার বিয়ে করার বিষয়টা। ক্যাসেরিয়া সাগরের তীরে বাছাই করা যেকজন বন্ধু আর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আড়ম্বরহীন বিয়ের অনুষ্ঠান। এবং ডো লোকটাও অবশ্যই উপস্থিত থাকবে। অরি শমসেরের আশীর্বাদ ছাড়া মনমতেই স্পেশাল অপসের প্রধানের পক্ষে বিয়ের গিড়িতে বসা সম্ভব না।”

ক গোপন মন্ত্রণালয়ের ততোধিক গোপনতম শাখা স্পেশাল অপস। সবাই যে কাজ করতে অনীহা প্রকাশ করে, বা সাহসী হয় না, এই বিভাগ বেছে বেছে কেবল নই দায়িত্বগুলোই পালন করে। এখানে যারা কাজ করে তারা খুশী আর পছন্দকারী; অশ্লীল কটূক্তি আর ব্র্যাকমেলিং-এ সিদ্ধহস্ত; বুদ্ধিমান আর ডাবনপটু লোকদের একটা দল যাদের অপরাধী লক্ষণসমূহ স্বয়ং অপরাধীদের চেয়েও প্রবল; বহুভাষাবিদ আর বহুরূপী যারা ইউরোপের প্রসিদ্ধ হোটেল বা সেলুনে থাকা বাগদাদ বা বৈরুতের কুখ্যাত পোড়ো গলিতে সমান স্বচ্ছন্দ। ইব্রাহিম রাজি। হওয়াতেই কেবল খালিদ এই মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছে এই বিষয়টা সে কখনও ভুলতে পারে না। সেও ইব্রাহিমের মতই প্রতিভাবান আর ইব্রাহিমের আকস্মিক বপরোয়া প্রবণতার তুলনায় সাবধানী। অন্য কোন দেশে, অন্য কোন গোয়েন্দা সংস্থায় সে নিজ গুণেই তারকা খ্যাতি লাভ করতো। কিন্তু তাদের দপ্তরেই কেবল ইব্রাহিমের মত হঠকারী এজেন্টদের কদর বেশি, যাদের উদ্ভাবন কুশলতা নিয়মের বড়াজালে আটকা পড়েনি। খালিদ নিজেই তাই স্বীকার করে ফিল্ডে সে একটা সামান্য এবং সারা জীবন সে ইব্রাহিমের ছায়ার আড়ালেই গুমরে কাটিয়েছে।

বেলা দপ্তরের লোকদের যত কম দাওয়াতের পক্ষপাতি ছিল।” খালিদের কণ্ঠে বিষয় তেমন প্রত্যয় ধ্বনিত হয় না। “সে চায়নি আমাদের অনুষ্ঠানটা যেন গুচরদের মিলনমেলায় পরিণত না হয়।”

আমাকে কি সেজন্যই দাওয়াতের যোগ্য মনে করা হয়নি?”

খালিদ প্রশ্নটার উত্তর দেবার আগে ধ্যানী বুদ্ধি হয়ে যায়। ইব্রাহিম বিষয়টা খেয়াল করে। দপ্তরের আচরণ বিশ্লেষকের দল এ ধরনের আচরণকে স্থানচ্যুত অভিব্যক্তি বলে অভিহিত করে থাকে।

খালিদ বলে ফেলো। তোমার কথায় আমি কষ্ট পাব না।”

খালিদ তার সামনে পড়ে থাকা প্যাস্ট্রির কণাগুলো হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মাটিতে ফলে এবং নিরবে কিছুক্ষণ ইব্রাহিমের দিকে তাকিয়ে থাকে। “আমার বিয়েতে তোমাকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি কারণ আমি তোমাকে দাওয়াত করতে চাইনি। বিশেষ করে মস্কোতে তোমার সেই মস্কো দেখায় পরে।”

ময়েটা কফির কাপটা এনে খালিদের সামনে নামিয়ে রাখে এবং দু’জনের ভিতরে নটান উত্তেজনা অনুভব করে নিরবে নিজের কাঁচের বেটনীর পিছনে ফিরে যায়। ইব্রাহিম জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তিনজন বৃদ্ধকে ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যেতে

দেখে, তীব্র শীতের কারণে ভারী পোশাকে আবৃত। অবশ্য, তার ভাবনা তখন মস্কোতে আগস্টের এক বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় হারিয়ে গিয়েছে। বাধের ধারের আবাসিক এলাকা হিসেবে পরিচিত বিশাল স্ট্যালিনিষ্ট অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের সামনের অবশ্য ছোট্ট ক্ষয়প্রাপ্ত সে দাঁড়িয়ে ছিল। খালিদ তাব হাত ধরে প্রাণপণে মোচড়াবার ফাঁকে নিরবে কানে মন্ত্রগুপ্তি পড়ে চলেছে। তার বক্তব্য রাশান অস্ত্র ব্যবসায়ী ইভান কারকভের ব্যক্তিগত নথিপত্র চুরি করার পরিকল্পনার বারোটা বেজে গিয়েছে। আর তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাদের গুরু আর ওস্তাদ অরি শমসের তাদের শেরেমেতইয়েভো বিমানবন্দরে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে তেলআভিভগামী বিমানে আরোহনের আদেশ দিয়েছেন। নিজের লোক, মানে ইভানের স্ত্রীকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে যাওয়া ছাড়া ইব্রাহিমের সামনে দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই।

“খালিদ আমি যেতে পারবো না। ইলেনাকে জীবিত বের করে নিয়ে আসার এটাই একমাত্র সুযোগ।”

“আমার, যতই হোক আমি তোমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আর অরি শমসেরের প্রত্যক্ষ আদেশ তুমি অমান্য করবে। আর শুধু তাই না নিজের স্ত্রীসহ পুরো দলটাকে তুমি বিপদে ফেলতে চাও। ব্যাপারটা বাকি সবার কাছে আমাকে কেমন হাস্যকর প্রতিপন্ন করবে ভাবতে পারো?”

“একজন বিচক্ষণ আধিকারিক যে পুরো অপারেশন বানচাল হবার পরেও নিজের মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিল।”

“না, ইব্রাহিম। নিজের জীবন আর চাকরির নির্বিঘ্নে রাখতে একজন এজেন্টকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে ইচ্ছুক একজন কাপুরুষ হিসেবে আমাকে অভিষিক্ত করবে।” খালিদ তার তিন প্যাকেট চিনি ঢালে এবং ক্ষুদ্রে রুপার চামচ দিয়ে একটা ত্রুষ্ক নাড়া দেয়। “আর তুমি একটা ব্যাপার জানো? তারা খুব একটা ভুলও বলতো না। আমি কাপুরুষ বিশেষণটা ছাড়া আর বাকি বিষয়টার কথা বলছি। আমি কাপুরুষ নই।”

“খালিদ, তোমার শত্রুও বলবে না লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে তুমি কখনও পালিয়েছো।”

“কিন্তু আমি একটা কথা মানি আমার ভেতরে তেলাপোকস মতো একটা দারুণ পোক্ত বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি কাজ করে। আমাদের কাজের ধারায় যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেবল ফিল্ডেই না কিং সল বুলেভার্ডেও একই কথা প্রযোজ্য। আমরা সবাই তোমার মতো প্রতিভাবান নই। আমাদের অনেকেরই চাকরিটা প্রয়োজন। আমাদের ভেতর অনেকেরই আবার পদোন্নতির খায়েশও রয়েছে।”

খালিদ চামচটা দিয়ে এবারে কাপের কিনারে টোকা দেয় এবং পিরিচের উপরে নামিয়ে রাখে। “সেই রাতে তেলআভিভ ফিরে গিয়ে আমি তোপের মুখে পড়েছিলাম। তারা বিমানবন্দর থেকে আমাদের আক্ষরিক অর্থে ধরে নিয়ে সোজা

কিং সল বুলেভার্ডে হাজির করে। আমরা যখন সেখানে পৌছাই ততক্ষণে তোমার নির্খোজ হবার কয়েক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর থেকে দশ মিনিট পর পরই আপডেটের জন্য তাগাদা আসছে এবং শমসের নিশ্চিতভাবেই মারদাঙ্গা মেজাজের তুঙ্গে অবস্থান করছিলেন। একটাই বাঁচোয়া বুড়োটা তখন লভনে ছিল; নতুবা সেদিনই সে খালি হাতে আমাকে গলা টিপে মারত। ধরেই নেয়া হয়েছিল যে তুমি পটল ক্ষেত চাষাবাদে নিয়োজিত হয়েছো। এবং আমিই তোমাকে এই মহান নিয়োগ দান করেছি। আমরা ঘণ্টার পরে ঘণ্টা একটা নিশ্চিত সংবাদের জন্য সেখানে তীর্থের কাকের মতো বসেছিলাম। ইব্রাহিম, সে রাতের কথা আমি জীবনেও ভুলবো না। আমি সেরকম কিছু ভিতরে আবারও পড়তে চাই না।”

“খালিদ, আমিও সেরকম কিছু চাই না।”

“আমার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।” খালিদ ইব্রাহিমের ডান চোখের উপরের কাটা দাগটার দিকে তাকিয়ে থাকে। “পরের দিন সকাল নাগাদ আমরা সবাই তোমাকে মৃত ধরে নিয়েছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে বার্তাকক্ষের এক ক্লার্ক অপারেশনস রুমের দরজা যেন ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে বলে যে এইমাত্র তুমি—খোদার দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে ইউক্রেনের— একটা ফ্ল্যাশ লাইন থেকে যোগাযোগ করেছো। আমরা যখন প্রথম তোমার কণ্ঠস্বর শুনি পুরো কামরাটায় যেন নরক ভেঙে পড়ে। রাশিয়া থেকে তুমি ইভান কারকভের থলের খবর নিয়েই কেবল না সাথে করে গাড়ি ভর্তি পক্ষত্যাগীদের একটা দল তোমার সাথে রয়েছে যাদের ভিতরে রয়েছে সীমান্ত অতিক্রমকারী সর্বোচ্চ পদাধিকারী এফএসবি অফিসার কর্নের গ্রেগরী বুলগানভ। এক সন্ধ্যার কাজ হিসেবে মন্দ না সাফল্যের পরিমাণ। মস্কোতে তুমি তোমার সেরা কাজটা দেখিয়েছিলে। কিন্তু আমার জন্য, আমার পরিষ্কার রেকর্ডে সেটা একটা চিরস্থায়ী দাগের সৃষ্টি করে। ইব্রাহিম তার পুরোটাই তোমার কৃতিত্ব। আর এজন্যই আমার বিয়েতে তোমাকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি।”

“খালিদ, আমি সত্যি দুঃখিত।”

“দুঃখিত কিসের জন্য?”

“তোমাকে এমন বিব্রতকর একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি ফেলেছিলাম বলে।”

“কিন্তু আমার সরাসরি নির্দেশ অমান্য করার জন্য তোমার মনে বিন্দুমাত্র খেদ নেই?”

ইব্রাহিম চুপ করে থাকে। খালিদ আস্তে আস্তে মাথা নোড়ে।

“তুমি একটা সাড়ে খচ্চর মাল, ইব্রাহিম। মস্কোতে সেদিন আমার উচিত ছিল তোমার হাত ভেঙে হিড়হিড় করে গাড়িতে টেনে তোলা।”

খালিদ, তুমি আমার কাছ থেকে কি শুনতে চাও?”

“আমি চাই যে তুমি আমাকে বলো এমনটা আবারও কখনও হবে না।”

“যার সেটা হলে?”

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ড্যানিয়েল সিলভা

“প্রথমে আমি তোমার দুহাত ভাঙবো। তারপরে স্পেশাল অপসের প্রধান হিসেবে আমি পদত্যাগ করবো ফলে দপ্তরের আঁতেলগুলোর সামনে তোমাকে প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা থাকবে না। এবং আমি জানি সেটা তোমার কাছে ঠিক কতটা কাম্বিত।”

ইব্রাহিম তা ডান হাত উপরে তুলে। “খালিদ সোনা, মিশনে বা অন্য কোথায় আর কখনও সেরকম কিছু হবে না।”

“বলে ফেলো।”

“মস্কোতে আমাদের ভিতরে যা হয়েছিল আমি সেজন্য দুঃখিত। আমি শপথ করছি আর কখনও তোমার সরাসরি আদেশ আমি কখনও অমান্য করবো না।”

খালিদকে নিমেষের ভিতরে স্বাভাবিক দেখায়। ঝগড়া করাটা ঠিক তার ধাত না।

“খালিদ, তুমি এজন্যই তোমার এত মোটা পাছা নিয়ে এখানে এসেছ? তুমি উমব্রিয়া এসেছ আমার কাছ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা শুনবে বলে?”

“আর সেই সাথে একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করবো বলে, ওটাও গুরুত্বপূর্ণ।”

“আমি সেটা ভুলে যাইনি।”

“বেশ, না গেলেই ভালো।” খালিদ তার কনুই দুটো টেবিলের উপরে রাখে এবং সামনের দিকে ঝুকে আসে। “আমি চাই এবার তুমি আমার কথা বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনবে। আমরা এখান থেকে সোজা তোমার সাজান ভিলায় যাবো এবং সেখানে গিয়ে তুমি তোমার ব্যাগ গুছিয়ে নেবে। তারপরে আমরা সোজা রোমে গিয়ে রাতটা দূতাবাসে কাটাব। আগামীকাল সকালে, ঠিক দশটার সময় ফিউমিসিনো বিমানবন্দর থেকে তেল আভিভগামী বিমান যখন উড্ডয়ন করবে আমরা সেটার প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় সারির দুটো পাশাপাশি আসনে অবস্থান গ্রহণ করবো।”

“আর আমরা এত কষ্ট কেন করবো?”

“কারণ কর্নেল প্রেগরী বুলগানভ চলে গেছেন।”

“চলে গেছেন দ্বারা কি বোঝাতে চাও?”

“ইব্রাহিম, আমি বলতে চাই চলে গেছেন। আমাদের মাঝে তিনি আর নেই। বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছেন। উধাও হয়ে গেছেন।”

৫. অ্যামেলিয়া, উমব্রিয়া

ন ধরে সে নিখোঁজ রয়েছে?”

প্রায় এক সপ্তাহ।”

, ঠিক করে বলো।”

তার সন্ধ্যাবেলা ঠিক ৬:১২ মিনিটে হ্যারো রোডে কর্নেল প্রেগরী বুলগানভকে ফালো মার্শেডিজের পেছনের সীটে শেষবারের মতো উঠতে দেখা গেছে।”

নয়ার প্রাচীন শহরের কেন্দ্রে একটা সংকীর্ণ নুড়ি বিছান সড়কে সন্ধ্যার আলোতে তারা পাশাপাশি হেঁটে যায়। দু'জন বাদামী-চোখের দেহরক্ষী পা পেছন থেকে তাদের অনুসরণ করে। পুরো বিন্যাসটার ভেতরেই একটা ঝামেলার আমেজ লুকিয়ে রয়েছে। খালিদ নিরাপত্তার জন্য সাধারণত মহিলা দেহরক্ষী, ব্যাট লেভেইয়া, নিয়েই চলাফেরা করতে অভ্যস্ত। সে টাকা জানে ধরে খরচ করে দু'জন প্রশিক্ষিত খুনীকে নিয়ে এসেছে মানেই এর প্রাণনাশের সম্ভাবনাকে সে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে।

রা ঠিক কবে নাগাদ বিষয়টা আমাদের জানিয়েছে?”

। চারদিন পরে আমাদের লন্ডন স্টেশনে শনিবার দুপুরবেলা তারা একটা গোছের ফোনকল করে ব্যাপারটা জানায়। তখন সাবাত চলার কারণে, ত যে ছিল সে নিতান্তই বাচ্চা একটা ছেলে সে খরবটার তাৎপর্য সাথে সাথে ন করতে ব্যর্থ হয়। সে একটা বার্তা তৈরি করে কিং সল বুলেভার্ডে সেটার কোন জরুরি তকমা না দিয়েই পাঠিয়ে দেয়। কপাল ভাল, সেখানে পীয়ান ডেস্কের কর্মকর্তা ব্যাপারটা ঠিকই বুঝতে পারে এবং পাঠে সাথে অরি শমসেরকে জানায়।

মাথা নাড়ে। দপ্তরের প্রধান হিসেবে শমসের বহু বছর হয় প্রকাশ্যে আর রা করে না কিন্তু তারপরেও দপ্তর আজও অনেকটাই তার ব্যক্তিগত রর মতো। ইব্রাহিম আর খালিদের মতো এজেন্টে প্রলাকাটা গিজগিজ করছে প্রত্যেককে শমসের নিজে নিয়োগ করেছে এবং গড়ে তুলেছে, যারা তার ন অবিচল আস্থাবাদী এমনকি তারই ক্ষমায় কথা বলে। ইসরাইলে, কে সবাই মেমুনেহ বলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন এবং তিনি ততদিনই দায়িত্ব করবেন যেদিন তিনি নিশ্চিত হবেন যে এখন মৃত্যুবরণ করলে তার স্বপ্নের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা চিরতরে রহিত হয়েছে।

“আর আমার ধারণা বুড়োটা তারপরেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল,” ইব্রাহিম জানতে চায়।

“সে তাই করেছে যদিও সামান্যতম সৌজন্যবোধের লেশমাত্রও তার আদেশে অনুপস্থিত ছিল। সে আমাকে বলে তোমাকে একটা সংবাদ দিতে। তারপরেই মত পালটে দণ্ডের কয়েকটা ছেলেকে নিয়ে প্লেনে উঠতে আদেশ করে। আমার জীবনের একটা পালনীয় ভূমিকায় বিষয়টা পরিণত হতে চলেছে— পরিবারের দায়িত্বশীল ছোটছেলে যাকে কয়েক মাস পরপরই অন্ধকারে ছুটতে হয় তার স্বেচ্ছাচারী বড় ভাইকে খুঁজে বের করার আদেশ মাথায় নিয়ে।”

“গ্রেগরী যখন গাড়িতে উঠে তখন কি সে নজরদারির ভিতরে ছিল?”

“আপাতদৃষ্টিতে না।”

“তাহলে, হামবাগ ব্রিটিশরা কিভাবে বুঝল যে আদতেই কি ঘটেছে?”

“তাদের ক্ষুদ্রে বৈদ্যুতিক চামচার নজর রাখছিল।”

খালিদ আসলে সিসিটিভির কথা বোঝাতে চায়, দশ হাজার ক্রোজ সার্কিট ক্যামেরার সর্বব্যাপী বিন্যাস, যা লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশকে বস্তৃতপক্ষে ব্রিটিশ রাজধানীর সর্বত্র অপরাধ বা অন্য যে কোন কার্যকলাপের উপরে নজরদারির ক্ষমতা অর্পণ করেছে। সম্প্রতি এক সরকারি পর্যালোচনায় বলা হয়েছে যে পুরো ব্যবস্থাটা এর প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জনে মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়েছে: অপরাধ সংঘটনের হার হ্রাস আর অপরাধী সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে কোনটাই অর্জিত হয়নি। সিসিটিভি প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেবলমাত্র তিন শতাংশ ছিনতাইয়ের ঘটনার সুরাহা করা সম্ভব হয়েছে, এবং লন্ডনে অপরাধ সংঘটনের হার বেড়েই চলেছে। অপ্রস্তুত পুলিশ কর্মকর্তারা ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে যে অপরাধীরা ক্যামেরার বিপক্ষে নিজেদের অপরাধ সংগঠনের কৌশলে পরিবর্তন আনয়ন করেছে যেমন আজকাল তারা মুখোশ বা টুপি ব্যবহার করে নিজেদের সাফল্যের সাথে গোপন করছে। আপাতদৃষ্টিতে বোঝা যায় জনগণের ট্যাক্সের কয়েকশ মিলিয়ন পাউন্ড আর অভূতপূর্ব মাত্রায় তাদের প্রাইভেসির উপরে হামলা করার আগে এই বিষয়টা কারো মাথাতেই আসেনি। যুক্তরাজ্যের প্রজারা, পশ্চিমা গণতন্ত্রের সূতিকাগারে, এখন জর্জ অরওয়েলের কল্পিত সেই পৃথিবীতে বাস করে যেখানে তাদের প্রতিটি আচরন রাষ্ট্রের নজরদারির আওতায় রয়েছে।

“ব্রিটিশরা কখন বুঝতে পারে যে সে পালিয়েছে?” ইব্রাহিম চিন্তাশ্রিত কণ্ঠে জানতে চায়।

“পরের দিন সকালে। প্রতিদিন রাত দশটায় টেলিফোন করে তার খবর দেবার কথা। মঙ্গলবার সে ফোন না করায় তার পরামর্শক কর্মকর্তা খুব একটা চিন্তিত হয়নি। প্রতি মঙ্গলবার রাতে গ্রেগরী দাবা খেলে থাকে ব্রুমবেরীর একটা ছোট ক্লাবে। গত মঙ্গলবার ছিল ক্লাবের বার্ষিক প্রতিযোগিতার শিরোপা নির্ধারণী খেলা। গ্রেগরীর সহজেই শিরোপা জেতার কথা।”

“সাদা ভালুকটা যে দাবা খেলে তা তো জানতাম না।”

“আমার ধারণা লুবিয়াঙ্কার জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে তোমরা একত্রে যে সঙ্ঘাতবেলাটা কাটিয়েছিলে তখন সে তোমাকে কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছিল। সে বেচারী তখন বোধহয় হিসেবে মিলাতে চেষ্টা করছিল যে ইসরাইলের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মাঝারি গোছের এক কর্মকর্তার পক্ষে কিভাবে দু’দুজন চেচেন আততায়ীকে নিরস্ত্র আর হত্যা করা সম্ভব।”

“খালিদ আজ এতদিন পরে যতটুকু আমার মনে পড়ছে অরি আর তুমি যদি অনুরোধ না করতে তাহলে আমি সেই খাঁচাতে প্রবেশের কথা চিন্তাই করতাম না। তোমাদের দুই গুরু শিষ্য সবসময়ে যে গেলাম-আর-হয়েগেল ধরনের যে কাজের কথা কল্পনা করো এটা ছিল ঠিক তেমনই একটা কাজ। একদম আপোষে পুরো ব্যাপারটা শেষ হবার কথা ছিল। যেখানে কারো আঘাত পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু মুশকিল হল কখনও এমনটা হয় না।”

“কিছু লোক বিখ্যাত হয়েই জন্ম নেয়। বাকিরা কিং সল বুলেভার্ড থেকে কেবল বিখ্যাত সব কাজের দায়িত্ব লাভ করে।”

“যে অ্যাসাইনমেন্ট তাকে লুবিয়াঙ্কার বেসমেন্টের কোন একটা সেলের অতিথিতে পরিণত করতে পারে। কর্নেল গ্রেগরী বুলগানভ না থাকলে ঐ নারকীয় স্থান থেকে আমি প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারতাম না। খালিদ, সে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। দু’বার।”

“আমার সেটা মনে আছে,” খালিদ বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলে। “আমাদের সবার সেটা মনে আছে।”

“ব্রিটিশরা আমাদের আরো আগে কেন জানায়নি?”

“তারা ভেবেছিল গ্রেগরী সম্ভবত যোগাযোগ করতে ভুলে গিয়েছে। বা সে হয়তো কোন মেয়েকে নিয়ে সমুদ্রের ধারের কোনো হোটেলে অবকাশ যাপন করছে। পাগলা ঘণ্টি বাজাবার আগে তারা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চেয়েছিল যে সে আসলেই নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। ইব্রাহিম সে চলে গেছে। সেই গাড়িটায় তার আরোহনের বিষয়টা তারা কিছুতেই ব্যাখ্যা করতে পারছে না। বিস্মৃতির গর্ভে হাবিয়ে যাবার জন্য যেন সেটা একটা বাহন।”

“আমিও সে ব্যাপারে নিশ্চিত। তারা কি কোন ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পেরেছে?”

“তারা একটা ব্যাখ্যা অবশ্য দাঁড় করিয়েছে। এবং আমার ধারণা তোমার সেটা পছন্দ হবে না। ইব্রাহিম, ব্রিটিশ গোয়েন্দা মন্ত্রণালয়ের কেঁচুবিষ্টদের ধারণা যে কর্নেল গ্রেগরী বুলগানভ পুনরায় পক্ষত্যাগ করেছে।”

“পুনরায় পক্ষত্যাগ। তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ।”

“আমি মোটেই ঠাট্টা করছি না। তারচেয়েও বড় কথা তারা নিজেরা নিজেদের বুঝিয়েছে যে সে আগাগোড়াই একজন ডবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছে। তাদের

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ড্যানিয়েল সিলভা

বিশ্বাস সে পশ্চিমে এসেছিল রাশিয়ার বস্তা-পচা তথ্য বিশ্বাস করাতে এবং লন্ডনে বসবাসকারী রাশিয়ার অভিবাসী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে। এবং এখন তার কাজ শেষ হতে সে ছদ্মবেশ ত্যাগ করে নায়কের বেশে দেশে ফিরে গিয়েছে। আর এই বিপর্যয়ের জন্য তারা কাকে দোষী ঠাউরেছে কল্পনা করতে পারো?”

“কর্নেল গ্রেগরীকে যে লোকটা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পশ্চিমে নিয়ে এসেছিল।”

“দারুন উত্তর। তারা তোমাকে দায়ী করছে।”

“কি চমৎকার। কিন্তু মুশকিল হল কর্নেল গ্রেগরী বুলগানভ যদি ডবল এজেন্ট হয় তাহলে আমি ডবল এজেন্টের সর্দার। ব্রিটিশরা এই পাগলের প্রলাপ বকছে কারণ তারা তার অন্তর্ধানের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধ থেকে সরিয়ে, আমার কাঁধে চাপাতে চাইছে। লন্ডনে তাকে এত খোলামেলাভাবে থাকতে দেয়াটা উচিতই হয়নি। গত শরতকালে সিএনএন বা বিবিসি খুললেই কেবল তাকে টিভির পর্দায় দেখা যেত।”

“তোমার কি ধারণা তার ভাগ্যে কি ঘটেছে?”

“খালিদ, তাকে খুন করা হয়েছে। কিংবা তারচেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে।”

“রাশান আততায়ী দলের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কি ঘটতে পারে?”

“ইভান কারকভের দ্বারা অপহৃত হওয়া।” ইব্রাহিম হাঁটা বন্ধ করে খালি রাস্তায় এবার খালিদের মুখোমুখি দাঁড়ায়। “কিন্তু খালিদ তুমি ইতোমধ্যেই সেটা জেনে গিয়েছো। নতুবা তুমি এখানে নিজে আসতে না।”

৬. অ্যামেলিয়া, উমব্রিয়া

বাঁকা সড়কটা ধরে তারা শহরের সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত প্লাজায় এসে দাঁড়ায় এবং নিচের উপত্যকায় পোখরাজ আর গার্নেটের মতো জ্বলতে থাকা আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। প্লাজার বিপরীত পাশে দেহরক্ষী দু'জন শ্রবণসীমার অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। একজন কানে একটা সেলফোন ধরে রয়েছে; এবং অন্যজন একটা সিগারেট ধরায়। ইব্রাহিম আগুনের শিখার ঝলক দেখতে পেলে তার স্মৃতিতে একটা আবছা ছায়ামূর্তি ভেসে উঠে। সকালবেলা রাশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের কুয়াশাচ্ছন্ন সমভূমির উপর দিয়ে সে একটা ভোলগার সামনের আরোহীর আসনে বসে এগিয়ে চলেছে, ব্যথায় তার মাথা যেন ছিড়ে পড়তে চাইছে, আর যেনতেন ভাবে বাঁধা একটা পট্টি ডান চোখের দৃষ্টি ব্যাহত করছে। পেছনের আসনে দু'জন সুন্দরী মহিলা শিশুর মতো নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। একজন ওলগা সুকোভা, রাশিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত বিরোধী দলীয় সাংবাদিক। অন্যজন এলেনা কারকভ, অস্ত্র ব্যবসায়ী, খুনী, সংঘবদ্ধ অপরাধ সংগঠনের অবিসংবাদী নেতা: ইভান বরিসোভিচ কারকভের স্ত্রী। স্টিয়ারিংয়ের পেছনে তর্জনী আর বুড়ো আঙ্গুলের মাঝে জ্বলন্ত সিগারেট হাতে বসে আছে গ্রেগরী বুলগানভ। পেছনের মেয়েদের যাতে ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য মৃদু স্বরে সে কথা বলছে, তার চোখ সামনে রাশিয়ার শেষ না হওয়া রাস্তার উপরে নিবন্ধ।

ইব্রাহিম, তুমি জানো আমরা বিশ্বাসঘাতকদের সাথে কি করি? আমরা তাদের একটা ছোট ঘরে নিয়ে গিয়ে হাটুমুড়ে বসতে বাধ্য করি। তারপরে মাথার পেছনে বড় ক্যালিবারের পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করি। গুলিটা যেন মুখের সামনের অংশ দিয়ে বের হয় সেটা আমরা নিশ্চিত করি যাতে তার পরিবারের দেখার জন্য কিছু অবশিষ্ট না থাকে। তারপরে লাশটার ঠাই হয় এক নামহীন কবরে। সমাজতন্ত্রের পতনের পরে রাশিয়ায় অনেক কিছুই বদলেছে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি আজও একই রয়েছে। ইব্রাহিম, আমাকে একটা কথা দাও, কথা দাও যে কোনো নামহীন কবরে আমার ঠাই হবে না।

সহসা ডানা ঝাপটানির শব্দে ইব্রাহিমের চিন্তার জাল ছিন্ন হয় এবং উপরে তাকিয়ে দেখে প্লাজার রোমানস্ক ঘন্টাঘরে একপাল কাকি হটোপুটি করছে। সে এরপরে যার কণ্ঠস্বর শুনে সেটা খালিদ ওবায়েদের।

“ইব্রাহিম, একটা বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো। ইভান কারকভ যদি গ্রেগরীর চেয়েও বেশি কারও মৃত্যু কামনা করে থাকে তবে সেটা তুমি। আর এজন্য

বেচারাকে দোষও দেওয়া যাবে না? প্রথমে তুমি তার গোপন তথ্য চুরি করেছ। তাবপরে তুমি তার স্ত্রী আর সন্তানদের তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে এনেছ।”

“আমি কিছুই চুরি করিনি। এলেনা পক্ষত্যাগ করতে চেয়েছিল। আমি কেবল তাকে পালিয়ে আসতে সাহায্য করেছি।”

“ইভান ব্যাপারটা এভাবে দেখে কিনা আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। আর মেমুনেহও ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখে। মেমুনেহর ধারণা ইভান তার বিপর্যয় কাটিয়ে উঠেছে। মেমুনেহর আরও ধারণা ইভান তার প্রথম চালটা মাত্র দিয়েছে।”

ইব্রাহিম চুপ করে থাকে। খালিদ তার ওভারকোটের কলারটা উঁচু করে দেয়।

“তোমার হয়ত মনে আছে গত শরতে আমরা জানতে পেরেছিলাম ইভান তার দেহরক্ষী বাহিনীর ভিতরে আরেকটা বিশেষ দল গঠন করেছে। এই দলটাকে খুব সাধারণ একটা কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এলেনাকে খুঁজে বের করে, তার সন্তানদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং তার বিরুদ্ধে অভিযানে যাদের হাত ছিল সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করা। ইভানের ক্রোধ প্রশমিত হয়েছে আমরা নিজেদের এই বলে প্রবোধ দিতে চেয়েছিলাম। গ্রেগরীর অন্তর্ধান অবশ্য এখন অন্য কথাই বলছে।”

“খালিদ, ইভান আমাকে কখনও খুঁজে পাবে না। অন্তত এখানে না।”

“তুমি কি এই বিশ্বাসের উপরে নিজের জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে চাও?”

“আমি এই দেশে আছি সেটা কেবল পাঁচজন লোক জানে: ইতালির প্রধানমন্ত্রী, তার গোয়েন্দা আর নিরাপত্তা সংস্থার প্রধান, স্বয়ং পোপ আর পোপের ব্যক্তিগত সচিব।”

“এই পাঁচজনই যথেষ্ট।” খালিদ তার বিশাল থাবা ইব্রাহিমের কাঁধে রাখে। “আমি চাই এবার তুমি আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। গ্রেগরী বুলগানভ স্বেচ্ছায় না রাশান পিস্তলের মুখে লন্ডন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে সেটার সামান্যই গুরুত্ব রয়েছে। ইব্রাহিম, আমাদের কথা কেউ ফাঁস করে দিয়েছে। আর তুমি আজ রাতেই এই জায়গা ত্যাগ করছ।”

“আমাকে এর আগেও অনেকবার এই একই পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। আর তাছাড়া গ্রেগরীর কোন ধারণাই নেই আমি কোথায় কি পরিচয়ে বাস করছি। সে আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর বুড়োটা সেটা ভুল করেই জানে। বুড়ো সিংহটা গ্রেগরীর বড়শিভে গঁথে শেষ চেষ্টা করছে আমাকে ইসরাইলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার। আমাকে একবার নাগালের ভেতরে পেলে সে কোন একটা নির্জন কক্ষে আমাকে বন্দি করে রাখবে। তারপরে আমি যখন গুলি পড়ার পর্যায়ে পৌঁছব সে আমার সামনে সেই পরিস্থিতি থেকে পরিদ্রাব্য প্রস্তাব নিয়ে হাজির হবে। আমি পরিচালকের দায়িত্ব পাবো আর তুমি হবে স্পেশাল অপসের প্রধান। আর যক্ষ বুড়োটা শান্তিতে মরতে পারবে এই ভেবে যে তার দুই সন্তানসম সাগরেদ তার তৈরি করা দণ্ডের দায়িত্বভার শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছে।”

শমসেরের সেটাই হয়ত আসল পরিকল্পনা কিন্তু এই মুহূর্তে সে সত্যিই তোমার ঝাপসা নিয়ে চিন্তিত। কোন গোপন উদ্দেশ্য তার সত্যিই নেই।”

খালিদ, গোপন অভিসন্ধির চূড়ান্ত রূপ হল শমসের। আর তুমি তারই আরেকটা মুনা।”

খালিদ ইব্রাহিমের কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নেয়। “ইব্রাহিম, আমার মনে হয় এটা চর্ক করার সময় না। তুমি হয়ত একদিন আমাদের সবার বস হবে কিন্তু এই মুহূর্তে আমি তোমাকে আদেশ করছি ইতালি ত্যাগ করে দেশে ফিরে এসো। তুমি নিশ্চয়ই আমার আরেকটা আদেশ অমান্য করতে চাইছো না।”

ইব্রাহিম কোন উত্তর দেয় না।

ইব্রাহিম পৃথিবীতে তোমার শত্রু সংখ্যার কোনো কমতি নেই। তোমার হয়ত মনে হচ্ছে তোমার বন্ধু পোপ তোমাকে আগলে রাখবে কিন্তু তোমার এই ধারণাটা ভুল। আমাদের সাহায্য তোমার প্রয়োজন ঠিক যতটা তোমাকে আমাদের প্রয়োজন। আর তাছাড়া আমরাই তোমার একমাত্র আপনজন।”

খালিদের চোখেমুখে একটা বিজয়ীর হাসি খেলে যায়। কিং সল বুলেভার্ডের সম্মেলনক্ষেত্রে প্রচুর সময় কাটাবার ফলে তার তর্ক করার দক্ষতা বেশ ভালই বৃদ্ধি পেয়েছে। সে এখন বেশ ভালই একজন প্রতিপক্ষ যাকে হেলাফেলা করাটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ না।

“আমি একটা তৈলচিত্র নিয়ে কাজ করছি,” ইব্রাহিম অবশেষে উত্তর দেয়। “সেটা শেষ না করে আমি যেতে পারবো না।”

“কতদিন সময় লাগবে?” খালিদ জানতে চায়।

তিন মাস, ইব্রাহিমের ঠোঁটে চলে আসে। তারপরে সামলে নিয়ে সে বলে, “তিন দিন।”

খালিদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কয়েকশ দক্ষ এজেন্টের সমন্বয়ে গঠিত একটা দপ্তরের সে প্রধান কিন্তু এই একজনের পুরাতন ধ্রুপদী তৈলচিত্র পরিষ্কার করার খেয়ালের কাছে নিজেকে তার অসহায় বলে মনে হয়।

“আমি ধরে নিচ্ছি তোমার স্ত্রী এখনও ভেনিসেই রয়েছে।”

“সে আজ রাতেই ফিরে আসছে।”

“ভেনিস যাবার আগে তার আমাকে জানানো উচিত ছিল। ইব্রাহিম, তোমাকে একজন প্রাইভেট এজেন্ট হিসেবে আমরা মেনে নিয়েছি কিন্তু তোমার স্ত্রী স্পেশাল অপসের একজন পুরোদস্তুর এজেন্ট। আর সে জন্য, তার উচিত ছিল তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে, এক্ষেত্রে আমি, তার ব্যক্তিগত জীবন পেশাদার সবধরনের গতিবিধি সম্বন্ধে অবহিত করা। তুমি হয়ত কথাটা তাকে মনে করিয়ে দিলে ভালই করবে।”

“খালিদ, আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি, কিন্তু সে পন করেছে আমার কোন কথাই সে শুনবে না।”

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ড্যানিয়েল সিলভা

খালিদ তার কজিতে বাধা হাতঘড়ির দিকে তাকায়। একটা ঢাউস ইস্পাতে ডায়াল যেটা সঠিক সময় দেখান ছাড়া আর বাকিসব কাজই করতে পারে। শমসের এটারই একটা পুরাতন সংস্করণ ব্যবহার করে আর সেজন্যই খালিদ ঘড়িটা কিনেছিল।

“প্যারিস আর ব্রাসেলসে আমার কাজ আছে। আমি ঠিক তিন দিন পরে ফিরে এসে তোমাকে আব মরিয়মকে তুলে নেবো। আমরা একসাথেই ইসরাইলে ফিরছি।”

“খালিদ, আমি নিশ্চিত তোমার সাহায্য ছাড়াই আমরা বিমানবন্দর খুঁজে বের করতে পারবো। আমাদের প্রশিক্ষণে কোন ঘাটতি নেই।”

“আর সেটা নিয়েই আমি চিন্তিত।” খালিদ ঘুরে দাঁড়িয়ে তার সাথে দেহরক্ষীদের দিকে তাকায়। “আর একটা কথা ওরা তোমার সাথেই এখানে থাকছে। ভেবে নাও তারা তোমার ভিলায় অস্ত্রধারী অতিথি।”

“তাদের আমার দরকার নেই।”

“সেটা ঠিক করার এক্তিয়ার তোমার না,” খালিদ বেশ আমুদে কণ্ঠে বলে।

“আমার ধারণা বলদ দুইটা ইতালিয়ান জানে না।”

“জুডায়া আর সামারিয়ার খামারে চড়ে বড় হয়েছে তারা। ইংলিশ বলতে গেলেই হাপিয়ে পড়ে।”

“ভিলার কর্মচারীদের কাছে আমি তাদের কিভাবে উপস্থাপন করবো?”

“সেটা আমার সমস্যা না।” খালিদ চাম্পা কলার মতো নখর তিনটা আঙ্গুল ইব্রাহিমের মুখের সামনে ধরে। “হতচ্ছাড়া তৈলচিত্রটা শেষ করার জন্য তোমার হাতে তিনদিন সময় আছে। তিনদিন। তারপরে তোমার দুই চখাচখী বাড়ি ফিরছে।”

৭. ভিলা ডেই ফিয়োরী, উমব্রিয়া

ইব্রাহিমের স্টুডিওর ভেতর আধো অন্ধকার একটা পরিবেশ বিরাজ করছে, ইজেলের উপরে অল্টারপিসটা আবছা ঘোমটায় আবৃত। সে তৈলচিত্রটাকে অবজ্ঞা করে হেঁটে যেতে চায় কিন্তু বরাবরের মতই— ব্যর্থ হয়, অর্ধ সমাপ্ত কাজের টান উপেক্ষা করা বড় কঠিন। কামরার একমাত্র হ্যালোজেন আলোটা জ্বালিয়ে, প্যানেলের শীর্ষের দিকে উঠে যাওয়া বিবর্ণ হাতটার দিকে তাকিয়ে থাকে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হয় হাতটা বুঝি সেন্ট পিটারের না সেটা গ্রেগরী বুলগানভের। আর সেটা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে না বরং ইব্রাহিমকে ধরতে চাইছে।

ইব্রাহিম আমাকে একটা প্রতিশ্রুতি দাও। আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও যে কোনো নামহীন কবর আমার শেষ ঠিকানা হবে না।

দৃশ্যকল্পটা গানের মূর্চ্ছনায় বিগ্নিত হয়। ইব্রাহিম আলো নিভিয়ে দিয়ে পাথরের সিঁড়ি অতিক্রম করে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। সে যখন শেষবার কামরা ত্যাগ করেছিল তখন বিছানাটা অগোছাল দেখে গিয়েছিল এখন সেটা ফটো শুটের জন্য কোন পেশাদার স্টাইলিস্টের দ্বারা নিখুঁত ভাবে পরিপাটি করা অবস্থায় দেখা যায়। মরিয়ম দুটো শোভাবর্ধক বালিশ কেবল শেষবারের মতো বিন্যস্ত করে, বালিশ দুটো প্রতিবার বিছানায় শোবার আগে ইব্রাহিম নিয়ম করে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। একটা ওভারনাইট ব্যাগ তার পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে সাথে একটা নাইন এম.এম ব্যারেটা। ইব্রাহিম পিস্তলটা তুলে নিয়ে নাইটস্ট্যান্ডের উপরের ড্রয়ারে রাখে আর রেডিওর আওয়াজ কমিয়ে দেয়।

মরিয়ম চোখ তুলে তাকায় যেন তার উপস্থিতিতে চমকে গিয়েছে। তার ঘরোয়া এখন নীল রঙের ফেড জীনস, ধূসর বর্ণের পশমি সোয়েটার আর সোয়েডের শূট তার লম্বা অবয়বকে আরো দু ইঞ্চি উচ্চতা দান করেছে। তার মাথা ভর্তি অবিদ্যমান কালো চুলের গোছা ঘাড়ের কাছে একটা হুক দিয়ে আটকে কাধের উপর দিয়ে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। তার খয়েরী রঙের চোখের মণি স্বাভাবিকের চেয়ে এক ছোপ বেশি গাঢ়। ব্যাপারটা আসন্ন উপদ্রবের লক্ষণ। মরিয়মের চোখের মণি সবসময়ে তার মেজাজের পূর্বাভাস ঘোষণা করে থাকে।

“তোমার গাড়ির আওয়াজ আমি শুনতে পাইনি।”

“রেডিওটা বোধহয় তোমার আরেকটু কমিয়ে শোনা উচিত ছিল।”

“মার্গারিটা বিছানা তৈরি করে রাখেনি কেন?”

“তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি তাকে এই ঘরে আসতে বারণ করেছিলাম।”

“আর নিশ্চয়ই তোমাকে তো বিরক্ত করা নিষেধ।”

“আমি নিয়মকানুনগুলো দেখতে পাইনি।”

মাথাটা মৃদু ভঙ্গিতে নেড়ে সে নিজের হতাশার কথা প্রকাশ করে। “ইব্রাহিম তুমি যদি পুরান ধ্রুপদী তৈলচিত্র পরিষ্কার করতে পারো তবে বিছানাও নিশ্চয়ই করতে পারবে। ছেলেবেলায় তুমি কি করত?”

“মা জোর করে করাতে চেষ্টা করতো।”

“আর?”

“আমি অগোছাল বিছানায় ঘুমাতাম।”

“কোন সন্দেহ নেই তুমি অরি শমসেরেরই শিষ্য।”

“আসলে বলতে কি দপ্তরের সাইকোলজিস্টের কাছে বিষয়টাকে বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে। তারা বলেছে যে এটা স্বাধীনচেতা মনের আর সমস্যা সমাধানের দক্ষতার পরিচায়ক।”

“আর সে জন্যই তুমি এখনও বিছানা করতে চাও না? কারণ তুমি নিজের স্বাধীনতা বিছানা অগোছালো রেখে জানান দিতে চাও?”

ইব্রাহিম তার প্রশ্নের উত্তর চুমো দিয়ে দেয়। মরিয়মের ঠোট ভীষণ উষ্ণ।

“ভেনিসে কেমন কাটালে?”

“মোটামুটি সহনশীল। আবহাওয়া যখন শীতল আর বৃষ্টিস্নাত তখন প্রায় কল্পনা করা সম্ভব যে ভেনিস এখনও একটা বাস্তব শহর। অবশ্য এখনও প্লাজা ডি সান মারকোতে পর্যটকদের ভিড় হয়। তারা দশ ইউরোর ক্যাপুচিনো পান করে আর সেখানের সেসব বিরক্তিকর কবুতরের দঙ্গলের সাথে দাঁড়িয়ে ছবি তোলে। ইব্রাহিম আমাকে একটা কথা বলো, এটা কি কোন ছুটি কাটান হলো?”

“আমি ভেবেছিলাম, মেয়র বার্ডসীড বিক্রেতাদের ব্যবসার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।”

“পর্যটকরা তারপরেও কবুতরদের খাওয়ায়। তাদের যদি কবুতর এতই পছন্দ তাহলে স্মারকচিহ্ন হিসেবে বাসায় নিয়ে গেলেই পারে। তুমি জানো এ বছর ভেনিসে কতজন পর্যটক এসেছে?”

“দুই কোটি।”

“ঠিক তাই। প্রত্যেক পর্যটক যদি একটা কবেও কবুতর সাথে করে নিয়ে যায় তবে সমস্যাটা এ বছরই মিটে যেতে পারে।”

মরিয়মের কণ্ঠে ভেনিসের সমালোচনাটা কেমন অদ্ভুত শোনায়। অবশ্য একটা সময় ছিল, আর খুব বেশিদিন আগের কথাও সেটা না। যখন ছবির মতো সুন্দর ক্যানেল আর সংকীর্ণ গলিপথ সমৃদ্ধ তার নেটিভ শহরের বাইরে কোন জীবনের কথা সে কল্পনাই করতে পারতো না। শহরের প্রধান রাস্তার মেয়ে, যার বাল্যকালটা প্রাচীন ইহুদি পাড়ার নিরাপদ সুরক্ষিত পরিবেশে, পদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে

মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জনের জন্যই কেবল সে শহর ত্যাগ করেছিল। শিক্ষা সমাপনের পরে সে আবার ভেনিসে ফিরে আসে এবং ক্যাম্পো ডেল ঘেট্টো নুয়োভোতে অবস্থিত ক্ষুদ্র ইহুদি যাদুঘরে কাজ নেয় আর সেখানেই হয়ত তার জীবন অতিবাহিত হত যদি না ইসরাইলে ভ্রমণের সময় এক প্রতিভা অন্বেষণকারী কর্মকর্তা তাকে লক্ষ্য না করতো। সেই কর্মকর্তা এক কফি হাউজে তার সাথে আলাপ করে এবং জানতে চায় মৃতপ্রায় এক ঘেট্টোতে কাজ করার বদলে সে ইহুদি জাতির জন্য আরও কিছু করতে চায় কিনা। মরিয়ম সম্মতি প্রকাশ করলে তাকে দপ্তরের গোপন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় আড়াল করে ফেলা হয়।

এক বছর পরে সে আবার তার পুরান জীবনে ফিরে আসে অবশ্য এই দফা সে ইসরাইলের গোয়েন্দা দপ্তরের আভারকাভার এজেন্ট। তার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট ছিল ভেনিসে বেলিনির স্যান জ্যাকারিয়া অল্টারপিস সংস্কার করতে আসা দপ্তরের এক বেয়ারা আততায়ী ইব্রাহিম আবরারের উপরে গোপনে নজর রাখা। কিছুদিন পবে ইতালিয়ান পুলিশ আর বন্দুক যুদ্ধের অবতারণা ঘটলে সে অবশ্য তার কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। মরিয়মের সাথে একটা সেফ হাউজে আটকা পরতে ইব্রাহিম তার সাহচর্যের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। পুরো বামেলাটা শেষ হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে এবং তারা আবার ভেনিসে ফিরে আসে। সেখানে ক্যানারেজ্জিওতে অবস্থিত এক ক্যানেল হাউজে সদ্য মোড়ক খোলা এক সুতির চাদর দিয়ে মোড়ান বিছানায় তারা প্রথমবারের মতো মিলিভ হয়। ভেরোনেসীর নিজের হাতে আঁকা কোন অবয়বের সাথে সে সঙ্গমে মিলিত হয়েছে, সেটা ছিল এমনই একটা অনুভূতি। এখন সেই একই অবয়ব সে পরনের লেদার জ্যাকেটটা খুলে চেয়ারের উপরে ঝুঁড়ে ফেলতে ক্র কুচকে তাকিয়ে রয়েছে। ইস্তিতে ক্লজিটের সেটা ঝুলিয়ে রাখতে বলে অবয়বটি এবার নিজের ওভারনাইট ব্যাগ খুলে ভেতরের জিনিসপত্র বের করে। ভেতরের সব কাপড় পরিষ্কার আর অনেক সময় নিয়ে ভাঁজ করা হয়েছে।

“আসার আগে মা বললেন আমি যেন সব কাপড় ধুয়ে নিয়ে আসি।”

“তার বোধহয় ধারণা যে আমাদের এখানে এখনও ওয়াশিং মেশিন পাওয়া যায় না।”

“ইব্রাহিম, সে একজন ভেনিশীয়। কোন মেয়ের বসবাসের জন্য খামার একটা উপযুক্ত স্থান বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। গবাদিপশু আর তৃণভূমি তাকে নার্ভাস করে তোলে।”

মরিয়ম তার ড্রেসার ড্রয়ারে পরিষ্কার কাপড়গুলো তুলে রাখতে শুরু করে।

“তো মশাই আমি যখন এলাম আপনি তখন কোথায় ছিলেন?”

“আমার একটা মিটিং ছিল।”

“মিটিং? এই হদ্দ অ্যামেলিয়ায়? কার সাথে?”

ইব্রাহিম তাকে পুরোটা খুলে বলে।

“আমার ধারণা ছিল তোমাদের দু’জনের ভিতরে বাক্যালাপ বন্ধ রয়েছে।”

“আমরা ঠিক করেছি পুরান বিষয় নিয়ে বেশি আলোচনা করাটা উচিত না।”

“কি চমৎকার,” মরিয়ম শীতল কণ্ঠে মন্তব্য করে। “তোমাদের আলোচনায় কি আমার নাম উচ্চারিত হয়েছিল?”

“তুমি ভেসিন গিয়েছো সেটা ডেস্কে না জানাতে খালিদ বেশ খানিকটা মনোক্ষুণ্ণ হয়েছে দেখলাম।”

“আমি ব্যক্তিগত কাজে সেখানে গিয়েছিলাম।”

“তুমি জানো দপ্তরের হয়ে কাজ করার সময়ে ব্যক্তিগত বলে কোন কিছু থাকতে পারে না।”

“তুমি কেন তার পক্ষ সমর্থন করছ।”

“আমি কারো পক্ষ সমর্থন করছি না। আমি কেবল নির্জলা সত্যিটা বয়ান করছি মাত্র।”

“তুমি আবার কবে থেকে দপ্তরে নিয়ম নীতির প্রতি এতটা শ্রদ্ধাশীল হলে? তুমি যখন যা ইচ্ছা, যেখানে যা ইচ্ছা করতে পারো, আর কেউ তোমার দিকে একটা অভিযোগের আঙ্গুলও তুলতে সাহস পায় না।”

“আর জান্, আমাকে বিয়ে করেছে বলে খালিদ তোমাকে যথেষ্ট খাতির করতে বাধ্য হচ্ছে।”

“তোমাকে মস্কোতে একলা ফেলে আসার কারণে আমি এখনও তার উপরে ক্ষেপে রয়েছি।”

“মরিয়ম বেচারী খালিদের কোন দোষ ছিল না। সে চেষ্টা করেছিল আমাকে সাথে নিয়ে আসতে কিন্তু আমিই তার কথা শুনিনি।”

“আর তার ফলে তুমিও প্রায় মরতে বসেছিলে। গ্রেগরী না থাকলে আর দেখতে হতো না।” কাপড় ভাঁজ করার ফাঁকে সে নিজের খেয়ালের ভিতরে হারিয়ে যায়।

“তোমরা দু’জনে কি কিছু খেয়েছ?”

“খালিদ প্রায় মণখানেক পেস্টি খেয়েছে মাসিমোতে। আমি কেবল কফি খেয়েছি।”

“তার ওজনের কি অবস্থা।”

“বিবাহ পরবর্তী সুখী জীবনের কয়েক পাউন্ড ওজন বেড়েছে তার।”

“আমরা বিয়ে করার পরে কই তোমারতো ওজন বাড়েনি?”

“তার মানে বোধহয় আমি দারুণ অসুখী।”

“তাই নাকি?”

“মরিয়ম, জান্, মস্করাও বোঝ না।”

সে তার পরনের নীল জীনসের কোমরে বুড়ো আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয়। “আমরা ধারণা আমি মুটিয়ে যাচ্ছি।”

“তোমাকে দারুণ সুন্দরী দেখাচ্ছে।”

সে ঙ্গ কুচকে তাকিয়ে থাকে। “আমি সুন্দরী সেটা আমাকে মনে করিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার উচিত আমাকে আশ্বস্ত করা যে আমি মুটিয়ে যাচ্ছি না।”

“স্বাভাবিকের চেয়ে আজকাল শার্টগুলো তোমার একটু আটসাঁট হচ্ছে।”

“সবকিছুর জন্য অ্যানার রান্নাই দায়ী। আমি যদি এভাবে খেতে থাকি তাহলে শহরের সেই মুশকো বৃদ্ধাদের মতো অচিরেই দেখতে হবো। আমার বোধহয় এখনই একটা কালো ফ্রক কিনে বিষয়টার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।”

“আমি আজ রাতটা তাকে ঝুটি দিয়েছি। আমি ভেবেছিলাম রুচি বদলের জন্য রাতটা একলা থাকতে বোধহয় ভালই লাগবে।”

“ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি জলদি তোমাকে কিছু একটা তৈরি করে দিচ্ছি সোনা। তোমাকে কেমন শুকনো দেখাচ্ছে।” মরিয়ম ড্রেসারের ড্রয়ার বন্ধ করে। “তারপরে খালিদ হঠাৎ কেন নিজের দেহ নিয়ে হাজির হয়েছিল?”

“সে তার অর্ধবার্ষিক ইউরোপ ভ্রমণে বের হয়েছে। উৎসাহ দিচ্ছে। নিজের অবস্থান জাহির করছে।”

“আমি কি তোমার স্বরে সামান্য ফ্লোভের আভাষ পেলাম?”

“আমি কেন ক্ষুব্ধ হতে যাব?”

“কারণ খালিদের বদলে তোমারই ইউরোপে তোমাদের অ্যাসেটের খোঁজখবর নেবার কথা ছিল।”

“মরিয়ম, ভ্রমণ এখন আর আগের মত আরামদায়ক নেই। আর তাছাড়া আমি দায়িত্বটা নিতে চাইনি।”

“কিন্তু তুমি আপত্তি জানাবার পরে তারা দায়িত্বটা খালিদকে দিয়েছে এই ব্যাপারটাও তুমি মেনে নিতে পারনি। তোমার ধারণা দায়িত্বটার জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধি বা উদ্ভাবনী কুশলতার ঘাটতি রয়েছে খালিদের।”

“শমসের আর কিং সল বুলেভার্ডে তার সহকর্মীদের অবশ্য অন্য ধারণা। আর মরিয়ম আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম তবে খালিদের সাথে সম্ভাব বজায় রাখতে চেষ্টা করতাম। সে সম্ভবত একদিন পরিচালকের দায়িত্ব পাবে।”

“মস্কোর ঘটনার পরে সেটা সম্ভব না। গুজবের যাতাকলের নতুন সরবরাহ অনুসারে, খালিদের যে চাকরি টিকে আছে সেটাই বিস্ময়কর।” মরিয়ম বিছানার কিনারে বসে অলস ভঙ্গিতে পায়ের বুটজোড়া খুলতে চেষ্টা করে। “আমাকে উদ্ধার করো,” সে পাটা ইব্রাহিমের দিকে এগিয়ে দেয়। “এটা তোমাকে কামড় দেবে না।”

ইব্রাহিম জুতোটার গোড়ালি আর আগুলের দিক শক্ত করে ধরে টানতে মসৃণ ভঙ্গিতে সেটা পা থেকে খুলে আসে। “পরের বার তোমার এভাবেই জুতোটা বোধহয় পরা উচিত।”

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ড্যানিয়েল সিলভা

“তুমি আমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী।” বিনাবাক্য ব্যয়ে সে বাকি পাটা তুলে ধরে।
“ইব্রাহিম, এইদফা আমাকে ঠিক কতদিন অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে করছ?”

“কিসের আগে?”

“খালিদ কেন তার হোদল কুতকুত দেহ নিয়ে উমব্রিয়ায় তোমার সাথে দেখা করতে এসেছিল সে বলার আগে। আর অফিসের দুই খুনে কেন তোমাকে অনুসরণ করে বাসা পর্যন্ত এসেছে।”

“আমি তো ভেবেছিলাম আমার আসবার শব্দ তুমি শুনতে পাওনি।”

“আমি মিথ্যা বলেছি।”

ইব্রাহিম মরিয়মের পায়ের দ্বিতীয় পাটি খুলে আনে।

“মরিয়ম, আমাকে কখনও মিথ্যা কথা বলবে না। প্রেমিক দম্পতি মিথ্যা কথা বললে অনেক অঘটন ঘটে।”

৮. ভিলা ডেই ফিয়োরী, উমব্রিয়া

“ব্রিটিশদের কথাই সম্ভবত ঠিক। গ্রেগরী হয়ত পক্ষবদলই করেছে।”

“আর গুইডো রেনি আজ রাতে সম্ভবত অল্টারপিসটার কাজ শেষ করতে আমাদের সাহায্য করতে এখানে আসছেন।”

মরিয়ম ডিমের কার্টন থেকে একটা ডিম তুলে নিয়ে এক হাতে দক্ষতার সাথে সেটা কাচের মিস্ত্রিং বোলে ভাঙে। ভিলার মরচে পড়া রান্নাঘরের ঠিক মধ্যখানে একটা দ্বীপের মত অবস্থানের উপরে সে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইব্রাহিম তার উল্টোদিকে একটা লম্বা কাঠের টুলের উপরে বসে আছে, তার হাতে উমব্রিয়ান মারলট ভর্তি একটা গ্লাস।

“মরিয়ম, ঐ ডিমগুলো সব খেলে আমি মারা পড়বো।”

“হাতের ওয়াইন লক্ষীছেলের মতো শেষ করো। ওয়াইন তুমি যদি পান করো তাহলে যত খুশী খেতে পারবে।”

“এটা অবান্তর কথা।”

“এটাই সত্যি। আমরা ইতালিয়ানরা কেন দীর্ঘজীবী হয়ে থাকি?”

মরিয়মের পরামর্শ অনুযায়ী সে কাজ করে এবং হাতের গ্লাসটায় চুমুক দেয়। মরিয়ম বোলের কিনারে আরেকটা ডিম ভাঙে কিন্তু এইদফা ডিমের এক টুকরো খোসা কুসুমের ভিতরে রয়ে যায়। বিরক্ত হয়ে সে তার আগুলের অগ্রভাগ দিয়ে সেটা তুলে নেয় এবং ময়লা ফেলার পায়ে টুসকি দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে।

“তুমি আসলে ঠিক কি তৈরি করছ?”

“পেঁয়াজ আর আলু দিয়ে ফ্রিটাটা আর স্প্যাঘাটি আল্লা কারবোনারা ছিজ্যুকিনি।”

সে পুরাতন রান্নাঘরের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্যান আর পটের ভিন্ন নমুনার দিকে মনোযোগ দেয়। ভেনিসবাসীর সহজাত নান্দনিকবোধের অধিকারী, মেয়েটা সবকিছুতেই বিশেষ করে খাবারের ভিতরে শিল্পকলা খুঁজে পায়। বিছানা গোছাবার মতো তার খাবারগুলোও এত নিখুঁত যে দেখলে খেতে ইচ্ছে করে না। ইব্রাহিম মাঝে মাঝে ভাবে তার মতো এমন একটা ক্ষুদ্রবিস্তৃত, ভগ্নহৃদয় নমুনার প্রেমে মেয়েটা পড়লো কিভাবে। তাকে সম্ভবত তার পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন এমন কোনো প্রাচীন কামরা বলে মনে হয়েছে।

“ডিম আর চিজ ছাড়া অ্যানা আমাদের জন্য আর কোন খাবার রেখে যেতে পারলো না।”

“তোমার কি ধারণা সে তোমার আর্টারীতে কোলেস্টেরোল ঠেসে দিয়ে তোমাকে খুন করতে চাইছে?”

“আমি সেই সম্ভাবনাটাও উড়িয়ে দিয়ে পারছি না। মেয়েটাকে দেখলেই আমার বিরক্ত লাগে।”

“তার সাথে ভদ্র আচরণের চেষ্টা করো।”

মরিয়মের চুলের খোপা থেকে এক গোছা চুল যেন কিভাবে আলাগা হয়ে এসেছে এবং তার গালের উপরে আলতো করে পড়ে আছে। চুলের গোছাটা নিয়ে কানের পেছনে গুজে দেবার ফাঁকে সে ইব্রাহিমের দিকে তাকিয়ে দুষ্টামিপূর্ণ একটা হাসি ছুঁড়ে দেয়।

“আমার মনে হচ্ছে তোমার কাছে বেছে নেবার সুযোগ রয়েছে,” সে বলে। “নিজের ভবিষ্যৎ বেছে নেবার সুযোগ। নিজের জীবনের পরিণতি বেছে নেবার সম্ভাবনা।”

“জীবনের সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে আমি বড্ড আনাড়ি।”

“হ্যাঁ, সেটা আমার নজরে পড়েছে। খুব বেশি দিন আগের কথা না জেরুজালেমের এক বিশেষ দুপুরের কথা আমার মনে আছে। তোমার কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব শোনাক্ষ্য জন্য অপেক্ষা করে করে আমার হাতপায়ে শিকড় গজিয়ে যাবার দশা হয়েছিল এবং আমি ঠিক করেছিলাম যে সম্পর্কটার ইতি টানবার বোধহয় সময় হয়েছে আর সেই সাহসও আমি সঞ্চয় করেছিলাম। আমি তোমার এ্যাপার্টমেন্টের বাইরে রাখা গাড়িতে বসে অনেকক্ষণ বসেছিলাম ভেবেছিলাম তুমি পাগলের মত দৌড়ে এসে আমাকে থেকে যাবার জন্য অনুরোধ করবে। কিন্তু তুমি এসবের ধার দিয়েও যাওনি। তুমি সম্ভবত হাফ ছেড়ে বেঁচেছিলে যে আমিই সম্পর্ক শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অনেক সহজ হয়ে যায় তাহলে ব্যাপারটা।”

“মরিয়ম, এবারের মতো মাফ করে দাও, আমি আসলে নির্বোধ ছিলাম। আর এসবতো মুসা নবীর জামানার কথা।”

তাওয়া থেকে মরিয়ম এক টুকরো আলু তুলে মুখে দেয়, এবং স্বাদ বুঝে নিয়ে আরেকটু লবণ দেয়। “আমি জানতাম লিয়াহজর জন্য তুমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছ না। তোমরা তখনও বিবাহিত ছিলে।” মরিয়ম কথা বন্ধ করে তারপরে মৃদু কণ্ঠে বলে, “আর তুমি তখনও তাকে ভালবাসতে।”

“আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলো এসবের সাথে আমার এই মুহূর্তের কি সম্পর্ক?”

“ইব্রাহিম তুমি সেসব মানুষের ভিতরে পড়ো যাদের কাছে প্রতিশ্রুতির মূল্য অনেক। তুমি লিয়াহকে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে আর সে মানসিকভাবে বর্তমান থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলেও তুমি সেটার বাধ্যবাধকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিলে না। আর দপ্তরের প্রতিও তুমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর মনে হচ্ছে তুমি এটারও দায়বদ্ধতা এড়াতে পারছ না।”

আমি আমার জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় তাদের পেছনে ব্যয় করেছি।”

তুমি এখন কি করতে চাইছো? বাকি জীবনটাও তাদের পেছনেই ব্যয় করবে? মসেসেরের মতো বার্ষিকজীবনের জন্য তুমি দেখছি মরিয়া হয়ে রয়েছো? তার এখন ষাশি বছর বয়স আর বুড়োটা দেশের নিরাপত্তার কথা ভেবে আজও রাতে ঘুমাতে পারে না। রাতের বেলা সে তার বাসার বারান্দায় বসে পূর্বদিকে গ্যালিলি সাগরের দিকে তাকিয়ে শত্রুদের গতিবিধি অনুমান করতে চেষ্টা করে।”

শমসেরের মতো লোকেরা না থাকলে ইসরাইলের অস্তিত্বই থাকতো না। রাষ্ট্র ঠিনের প্রাথমিক পর্যায়ে সে ছিল। আর সে তার সারা জীবনের সাধনা বিফলে যতে দিতে চায় না।”

“ইসরাইলের নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখবার জন্য যথেষ্ট শিক্ষিত আর প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়ে এখন রয়েছে।”

“শমসেরকে সে কথাটা একবার খালি বলেই দেখো।”

“বিশ্বাস করো ইব্রাহিম। আমি তাকেই কথাগুলো বলেছি।”

“তা তুমি ঠিক কি বলতে চাইছো?”

“তাদের ছেটে ফেলো— আর এইবার একেবারে। তৈলচিত্র পরিষ্কারকের কাজ করো। নিজের মতো করে জীবনযাপন করো।”

“কোথায়?”

সে তার হাত তুলে চারপাশটা দেখিয়ে বোঝাতে চায় যে বর্তমান প্রেক্ষাপট কাজ চালাবার জন্য যথেষ্ট উপযোগী হতে পারে।

“এটা একটা সাময়িক বন্দোবস্ত। অচিরেই কাউন্ট মহোদয় তার ভিলার জন্য ব্যথাতুর হয়ে উঠবেন।”

“আমরা তখন আরেকটা ভিলা খুঁজে নেবো। বা আমরা রোমে চলে যেতে পারি যাতে তুমি ভ্যাটিকানের কাছেই থাকতে পারো। পোপের জীবন বাঁচাবার জন্য তারা তোমাকে যে নতুন পাসপোর্ট আর পরিচয় দিয়েছে সেটার অপব্যবহার না করলে ইতালিয়ানরা তোমাকে তোমার যতদিন ইচ্ছা এখানে বাস করতে দেবে।”

“খালিদ বলছিল আমার কোনদিন সাহস হবে না চিরতরে দূরে সরে যাবার। সে আরও বলেছে দগুন্নই আমার একমাত্র পরিবার।”

“ইব্রাহিম নতুন আরেকটা পরিবার আরম্ভ করো।” মরিয়ম দম নেবার জন্য থামে।

“আমার সাথে।”

মরিয়ম এক টুকরো জ্যাকিনির স্বাদ পরখ করে এবং বার্নার নিভিয়ে দেয়। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে দেখে ইব্রাহিম চিবুকে হাত দিয়ে সেখানে কামনার রঙ ফুটিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

“আমাকে এভাবে দেখছো কেন?”

“মরিয়ম কিভাবে দেখছি জান?”

“যেন আমি তোমার একটা তৈলচিত্র।”

“আমি কেবল ভাবছিলাম শিশু লালন পালনের বিষয়ে ঐ বইটা টেবিলের পাশে কেন যেখানে তুমি জানতে সেটা আমার চোখে পড়তে পারে। আর আমি তোমার গ্লাসে যে ওয়াইন ঢেলে দিয়েছিলাম সেটায় একটা চুমুকও কেন দাওনি?”

“আমি চুমুক দিয়েছি।”

“না মরিয়ম। আমি তখন থেকে তাকিয়ে রয়েছি।”

“তোমার চোখে কেবল পড়েনি।”

“এখন একটা চুমুক দাও।”

“ইব্রাহিম! তোমার কি হয়েছে?” সে গ্লাসটা তুলে নিয়ে একটা বিশাল চুমুক দেয়।

“মন ভরেছে এবার?”

সে দমবার পাত্র না। “মরিয়ম তুমি কি কনসিভ করেছ?”

“না, ইব্রাহিম, আমি কনসিভ করিনি। কিন্তু ভবিষ্যতে কোনো একটা সময়ে আমি কনসিভ করতে ইচ্ছুক।” সে এবার এগিয়ে এসে তার হাতটা শক্ত করে ধরে।

“আমি জানি দানির সাথে যা ঘটেছিল সে জন্য তুমি ভয় পাও। কিন্তু তার স্মৃতিকে সত্যিকারের সম্মান জানাবার উপায় হল আরেকজনকে জন্ম দেওয়া। ইব্রাহিম, আমরা ইহুদি। আমরা এটাই করে থাকি। আমরা মৃতদের জন্য শোক প্রকাশ করে তাদের হৃদয়ে স্থান দেই। কিন্তু আমরা আমাদের জীবনযাপন অব্যাহত রাখি।”

“আমাদের হত্যা করতে চায় এমনসব লোকের গতিবিধি আর আমাদের নিজেদের না এমনসব নামের সাথে।”

মরিয়ম হাল ছেড়ে দেয়ার মতো একটা ভঙ্গি করে এবং আরেকটা ডিম তুলে নিয়ে মিস্রিং বোলের কিনারে সেটা ভাঙে। এবার পুরো খোলসটা তার হাতে গুড়ো হয়ে যায়।

“দেখো তুমি আমার কি হালত করেছ।” সে কাগজের টিস্যু দিয়ে হাত মোছে।

“খালিদ ফিরে আসার আগে তোমার হাতে তিনদিন সময় আছে। তোমার মনে কি অভিসন্ধি ঘুরঘুর করছে?”

“আমি নিজে লন্ডনে গিয়ে দেখতে চাই খ্রৈগরী বুলগানভের আসলো কি হয়েছে।”

“খ্রৈগরী তোমার মাথা ব্যথা কেন। ব্রিটিশরাই সেটার ফায়সালা করুক না কেন।”

“একজন নিখোঁজ পক্ষত্যাগীর অনুসন্ধানের চেয়েও অনেক বড় বড় সমস্যা তাদের রয়েছে। তারা খ্রৈগরীর ব্যাপারটা ধাপাচাপা দেবে আর বেমানুম বিষয়টা ভুলে যাবে।”

“আর তোমারও সেটাই করা উচিত।” মরিয়ম আরো একটা ডিম ভাঙে আর তারপরে বিটিং শুরু করে। “ইব্রাহিম, রাশানরা সহজে কিছু ভুলে না— আরবদের মতো অনেকটা। ইলেনা পক্ষত্যাগ করার কারণে ইভান তার সর্বস্ব হারিয়েছিল: লন্ডন ফ্রান্সের বাসা আর লন্ডন এবং জুরিখের ব্যাংক একাউন্ট যেখানে সে তার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দি ডিফেক্টর

নোংরা টাকা জমা রেখেছিল। ইন্টারপোলের রেড এলাটে তার নাম আছে এবং রাশিয়ার বাইরে সে আসতে পারবে না। তোমার মৃত্যুর পরিকল্পনা করা ছাড়া সে আর কিছুই করতে পারবে না। আর লন্ডনে গিয়ে তুমি এখন যদি তোমরা বড় নাকটা দিয়ে গুতাতে আরম্ভ করো তাহলে ভাল সম্ভাবনা আছে সে তার উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে।”

“আমি তাহলে যতটা গোপনে সম্ভব খোঁজখবর করবো তারপরে সুবোধ ছেলের মতো ফিরে আসবো। আর তারপর আমরা আবার আগের মতই জীবনযাপন করবো।”

মরিয়মের হাত স্তব্ধ হয়ে যায়। “ইব্রাহিম তোমার কাজই মিথ্যার বেসাতি করা। কিন্তু আমি আশা করছি তুমি নিশ্চয়ই এখন মিথ্যা কথা বলছ না।”

“মরিয়ম, আমি তোমাকে কখনও মিথ্যা কথা বলি না। আর ভবিষ্যতেও বলবো না।”

“এবার তাহলে বলো ঐ খুনে দুটাকে নিয়ে আমি কি করবো?”

“তারা এখানে তোমার সাথে থাকবে।”

“খালিদ জানতে পারলে কিন্তু ফ্রেপে বোম হবে।”

ইব্রাহিম তার হাতের গ্লাসটা আলোর কাছে নিয়ে ধরে। “খালিদ কখনও সম্ভ্রষ্ট হতে জানে না।”

৯. ভিলা ডেই ফিয়োরী, উমব্রিয়া

দণ্ডের একটা মূলনীতি রয়েছে: ছলনার আড়ালে তুমি তোমার যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে। ইসরাইলের শত্রু দেশে ভ্রমণের সময়ে সাধারণ এই লুকোচুরির আশ্রয় নেওয়া হয়। মাঝে মাঝে, নিজেদের লোকদেরই বিভ্রান্ত করার প্রয়োজন পড়ে। ইব্রাহিমের খারাপই লাগে বেচারাদের জন্য: দু'জনেই ভাল ছেলে, সামনে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়ে আছে। ভুল সময়ে কেবল ভুল দায়িত্ব দিয়ে তাদের পাঠান হয়েছে।

আজদাহা দুটোর একটার নাম লিয়র অন্যজনের নাম মন্টি— লিয়র দুজনের মধ্যে বয়সে বড় আর অভিজ্ঞ, মন্টি এক বছরও হয়নি অ্যাকাডেমী থেকে বের হয়েছে এমন একজন উৎসাহী অবৈক্ষাধীন এজেন্ট। তাদের দু'জনেই অ্যাকাডেমীতে থাকাকালীন কিংবদন্তীতুল্য এজেন্টের কর্মকান্ড সম্পর্কে শুনেছে এবং এ দফায় খোদ তাকেই ইসরাইলে নিরাপদে নিয়ে আসতে তার দেহরক্ষীর ভূমিকা পেতে দু'জনেই উৎসাহে লাফিয়ে উঠে। খালিদ ওবায়েদের মতো না, সুন্দর ভিলায় তিনদিন কাটাতে পারার সুযোগ তাদের কাছে বাড়তি পাওয়ার মতো মনে হয়। আর মরিয়ম যখন তাদের ভূতের মতো থাকতে বলে যাতে ফিরে যাবার আগে ইব্রাহিম তার ছবির কাজ শেষ করতে পারে, দুজনেই সানন্দে রাজি হয়। তার উপস্থিতিতে তারা থাকতে পারছে এতেই বেচারারা বর্তে যায়। তারা ঠিক করে দূরেই থাকবে।

রাতটা তারা হিমছামভাবে গোছান সুন্দর গেস্ট কটেজে কাটায়, পালাক্রমে ঘুমায় আর পুরোটা সময় কেউ না কেউ তার স্টুডিওর জানালার তীব্র উজ্জ্বল আলোর দিকে লক্ষ্য রাখে। তারা কান খাড়া করে থাকলে ভেতর থেকে কেবল মৃদু সঙ্গীতের মূর্ছনা ভেসে আসার শব্দ শুনে পায়— প্রথমে টোসকা, এরপরে বাজে মাদাম বাটারফ্লাই, আর শেষে এন্টেটের আকাশে যখন ভোরের আলো ফুটে শুরু করেছে তখন বাজে লা বোহম। আটটা নাগাদ ভিলায় প্রাণচঞ্চল্য ফিরে আসলে তারা ইতস্তত করে অবশেষে রান্নাঘরে প্রবেশ করে আর সেখানে তিনজন রমণীকে দেখতে পায়— মরিয়ম, অ্যানা, মার্গারিটা— দ্বীপের চারপাশে বসে প্রাতঃরাশ করছে। সিটিং রুমের দরজা বন্ধ আর তার সামনে দুটো দশাঙ্গী চেহারার নরকের দ্বাররক্ষী মঙ্গরেল কুকড়ে গুয়ে আছে। ঢাউস কাপে ধোঁয়া উঠা কফি হাতে নিয়ে লিয়র ভাবে তাকে কি দরজা খুলে উঁকি দিয়ে দেখা সম্ভব? আমি হলে ও চিন্তা ভুলেও করতাম না,” সর্বজান্তার ভঙ্গিতে মরিয়ম বলে। “কাজ শেষ করার তাগিদ থাকলে সে একটু স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে।” লিয়র যার বাবা একজন লেখক, বিষয়টা ভালই বুঝতে পারে।

দেহরক্ষী দু'জন দিনের বাকিটা সময় নিজেদের ব্যস্ত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। তারা প্রথমে চারপাশটা রেকী করতে যায় এবং ভিলার পরিচারকদের সাথে দারুণ একটা লাঞ্ছ উপভোগ করে, কিন্তু তারপরেও দেখা যায় তারা দিনের বেশিরভাগ সময় তাদের ছিমছাম সুসজ্জিত বান্ধারেই আটকে রয়েছে। কয়েক ঘণ্টা পর পরই তাদের একজন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে প্রধান ভিলার সদর দরজা খুলে ভিতরে উঁকি দেবে, মনে আশা যে তাদের লিজেভকে এক বলকের জন্য দেখতে পাবে। প্রতিবারই বন্ধ দরজা তাদের স্বাগত জানায়, সামনে জাদরেল ভঙ্গিতে হতচ্ছাড়া মঙ্গরেল দুটা ঠায় বসে রয়েছে। “ঝড়ের বেগে সে হাত চালাচ্ছে,” সেদিন সন্ধ্যাবেলা লিয়র বেয়াদবের মতো ভ্যাতা ভুলে স্টুডিওতে প্রবেশের অনুমতি চাইলে মরিয়ম তাকে বুঝিয়ে বলে। “ঈশ্বরই জানেন এই সময়ে তাকে বিরক্ত করার ফলাফল কি হতে পারে। আমার কথা যদি বিশ্বাস করো তবে আমি সেই সম্ভাবনার কথা কল্পনাই করতে পারছি না।”

অগত্যা অনুগত সৈন্যের ন্যায় তারা তাদের ঘাঁটিতে ফিরে যায় এবং রাত হতে গেস্ট হাউজের বাইরের একটা বারান্দায় বসে থাকে। সাদা আলোর দিকে তারা জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকে এবং অস্পষ্টভাবে ভেসে আসা সংগীতের মূর্ছনা শোনে। তারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে কখন তাদের ওস্তাদের ওস্তাদ গুহা থেকে বের হয়ে এসে দর্শন দেবেন। সেজন্য। সকাল ছয়টার সময়, আগের দিন সন্ধ্যাবেলা থেকে তার উপস্থিতির কোনো প্রমাণ দেখতে না পাওয়ায় তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে তাদের বোকা বানানো হয়েছে। তারা অবশ্য তার স্টুডিওতে প্রবেশ করে চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্নের কোনো চেষ্টাও করে না। তাদের ভিতরেই বরং ঝগড়া শুরু হয়, বিষয়বস্তু খালিদ ওবায়দকে এখন খবরটা কে জানাবে। অবশেষে, সেই লিয়রই, দু'জনের ভিতরে বয়স্ক আর অভিজ্ঞজন, ফোনকলটা করে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অধিকারী একটা প্রাণবন্ত ছেলে। কেবল ঐ একটাই ফাড়া ভুল সময়ে বেচারাকে ভুল অ্যাসাইনমেন্টে পাঠান হয়েছে।

ব্রিস্টলের ঘিঞ্জি মিউজের আবাসিক এলাকায় বসবাসের চেয়ে অনেক খারাপ পরিণতি হতে পারে একজন অসহায় পক্ষত্যাগীর। ব্রিস্টল গার্ডেন থেকে একটা প্যাসেজওয়ে ধরে এলাকাটায় পৌছান যায়, পুরো পথটার একপাশে রয়েছে পিলেটস এক্সারসাইজ স্টুডিও যা এর সদস্যদের বড় বড় হরফে শক্তিশালী আর বীর্যবান করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে আর অন্য পাশের গির্ড প্যালেস নামে একটা ক্ষুদ্র নিজের সুবর্ণ সময় অতিক্রম করে আসা মেস্তার। মিউজের চতুরটা লম্বা আর আয়তাকার, চারপাশে লাল ইটের বর্ডার দেওয়া ধূসর রঙের খোয়া দিয়ে চতুরের পুরোটাই ঢাকা। উত্তর দিকে সেন্ট সেভিওর চার্চের চূড়া উঁকি দেয়, পূর্বদিকে বিশাল বারান্দায়ুক্ত একটা বাসার জানালাগুলো দেখা যায়। আট নম্বরের ছোট ছিমছাম

কটেজের দরজায় পাশের সাত নম্বরের প্রতিবেশীর মতোই উজ্জ্বল হলুদ রঙের উৎফুল্ল পোচ দেওয়া। নিচতলার জানালার পর্দা টানা রয়েছে। এসব সত্ত্বেও ইব্রাহিম ভেতরে একটা আলো ঠিকই জ্বলতে দেখে।

দুপুরের পরেই সে লন্ডন পৌঁছেছে, একটা ভুয়া ইতালিয়ান পাসপোর্ট ব্যবহার করে সে রোম থেকে সোজা ব্রিটেনের রাজধানীতে উড়ে এসেছে এবং তাকে বিমানের টিকিট কিনে দিয়েছে ত্যাটিকানের এক বন্ধু। কেউ অনুসরণ করেছে কিনা অভ্যেস বশত চারপাশে চোখ বুলিয়ে একবার দেখে নেয়ার পরে, যদিও তাকে অনুসরণ করার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, অক্সফোর্ড সার্কাসের কাছে সে একটা ফোন বক্সে প্রবেশ করে এবং স্মৃতি থেকে হাতড়ে নিয়ে একটা নাম্বারে ডায়াল করে যেটা এমআইফাইভের সদর দপ্তর টেমস হাউজের অভ্যন্তরে কোথাও প্রায় সাথে সাথে বাজতে আরম্ভ করে। নির্দেশ মত ঠিক ত্রিশ মিনিট পরে সে আবার ডায়াল করলে, তাকে একটা ঠিকানা দেওয়া হয়, ৮ ব্রিস্টল মিউজ সাথে একটা সময়ও জানান হয়: সন্ধ্যা সাতটা। এই মুহূর্তে ঠিক সাতটা বেজে ত্রিশ মিনিট হতে চলেছে। তার এই গদাইলস্করি চাল ইচ্ছাকৃত। ইব্রাহিম আবরার কখনও কোথাও নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হবার কথা থাকলে সেখানে উপস্থিত হয় না।

ইব্রাহিম বেল বাজাবার জন্য হাত তুলতে যাবে কিন্তু সে চাপ দেবার আগেই দরজা ভেতরের দিকে খুলে যায়। চৌকাঠের নিজে সটান দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্রাহাম সিম্যুর। এমআইফাইভের ডেপুটি ডিরেকটর। তার পরনে নিখুঁত ছাটের একটা চারকোল গ্রে সুট এবং গলায় টকটকে লাল নেকটাই। তার মুখের হাড়ের গঠন নিখুঁত আর চেহারা টানাটানা এবং তার মাথা তর্তি সোনালি চুলের ছাটের জন্য তাকে অত্যন্ত দামী কিন্তু অপ্রয়োজনীয় জিনিসের পুরুষ মডেলের মতো দেখায়— অনেকটা তাদের মত যারা দামী হাতঘড়ি ব্যবহার করে, মহার্ঘ ঝর্ণা কলম দিয়ে লেখে, অর্ডার দিয়ে তৈরি করা ইয়টে অল্পবয়সী তন্বী মেয়েদের নিয়ে গ্রিক দ্বীপে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করে। সিম্যুরের সবকিছু থেকেই প্রত্যয় আর পরিমিতিবোধ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তার করমর্দনের ভঙ্গিতেও। এমনকি এ ঠাই বড় শক্ত ভায়া বুঝিয়ে দেওয়ার পায়তারা। বলা হয়ে থাকে সিম্যুর সেরা স্কুলেই পড়াশুনো করেছে, সেরা ক্লাবের সদস্য আর এখনও টেনিস কোর্টে তাকে হারান বেশ কঠিন। আরো বলা হয়ে থাকে, তাকে হাক্কাভাবে নেয়াটা বোকামি হবে। আর এসব কিছুর সাথে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল সবগুলো বাক্যই সত্য। সাম্প্রতিক সময়ে পিঠের ব্যথা তার দক্ষতা মারাত্মকভাবে হ্রাস করেছে। এখনও যদিও চলনসই খেলে, সিম্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে আর ভাল খেলতে পারে না আর তাই র‍্যাকেট তুলে রেখেছে। তাছাড়া তার কাজের প্রকৃতিই এমন যে সে বিনোদনের অবকাশ খুব একটা পায় না। গ্রেট ব্রিটেনকে বিপজ্জনক দুনিয়ায় নিরাপদ রাখার ঈর্ষান্বিত হবার মত দায়িত্ব গ্রাহাম সিম্যুরের কাঁধে অর্পিত রয়েছে। ইব্রাহিম এ ধরনের দায়িত্ব নিতে একেবারেই অনিচ্ছুক। বহু বছর আগে

ব্রিটিশ সূর্য অন্তমিত হলেও আজও গাদাওচ্ছের বিদ্রোহী, নির্বাসিত আর বেয়ারা সব লাকজন কিভাবে যেন লভনে এসে হাজির হয়।

‘তুমি আসতে দেবী করেছ,’ সিম্যুর অভিযোগের কণ্ঠে বলে।

‘তোমাদের রাস্তাঘাটের যা অবস্থা।’

‘সে আর বলতে।’

সিম্যুর ডেডবোল্টটা আটকে দিয়ে ইব্রাহিমকে পথ দেখিয়ে রান্নাঘরে নিয়ে আসে। ছোট কিন্তু সম্প্রতি রেনোভেট করা হয়েছে, চারপাশে রান্নার জার্মান অনুষ্ণ আর ইতালিয়ান মার্বেলের কাউন্টার থেকে আলো ঠিকরে আসছে। মরিয়ম সব সময়ে যসব হোম-ডিজাইন পত্রিকায় নাক ডুবিয়ে বসে থাকে সেসবের পাতায় ইব্রাহিম এমন রান্নাঘরের দৃশ্য বহু দেখেছে। “দারুন,” চারপাশে ভাল করে তাকিয়ে সে নাটকীয় চণ্ডে বলে। “এসব ছেড়ে গ্রেগরী কেন নিরানন্দ মস্কোতে ফিরে গেলো সেটা সত্যিই ভাববার বিষয়।”

ইব্রাহিম এগিয়ে গিয়ে রেফ্রিজারেটর খুলে ভেতরে উঁকি দেয়। ফ্রিজের ভেতরের উপকরণসমূহ দেখে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে এর মালিক একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক যিনি কদাচিৎ অতিথি আপ্যায়ন করে থাকেন বিশেষ করে মহিলা অতিথি। একটা শেলফে নোনা হেরিং মাছের একটা টিন রয়েছে আর পাশেই আছে একটা টমেটো সসের খোলা জার; আরেকটায় রয়েছে ক্যামেমবার্ট চিজের বেশ রসাল একটা ফালি আর এক টুকরো পেস্টি। ফ্রিজারে কেবল ঠেসে ভদকা রাখা। ইব্রাহিম দরজা বন্ধ করে জিজ্ঞাসু নেত্রে সিম্যুরের দিকে তাকায়, সে তখন কফিমেকারের ফিল্টার বাস্কেটের ভেতর বিরজিতে নাক কুচকে তাকিয়ে রয়েছে। “আমার মনে হয় আমাদের উচিত অ্যাপার্টমেন্টটা পরিষ্কার করার জন্য কাউকে পাঠান।” সে কফি ফিল্টার ময়লা ফেলার বিনে উজার করে এবং ক্যাফে-স্টাইল টেবিলের দিকে ইঙ্গিতে দেখায়। “আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই। সেটা দেখলে গ্রেগরী আর তার আনুগত্যের ব্যাপারে যাবতীয় উৎকণ্ঠা প্রশমিত হবে।”

টেবিলের উপরটা খালি কেবল কম্বিনেশন লক যুক্ত একটা অ্যাটাচি কেচ রয়েছে। সিম্যুর তার বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে লকের কম্বিনেশন ঠিক করে একই সাথে ল্যাচ টেনে খোলে। অ্যাটাচি কেসের ভিতর থেকে সে দুটো জিনিস বের করে আনে: জাপানে তৈরি একটা পোর্টেবল ডিভিডি প্লেয়ার আর পরিষ্কার প্লাস্টিকের বাস্কে একটা সিঙ্গেল ডিভিডি ডিস্ক। সে ডিভিডি প্লেয়ার অন করে ডিস্কটা সেটার ড্রয়ারে রাখে। পনের সেকেন্ড পরে, স্ক্রিনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠে: গ্রেগরী বুলগানভ, ব্রিস্টল মিউজের প্রবেশপথের মুখে মৃদু বৃষ্টিপাতের হাত থেকে আড়ালের জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে।

স্ক্রীনের একেবারে নিচের বামপ্রান্তে দৃশ্যটা ধারণকারী সিসিটিভি ক্যামেরার অবস্থান লেখা রয়েছে: ব্রিস্টল গার্ডেনস। উপরের ডান দিকে তারিখের স্থানে লেখা রয়েছে,

১০ জানুয়ারি এবং নিচে সময়: ১৭:৪৭:৩৯ এবং সময় চলমান। গ্রেগরীকে এখন বাম হাতে আড়াল করে একটা সিগারেট ধরাতে দেখা যায়। লাইটারটা পকেটে রেখে সে এবার রাস্তার দু'পাশ ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে। আপাতদৃষ্টিতে কোনো বিপদের আলামত দেখতে না পেয়ে সম্ভ্রষ্ট চিন্তে সে সিগারেটের অবশিষ্টাংশ মাটিতে ফেলে হাঁটা দেয়।

তার প্রতিটা পদক্ষেপ ক্যামেরায় ধারণ হবার সাথে সাথে, সে ফরমোজা স্ট্রীটের শেষ প্রান্তে হেঁটে যায় এবং দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে জ্বলতে থাকা বর্তুলাকার সাদা আলোয় শোভিত পায়ে চলাচলের ধাতব সেতুর উপর দিয়ে গ্রান্ড ক্যানিয়ন ক্যানেল অতিক্রম করে। অপর তীরে চারজন তরুণকে মাথায় হুড দেওয়া শোয়েটশার্ট পরিহিত অবস্থায় ইতস্তত বিচরণ করতে দেখা যায়; তাদের দিকে একবারও না তাকিয়ে সে হেঁটে যায় এবং ডেলামেয়ার টেরেসের পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বিষণ্ণ চেহারার বাড়িঘরের পাশ দিয়ে এগিয়ে যায়। ছয়টা বাজার ঠিক কয়েক সেকেন্ড পরে তাকে ব্রাউনিংস পুল নামে পরিচিত একটা বোট বেসিনের পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে দেখা যায়। সেখানে নেমে সে ওয়াটারসাইড ক্যাফেতে প্রবেশ করে এবং ঠিক দু'মিনিট পনের সেকেন্ড পরে প্লাস্টিকের ঢাকনি আটা কাগজের কাপ হাতে নিয়ে বের হয়ে আসে। ক্যাফের বাইরে সে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থাকে, তারপরে কাপটা ট্র্যাশবিনে নিক্ষেপ করে এবং জেটির উপর দিয়ে হেঁটে আরেক ধাপ সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় যেটা ওয়্যারউইক ক্রিসেটের দিকে উঠে গিয়ে শেষ হয়েছে। নির্জন সড়কটায় দাঁড়িয়ে সে আরেকটা সিগারেট জ্বালায় এবং হ্যারো রোড ব্রিজ পর্যন্ত সেটা টানতে টানতে এগিয়ে যায়। তার পদক্ষেপ এখন অনেক দ্রুততর, সে হ্যারো রোড বরাবর হেঁটে যায়, সেখানে ঠিক ১৮:১২:৩২ সেকেন্ডের সময়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং তার দিকে এগিয়ে আসা গাড়ির দিকে ঘুরে তাকায়। একই সময়ে একটা বিশাল কালো মার্সেডিস এসে ফুটপাথের পাথুরে কিনার ঘেষে থামে এবং পেছনের দরজা খুলে যায়। গ্রেগরী পেছনের সীটে বিনা বাক্য ব্যায়ে উঠে বসতে গাড়িটা ক্যামেরার ফ্রেমের বাইরে চলে যায়। পাঁচ সেকেন্ড পরে একটা লোক ফ্রেমের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে হাতে ধরা বন্ধ ছাতা পাথুরে পেভমেন্টে ঠুকতে ঠুকতে লোকটা এগিয়ে যায়। তারপরে বিপরীত দিক থেকে এক তরুণীকে হেঁটে যেতে দেখা যায়। স্ট্রীটের পরনে কোমড় পর্যন্ত লম্বা গাড়ি চালাবার পক্ষে উপযোগী একটা লেদারের কোট, বৃষ্টির ভিতরে টুপিবিহীন অবস্থায় ছাতা ছাড়াই সে হেঁটে যায়।

১০. মাইদা ভেলে, লন্ডন

ছবিটা ধূসর আর সাদার অস্পষ্ট ঝড়ে মিলিয়ে যায়। গ্রাহাম সিম্যুর স্টপ বাটনে চাপ দেয়।

“তুমি দেখতেই পেলো গ্রেগরী স্বেচ্ছায় গাড়িতে উঠেছে। কোনো ধরনের ইতস্তত করতে তাকে দেখা যায়নি। ভয় বা আতঙ্কের কোন চিহ্নের প্রশ্নই নেই।”

“গ্রাহাম, সে একজন পোড় খাওয়া পেশাদার। ভয় প্রকাশ না করার প্রশিক্ষণ তাকে দেওয়া হয়েছে, এমনকি যখন সে মৃত্যু ভয়ে ভীত তখনও।”

“কোন সন্দেহ নেই সে পেশাদার। সে আমাদের সবাইকে বুদ্ধি বানিয়েছে, যাই হোক। ইব্রাহিম সে তোমাকেও বেকুব বানাতে পেরেছে। অথচ আমি শুনেছিলাম, তুমি নাকি দেখেই কোনটা নকল চিনতে পারো।”

ইব্রাহিম টোপটা গিলে না। “তোমরা কি গাড়ির গতিবিধি অন্য সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরতে পেরেছ?”

“গাড়িটা সামনে এগিয়ে গিয়ে বামে মোড় নিয়ে এডজওয়্যার রোডে উঠে, তারপরে ডানে বাঁক নিয়ে সেন্ট. জনস উড রোডে। শেষ পর্যন্ত অবধারিতভাবেই প্রিমরোজের একটা ভূগর্ভস্থ পার্কিং লটে গিয়ে তার যাত্রা বিরতি ঘটে, সেখানে সাতান্ন মিনিট অবস্থানের পরে আবার যখন গাড়িটা সেখান থেকে বের হয়ে আসে পেছনের যাত্রী প্রকোষ্ঠ খালি ছিল।”

“গ্যারেজে কোনো ক্যামেরা ছিল না?”

সিম্যুর বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে।

“মার্সেডিসের আগে সেখান থেকে অন্য আর কোন গাড়ি বের হয়েছিল?”

“চারটা সিডান আর একটা ফোর্ড ট্রানজিট ভ্যান। সবগুলো সিডানের খোঁজ পাওয়া গেছে। ভ্যানটার গায়ে ব্যাটারিসির একটা কার্পেট পরিষ্কারক প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা ছিল। মালিক নিজে বলেছে সেদিন সন্ধ্যায় সেই এলাকায় তার প্রতিষ্ঠানের কোনো ভ্যান ছিল না। তারচেয়েও বড় কথা, তার প্রতিষ্ঠানের কোনো ভ্যানের সাথে এই বিশেষ ভ্যানটার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারের কোন মিল নেই।”

“তারমানে এই ফোর্ডের পেছনে করেই তারা গ্রেগরীকে সরিয়ে ফেলেছে, তাই তো?”

“আপাতত আমাদের সেটাই ধারণা। গ্যারেজ থেকে বের হয়ে ভ্যানটা সোজা উত্তরপূর্ব দিকে, এমপচিশের ঠিক বাইরে অবস্থিত একটা শহরতলী ব্রেনটউডের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। এখান থেকেই ভ্যানটা সিসিটিভির ক্যামেরার আওতার বাইরে চলে গিয়ে দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে যায়।”

“সেই মার্সেডিসের কি হল?”

“দক্ষিণ-পূর্ব। শূটারস হিলের কাছাকাছি আমরা সেটাও হারিয়ে ফেলি। পরের দিন গ্রেভসএন্ডের টেমস এস্টুয়ারি বরাবর একটা পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া গাড়ি পাওয়া যায়। গাড়িটায় যেই আগুন লাগিয়ে থাকুক সে সিরিয়াল নাম্বার খোলারও কোন চেষ্টা করেনি। দু’সপ্তাহ আগে রাশান নামধারী এবং ভুয়া ঠিকানা দেওয়া কোন এক লোকের কেনা গাড়ির সাথে পোড়া গাড়িটার সিরিয়াল নাম্বার মিলে যায়। এটা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না যে লোকটাকে খুঁজে বের করার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।”

“এটা পরিষ্কার যে গাড়ির দরজা ভেতর থেকে খুলে দেওয়া হয়েছিল। তারমানে একটাই পেছনের সীটে অন্তত একজন লোক অবশ্যই ছিল।”

“পেছনের সীটে আসলে দু’জন ছিল।”

সিম্যুর এবার গাড়িটার আট-বাই-দশের একটা ক্লোজআপ ছবি বের করে। দানাদানা আর আবছা হওয়া সত্ত্বেও পেছনের সীটে দুজন মানুষের ছায়া বোঝা যায়। ড্রাইভারের দিকের জানালার পেছনে বসে থাকা অবয়বটা দেখে ইব্রাহিম চমকে উঠে। সেটা একটা মহিলার অবয়ব।

“আমার ধারণা গাড়িতে প্রবেশের আগে তুমি তাদের কোনো ছবি জোগাড় করতে পারনি?”

“দুর্ভাগ্যজনকভাবে না। রাশানরা ইচ্ছাকৃতভাবেই হিথরো বিমানবন্দর থেকে কয়েক মাইল দূরে ক্যামেরার মাঝে বিদ্যমান একটা ফাঁকা স্থানে কাজটা করেছে। আমরা কাউকে গাড়িতে উঠতে বা নামতে দেখিনি। গ্রেগরীর মতই তারাও স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে।”

ইব্রাহিম ছবিটার দিকে আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। “যে কাজটা অনেক সহজেই করা সম্ভব ছিল সেই একই কাজ ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে করা হয়েছে। গ্রেগরী যদি পক্ষত্যাগ করতে রাজিই ছিল তাহলে তার হাতে গোপনে একটা পাসপোর্ট, একটা টিকিট আর ছদ্মবেশ ধারণের উপকরণ ধরিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যেতো। সে সকালবেলা লন্ডন ত্যাগ করে দুপুরের খাবারের আগেই নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পারতো।”

সিম্যুরের মুখে উত্তরটা যেন আগে থেকেই তৈরি ছিল। “রাশানরা হয়ত তেবেছিল গ্রেগরী আমাদের নজরদারির আওতায় রয়েছে। তারা তাই এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে সিসিটিভিতে যা একেবারে নির্দোষ দেখাবে।” সিম্যুর ঝিরঝির করতে থাকা স্ক্রিনের দিকে তার লম্বা ধূসর হাত তুলে দৃষ্টিত করে। “ইব্রাহিম তুমি নিজের চোখেই পুরো ঘটনাটা ঘটতে দেখেছ। সে ঝড় পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছে যে আমরা তাকে অনুসরণ করছি না সে তখন কোনভাবে সংকেত দিয়েছে। আর তারপরেই তার পুরান বন্ধুরা এসে তাকে তুলে নিয়ে গেছে।”

“মস্কোর সনাতন রীতি?”

“ঠিক তাই।”

“আমার ধারণা তোমরা গ্রেগরীর চলাচলের পথ চকের দাগ, টেপের চিহ্ন বা অন্যকোন নৈর্ব্যক্তিক যোগাযোগের চিহ্নের জন্য তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছ।”

“আমরা সেটাও করেছি।”

“আর কি পেয়েছ?”

“কিছু না। কিন্তু তার মত পোড় খাওয়া ফিল্ড অপারেটরের পক্ষে তুমি নিশ্চয়ই মানবে হাজারটা উপায়ে সংকেত পাঠান সম্ভব। মাথায় টুপি আছে, টুপি নেই। সিগারেট জ্বলছে, জ্বলছে না। হাতঘড়ি বাম কজির বদলে ডান কজিতে বাঁধা।”

“গ্রেগরী ডানহাতি ছিল। আর তার হাত ঘড়ি যেটা স্বাভাবিক সেই বাম কজিতেই বাঁধা ছিল। অবশ্য গত শরতে রাশিয়ায় তার হাতে যে ঘড়িটা ছিল এটা সেই ঘড়ি না।”

“তোমার নজরে দেখছি কিছুই এড়ায় না।”

“আমি এজন্যই এখনও বেঁচে আছি। আর সিসিটিভির এসব ছবিগুলো দেখে আমার অন্য কিছু মনে হয়েছে। আমি ছবিগুলোতে এমন একজন লোককে দেখেছি যে কোনো কারণে ভীষণ আতঙ্কিত আর আশ্রয় চেষ্টা করেছে সেটা প্রকাশ না করতে। গ্রেগরী কিছু একটা দেখে তার চলার পথের মাঝেই আচমকা থেমে গিয়েছিল। এবং গাড়ির তিতরে কিছু একটা তাকে গাড়িতে প্রবেশ করলে বাধ্য করেছে। গ্রাহাম, পুনরায় পক্ষপরিবর্তনের কোন ঘটনা এটা না। এটা একটা জলজ্যন্ত অপহরণ। রাশানরা তাকে তোমাদের নাকের ডগার সামনে থেকে স্রেফ তুলে নিয়ে গিয়েছে।”

“থেমস হাউজের লোকেরা ব্যাপারটা সেভাবে দেখেছে না। আর নদীর অপর পাড়ে আমাদের সহকর্মীদেরও একই ধারণা। ডাউনিং স্ট্রিট আর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও আমাদের তথ্য উপাত্ত মেনে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এই মুহূর্তে রাশিয়ার সাথে কোন উচ্চ পর্যায়ের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে রাজি নন। বিশেষ করে সিসিটিভিনেকো ঘটনার পরে তো আরও না। আর তাছাড়া কয়েকদিন পরেই জি-আট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।”

সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার দ্বারা পর্যুদস্ত হয়ে অস্ট্রি শিল্পোন্নত দেশের জোটবদ্ধ নেতারা সদ্যই তাদের নেওয়া নানা রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক প্রণোদনা ব্যবস্থার পর্যালোচনা করতে সামনের ফেব্রুয়ারি মাসে বৈঠকে বসতে সম্মত হয়েছে। সম্মেলনে অংশ নেওয়া অন্যসব আমলা আর সচিবাদিকদের আতঙ্কিত করে এবারের বৈঠকের আয়োজন আবার মস্কোতেই করা হয়েছে। জি-আট বৈঠক স্থগিত করা নিয়ে মোটেই চিন্তিত না ইব্রাহিম। সে আলেকজান্ডার লিটভিনেনকোর কথা ভাবছিল, প্রাক্তন এফএসবির কর্মচারী, তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়াম ২১০ বিষক্রিয়ার শিকার হয়েছিল বেচার।

“লিটভিনেনকো হত্যাকাণ্ডের পরে তোমাদের আচরণ দেখে রাশানরা সম্ভবত ভেবে নিয়েছে এধরনের হঠকারী কাজ করেও তারা পাড় পেয়ে যাবে। সর্বোপরি রাশানরা খোদ লন্ডনের বুকে পারমাণবিক সন্ত্রাসের নজির প্রদর্শন করেছিল বলা যায় আর তোমরা কেবল কূটনৈতিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েই দায়িত্ব পালন সমাপ্ত করেছিলে।”

সিম্যুর চিন্তিত ভঙ্গিতে ঠোঁটে আঙ্গুল রাখে। “তোমার চিন্তাধারায় চমক রয়েছে মানতেই হচ্ছে। কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে লিটভিনেনকো হত্যাকাণ্ডের পরে আমাদের তৎপরতা নিয়ে তোমার যতই অসন্তোষ থেকে থাকুন এর সাথে গ্রেগরীর বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই।”

ইব্রাহিম ভাল করেই জানে বিষয়টা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না। গ্রাহাম সিম্যুর একজন বিশ্বস্ত বন্ধু আর কখনও কখনও মিত্র হলেও স্বাভাবিকভাবেই নিজের দেশ আর দপ্তরের প্রতি আনুগত্য সবসময়েই প্রাধান্য পাবে। ইব্রাহিমের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এই খেলার এটাই রীতি।

“আমার নিশ্চয়ই তোমাদের মনে করিয়ে দিতে হবে না যে গ্রেগরী তোমাদের আর আমেরিকানদের সাহায্য করেছিল ইভানের মিসাইল খুঁজে বের করার ব্যাপারে? সে সাহায্য না করলে যেকোন দিন আকাশে বিস্ফোরিত বেশকিছু যাত্রীবাহী বিমানের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে তুমি এই মুহূর্তেও ব্যস্ত থাকতে।”

“আসলে ইভানের অফিস থেকে তুমি আর ইলেনা যে ফাইলপত্র নিয়ে এসেছিলে সব তথ্য কিন্তু তাতেই আমরা পেয়েছিলাম। বস্তুতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে যথেষ্ট কাঠখড় পুড়িয়ে রাজি করতে হয়েছিল গ্রেগরীকে ব্রিটিশ পাসপোর্ট আর রাজনৈতিক আশ্রয় অনুমোদনে রাজি করাতে। লন্ডনে ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট রাশান ভিন্নমতাবলম্বী বাস করছে যাদের ভিতরে কয়েকজন আবার কোটিপতি রাশান ব্যবসায়ী— যারা দেশের কর্তৃপক্ষের সাথে বিরোধ বাধিয়ে পালিয়ে এসেছে। তিনি রাশিয়ার চোখে আরেকটা খোঁচা দিতে খুব একটা রাজি ছিলেন না।”

“তিনি মত পরিবর্তন করলেন কেন?”

“আমরাই তাকে বলেছিলাম যে সেটাই যুক্তিসঙ্গত আচরণ হবে। বিশেষ করে আমেরিকানরা যখন ইলেনা আর তার সন্তানদের গ্রহণ করতে রাজি হয়েছে। আমাদের মনে হয়েছিল আমাদেরও কিছু করার রয়েছে। গ্রেগরীও কথা দিয়েছিল সে শান্ত সুবোধ ভঙ্গিতে থাকবে আর কোনো ধরনের অশান্তির ভিতরে যাবে না। সে সেভাবেই ছিল।” সিম্যুর চুপ করে থেকে আঙ্গুল যোগ করে, “অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও।”

“যতদিন না সে তারকা ভিন্নমতাবলম্বী আর স্বপক্ষত্যাগীতে পরিণত না হয়।” সিম্যুর সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে।

দি ডিস্ট্রিক্ট

“তোমাদের উচিত ছিল তাকে মফস্বলের কোন কটেজে আটকে রেখে চাবিটা টেমস নদীতে ফেলে দেয়া।”

“গ্রেগরী লন্ডনে থাকবে বলে জেদ ধরেছিল। রাশানরা লন্ডন শহরে থাকতে পছন্দ করে।”

“তোমরা দেখছি কাঁটা বেশ ভাল করেই তুলে ফেলেছো। গ্রেগরীকে তোমরা গুরু থেকেই আশ্রয় দিতে রাজি ছিলে না আর রাশানরা এখন তোমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে।”

“আমরা ব্যাপারটা সেভাবে দেখছি না।”

“তোমরা কিভাবে ব্যাপারটা দেখছ?”

সিম্যুর মন্তব্য প্রদানের একটা ভঙ্গি করে। “তুমি বুঝতেই পারছ গ্রেগরীর প্রেষণাই এখন একটা বিশাল বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এটাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ মতামত পক্ষে বিপক্ষে বিভক্ত। অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইছে সে গুরু থেকেই পচা আলু ছিল। আবার অনেকের ধারণা সহসাই তার দেশপ্রেম জাগ্রত হয়েছে।”

“দেশপ্রেম জাগ্রত হয়েছে?”

“আশির দশকে আমেরিকায় আগত ইউরিচেনকোর মতো অনেকটা। তোমার নিশ্চয়ই ভিটালি ইউরিচেনকোর কথা মনে আছে? স্বপক্ষত্যাগের কয়েকমাস পরে, সে ফ্রান্সের এক রেস্টোরাঁয় বসে তার মাইন্ডারের সাথে লাক্ষ্য করার সময়ে হঠাৎ তাকে বলে যে সে হাঁটতে যাচ্ছে কিন্তু আজও সে হেঁটে আর ফিরে আসেনি।”

“গ্রেগরী হোমসিক?” ইব্রাহিম অবিশ্বাসের মাথা নাড়ে। “রাশিয়া থেকে সে এত সহজে বেরিয়ে আসতে পারতো না। অসম্ভব ব্যাপার যে সে আবার সেখানে স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে চাইবে।”

“তার নিজের কথায় কিন্তু অন্য কিছু প্রকাশ পায়।” সিম্যুর তার অ্যাটাচি থেকে একটা খাম বের করে দু'আঙুলের ভিতরে ধরে থাকে। “গ্রেগরীর মতো লোকের পক্ষে কোন মতামত দেবার আগে তোমার এটা একবার পড়ে দেখা উচিত। তাকে মোটেই সদালাপী ব্যক্তি বলা যাবে না।”

১১. মাইদা ভেলে, লন্ডন

চিঠিতে তারিখ দেওয়া জানুয়ারির বারো আর গ্রেগরীর এমআই পাঁচের তত্ত্বাবধায়ক মাইভারকে উদ্দেশ্য করে চিঠিটা লেখা হয়েছে। চিঠির ভাষা খুবই সংক্ষিপ্ত, মোট পাঁচটা বাক্য রয়েছে চিঠিটায় আর ইংরেজিতে লেখা, যা গ্রেগরী ভালই বলতে পারে— ইব্রাহিম লুবিয়াকার সেলারের সেই ভয়ঙ্কর জিজ্ঞাসাবাদের কথা ভাবে, বেশ ভালো। গ্রাহাম সিম্যুর জোরে চিঠিটা পড়ে। তারপরে চিঠিটা ইব্রাহিমের দিকে এগিয়ে দিতে সে নিরবে আবার সেটা পড়তে থাকে।

মন্টি, আমি দুঃখিত যে দেশে ফিরে যাবার পরিকল্পনার কথা তোমাকে আগে জানান হয়নি কিন্তু আমি নিশ্চিত তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে কেন আমি কথাটা চেপে রেখেছিলাম। আমি আশা করবো যে আমার কারণে তোমার পেশাদারী রেকর্ডে কোনো স্থায়ী দাগ পড়বে না। এই পেশা আসলে তোমার মতো লোকদের জন্য নয়। আমি আমাদের একত্রে কাটান সময়গুলো সত্যিই উপভোগ করেছি বিশেষ করে দাবা খেলার মুহূর্তগুলো। তোমার জন্যই লন্ডন আমার কাছে তেমন অসহ্য মনে হয়নি।

ওভেচ্ছান্তে, জি

“জুরিখ থেকে ক্যামডেন টাউনে এমআইপাঁচের পোস্টবক্সে এটা পাঠান হয়েছে। গ্রেগরী, গ্রেগরীর তত্ত্বাবধায়ক মাইভার আর গুটিকয়েক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাই কেবল এই ঠিকানার কথা জানে। আমি কি আরো কিছু বলবো?”

“দয়া করে।”

“আমাদের বিশেষজ্ঞরা মূল এ ফোর কাগজটা জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত একটা কাগজ কোম্পানির বলে সনাক্ত করেছে। উদ্ভট ব্যাপার হলে, গ্রাহামটাও একই কোম্পানির তৈরি কিন্তু সামান্য ভিন্ন রীতিতে বানান হয়েছে। আমাদের বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিতভাবেই হাতের লেখা আর কাগজের উপরে কয়েকটা আপাত অদৃশ্য আঙ্গুলের ছাপ গ্রেগরী বুলগানভের বলে সনাক্ত করেছে।”

“চিত্রকলার মতো হাতের লেখাও নকল করা সম্ভব, গ্রাহাম।”

“আঙ্গুলের ছাপের ব্যাপারটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?”

ইব্রাহিম সিম্যুরের হাতটা কজি ধরে তুলে সেটা কাগজের উপরে স্থাপন করে।

“গ্রাহাম আমরা এখানে রাশানদের নিয়ে কথা বলছি। তারা কিংস লাইন ডিফেন্স নীতিতে মোটেই বিশ্বাস করে না।”

সিম্যুর তার হাতটা ইব্রাহিমের মুঠি থেকে ছাড়িয়ে নেয়। “চিঠিটা থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে গ্রেগরী সহযোগিতা করেছে। চিঠিটায় তার তত্ত্বাবধায়কের সঠিক নাম লেখা রয়েছে আর ঠিকানাও নির্ভুল।”

“তারা সম্ভবত তাকে অত্যাচার করেছে। বা এমনও হতে পারে তার প্রয়োজনই পড়েনি কারণ গ্রেগরী ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল যে সহযোগিতা না করার ফল কি হতে পারে। গ্রাহাম সে তাদেরই একজন ছিল। সে তাদের রীতির সাথে পরিচিত। সে নিজেও সে সব রীতি মাঝে মাঝে ব্যবহারও করেছে। আমি অন্তত জানি। কারণ আমি নিজে তাকে স্বমূর্তিতে দেখেছি।”

“গ্রেগরীকে যদি অপহরণই করা হয়ে থাকে তবে চিঠি পাঠাবার ঝামেলা করা কেন?”

“রাশানরা তোমাদের মাটিতে জঘন্য একটা অপরাধ সংঘটিত করেছে। এধরনের হঠকারী কাজের চিহ্ন তারা ঢাকতে চেষ্টা করবে সেটাই স্বাভাবিক। অপহরণ যদি না হয়, তাহলে কোনো অপরাধও সংঘটিত হয়নি।”

সিম্যুর ইব্রাহিমের দিকে পাথর কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকে। তার করমর্দনের মতো তার চোখও ভীষণ জোরাল একটা অস্ত্র। “দু’জন লোক একটা বিমূর্ত চিত্রকলার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একজন গমের ক্ষেতের উপর নীল মেঘ ভাসতে দেখে আরেকজন একজোড়া নীল তিমিকে সংগম করতে দেখে। সে ঠিক দেখছে? সেটা কি আসলেও গুরুত্বপূর্ণ? ইব্রাহিম তুমি কি বুঝতে পারছ আমি কি বোঝাতে চাইছি?”

“গ্রাহাম, আমি সেটাই বোঝার আশ্রয় চেষ্টা করছি।”

“তোমার স্বপক্ষত্যাগকারী বিদায় নিয়েছে। আর আমরা এখন যাই বলি না কেন এতে ব্যাপারটায় কোনো হেরফের হবে না।”

“আমার স্বপক্ষত্যাগী?”

“তুমিই তাকে এখানে নিয়ে এসেছিলে।”

“আর তোমরা রাজি হয়েছিল তাকে রক্ষা করতে। গ্রেগরী তার প্রথম চেক-ইন মিস করার এক ঘণ্টার ভেতরেই রাশান রাষ্ট্রদূতের কাছে এ বিষয়ে জাউনিং স্ট্রিটের একটা সরকারি প্রতিবাদ জানান উচিত ছিল।”

“সরকারি প্রতিবাদ?” সিম্যুর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে। “তোমার বোধহয় একটা বিষয় জানা নেই আর সেটা হল রাশিয়ায় যে কোনো পশ্চিমা দেশের চেয়ে বেশি অর্থ লগ্নি করেছে যুক্তরাজ্য। ক্রেমলিনের সাথে আরেকদফা উত্তপ্ত বিবাদ শুরু করে সেই বিনিয়োগকে ঝুঁকির মুখে ফেলার কোন ইচ্ছাই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর এই মুহূর্তে অন্তত নেই।”

“আমরা যখন শিল্পপতিদের ফাঁসিতে ঝোলাব দেখবে রশিটা তখন তারাই বিক্রি করবে।”

“স্ট্যালিনের কথা, তাই না? আর বুড়ো ভালুকটার কথাটা বলার কারণও ছিল। পুঁজিবাদ পশ্চিমের সবচেয়ে বড় সহায় আর তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতাও বটে।”

ইব্রাহিম চিঠিটা এবার টেবিলের উপরে রেখে আলোচনার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে।

“আমার যতদূর মনে পড়ছে, গ্রেগরী একটা বই লেখা নিয়ে কাজ করছিলো।”

সিম্যুর ইব্রাহিমের হাতে এক তাড়া কাগজ ধরিয়ে দেয়। আনুমানিক এক ইঞ্চি মোটা হবে একজোড়া কালো ধাতব ক্লিপ দিয়ে আটকানো। ইব্রাহিম প্রথম পাতার দিকে তাকায়: *ক্রেমলিন দুর্গের খুনী*, গ্রেগরী বুলগানভ।

“আমার ধারণা ছিল লেখাটা আরো চাঞ্চল্যকর হবে,” সিম্যুর বলে।

“আমার ধারণা রাশানরা কথাটা মানবে না। আমি ধরে নিচ্ছি তুমি পুরোটা পড়েছ?”

সিম্যুর মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। “সে ক্রেমলিনকে একেবারে ধুয়ে দিয়েছে আর নিজের প্রাক্তন দপ্তরকেও ছেড়ে কথা বলেনি। সে এফএসবিকে চাঁদাবাজি, খুনসহ সবধরনের অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে ঘোষণা এবং অর্গানাইজ ক্রাইম আর অলিগার্চের সাথেও তাদের যোগসূত্র রয়েছে। চেচনিয়ায় রেড আর্মিকে পুনরায় ফেরত পাঠাতে রাশান প্রেসিডেন্ট মস্কোতে আবাসিক এলাকায় বোমা বিস্ফোরণের যে অজুহাত ব্যবহার করেছেন, গ্রেগরী সেগুলোকে এফএসবির কর্মকাণ্ড বলে প্রমাণ করতে জোরালো চেষ্টা করেছে। গ্রেগরী দাবি করেছে যে সে এই অপারেশনের সাথে জড়িত সব অফিসারকে চিনে এবং দুজনের এমনকি নামও সে উল্লেখ করেছে।”

“আমার কথা কিছু লিখেছে?”

“কারকভকে নিয়ে বইয়ে একটা পুরো অধ্যায় রয়েছে, কিন্তু সেটাকে কোনমতেই বাস্তবের কাছাকাছি বলা যাবে না। গ্রেগরীর ধারণা সে একাই আল-কায়দার কাছে ইভান যেসব মিসাইল বিক্রি করেছিল খুঁজে বের করেছে। এই পাণ্ডুলিপিতে তোমার বা ইসরাইলের কোন উল্লেখ করা হয়নি।”

“আচ্ছা, হাতে লেখা কোন কিছু বা কম্পিউটারে কোন ফাইল পেয়েছ?”

“আমরা তন্নতন্ন করে সব খুঁজে দেখেছি। গ্রেগরী যতটা বিবেচনা করেছে তাতে তোমার কোন অস্তিত্বই নেই।”

ইব্রাহিম অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে পাণ্ডুলিপির পাতা উল্টে যায়। ষষ্ঠ পাতার মার্জিনে সে ইংরেজিতে লেখা একটা নোট দেখতে পায়। নোটটা পড়ে সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সিম্যুরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

“বাকলে আর হবসে গ্রেগরীর সম্পাদকের সন্তব্য। আমার ধারণা, শীঘ্রই একটা সময়ে আমরা তাদের জানাতে বাধ্য হব যে তারা অচিরেই প্রকাশের জন্য কোনো পাণ্ডুলিপি পাচ্ছে না।”

“তুমি তার নোটটা পড়েছ।”

“আমরা সবকিছু পড়েছি।”

ইব্রাহিম আরো কয়েকটা পাতা দ্রুত উল্টিয়ে যায় এবং তারপরে আবারও মার্জিনের একটা লেখা পড়ার জন্য থামে। প্রথমটার মতো না এই নোটটা রাশান ভাষায় লেখা। “এটা নিশ্চয়ই গ্রেগরীর লেখা,” সিম্যুর মন্তব্য করে।

“চিঠির হাতের লেখার সাথে এটার কোন মিলই নেই।”

“চিঠিটা রোমান হরফে লেখা আর এটায় ব্যবহৃত হয়েছে সিরীলিক।”

“গ্রাহাম, আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো। দুটো হাতের লেখা একই লোকের না।”

ইব্রাহিম দ্রুত পান্ডুলিপির বাকি পাতাগুলো উল্টে যায় এবং একই হাতের লেখা আরো কিছু মন্তব্য দেখতে পায়। সে পুনরায় মুখ তুলতে দেখে সিম্যুর ডিভিডি প্লয়ার থেকে ডিস্ক বের করছে। সে ডিস্কটা পরিষ্কার প্লাস্টিকের বাক্সে ভরে সেটা ইব্রাহিমের হাতে ধরিয়ে দেয়। বক্তব্য একেবারে স্পষ্ট। ব্রিফিং পর্ব শেষ হয়েছে। সিম্যুরের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে যদি কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ থেকে থাকে তবে সেটা দূর করার জন্য সে বেশ ঘটা করে কজিতে বাঁধা হাতঘড়িতে সময় দেখে। ইব্রাহিম শেষবারের মতো একটা অনুরোধ করে। সে বাকি অ্যাপার্টমেন্টটা একটু ঘুরে দেখতে চায়। সিম্যুর অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। “কিন্তু আমরা কোনো ওয়ালপেপার তুলছি না বা মেঝের কোনো তক্তা খুলে দেখতে যাচ্ছি না,” সে ঘোষণা করে। “আমরা একটা ডিনারের দাওয়াত রয়েছে। আর আমি ইতোমধ্যেই দশ মিনিট দেরী করে ফেলেছি।”

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১২. মাইদা ভেলে, লন্ডন

ইব্রাহিম সিম্যুরকে অনুসরণ করে সংকীর্ণ সিঁড়ির দুটো ধাপ অতিক্রম করে শোবার ঘরে প্রবেশ করে। ডবল বেডের ডান পাশে নাইট টেবিলের উপরে সিগারেটের ফিল্টার ভর্তি একটা অ্যাসট্রে রয়েছে। সবগুলো ফিল্টারই একই ব্র্যান্ডের: রাশিয়া থেকে তারা পালিয়ে আসবার সময়ে কিংবা লুবিয়াকায় ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে গ্রেগরীর ঠোঁটে সে এই ব্র্যান্ডই দেখেছে, সোবরানিক হোয়াইট রাশানস। পিতলের রিডিং ল্যাম্পের নিচে বইয়ের স্তূপ জমে রয়েছে: টলস্টয়, দস্তয়ভস্কি, আগাথা ক্রিস্টি, পি.ডি. জেমস। “সে ইংরেজি রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাস পড়তে পছন্দ করতো,” সিম্যুর সেদিকে তাকিয়ে বলে। “তার ধারণা ছিল পি.ডি.জেমসের লেখা পড়লে সে দ্রুত আমাদের একজনে পরিণত হতে পারবে, যদিও একজন খামোখাই কেন আমাদের মতো হতে চাইবে সেটা আমার জ্ঞানের বাইরে।”

বিছানার নিচে অ্যালগিন অ্যাভিনিউতে অবস্থিত লন্ড্রির লোগো আঁকা বাস্ক রয়েছে দেখা যায়। বাস্কটার ঢাকনা খুলতে ইব্রাহিম ভিতরে আধ ডজন শার্ট নিখুঁতভাবে ইঞ্জি আর ভাঁজ করে টিস্যু পেপারে মোড়ান অবস্থায় দেখতে পায়। শার্টগুলোর একেবারে উপরে একটা রসিদ রয়েছে। রসিদের তারিখ আর গ্রেগরীর অন্তর্ধানের তারিখ একই। রসিদের গায়ে টাকা দেয়ার সময়ের জায়গায় লেখা রয়েছে বিকাল ৩:৪২ মিনিট।

“আমাদের ধারণা তার কন্ট্রোলার চেয়েছিল লন্ডনে তার অবস্থানের শেষ দিনটা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক যেন থাকে,” সিম্যুর দায়সারা ভঙ্গিতে বলে।

ইব্রাহিমের কাছে ব্যাখ্যাটা মোটেই গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। সে কোন কণ্ঠ না বলে বাথরুমে প্রবেশ করে মেডিসিন ক্যাবিনেটটা খোলে। লোশন, ক্রিম আর দাড়ি কামাবার নানা সরঞ্জামের মাঝে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী কেনা তিন বোতল ওষুধ পড়ে রয়েছে: মাথাব্যথা, দুশ্চিন্তা আর ঘুমের জন্য।

“এগুলো কার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী কেনা হয়েছে?”

“আমাদের হয়ে কাজ করে এমন এক ডাক্তার এগুলো দিয়েছে।”

“গ্রেগরীকে আমার কখনও দুশ্চিন্তা করা ধাক্কা মেনে হয়নি।”

“নির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে বই লেখার চাপের জন্য এমনটা হয়েছে বলে সে বলেছিল।”

ইব্রাহিম পেট খারাপের ওষুধের একটা বোতল নিয়ে এর লেবেলটা সিম্যুরের দিকে ধরে।

“তার প্রায়ই হজমের সমস্যা হত,” সিম্যুর বলে।

“লবণ দেওয়া হেরিং আর পাস্তা সস ছাড়া তার অন্য কিছু খাওয়া উচিত ছিল।”

ইব্রাহিম ক্যাবিনেট বন্ধ করে ঝুড়ির ঢাকনি খুলে ভেতরে উঁকি দিয়ে খালি দেখতে পায়।

“তার ময়লা কাপড় কোথায়?”

“সে যেদিন গায়েব হয় সেদিন দুপুরে সব লব্ধিতে দিয়েছে।”

“আমি যদি পুনরায় স্বপক্ষত্যাগ করতে চাইতাম তাহলে আমি ঠিক এটাই করতাম।”

ইব্রাহিম বাথরুমের আলো নিভিয়ে দিয়ে আরেক প্রস্থ সিঁড়ি অতিক্রম করে সিম্যুরের পেছন পেছন বসার ঘরে প্রবেশ করে। কফি টেবিলের উপরে খবরের কাগজ ডাই হয়ে জমে আছে কিছু লন্ডনের বাকিগুলো সব রাশিয়ার: ইজভেস্টিয়া, কমারসান্ট, কমসোমলস্কায়া প্রাভদা, মস্কোভেস্কায়া গ্যাজেট্টা। টেবিলের এক কোণে রাশান ধাচের একটা চায়ের পাত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে যার ভেতরের দ্রব্য অনেক আগেই বাষ্পীভূত হয়েছে। কাঁচের পাত্রের পাশেই আরেকটা সিগারেটের ফিল্টার ভর্তি অ্যাশট্রে দেখা যায়। ইব্রাহিম সেগুলোর ভেতরে কলমের ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে দেখে। সবই একটা ব্র্যান্ডের: সোবরানিক হোয়াইট রাশিয়ান। এমন সময় সে অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে থেকে হাসির শব্দ ভেসে আসতে শুনে। সামনের জানালার ব্লাইন্ড ফাঁক করে সে তার পায়ের নিচ দিয়ে এক প্রেমিক যুগলকে হাতে হাত দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে।

“আমার ধারণা আগ্নার কোথাও তোমরা একটা ক্যামেরা লাগিয়ে রেখেছো।

সিম্যুর গলিপথের কাছে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশণের একটা পাইপের দিকে ইঙ্গিত করে।

“কোন রাশানকে কি উঁকি দিতে দেখা গিয়েছে?”

“স্থানীয় *rezidentura*র সাথে সম্পর্কিত করা যায় এমন কেউ আমাদের চোখে পড়েনি।”

রাশান বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা এসভিআর, বিদেশী দুর্ভাবাসগুলোতে কর্মরত এজেন্টদের বোঝাতে *rezidentura* শব্দটা ব্যবহার করে থাকে। স্টেশন প্রধান হলেন *rezident* আর *rezidentura* হল পুরো স্টেশন। কেজিবি আমলের একটা নিদর্শন। এসভিআরের নামটাই যা আলাদা।

“এই অ্যাপার্টমেন্ট এলাকায় কেউ প্রবেশ করলে কি ঘটবে?”

“সে যদি এখানের বাসিন্দা হয়ে থাকে তাহলে কিছুই হবে না। আমরা যদি তাদের চিনতে না পারি তাহলে অচিরেই তার একটা লেজ গজাবে এবং তার অতীত খুঁজে দেখা হবে। এখন পর্যন্ত সবাইকেই চেক করা হয়েছে।”

“আর কটেজে কেউ জোর করে প্রবেশের চেষ্টা করেনি?”

সিম্যুর মাথা নেড়ে উত্তর দেয়। ইব্রাহিম ব্লাইন্ড ছেড়ে দিয়ে গ্রেগরীর অগোছালো ডেস্কের দিকে এবার এগিয়ে যায়। ডেস্কের মাঝখানে একটা বহু ব্যবহারে ময়লা হয়ে যাওয়া নোটবুক কম্পিউটার রয়েছে। কম্পিউটারের পাশেই রয়েছে বিল্ট-ইন আনসারিং মেশিনযুক্ত একটা টেলিফোন সেট। মেসেজের একটা লাল আলো জ্বলছে নিভছে।

“নতুন মেসেজ এসেছে বোধহয়,” সিম্যুর পাস্তা না দিয়ে বলে।

“দেখলে তুমি কিছু মনে করবে?”

উত্তরের অপেক্ষা না করেই ইব্রাহিম নিচু হয়ে প্লেব্যাক বাটনে চাপ দেয়। একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে আসে, তারপরে একটা রোবোটিক পুরুষ কণ্ঠ ঘোষণা দেয় যে তিনটা নতুন মেসেজ এসেছে। প্রথমটা স্পার্কল ক্রিন লন্ডি থেকে, মি.বুলগানভকে তার কাপড় সংগ্রহ করতে অনুরোধ করে। দ্বিতীয়টা বিবিসির প্যানোরামা অনুষ্ঠানের প্রযোজকের যিনি রাশিয়ার উত্থান বিষয়ক একটা প্রামাণ্য চিত্রের জন্য মি.বুলগানভের সাথে আলাপ করতে চায়।

তৃতীয় মেসেজটা রাশান বাচনভঙ্গির এক মহিলার। ভদ্রমহিলার কণ্ঠ মাইনর স্কেলের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। ইব্রাহিম ভাবে, সি মাইনর। পবিত্রতার ধ্যানের সোপানসূত্র। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। ভদ্রমহিলা বলেন যে তিনি সদ্যই পান্ডুলিপির শেষ কিস্তি পড়ে শেষ করেছেন এবং গ্রেগরীর সুবিধাজনক সময়ে এ বিষয়ে তিনি তার সাথে আলোচনা করতে ইচ্ছুক। ভদ্রমহিলার নিজের নাম বা যোগাযোগের কোন নম্বর উল্লেখ করেন না। ইব্রাহিমের অবশ্য তার প্রয়োজনও নেই। তাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় থেকেই ইব্রাহিমের স্মৃতিতে তার কণ্ঠস্বর ভাস্বর হয়ে রয়েছে। কেমন আছেন, মস্কোতে সেদিন সন্ধ্যাবেলা সে বলেছিল। আমার নাম ওলগা সুখোভা।

“আমার ধারণা আমরা এখন জানি গ্রেগরীর পান্ডুলিপিতে মন্তব্যগুলো কার লেখা।”

“আমারও তাই ধারণা।”

“গ্রাহাম, আমি ভদ্রমহিলার সাথে দেখা করতে চাই।”

“আমার ধারণা সেটা সম্ভব না।” আনসারিং মেশিনের সুইচ অফ করার ফাঁকে সিম্যুর বলে। “রোম সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছে। কেসের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।”

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১৩. মাইদা ভেলে, লন্ডন

ডেলামেরা টেরেস ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা কাউন্সিল ফ্ল্যাটের সারি দেখতে অনেকটা “উন্নত সমাজতন্ত্র”র নিরুপদ্রব দিনগুলোতে সোভিয়েটরা যেমন অতিকায় ভবন তৈরি করতো অনেক সেরকম। সৌন্দর্যের তোয়াক্কা না করে আর যেনতেন ভাবে তৈরি করা প্রতিটি ভবনের ভীষণভাবে ইংলিশ প্রধান নাম একটা শান্ত মফস্বল এলাকার ইঙ্গিত করে সাথে একটা হলুদ চিহ্ন এটাও বলে দেয় যে এলাকাটা নিরবিচ্ছিন্ন নজরদারির আওতায় রয়েছে। গ্রেগরী এসব ফ্ল্যাটের পাশ দিয়ে তার অন্তর্ধানের কয়েক মিনিট আগে হেঁটে গিয়েছে। ইব্রাহিম, খেয়ালী রাশানের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে গিয়ে, এখন ঠিক যেপথে হেঁটে চলেছে। সে যদিও মরে গেলেও স্বীকার করবে না কিন্তু সিম্যুরের ব্রিফিং-এর পরে গ্রেগরীর নিরপরাধিতার বিষয়ে তার অবিচল আস্থার অনেকটাই চটে গিয়েছে। সে কি পুনরায় পক্ষত্যাগ করেছে? নাকি তাকে অপহরণ করা হয়েছে? ইব্রাহিম একটা ব্যাপারে নিশ্চিত যাই ঘটে থাকুক তার উত্তর মাইদা ভেলের এই সড়কে লুকিয়ে রয়েছে।

গ্রেগরী আমাকে দেখাও ব্যাপারটা তারা কিভাবে সংঘটিত করেছে। আমাকে দেখাও তারা কিভাবে তোমাকে গাড়িতে উঠতে বাধ্য করেছে।

সে ব্রাউনিং'স পুলের কাছে হেঁটে যায় এবং এবং ওয়াটার সাইড ক্যাফে, এখন যেটার শাটার নামান আর বন্ধ, তার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে মনে সে ভিডিওতে ধারণ করা পুরো দৃশ্যটা আরেকবার ঝালিয়ে নেয়। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক ১৮:০৩:৩৭ মিনিটের সময় এটা প্রতীয়মান হয় যে গ্রেগরী ব্লুমফিল্ড রোডের দিক থেকে ওয়েস্টবোর্ন টেরেস রোড ব্রীজ অভিক্রম করে এগিয়ে আসা এক শ্রেমিক যুগলের উপস্থিতি খেয়াল করে। ছেলেটার পরনে বেল্ট দেওয়া বর্ষাতি আর মোমের আন্তরন দেওয়া টুপি এবং বাম হাতে একটা খোলা ছাতা ধরা ছিল। মেয়েটা পরম মমতায় তার কাঁধ আকড়ে ধরে রেখেছিল। মেয়েটার পরনে পুরুষের কলার দেওয়া উলের কোট এবং সে কিছু একটা পড়ছিল— ইব্রাহিম ভাবে রাশার ম্যাপ, বা সম্ভবত কোনো ধরনের গাইড বই।

গ্রেগরী যেমন বাঁক নিয়েছিল, ইব্রাহিমও তেমনি ঘুরে দাঁড়ায়, এবং ব্রাউনিং'স পুলের ধার দিয়ে ওয়্যারউইক ক্রিসেন্টের দিকে উঠে যাওয়া সিঁড়ির ধাপের দিকে এগিয়ে যায়। গ্রেগরীর মতো সেও সিঁড়ির একেবারে উপরের ধাপে উঠে এসে একটু থামে, যদিও তার মতো সে কোনো সিগারেট ধরায় না। সিগারেট না ধরিয়ে সে হ্যারো

রোডের দিকে এগিয়ে যায়, যেখানে গ্রেগরী কিছু একটা দেখেছিল বা কাউকে দেখেছিল— যা দেখার পরে তার হাঁটার গতি দ্রুত হয়েছিল। ইব্রাহিমও তার হাঁটার বেগ বাড়িয়ে দেয় এবং খালি ফুটপাথের উপর দিয়ে পরবর্তী দুইশ মিটার এগিয়ে যায়।

দিনের এই সময়েও চার লেনের রাজপথে গাড়ির কোন কমতি নেই। সেন্ট.মেরী'স চার্চের কাছে পৌঁছে সে সামান্য সময়ের জন্য থামে, আরো কয়েক পা এগিয়ে যায় এবং পুনরায় থামে। সে ভাবে, এখানেই ঘটেছিল। এই সেই স্থান যেখান থেকে গ্রেগরী সামনে এগিয়ে যেতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এখানেই সে হাঁটা বন্ধ করে আগুয়ান গাড়ির ঝাকের দিকে ঘুরে তাকিয়েছিল। ভিডিও দেখে মনে হয়েছে গ্রেগরী যেন সামান্য সময়ের জন্য ব্যস্ত রাস্তা অতিক্রম করার কথা চিন্তা করেছিল। এখনকার মতো, তখনও, যা অন্য কোন কিছুর আঘাতে নিশ্চিত মৃত্যু বলে গণ্য হতো।

ইব্রাহিম তার বামে তাকায় এবং ছয় ফিট লম্বা ইটের দেয়াল দেখতে পায় যার আপাদমস্তক দেয়াল লিখনে বোঝাই। তারপরে সে তার ডান দিকে তাকায় এবং হ্যারো রোড বরাবর ইম্পাত আর কাঁচের চলমান প্রবাহ দেখতে পায়। সে এখানে কেন থমকে দাঁড়িয়েছিল? আর কেনইবা সে ইতস্ততবোধ না করেই জানান না দিয়ে হাজির হওয়া গাড়িতে উঠে বসেছিল? পুরোটাই কি পূর্বপরিকল্পিত বোল্ট-হোল? নাকি নিখুঁত আকর্ষি ফাঁদ?

গ্রেগরী আমাকে পথ দেখাও। বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তারা কি ভয় দেখাতে তোমার কোন পুরান শত্রুকে পাঠিয়েছিল? নাকি তারা তোমার কোন বন্ধুকে পাঠিয়েছিল যে তোমাকে আপোষে হাত ধরে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে?

ইব্রাহিম এগিয়ে আসা গাড়ির তীব্র আলোর দিকে তাকায়। আর মুহূর্তের জন্য ফুটপাথে হাতে ধরা ছাতা ঠুকতে ঠুকতে কেতাদুরস্ত পোশাক পরিহিত একটা ক্ষুদ্র অবয়বকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে। তারপরে সে মেয়েটাকে দেখতে পায়। কোমর পর্যন্ত চামড়ার কোট পরিহিত মেয়েটার হাতে কোনো ছাতা নেই। বৃষ্টির মধ্যেও মেয়েটার মাথায় কোনো টুপি নেই। তার গা ঘেঁষে মেয়েটা এগিয়ে যায় যেন কোথাও পৌঁছাতে তার দেরি হয়ে গিয়েছে এবং হ্যারো রোড বরাবর সে হস্তদন্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে যায়। ইব্রাহিম তার মুখটা মনে করতে চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই পারে না। সবকিছু অশরীরি আর ভাসাভাসা, অনেকটা অসমাপ্ত স্কেচের প্রথম দেওয়া হালকা রেখার মতো। আর তাই সে সেখানে একলা দাঁড়িয়ে থাকে, লন্ডনের ব্যস্ত সময় তার কানে গমগম আওয়াজ শোনে এবং সে মেয়েটাকে অন্ধকারের ভেতর হারিয়ে যেতে দেখে।

১৪. ওয়েস্ট লন্ডন

ছত্রিশ ঘণ্টার বেশি হতে চলেছে ইব্রাহিম দুচোখের পাতা এক করেনি এবং ক্লান্তিতে তার দেহ ভেঙে পড়তে চাইছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতি হলে সে স্থানীয় স্টেশনের সাথে যোগাযোগ কবে তাদের একটা সেফ ফ্ল্যাট ব্যবহার করতো। সেটা অবশ্য এই মুহূর্তে সম্ভব না কারণ স্থানীয় স্টেশন এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবে তাদের সবশক্তি নিয়োগ করে তাকেই খুঁজছে। তাকে হোটেলেরি থাকতে হবে। আর কম্পিউটারাইজড রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা রয়েছে এমন কোন সুন্দর হোটেলেরি থাকতে পারবে না। যেখান থেকে ডাটা আহরণের জটিল সফটওয়্যার ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। নগদ টাকা গ্রহণ করে এমন একটা হোটেল তাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং রুম সার্ভিস, পরিষ্কার তোয়ালে বা কাজ করে এমন টেলিফোনের কথা যেখানে বাতুলতা।

গ্রান্ড হোটেল বার্কশায়ার ঠিক তেমনই একটা হোটেল। ওয়েস্ট ক্রমওয়েল রোডের বুঝবুঝে হয়ে পড়া এডোয়ার্ডের সময়ের বাসার বারান্দার শেষ প্রান্তে এটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ধূসর রঙের জীর্ণ সোয়েটার পরা এক ক্লান্ত মানুষ, রাতের পালার ম্যানেজারের চেহারায় বিন্দুমাত্র বিস্ময়ে ফুটে উঠে না ইব্রাহিম যখন বলে তার কোন রিজার্ভেশন নেই, সে আরও স্বাভাবিক হয়ে উঠে সে যখন ঘোষণা করে যে সেখানে সময় কাটাবার জন্য সে প্রদেয় বিলের পুরোটাই – তিন রাত, বা সম্ভবত দুই দিন যদি তার কাজ ঠিকমত হয় – নগদ টাকায় প্রদান করবে। তারপরে সে তার কথামত ম্যানেজারকে দুটো কড়কড়ে বিশ পাউন্ডের নোট দেয় এবং বলে যে কোনো অতিথির উপস্থিতি সে আশা করছে না এবং টেলিফোন কল বা মেইল সার্ভিস যেন তাকে বিরক্ত না করে। ম্যানেজার নোট দুটো পকেটে পুরে ঘোষণা দেয় হোটেলেরি ইব্রাহিমের অবস্থান পুরোপুরি ব্যক্তিগত আর সুরক্ষিত থাকবে। ইব্রাহিম তাকে শুভসন্ধ্যা জানিয়ে উপরের তলায় নিজের কামরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়।

তিনতলায় ব্যস্ত সড়কের দিকে মুখ করা কামরাটায় একটা নিঃসঙ্গতা আর সেখানের অবস্থানকারী শেষ অতিথির কোলনের তীব্র গন্ধ বিরাজ করে। দরজা বন্ধ করতে সহসা হতাশার একটা ঝাপটা এসে অশ্রুমাণ ইব্রাহিমকে বিপর্যস্ত করে তুলে। এ ধরনের কামরায় কত রাত সে একলা কাটিয়েছে? মরিয়মই সম্ভবত ঠিক কথা বলেছে। চিরতরে দণ্ডের ত্যাগ করার এবং অন্তরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভার অন্য লোকদের উপরে অর্পণের সময় বোধহয় হয়েছে। উমব্রিয়ার পাহাড়ে সে ফিরে যাবে

এবং তার নতুন স্ত্রী যে অনাগত সন্তানের জন্য অধীর হয়ে রয়েছে তাকে আর বিমুখ করবে না, ইব্রাহিম ভেনিসে অন্য এক জীবনে শীতের এক রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনার কারণে যে সন্তানের জন্ম এতদিন বিলম্বিত করে এসেছে। সেই জীবন সে স্বেচ্ছায় বেছে নেয়নি। অন্যেরা সেই জীবন তার উপরে জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল। ইয়াসির আরাফাত আর ব্ল্যাক সেক্টেম্বর নামে পরিচিত কতিপয় প্যালেস্টাইন সন্ত্রাসী সেটা বেছে নিয়েছিল। আর অরি শমসেরও সেটা তার উপরে চাপিয়ে দিয়েছে।

১৯৭২ সালের সেক্টেম্বর মাসের এক ঝকঝকে বিকেল বেলা অরি শমসের জেরুজালেমে তার সাথে দেখা করতে আসে। ইব্রাহিম তখন এক চৌকষ উদীয়মান চিত্রশিল্পী যে সদ্যই বেজালেলা একাডেমীর চিত্রকলা বিভাগে প্রথাগত প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর অভিজাত ইউনিটে নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করেছে। অপারেশন ঈশ্বরের অভিশাপের দায়িত্ব সে সময়েই শমসেরকে দেওয়া হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল মিউনিখ অলিম্পিকের হত্যাযজ্ঞের ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বের করে হত্যা করা। তার প্রয়োজন ছিল প্রতিশোধের আয়ুধ; আর ইব্রাহিম ছিল সে ঠিক যা খুঁজছে; দুর্বিনীত কিন্তু বুদ্ধিমান, বিশ্বস্ত আবার সেই সাথে স্বাধীনচেতা; আবেগহীন কিন্তু সেই সাথে ভদ্র স্বভাবের। মায়ের কারণে সাবলীল ভঙ্গিতে বার্লিন বাচনভঙ্গিতে জার্মানে কথা বলতে পারে এবং ছেলেবেলায় পুরো ইউরোপ বেশ ভাল ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে।

একমাসের নিবিড় প্রশিক্ষণের পরে, শমসের তাকে রোমে পাঠায় যেখানে সে প্রাজা অ্যানিবালিয়ানোর এক অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ফয়্যারে ওয়াদাল আবদেল জাইটার নামে এক লোককে হত্যা করে। সে আর তার এজেন্টের দল পশ্চিম ইউরোপে পরবর্তী তিনটি বছর তাদের শিকারের পিছু করতে থাকে, দিনের আলোয় কিংবা রাতের আঁধারে নির্বিচারে হত্যা করে, প্রতিটি মুহূর্ত ভয়ের ভিতরে থাকে যে ইউরোপের পুলিশ বাহিনীর হাতে যে কোন সময়ে তারা ধরা পড়বে এবং খুনের দায়ে অভিযুক্ত হবে।

ইব্রাহিম শেষ পর্যন্ত পুনরায় যখন আবার দেশে ফিরে আসে, তার কপালের দুপাশের চুলে ধূসর রঙ লেগেছে এবং তার চেয়ে বিশ বছরের বড় এক লোকের মুখোশ তার মুখে। লিয়াহ, যাকে সে ইসরায়েল ত্যাগের ঠিক আগে বিয়ে করেছিল, পর্যন্ত তাকে প্রথম দফায় চিনতে হিমশিম খেয়ে গিয়েছিল। আপনি মহিমায় জাত শিল্পী, মেয়েটা তাকে পোর্ট্রেটের জন্য বসতে বলে। এগন শিহিলে স্টাইলে সে একটা অভিশপ্ত যুবকের ছবি আঁকে মৃত্যুর ছায়া যাকে অকস্মিক বৃদ্ধিতে পরিণত করেছে। লিয়াহর আঁকা সেরা ছবিগুলোর একটা। ইব্রাহিম কখনও ছবিটা পছন্দ করেনি, কারণ তার উপরে অভিযান ঈশ্বরের প্রতিশোধের প্রভাব নির্মম সততায় সেখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল।

শারীরিকভাবে ক্লান্ত আর তার ছবি আঁকার ইচ্ছা একেবারেই হারিয়ে যাবার কারণে, সে ভেনিসে যায় শান্তিতে বসবাসের অভিপ্রায়ে যেখানে প্রখ্যাত উমবার্টো কন্টির তত্ত্বাবধায়নে সে চিত্রকর্ম পরিষ্কারের দক্ষতা অর্জন করে। তার শিক্ষানবিসকাল শেষ হলে, শমসের তাকে পুনরায় সক্রিয় দায়িত্ব পালনে ডেকে পাঠায়। পেশাদার চিত্রকর্ম পরিষ্কারকের ছদ্মবেশে, ইব্রাহিম ইসরাইলের ভয়ঙ্কর শত্রুদের নিকেশ করে আর নিরবে কয়েকবার অনুসন্ধান পরিচালনা করে যা তাকে লন্ডন, ভ্যাটিকান আর আমেরিকায় প্রভাবশালী লোকদের বন্ধুতে পরিণত করে। কিন্তু এই সময়ে সে শক্তিশালী কিছু শত্রুও অর্জন করে। ঘাড়ের পেছনে শিরশিরে অনুভূতি ছাড়া সে আজকাল আর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে পারে না যে শত্রুরা বুঝি তার অজান্তে তাকে অনুসরণ করছে। চেয়ার দিয়ে হোটেলের রুমের দরজা না আটকে ঘুমাতে পারে না, এই মুহূর্তে সে ঠিক যা করছে।

সে সিসিটিভির ফুটেজের ডিস্কটা ইন-রুম ভিভিডি প্রেয়ারে দিয়ে, জুতা খুলে বিছানায় আরাম করে বসে। পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা সে বারবার ডিস্কটা দেখে, মাইদা ভেলের সড়কে তার হাঁটার অভিজ্ঞতার সাথে সার্ভেলেন্স ভিডিওর ফুটেজ মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। কোন যোগসূত্র খুঁজে না পেয়ে, ক্লান্ত হয়ে সে একটা সময়ে টিভি বন্ধ করে দেয়। ঘরের ভেতরের আবছা আধার চোখে সয়ে আসতে গ্রেগরীর শেষ মুহূর্তের ছবি তার সামনে ওভারহেড প্রক্ষেপক থেকে প্রশিক্ষ ছবির মতো ভেসে উঠে। হ্যারো রোডে গ্রেগরী একটা গাড়িতে উঠছে। পরিপাটি পোশাক একটা লোক যার হাতে একটা ছাতা রয়েছে। বৃষ্টির ভিতরে মাথায় টুপি ছাড়া লেদারের কোট পরিহিত একটা মেয়ে। শেষ ইমেজটা কালো বার্নিশের স্তরে অন্ধকার হয়ে একটা চিত্রকর্মে পরিণত হয়। ইব্রাহিম চোখ বন্ধ করে, দ্রাবকের মিশ্রণে এক টুকরো তুলো ভিজিয়ে নিয়ে আলতো করে সেটা ক্যানভাসের উপরে ঘষে।

ভোর হবার ঠিক এক ঘণ্টা আগে সে যা খুঁজছিল সেটা দেখতে পায়। সেই অন্ধকারের ভিতরে হাতড়ে রিমোটটা খুঁজে বের করে এবং জিন্সের দিকে সেটা পিস্তলের মতো তাক করে। কয়েক সেকেন্ড পরে জিন্সটা জীর্ণ হয়ে উঠে। পর্দায় ফুটে উঠে গত মঙ্গলবার, বেলা ১৭:৪৭ মিনিটের দৃশ্য। গ্রেগরী বুলগানভ ব্রিস্টল মিউজের গলিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১৭:৪৮ মিনিটে সে সিগারেট টোকা দিয়ে ফেলে হাঁটা শুরু করে।

সে আপাতভাবে অল্প ব্যবহৃত পথ দিয়ে ওয়াটারসাইড ক্যাফের দিকে হেঁটে যায়। ১৮:০৩:৩৭, বেল্ট দেওয়া রেইনকোট পরিহিত লোক আর ফারের কলার দেওয়া পশমের কোট পরিহিত মেয়েটা একেবারে কাটায় কাটায় পর্দায় এসে হাজির হয়।

ইব্রাহিম পিছিয়ে দেয় ইমেজটা এবং পুনরায় স্ক্রিনের দিকে তাকায়, তারপরে তৃতীয়বার। তারপরে সে পজ লেখা বোতামটা চাপ দেয়। বর্ষাতি আর পশমের কোটের জুটি ওয়েস্টবর্ন টেরেস রোড ব্রিজের শেষপ্রান্তে যখন পৌছে, টাইম কোড অনুযায়ী তখন বাজে ১৮:০৪:২৫। পুরো অভিযানটা যদি সুপরিকল্পিত হয়ে থাকে এবং হাতে যা প্রমাণ রয়েছে তাতে সেটাই প্রমাণিত হয়—তাদের হাতে প্রচুর সময় ছিল।

ইব্রাহিম এবার পুরো ত্রিশ সেকেন্ড এগিয়ে দেয় ভিডিওটা এবং গ্রেগরী মার্সেডিজের পেছনে উঠছে সেই দৃশ্যটা শেষবারের মতো দেখে। গাড়িটা দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্য হতে, পরিপাটি পোশাক পরিহিত একটা লোক স্ক্রিনের বামদিক থেকে দৃশ্যপটে প্রবেশ করে। তার কয়েক সেকেন্ড পরে আসে কোমর পর্যন্ত লেদার কোট পরিহিত মেয়েটা। হাতে ছাতা নেই। বৃষ্টি পড়া সত্ত্বেও মাথায় কোন টুপি নেই। ইব্রাহিম স্তম্ভিত চোখে স্ক্রিনের এবং মেয়েটার পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১৫. ওয়েস্টমিনিস্টার, লন্ডন

পার্লামেন্ট স্কোয়ার এলাকায় প্রচণ্ড শীত পড়েছে কিন্তু তাতেও বিক্ষোভকারীদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। ইসরাইলের অপরাধসমূহ, আমেরিকাকে ইরাক ত্যাগের আহ্বান আর বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে ইংল্যান্ডে দক্ষিণাংশ অচিরেই মরুভূমিতে পরিণত হবার শঙ্কায় শক্তিতদের বিক্ষোভে পুরো এলাকাটা গমগম করছে। ইব্রাহিম স্কোয়ারের অন্যদিকে হেঁটে যায় এবং ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাভেন্যু উত্তর পাশের চূড়ার উল্টোদিকে একটা খালি বেঞ্চে গিয়ে বসে। ঠিক এই বেঞ্চেই বসে সে একবার আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের অপহৃত মেয়ের জন্য অপেক্ষা করেছিল, দুই আত্মঘাতি জেহাদি বোমাবাজ মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। সে ভাবতে চেষ্টা করে গ্রাহাম সিম্যুর কি ইচ্ছে করেই এই বেঞ্চটা বেছে নিয়েছে নাকি সেই অপ্রীতিকর সকালের কথা তার আদতেই মনে নেই।

তিনটা বাজার সামান্য পরেই জাওয়ারের শোফার চালিত একটা লিমুজিন স্কোয়ারের একপাশ দিয়ে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসে। চেস্টারফিল্ড কোট পরিহিত সিম্যুর পেছনের সিট থেকে নেমে আসে। ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট ধরে গাড়িটা পুনরায় রওয়ানা না দেওয়া পর্যন্ত সে দাঁড়িয়ে থাকে তারপরে ধীর পায়ে বেঞ্চের দিকে এগিয়ে আসে। এই দফা সিম্যুর দেরী করে এসেছে।

“আমি দুঃখিত ইব্রাহিম, প্রধান মন্ত্রীর সাথে বৈঠকটা শেষ করতে দেরী হয়ে গেল।”

“তিনি কেমন আছেন?”

“তার সময়ের তিনি সবচেয়ে দিকৃত নেতা এটা মেনে নিয়েও বলতেই হবে তিনি বেশ ভালই সবকিছু সামাল দিচ্ছেন। আর সত্যি বলতে আমরা এবারই প্রথম তাকে ভাল কোনো সংবাদ দিতে পেরেছি।”

“সেটা কি?”

“দারুণ দেখিয়েছে।”

“গ্রাহাম খুলে বলো।” অ্যাভির অবয়বের দিকে তাকিয়ে থাকে ইব্রাহিম। “তুমি আর আমি, আমাদের একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।” সিম্যুর এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। “একটা দিন গেল বটে, তাই না? আমি নিশ্চিত নই যে আদৌ আমি কখনও সেই ইমেজটা আমার মন থেকে মুছতে পারবো, আমি তোমার কথা বলছি—”

“গ্রাহাম ব্যাপারটা আমার মনে আছে। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম।”

সিম্যুর তার ওভারকোটের ল্যাপেলের নিচে তার পশমি স্কার্ফের প্রান্তদ্বয় নিখুঁতভাবে ঝুঁজে দেয়। “আমরা এখানে যখন আলোচনা করছি মেট্রোপলিটন পুলিশ তখন ইস্ট লন্ডনে সাড়াশি অভিযান পরিচালনা করছে।”

“ইস্ট লন্ডন? আমি আশা করি তারা রাশানদের নিশ্চয়ই গ্রেফতার করেছে না।”

“গত কিছুদিন ধরে আমরা আল-কায়দার যে সেলের উপরে লক্ষ্য রাখছিলাম তাদের। প্রত্যেকটা পাড় সন্ত্রাসী। কয়েকটা পর্যটন আর বাণিজ্যিক স্থাপনায় বোমা হামলার পরিকল্পনার চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা ছিল। তারা যদি সফল হতো তাহলে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঘটতো।”

“তোমরা গ্রেফতারের ঘটনা কখন প্রকাশ করবে?”

“প্রধানমন্ত্রী আজ রাত দশটার খবরের পরে একটা সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করার পরিকল্পনা করেছেন। তার পরামর্শদাতা আশা করছে এর ফলে জনমতে একটা ব্যাপক সাড়া পড়বে।” সিম্যুর উঠার ভান করে। “আমাকে টেমস হাউজে ফিরতে হবে। আমার সাথে হাঁটো।”

দুজন একই সাথে উঠে দাঁড়ায় এবং স্কোয়ারের উল্টোপাশে হাউজ অব পার্লামেন্টের দিকে হাঁটা ধরে। তাদের দুজনের জুড়ি দেখার মতো। ইব্রাহিমের পরনে জিনস আর লেদার জ্যাকেট আর সিম্যুরের পরনে ছাই রঙের সুট আর ওভারকোট।

“ইব্রাহিম তোমাকে ধন্যবাদ জানান হয়নি। তোমার পরামর্শমত আমরা আরেকটু খোঁজাখুঁজি করেছি আর আশেপাশের সড়কের সিসিটিভির নতুন ফুটেজ সংগ্রহ করেছি। ছয়টা বাজার তিন মিনিট আগে ওয়েস্টবর্ন টেরেস ব্রীজ রোড যে প্রেমিক প্রেমিকা যুগল অতিক্রম করে, একটা নির্জন রাস্তায় অপেক্ষমান গাড়িতে তারা আরোহন করেছিল। গাড়িটা তাদের এডজওয়্যার রোডে নিয়ে আসে যেখানে মেয়েটা একলা গাড়ি থেকে নেমে আসে। পথেই মেয়েটা গায়ের কোট বদলে নিয়েছে।” সিম্যুর ইব্রাহিমের দিকে প্রশংসার দিকে তাকায়। “আমি কি জানতে পারি মেয়েটাকে তুমি কেন সন্দেহ করেছিলে?”

“তার ছাতা।”

“কিন্তু তার কাছে কোনো ছাতা ছিল না।”

“ঠিক তাই। হাক্কা বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু মেয়েটার হাতে কোন ছাতা নেই। সে চেয়েছিল তার হাত খালি রাখতে।” ইব্রাহিম আড়চোখে সিম্যুরের দিকে তাকায়।

“আহাম, আমাদের মতো লোকেরা কখনও ছাতা বহন করে না।”

“তুমি বলতে চাইছো, আততায়ী।”

ইব্রাহিম সরাসরি প্রশ্নটার উত্তর দেয় না। “শ্রেয়ী যদি স্বেচ্ছায় গাড়িতে না উঠতো, মেয়েটা সম্ভবত সেখানেই তাকে হত্যা করতো। আমার ধারণা সে তখনকারমত তাদের কথা অনুযায়ী কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মৃত না হয়ে নিখোঁজ স্বপক্ষত্যাগী হওয়া সে যুক্তিসঙ্গত মনে করেছে।”

“মেয়েটার আর কি তুমি লক্ষ্য করেছো?”

“সে তার জুতা পরিবর্তন করার কথা ভাবেনি। আমার মনে হয় সময় পায়নি।”

“তোমার কারণেই নয়তো আমি ব্যাপারটা খেয়ালই করিনি।”

“এটাকে পেশাদারী যত্ননা বলতে পারো।”

“কোন পেশা?”

ইব্রাহিম উত্তর না দিয়ে হাসে। হাউজ অব পার্লামেন্টের দক্ষিণ দিকের শেষপ্রান্তে তারা পৌঁছে গিয়েছে এবং ভিক্টোরিয়া টাওয়ার গার্ডেন বরাবর হেঁটে চলেছে। তাদের সামনেই টমাস হাউজের বিশাল ধূসর অবয়ব দেখা যায়। সিম্যুরের ভিতরে সহসাই অফিসে ফিরে যাবার তাড়া লোপ পায়।

“তোমার আবিষ্কার আমাকে একটা নিশ্চিত বিড়ম্বনার ভিতরে ফেলে দিয়েছে। আমার পরিচালক মহাশয়ের কাছে তোমার বিষয়টা আমি যদি উত্থাপন করি, নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর ভিতরে ইজ্জত বাঁচাবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে। আমাকে খারেজি বলে ঘোষণা করা হবে। আর তোমার ধারণা আছে আমরা খারেজীদের সাথে কি করে থাকি।”

“গ্রাহাম, আমি কিছুই বলবো না।” ইব্রাহিম চুপ করে থাকে, তারপরে বলে, “অন্তত ওলগার সাথে আমি যতক্ষণ কথা বলার সুযোগ না পাই।”

“আমার ধারণা সেটা সম্ভব না। আমি তোমাকে ইতোমধ্যে যতখানি বলেছি আমার পরিচালক সেটা জানতে পারলে আমার মাথাটা একটা বর্শা মাথায় বিদ্ধ করে সাজিয়ে রাখবে। এই ব্যাপারে তোমার সংশ্লিষ্টতা আর প্রয়োজন নেই। ভাল কথা, তুমি চেষ্টা করলে এখনও প্যারিসগামী শেষ ইউরোস্টার ধরতে পারবে। ঠিক ৭:৩৯ মিনিটে সেটা রওয়ানা দেবে।”

“গ্রাহাম, তার সাথে আমাকে কথা বলতেই হবে। কয়েক মিনিটের জন্য অন্তত।”

সিম্যুর হাঁটা থামিয়ে টমাস হাউজের উপরের তলায় জ্বলতে থাকা আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। “আমার কেন জানি মনে হচ্ছে পরে এজন্য আমি আফসোস করবো?” সে ইব্রাহিমের দিকে তাকায়। “তোমার হাতে চব্বিশ ঘণ্টা সময় আছে। তারপরে আমি চাই তুমি লেজ তুলে এদেশ থেকে চলে যাবে। ইব্রাহিম তাব বুকের উপরে দু’বার ঢারা আঁকে।

“অক্সফোর্ডের মাগদালান ব্রীজের ঘিঞ্জি পাশে একটা বাসায় সে লুকিয়ে রয়েছে। ২৪ রেকটরি রোড। তার ছদ্মনাম মারিনা চেসব্রিসনোভা। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশান ভাষাভাষী ছাত্রদের পড়াবার একটা কাজ আমায় তাকে জোগাড় করে দিয়েছি।”

“তার নিরাপত্তার বিষয়ে কি করেছ?”

“অবিকল গ্রেগরীর মতই। প্রথম কয়েকমাস তার জন্য নিরাপত্তা রক্ষী ছিল, তারপরে সে আমাদের অনুরোধ করে তাদের প্রত্যাহার করে নিতে। তার জন্য একজন

পরামর্শদাতা রয়েছে আর প্রতিদিন নিজের অবস্থান জানিয়ে ফোনকরে। আমরা তার ফোনকলের উপরে খেয়াল রাখি আর মাঝে মাঝে তাকে অনুসরণ করা হয় অন্য কেউ তার উপরে নজর রাখছে না সেটা নিশ্চিত করতে। তাছাড়া সে নিজের মতোই রয়েছে।”

“আগামীকাল তুমি তাকে বা আমাকে অনুসরণ না করলে আমি খুশি হব।”

“তুমি এখানেই নেই। আর মিস.চেসকিনোভাকে আমি জানিয়ে রাখবো যে তুমি তার সাথে দেখা করতে যাবে। আমাকে হতাশ হতে যেন না হয়।” সে ইব্রাহিমের কাঁধে বড়ভাই সুলভ একটা চাপড় মেরে হর্সফেরি রাস্তা দিয়ে একলা হাঁটতে থাকে।

‘গাড়িটা কি ছিল?’

সিম্যুর ঘুরে তাকায়। “কোন গাড়ি?”

“যে গাড়িটা মাইদা ভেল থেকে এডজওয়্যারে মেয়েটাকে নিয়ে গিয়েছিল।”

“ওটা একটা ভক্সহল ইনসিগনিয়া ছিল।”

“রঙ?”

“আমার ধারণা তারা রঙটাকে মেট্রো ব্লু বলে থাকে।”

“হ্যাচব্যাক।”

“না, সেলুন বোধহয়। আর ভুলে যেও না। আমি চাই আগামীকাল রাতে তুমি প্যারিসগামী শেষ ট্রেনে বিদায় নেবে।”

“সাতটা উনচল্লিশ মিনিট। কাঁটায় কাঁটায়।”

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১৬. অক্সফোর্ড

উল্টর-পশ্চিম দিকে, ইভেসহ্যাম ভেলের উপর দিয়ে এবং কটসওল্ড হিলের ঢাল বেয়ে হু হু করে বাতাস বয়ে চলেছে। কর্নমার্কেট স্ট্রীটে অবস্থিত দোকানগুলোর সামনে দিয়ে বেত্নাহতের ন্যায় বয়ে গিয়ে ক্রাইস্ট চার্চের পেকওয়াটার কোয়াদের চারপাশে ধাওয়া করে, ম্যাগডালেন ব্রীজের নিচে যুথবদ্ধভাবে বেঁধে রাখা পনসীর ঝাকের উপরে গিয়ে হামলে পড়ে। ইব্রাহিম বহু আগে হারিয়ে যাওয়া ইংল্যান্ডের এই রোমান্টিক ইমেজের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চতুরের উপর দিয়ে কওলী রোডের দিকে হাঁটা দেয়।

অক্সফোর্ড, শেষবার সে যখন এখানে এসেছিল তখন এটা একটা না বরং দুটো শহর ছিল: শেরওয়েল নদীর পশ্চিম তীরে চুনাপাথরে ভৈরি কলেজ আর চুড়ায় শোভিত পাঠস্থানের আখড়া, আর পূর্বদিকে লালইটের তৈরি শিল্পনগরী। এই কওলী জেলাতেই উইলিয়াম মরিস নামে এক সাইকেল নির্মাতা ১৯১৩ সালে প্রথম গাড়ি নির্মাণের কারখানা স্থাপন করলে, অক্সফোর্ড রাতারাতি প্রধান ব্রিটিশ নির্মাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। যদিও ইংলিশ শ্রমজীবী শ্রেণীর ঐতিহ্য আশপাশের জনবসতিতে আক্ষরিক অর্থেই বজায় রয়েছে, চটকদার দোকান, ক্যাফে আর নাইটক্লাবের উগ্রতাও একইসাথে এখানে চোখে পড়বে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আর শিক্ষকেরা, পাকিস্তান, চীন, ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ আর আফ্রিকা থেকে আগত অভিবাসীদের সাথে গাদাগাদি করে এখানে বাস করে। পূর্ব ইউরোপের সাবেক কম্যুনিষ্ট ব্লক থেকে সদ্য আগত লোকজনের একটা বেশ বৃহৎ অংশকেও এখানে বাস করতে দেখা যাবে। বস্তুত পক্ষে, ইব্রাহিম এক কাঁচা শাকসজির দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় দুই ভদ্রমহিলাকে টমেটো বাছার সময়ে রাশান ভাষায় কীটমত গলা ফাটিয়ে আলাপ করতে শোনে।

জুনি স্ট্রীটের এক কোণে, এক বৃদ্ধা মহিলা খামোখা মেথডিস্ট চার্চের সামনেটা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে, বাতাসে তাঁর মাথার স্কার্ফ পতাকার মতো পতপত করে উড়ছে। চার্চের প্রবেশের মুখে নীল আর সাদা রঙে লেখা একটা সাইনবোর্ড রয়েছে যেটার ভাষ্য হচ্ছে: পৃথিবীটা ইশ্বরের। আমাদের দায়িত্ব উপভোগ করা। শস্য উৎপাদন আর রক্ষা করা। ইব্রাহিম আরো একটা ব্লক হেঁটে গিয়ে রেকপারী রোডে পৌঁছে এবং তারপরে বাক ঘুরে।

রাস্তাটা বামদিকে সামান্য বেঁকে সামনে চলে গিয়েছে এমনভাবে যে সে শেষমাথা দেখতে পায় না। ইব্রাহিম সন্দেহজনক কেউ ওঁত পেতে রয়েছে কিনা দেখার জন্য রাস্তাটার শেষমাথা পর্যন্ত হেঁটে যায়। সে রকম কাউকে খুঁজে না পেয়ে সে দ্রুত ২৪ নং বাড়ির সামনে ফিরে আসে। ফুটপাথের ধার ঘেষে ইটের নিচু দেয়ালটায় আগাছা জন্মেছে। দেয়ালের পেছনে, সাদা পাথরে ছাওয়া ছোট আগিনায়, ময়লা ফেলার একটা সবুজ আধার রয়েছে। সেটার গায়ে একটা সাইকেল ঠেস দিয়ে রাখা যার সামনের চাকাটা নিজেই ঘুরতে বেড়িয়েছে, বসার স্থানটা প্লাস্টিকের শপিং ব্যাগ দিয়ে মোড়ান। পায়ে হাঁটার পথটা বড়জোড় এক মিটার লম্বা হবে। পথটা গিয়ে অলিন্দের মাঝে স্থাপিত একটা বুরবুরে কাঠের দরজায় শেষ হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় ঘন্টাটা অনেকদিন আগেই জবাব দিয়ে দিয়েছে কারণ ইব্রাহিম বোতামের উপরে আঙ্গুল রাখতে কোন হেলদোল হয় না। সে বাধ্য হয়ে দরজায় গায়ে জোরে তিনবার টোকা দেয় এবং ফয়্যারে এক ভদ্রমহিলার ট্যাপ ট্যাপ ট্যাপ পদধ্বনি শুনতে পায়। তারপরে, নিশ্চিতভাবেই রাশান বাচনতঙ্গিতে এক মহিলার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, ইংরেজিতে কথা বলছে।

“অনুগ্রহ করে বলবেন, কে ওখানে?”

“আমার নাম নাথান গোলানি। ইসরাইলের রাষ্ট্রদূতের বাসায় গত গ্রীষ্মে এক ভোজসতায় আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের ভিতরে খানিকক্ষণ কথা হয়েছিল, তারপরে আপনি সিগারেট আনতে ভিতরে চলে আসেন। আপনি সে সময়ে আমাকে বলেছিলেন রাশানরা স্বাভাবিক মানুষের মতো বাঁচতে পারে না আর কখনও পারবেও না।”

ইব্রাহিম চেইন খোলার আওয়াজ পায় এবং ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে যেতে দেখে। সংকীর্ণ প্রবেশ পথে কোলে একটা সিয়ামিজ বিড়াল নিয়ে যাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তার চোখের সাথে বিড়ালটার উজ্জ্বল নীল চোখের মণির দারুণ সাদৃশ্য রয়েছে। তার পরনে একটা কালো রঙের আটসাঁট সোয়েটার, ধূসর ছাই রঙের ট্রাউজার এবং মানানসই কালো রঙের জুতো। তার মাথার চুল একসময়ে ঘন আর লম্বা ছিল, এখন ছোট করে কাটা। তার মুখের অবয়বের অন্তর্ভুক্ত কোন পরিবর্তন হয়নি। ইব্রাহিমের দেখা সবচেয়ে সুন্দর মুখের একটা বিদূষী, সুন্দরী আর অরক্ষিত। অনেকটা রাশান প্রতিমার ভেতরে যেন প্রাণের সঞ্চারণ হয়েছে। মুখটা নিজেই যেন রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছে।

মাত্র ছয়মাস আগেই, ওলগা সুখোতা পৃথিবীর অন্যতম বিপজ্জনক পেশায় নিয়োজিত ছিল: রাশিয়ায় সাংবাদিকতা। মস্কোভস্কায়া গেজেটায়, একটা জেহাদী সাপ্তাহিকে, তার অবস্থান থেকে সে চেচনিয়ায় রাশিয়ান রেড আর্মির হঠকারিতার কথা ফাঁস করে দেয়, ক্রেমলিনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতির কীর্তিকলাপ বের করে আনে এবং

গণতন্ত্রের উপরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপের একনিষ্ট মূখপাত্রের ভূমিকা পালন করেছে। তার রিপোর্টিং নিজের দেশ আর এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার নিজের ভেতরে একটা হতাশার সৃষ্টি করে, যদিও এর কোনটাই তাকে তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খোঁজের ব্যাপারে প্রস্তুত করতে পারেনি: ইভান কারকভ নামের এক রাশান সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের নেতা এবং অস্ত্র ব্যবসায়ী রাশিয়ার সবচেয়ে সংবেদনশীল মিসাইল প্রযুক্তি আল-কায়দার কাছে বিক্রির পায়তারা করেছে। গেজেটায় যদিও খবরটা কখনও প্রকাশিত হয়নি, রিপোর্টার কারণে ওলগার দুইজন সহকর্মীকে হত্যা করা হয়। প্রথমজন, আলেকজান্ডার লুবিন, কার্চিভেলের ফ্রেঞ্চ স্কি রিসোর্টে নিজের হোটেলের ঘরে ছুরিকাহত হয়ে মারা যায়। দ্বিতীয়জন, বরিস অস্ট্রোভস্কি নামের এক সম্পাদক, সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার মেঝেতে বিষক্রিয়ার শিকার হয়ে ইব্রাহিমের বাহুর উপরে মারা গিয়েছে। গ্রেগরী বুলগানভ আর ইব্রাহিম না থাকলে, এতদিনে ওলগা সুখোভার কবরের উপরে ঘাস গজিয়ে যেত।

ওলগার কাজের বিপজ্জনক প্রকৃতি আর সবসময়ে প্রাণ ভয়ে ভীত থাকার কারণে পেশাদার গুপ্তচরের ছলচাতুরীর সাথে সে খুব ভালভাবেই পরিচিত হয়ে উঠেছে। ইব্রাহিমের মতো সেও মনে করে যে সব ঘরেই আড়িপাতার যন্ত্র রোপণ করা রয়েছে এমনকি তার নিজের ঘরেও। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা জনবহুল স্থানেই সম্পন্ন করা উত্তম। তাকে আর ইব্রাহিমকে তার আগমনের তাই পাঁচ মিনিট পরে সেন্ট ক্রেমেন্ট স্ট্রীটে ঝড়ো বাতাসের ভিতরে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে দেখে অবাক হবার কিছু থাকে না। ইব্রাহিম মনোযোগ দিয়ে ফুটপাথে তার জুতোর প্রতিধ্বনি শোনে আর মস্কোর এক মেঘলা দুপুরের কথা ভাবে যখন তারা পালাক্রমিক রাশান নজরদারি দলের সামনে নভোদেভিচি সমাধিক্ষেত্রের সারি সারি কবরের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। মি.গোলানি এবার বোধহয় তোমার উচিত আমাকে চুমু খাওয়া। রাশান এফএসবি যদি ভেবে নেয় আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়তে চেষ্টা করছি তাহলে আমাদের লাভই হবে।

“সেসব দিনের কথা কি তোমার মনে পড়ে?” ইব্রাহিম জানতে চায়।

“মস্কো?” মেয়েটার ঠোঁটে বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠে। “ভীষণ মনে পড়ে। সেই শব্দ। গন্ধ। ভয়ঙ্কর ট্রাফিক। মাঝে মাঝে আমরা তুষারপাতের কথা মনে হতেও খারাপ লাগে। জানুয়ারি মাস প্রায় শেষ হয়ে এলো অথচ এক কণা তুষারও চোখে দেখলাম না। বিবিসিতে এক মেয়ে রিপোর্টার বলছিলেন এটাকে নাকি শীতল বিরহ বলে। মস্কোতে আমরা একেই বলতাম বসন্তকাল।” সে তার চোখের দিকে তাকায়।

“অক্সফোর্ডে কি কখনও আসলেও তুষারপাত হয়?”

“হলেও, সেটা কখনও তোমার মনের মতো হবে না।”

“এখানের কিছুই মস্কোর মতো না। অক্সফোর্ড খুবই সুন্দর শহর, কিন্তু আমাকে বলতেই হবে কোন প্রাণচাঞ্চল্য নেই এখানে। মস্কোতে অনেক সমস্যা রয়েছে কিন্তু কেউ বলতে পারবে না প্রাণচাঞ্চল্যের কোনো অভাব আছে। তুমি বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না কিন্তু রাশান সাংবাদিকের সেই জীবন আমি খুব মিস করি।”

“এক বিদূষী আর ভীষণ সুন্দরী মহিলা একবার আমাকে বলেছিল রাশিয়ায় সাংবাদিকতা বলে কিছু নেই নিদেনপক্ষে বস্ত্রনিষ্ঠ সাংবাদিকতা।”

“সেটা সত্যি। জাভা সাংবাদিকদের মুখ সাফল্যের সাথে বন্ধ করতে পেরেছে, কেবল সেনসরশিপই না, হত্যা, ভয়তীতি কখনও সংবাদপত্রের মালিকানা পর্যন্ত রাতারাতি বদলে গিয়েছে। গেজেটো এখন একটা ট্যাবলয়েড পত্রিকা ছাড়া আর কিছুই না, মস্কোর বাইরের জঙ্গলে কবে নেকড়েমানুষ বাস করতো, তিনু গ্রহের আগন্তুক আর পপস্টারদের কেচ্ছাকাহিনীতে পুরো পাতা তর্তি। আর তুমি শুনে খুশী হবে পত্রিকার কাটতি এখন সবচেয়ে বেশি।”

“নিদেনপক্ষে কেউ প্রাণে মারা যাচ্ছে না।”

“সেটা সত্যি। বেচারী বরিসই তাদের শেষ শিকার ছিল।”

সে মন খারাপ করা ভঙ্গিতে ইব্রাহিমের বাহু আকড়ে ধরে। “গত মাসে গ্যাজেটের ওয়েব সাইটে ইভানের ব্যাপারে একটা খবর আমার চোখে পড়েছে। মস্কোতে একটা নতুন রেস্টোরাঁর উদ্বোধনী রাতের অনুষ্ঠানে সে গিয়েছে। তার নতুন বৌ, ইয়াকোভেরিনা, স্বাভাবিক কারণেই চোখে পড়ার মতো। ইতানকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। বস্ত্রতপক্ষে রৌদ্রতাম্র তুকে তাকে দারুণ দেখাচ্ছিল।” আমুদে ভঙ্গিতে সে চোখের ক্র কপালে তুলে। “রাশিয়ায় এই শীতের ভিতরে সে কোথায় রোদ পেয়েছে বলে তোমার মনে হয়? রোদ পোহাবার জন্য নির্দিষ্ট সেসব আসনে? না, আমার তা মনে হয় না। আলোর নিচে ত্বক তামাটে করার লোক অন্তত ইতান না। সেন্ট ট্রোপেজে সাধারণত ইতান নিজের ত্বক তামাটে করতে অভ্যস্ত। সে সম্ভবত বড়দিনের সময়ে ভূয়া পাসপোর্ট নিয়ে কারচিভালে গিয়েছিল স্কি করতে। বা আফ্রিকায় তার পুরাতন আস্তানায় সে সম্ভবত কয়েকদিন কাটিয়ে এসেছে।”

“আমরা জানতে পেরেছি সে ধীরে ধীরে তার পুরাতন যোগাযোগগুলো আবার জোড়া দিতে চেষ্টা করছে।”

“সে আর বলতে।”

“তুমিও কি একই কথা শুনেছো?”

“সত্যি কথা বলবো, আমি পারতপক্ষে ইভানের কথা ভাবতেই চাই না। আমার একটা ব্লগ রয়েছে। বৃটেনের ন্যায় মস্কোতেও ব্লগটা বেশ জনপ্রিয়। এফএসবি তার সাধ্যমত সেটার বারোটা বাজাতে চেষ্টা করেছে হ্যাকিং করে।” সে মুহূর্তের জন্য হেসে ফেলে। “তুমি জানো কওলির একটা কুড়েঘর থেকে আমি ক্রেমলিনকে বিব্রত

করতে পারি ব্যাপারটা মনে হতেই এক ধরনের পৈশাচিক উল্লাসে আমার মনটা ভরে উঠে।”

“তোমার জন্য বৃদ্ধিমানের কাজ হবে—”

“কি কাজ—” সে ক্ষেপে উঠে বলে। “চূপ করে থাকবো? রাশিয়ার মানুষ অনেকদিন মুখ বুজে থেকেছে। জাভা সরকার এই নিরবতাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে গণতন্ত্রের সামান্য সমালোচনাকেও নির্মমভাবে দমন করেছে এবং একধরনের সমগ্রতাবাদ পুরো দেশের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে। কাউকে না কাউকে এর বিরুদ্ধে কথা বলতেই হবে। আর সেটা যদি আমাকেই হতে হয় তবে তাতে ক্ষতি কি? আমি আগেও এই কাজ করেছি।”

তারা মাগদালেন ব্রীজের অপর পাড়ে এসে পৌঁছে: বেলোপাথর, গম্বুজ আর মহান চিন্তাধারা সমৃদ্ধ এলাকা। ওগলা মেন রোডে উঠে নোটিশ পড়ছে এমন একটা ভাণ করে।

“গতরাতে গ্রাহাম সিম্যুর আমাকে ফোন করে যখন বলেছিল যে তুমি দেখা করতে আসছো আমি কিন্তু তখন মোটেই অবাক হইনি। আমার ধারণা এর সাথে গ্রেগরীর কোনো একটা সম্পর্ক আছে। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই না?”

ইব্রাহিম মাথা নাড়ে।

“আমার ফোন না ধরতেই আমি ব্যাপারটা সন্দেহ করেছিলাম। সে আগে কখনও এমন করেনি।” একটু থেমে সে জিজ্ঞেস করে, “লন্ডন থেকে তুমি অক্সফোর্ড কিভাবে এসেছ?”

“প্যাডিংটন থেকে ট্রেনে এসেছি।”

“ব্রিটিশরা কি তোমাকে অনুসরণ করেছে?”

“না।”

“তুমি নিশ্চিত?”

“একজনের পক্ষে যতটা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব।”

“আর রাশানদের কি অবস্থা? রাশানরা কি তোমাকে অনুসরণ করেছে?”

“এখনও পর্যন্ত তারা আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে কিছু জানে না।”

“আমার মনে হয় অচিরেই তারা জানতে পারবে।” সে বাস্তব উল্টোদিকে অক্সফোর্ড বোট্যানিকাল গার্ডেনের প্রবেশে পথের দিকে তাকায়। “আমরা কি ওখানে গিয়ে কথা বলতে পারি? শীতকালে বাগানে ঘুরে বেড়াতে আমার দারুণ লাগে।”

১৭. অক্সফোর্ড

“হা ঈশ্বর,” সে ফিসফিস করে বলে। “এসব কখন শেষ হবে? কখনও কি এসব শেষ হবে?”

“ওলগা, এটা কি সম্ভব? গ্রেগরী স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে গিয়েছে কোনভাবে কি এমনটা সম্ভব?”

মেয়েটা চোখের পানি মুছে চারপাশের বাগানের দিকে তাকায়। “তুমি কি আগে কখনও এখানে এসেছ?”

সে এইমাত্র তাকে যা বলেছে, তারপরে কেমন খাপছাড়া একটা প্রশ্ন। কিন্তু ওলগাকে সে এত ভাল করে চেনে যে বুঝতে কোন একটা উদ্দেশ্য রয়েছে প্রশ্নটা করার পেছনে।

“আমি প্রথমবার এখানে এলাম।”

“ঠিক দেড়শ বছর আগে, ক্রাইস্ট চার্চ থেকে এক গণিভবিদ কিশোরী এক মেয়ে আর তার দুইবোনকে নিয়ে এখানে আসতো। সেই গণিভবিদের নাম ছিল চার্লস লুটউইটজ ডডজসন। মেয়েটার নাম ছিল এ্যালিস লিডেল। ডডজসন লুইস ক্যারল ছদ্মনামে একটা বই – এ্যালিস’স অ্যাডভেঞ্চার ইন ওয়াটারল্যান্ড, অবশ্যই, লিখবে বলে, তারা এখানে বেড়াতে আসতো কল্পনাশক্তিকে শানিয়ে নিতে। তোমার কি মনে হয় না দারুণ মিল রয়েছে, দুটো বিষয়ের ভিতরে?”

“কিভাবে সেটা?”

“গ্রেগরীর বিষয়ে ব্রিটিশদের ফাঁদা গল্পটা লুইস ক্যারলের কল্পনাকেও হার মানাবে। জাভা আর প্রাক্তন দণ্ডের প্রভি তার ঘৃণায় কোন খাদ ছিল না। রুশিয়ায় সে স্বেচ্ছায় ফিরে গিয়েছে ধারণাটা সম্পূর্ণ অবাস্তব।”

ঝর্ণার পাশে অবস্থিত বাগানের ঠিক মধ্যখানে একটা কাঠের বেঞ্চে গিয়ে তারা বসে। ইব্রাহিম ওলগাকে বলে না যে তারও ঠিক একই অভিমত বা তার কাছে সেটা প্রমাণের মতো ফটোগ্রাফিক এভিডেন্স রয়েছে।

“তার বইটা নিয়ে তোমরা দুজনে একসাথে কাজ করছিল।”

“আমি সাহায্য করছিলাম।”

তুমি তার সাথে সময় কাটিয়েছ?”

“ব্রিটিশরা যতটা ভেবেছে সম্ভবত ভার চেয়েও বেশি।”

“তার সাথে তোমার প্রায়ই দেখা হত?”

ওলগা আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন কি উত্তর দেবে সেটা চিন্তা করে। “কয়েক সপ্তাহ পর পর দেখা হত।”

“তোমরা কোথায় দেখা করতে?”

“সাধারণত, এখানে এই অক্সফোর্ডে। আমার চারপাশের দৃশ্যপট দেখতে ইচ্ছা না করলে আমি দুই কি তিনবার লন্ডন গিয়েছি।”

“তোমরা সাক্ষাতের বিষয়টা কিভাবে ঠিক করতে?”

“টেলিফোনে।”

“তোমরা টেলিফোনে কোন রাখঢাক ছাড়াই কথা বলতে?”

“আমরা নিজেদের ভিতরে ব্যবহারের জন্য নিজেরাই একটা সংকেত বানিয়ে নিয়েছিলাম। গ্রেগরী বলেছিল রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার আড়িপাতার ক্ষমতা আগের মতো না থাকলেও এখনও যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা অবলম্বন করলে লাভ বই ক্ষতি নেই।”

“গ্রেগরী এখানে আসলে কিভাবে আসতো?”

“তোমার মতোই। প্যাডিংটন থেকে ট্রেনে।”

“সে যথেষ্ট সতর্ক থাকতো।”

“সেও তাই বলতো।”

“সে কি তোমার বাসায় আসতো?”

“মাঝেমধ্যে।”

“এবং অন্যসময়?”

“আমরা শহরতলীতে কোন হোটেলে লাঞ্চার জন্য যেতাম। বা কখনও কফি।” সে আসুল দিয়ে মাগদালেন কলেজের চূড়াকৃতি গম্বুজের দিকে ইঙ্গিত করে। “ওখানে ঠিক রাস্তা ওপাশে একটা দারুণ কফিহাউজ রয়েছে। কুইন’স লেন। গ্রেগরী দারুণ ভক্ত ছিল জায়গাটার।”

ইব্রাহিম সেটা জানে। অক্সফোর্ডের সবচেয়ে পুরাতন কফিহাউজ কুইন’স লেন। অবশ্য, সেই মুহূর্তে অন্য কিছু একটা তার চিন্তা আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। দু’জন প্রায় মধ্যবয়সী রমণী মাত্র বাগানে প্রবেশ করেছে। একজন একটা রাশিয়ার নিয়ে বাতাসে যুদ্ধ করছে আরেকজন থুতনির নিচে শক্ত করে মাথার স্কার্ফ বাঁধছে। ইব্রাহিম মুহূর্তের জন্য তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপরে অস্বাভাবিক প্রশ্ন করা শুরু করে।

“আর লন্ডনে?”

“নটিংহিল গেট টিউব শপের কাছে একটা ছোট খাবারের দোকান, জঘন্য পরিবেশ। সে জায়গাটা পছন্দ করতো কারণ সেখান থেকে রাশান এ্যামবাসী কাছেই। কেবল মজা করার জন্য, মাঝে মাঝে সে দূতাবাসের পাশ দিয়ে হেটে গিয়ে পাশবিক আনন্দ পেতো।”

কেনসিংটন প্যালেস গার্ডেনের উত্তর দিকে চারপাশে উঁচু নিরাপত্তা বেটনী দিয়ে ঘেরা দূতাবাস ভবনটা দেখতে অনেকটা বিয়ের সাদা কেকের মতো। গতকালই গ্রাহাম সিম্যুরের সাথে দেখা করার আগে সময় কাটাতে সে নিজেই এরপাশ দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটার্হাটি করেছে।

“তুমি কি কখনও তারা বাসায় গিয়েছিলে?”

“নাহ্। কিন্তু তার কাছে বর্ণনা শুনে আমার দারুণ হিংসে হয়েছে। আমার কপালই খারাপ, এফএসবি’র ঠগিগুলোর একটা আমি নই। তাহলে আমিও তার মতো একটা নতুন ব্রিটিশ পাসপোর্টের সাথে লন্ডনে সুন্দর একটা বাড়ি পেতাম।”

“গ্রেগরী এখানে আসলে সাধারণত কতক্ষণ থাকতো?”

“দুই কি তিন ঘণ্টা, কখনও এর বেশিও থাকতো।”

“সে কি কখনও রাত কাটিয়েছে?”

“তুমি কি জানতে চাইছো যে আমরা প্রেমে পড়েছি কিনা?”

“আমি কেবল জিজ্ঞেস করছি।”

“না, সে কখনও রাতে থাকেনি।”

“আর তোমরা কি প্রেমিক প্রেমিকা?”

“না, আমাদের ভিতরে সেরকম কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। লেনিনের মতো দেখতে একটা লোকের সাথে আমি কোনমতেই বিছানায় যেতে পারবো না।”

“সেটাই কি একমাত্র কারণ?”

“সে একসময়ে এফএসবি’র লোক ছিল। বেজন্মার বাচ্চারা আমার সহকর্মীরা যখন বেঘোরে মারা পড়ছিল তখন ব্যাপারটা দেখেও দেখেনি। তাছাড়া, গ্রেগরীর আমার প্রতি কোন আগ্রহও ছিল না। সে এখনও তার স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত।”

“ইরিনা? কিন্তু গ্রেগরীর কাছে আমি শুনেছি যে ডিভোর্সের আগে তাদের নিজেদের ভিতরের ঝগড়া প্রায় খুনোখুনির পর্যায়ে পৌঁছেছিল।”

“সময় আর পরিস্থিতির পরিবর্তন তার দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য পরিবর্তন করেছিল সন্দেহ নেই। সে নিজের বোকামির কথা স্বীকার করেছিল। নিজের কাজে সে আসলে বড্ড বেশি ব্যাপৃত ছিল। তার প্রাক্তন স্ত্রী আরেকজনের সাথে মেলামেশা করলেও তাকে এখনও বিয়ে করতে রাজি হয়নি। গ্রেগরী মনে করতেন যে এখনও তাকে তার প্রেমিকের কাছ থেকে সরিয়ে ইংল্যান্ডে নিজের কাছে নিয়ে আসতে পারবে। ইরিনার কাছে সে নিজের সহসা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠাটা ফলাও করে দেখাতে চেয়েছিল। তার ধারণা ছিল তাকে তার নতুন পরিবেশে আর লন্ডন মিউজের চমৎকার নতুন বাসায় দেখতে পেলে ইরিনা আবারও নতুন করে তার প্রেমে পড়বে।”

“ইরিনার সাথে কি তার যোগাযোগ ছিল?”

ওলগা মাথা নেড়ে অসম্মতি প্রকাশ করে।

“সে কি তাব এই উদ্যোগের প্রতি কোনো আগ্রহ আদৌ প্রকাশ করেছিল?”

“আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় করেছিল, কিন্তু গ্রেগরী কখনও সেটা খুলে বলেনি।”

“আমার যদি ঠিক ঠিক মনে থাকে তাহলে সে ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি করতো।”

“মস্কোতে ট্রেভারস্কায়া স্ট্রীটে গ্যালাক্সি ট্রাভেল বলে ট্রাভেল এজেন্সিতে সে চাকরি করতো। পশ্চিম ইউরোপে ভ্রমণকারী রাশানদের বিমানের টিকিট আর হোটেলের ব্যাপারটা সে দেখাশোনা করতো। গ্যালাক্সি সাধারণত সমাজের উচ্চবিত্তদের জন্য কাজ করতো। নতুন রাশান প্রজন্ম।” স্পষ্ট বিরক্তির সুর তার কণ্ঠে ভেসে উঠে। “সেই সব রাশান যারা কারচিহ্নে শীতকাল কাটাতে পছন্দ করে আর গ্রীষ্মকালটা সেন্ট-ট্রুপেজে।”

ওলগা তার কোটের পকেট থেকে সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করে। “আমার ধারণা এই মুহূর্তে গ্যালাক্সি ট্রাভেলসের ব্যবসা খুব একটা ভাল যাচ্ছে না। বিশ্বব্যাপী মন্দা রাশিয়াকে বেশ কাবু করে ফেলেছে।” মন্দার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে নিজের সম্ভ্রষ্ট গোপন করার কোন চেষ্টাই সে করে না। “কিন্তু এমনটাই হবার কথা ছিল। প্রাকৃতিক সম্পদের উপরে নির্ভরশীল অর্থনীতি সবসময়েই অবশ্যম্ভাবী উত্থান আর পতনের চক্রের কাছে অসহায়। এখন কেবল দেখবার বিষয় এই নতুন নমুনা কিভাবে সামলায় জান্তা সরকার।”

ওলগা প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দুঠোঁটের মাঝে স্থাপন করে। ইব্রাহিম তাকে উদ্যানে ধূমপান নিষিদ্ধ বলে সতর্ক করতে চেষ্টা করলে সে তার হুশিয়ারির প্রত্যুত্তরে নির্বিকার ভঙ্গিতে লাইটার জ্বালায়।

“আমার এখন ব্রিটিশ পাসপোর্ট থাকলেও ভুলে যেও না আমি একজন রাশান। ধূমপান নিষিদ্ধকারী সাইনবোর্ডগুলো অর্থহীন আমাদের কাছে।”

“আর তুমি তারপরেও অবাক হও যখন রাশানরা আটান্ন বছর বয়সে পটল ক্ষেতের দায়িত্ব নেয়।”

“সেটা কেবল পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমরা মেয়েরা আরো বহুদিন বাঁচি।”

ওলগা ধোঁয়ার একটা মেঘ তৃপ্তির সাথে বুক থেকে মুক্তি দিলে ব্যাভাসের বেগ সেটা সোজা ইব্রাহিমের মুখে এনে আছড়ে ফেলে। সে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বেচারার সাথে জায়গা বদলে নিয়ে দাঁড়ায়।

“সেই রাতটার কথা আমার মনে আছে যেদিন আমরা চারজন সবাই একসাথে— ছোট ভোলগায় গাদাগাদিভাবে বসে রাশিয়ার ঈশ্বরের স্পর্শ বঞ্চিত রাস্তা দিয়ে প্রাণ হাতে করে পালিয়ে আসছিলাম। গ্রেগরী আর আমি লুসিফারের মতো ধোঁয়া নির্গত করছিলাম। তুমি চোখের উপরে পট্টি বাঁধা অবস্থায় জানালার গায়ে হেলান দিয়ে আমাদের সিগারেট নেভাতে কেবল অনুরোধ করছিলে। আমাদের পক্ষে বন্ধ করাটা তখন অসম্ভব ছিল। আমরা প্রাণ ভয়ে ভীত ছিলাম। কিন্তু সেই সাথে ভবিষ্যতের

সম্ভাবনার কথা ভেবে রোমাঙ্কিতও বটে। গ্রেগরী আর আমি, আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের চোখে ছিল রাশিয়াকে বদলে দেবার স্বপ্ন। সে তুলনায় ইলেনার স্বপ্ন একেবারেই সাদামাটা। সে কেবল তার সন্তানদের আবার দেখতে চায়।” কাধের উপর দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সে তার দিকে তাকায়। “তার সাথে তোমার দেখা হয়েছে?”

“ইলেনা?” ইব্রাহিম মাথা নেড়ে না বলে।

“কথা হয়েছে?”

“একটা শব্দও না।”

“কোনো ধরনের যোগাযোগই নেই?”

“সে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল। আমি তাকে একটা ছবি এঁকে পাঠিয়েছিলাম।”

ইব্রাহিম এবার তাকে সিগারেটটা নেভাতে আবার অনুরোধ করে। সে সিগারেটের মোথাটা পায়ের গোড়ালি দিয়ে নুড়ির উপরে ফেলে পিষে দেবার ফাঁকে ইব্রাহিম দেখে আরো চারজন পর্যটক উদ্যানে প্রবেশ করছে।

“গ্রেগরী তারকা স্বপক্ষত্যাগী আর অভিবাসির মর্যাদা লাভ করলে তোমার কেমন অনুভূতি হয়েছিল?”

“আমি তার আহাম্মকি সাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু সেই সাথে আমার এও মনে হয়েছিল এভাবে জীবন যাপন করাটা তার জন্য আরও বেশি গাধামো হচ্ছে। আমি তাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম নিজের উপস্থিতির কথা যেন আরেকটু কম জানান দেয়। আমি তাকে এও বলেছিলাম সে ঝামেলার বন্ধ দরজার দিয়ে ধেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে আমার কথা পাত্তাই দেয়নি। তাকে তখন আচ্ছন্ন করে রেখেছে ভিক্টর।”

“ভিক্টর, সেটা আবার কে?”

“ভিক্টর ওরলভ।”

ইব্রাহিমের কাছে নামটা অবশ্যই পরিচিত। ভিক্টর ওরলভ রাশিয়ার আসল ওলিগার্ডদের একজন, বেরোয়া পুজিপতিদের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের একজন যারা পুরান রাশিয়ার মূল্যবান সম্পদ আত্মসাত করে তার মূল্য কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেছে। একদিকে যখন সাধারণ রাশানরা বেঁচে থাকতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, ওরলভ ভেল আর ইম্পাত থেকে কুবেরের ধন নিঙড়ে নিয়েছে। অবশ্যম্ভাবীভাবেই ইয়েলৎসিন-পূর্ব জাত্তার সাথে তার বিরোধ বাধে এবং গ্রেফতারী পরোয়ানাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সে লন্ডনে পালিয়ে যায়। সে এখন জাত্তা সরকারের সবচেয়ে মুখর, যদিও খুব একটা বিশ্বাসী না, সমালোচক রাশান প্রেসিডেন্ট আব ক্রেমলিনে তার মন্ত্রণাদাতাদের প্রতি সে নিয়মিত অশ্লীল অভিযোগ আরোপের সামান্যতম সুযোগও সে হেলায় নষ্ট করে না।

“তার সাথে কি গ্রেগরীর কখনও দেখা হয়েছে?” ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করে।

“ভিষ্টর?” ওলগার মুখে একটা সাবধানী হাসি ফুটে উঠে। “একবারই, তাও মস্কোতে, বহু বছর আগে। ইয়েলৎসিন দায়িত্ব ত্যাগ করার ঠিক পর পরই। ক্রেমলিনের নতুন প্রভুরা চেয়েছিল ভিষ্টর যেন স্বেচ্ছায় তার সব ব্যবসা পুনরায় রাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করে দেয়— অবশ্যই, নামমাত্র মূল্যে। সঙ্গত কারণেই ভিষ্টর কোনো আত্মহ প্রকাশ করেনি। ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠে কিন্তু সেটাই হওয়াটা স্বাভাবিক তাই না। ক্রেমলিনে তদ্ভাশি আর জন্ম অভিযানের কথা আলোচিত হতে থাকে। ক্রেমলিন কিছু চেয়ে না পেলে তাই করে থাকে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা তখন তারা কাজে লাগায়।”

“আর ভিষ্টর ভেবেছিল সে ব্যাপারটা সামলে নিতে পারবে?”

“সে আমাকে একদিন লাঞ্ছের নিমন্ত্রণ দেয়। সে বলে যে তার কাছে আমার জন্য একটা এক্সক্লুসিভ সংবাদ রয়েছে: প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত মনোরঞ্জনের জন্য অল্পবয়সী মেয়ে সরবরাহকারী এক লোকের কথা। ইব্রাহিম আমরা এখানে খুব কম বয়সী মেয়েদের কথা বলছি। ইব্রাহিম আমি যখন তাকে বলি যে কাহিনীটা আমি ছাপাবো না সে ক্ষেপে যায়। এর একমাস পরেই সে দেশ ত্যাগ করে। সরকারিভাবে, রাশানরা জালিয়াতি আর কর ফাঁকি দেবার অভিযোগে তাকে ফেরত চায়।”

“আর বেসরকারিভাবে?”

“রুজলিতে, সাইবেরিয়ায় অবস্থিত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে, তার অধিকাংশ শেয়ার ক্রেমলিন চায় ভিষ্টর তাদের কাছে সমর্পণ করুক। কয়েক বিলিয়ন ডলার হবে যার মূল্য।”

“আর গ্রেগরীর সাথে ভিষ্টরের কি কাজ?”

“ভিষ্টরের ক্রেমলিন বিদ্যে দিবালোকের মতো পরিষ্কার আর সমর্থনযোগ্য। গ্রেগরী তাকে এমন কিছু একটা জিনিস দিয়েছিল যা তার কাছে আগে ছিল না।”

“গ্রহণযোগ্যতা।”

“ঠিক ধরেছ। তারচেয়েও বড় কথা, গ্রেগরী জানত কিছু গোপন কথা জানতো। এমন কিছু বিষয় যা ভিষ্টর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। ভিষ্টরের প্রার্থনার জবাব ছিল গ্রেগরী আর সে তার সুবিধা পুরোপুরি ব্যবহার করতে চেয়েছে। ভিষ্টর বরাবরই তাই করে থাকে। সে লোকদের কাছ থেকে সুবিধা নেয়। আর তাদের উপযোগিতা শেষ হলে সে তাদের নেকড়ের মুখে নিক্ষেপ করে।”

“এসব কথা কি তুমি গ্রেগরীকে বলেছিলে?”

“অবশ্যই। কিন্তু খুব একটা লাভ হয়নি। গ্রেগরীর ধারণা ছিল সে নিজের দেখাশোনা করতে পারে এবং কোনো সাংবাদিক তাকে সাবধান হতে বলবে এই ব্যাপারটা সে হজম করতে পারেনি। সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়া বুড়োভামের মতো তার অবস্থা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ড্যানিয়েল সিলভা

হয়েছিল। সে কিছু সোজাসুজি চিন্তা করছিল না। সে ভিটরের সাথে থাকতেই পছন্দ করতো, দামী গাড়ি, পার্টি, দামী ওয়াইন আর প্রাসাদোপম বাড়ির সে প্রেমে পড়েছিল।”

“শেষবার কখন তার সাথে তোমার দেখা হয়েছিল?”

“দু’সপ্তাহ আগে। তাকে ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। কারণও ছিল, ইরিনা সত্যি সত্যি পাকাপোক্তভাবে লন্ডনে চলে আসবে বলে চিন্তা করছিল। অবশ্য সে খানিকটা ভয়ও পাচ্ছিল।”

“ইরিনাকে নিয়ে?”

“না, নিজের নিরাপত্তা নিয়ে। সে নিশ্চিত ছিল যে তার উপরে নজর রাখা হচ্ছে।”

“কে রাখছে?”

“সে খুলে কিছু বলেনি। সে তাব পাণ্ডুলিপির নতুন পরিচ্ছেদ আমাকে দেয়। তারপরে সে আমাকে একটা চিঠি দেয় নিরাপদে রাখার জন্য। সে আমাকে বলে যে তার যদি কখনও কিছু হয় তবে তার এক বন্ধু তার খোঁজ নিতে আসবে। সে নিশ্চিত ছিল যে এই লোক ঠিকই অক্সফোর্ডে আমাকে খুঁজে বের করবে। গ্রেগরী এই লোকটাকে ভীষণ পছন্দ করতো আর খুবই সম্মান করতো। আপাতদৃষ্টিতে বহুদিন আগে রাশিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গাড়িতে করে যাবার সময়ে তাদের ভিতরে এক ধরনের সমঝোতা হয়েছিল।” সে চিঠিটা ইব্রাহিমের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরায়। “আমাকে স্বীকার করতেই হবে, পুরো বিষয়টার আমি কিছুই শুনতে পাইনি। আমি নিশ্চয়ই তখন ঘুমিয়ে ছিলাম।”

১৮. অক্সফোর্ড

“চিঠিটা তুমি কখনও পড়ে দেখিনি?” ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করে।

“না, কখনও না।”

“আমার ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।”

“কেন?”

“কারণ তুমি এক সময়ে রাশিয়ার সবচেয়ে ঝানু অনুসন্ধানী সাংবাদিক ছিলে।”

“আর?”

“অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা সাধারণত খুঁতখুঁতে হয়ে থাকে।”

“গুপ্তচরদের মতো।”

“হ্যাঁ, গুপ্তচরদের মতো।”

“আমি অন্য লোকের চিঠি পড়িনা। সেটা ঠিক না।”

কুইন'স লেন কফি হাউজের কারুকাজ করা একটা জানালার পাশে তারা বসে আছে। ইব্রাহিম রাস্তার দিকে মুখ করে বসেছে; ওলগা ভিতরের ব্যস্ত অভ্যন্তরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চিঠিটা তার এক হাতে ধরা অন্য হাতে একটা কফি ভর্তি মগ।

“আমার মনে হয় গ্রেগরীর পুনরায় স্বপক্ষত্যাগ বা অপহরণের বিষয়ে সব ধরনের সন্দেহের অবসান ঘটাবে এই চিঠিটা।”

“একেবারে চিরতরে।”

কাকতালীয়ভাবে, চিঠিটায় পাঁচটা বাক্য রয়েছে, যদিও গ্রেগরীর পুনরায় স্বপক্ষ ত্যাগের ঘোষণা সম্বলিত জাল চিঠিটার মতো এটা হাতে লেখা হয়নি, একটা ওয়ার্ড প্রসেসরে টাইপ করা হয়েছে। চিঠিটায় কোন সম্বোধন নেই, সম্বোধন থাকলে বিষয়টার গোপনীয়তা অনেকাংশে খর্বিত হবে। ইব্রাহিম ওলগার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে আরেকবার পড়ে।

এই চিঠিটা তোমার হাতে যাবার মানে, আমি ইভানের হাতে ধরা পড়েছি। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে আমি এজন্য দোষী করবো না। আর তাই রাশিয়ায় অনেক দিন আগে এক রাতে তুমি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে সেটা নিয়ে খামোখা বিব্রত বোধ কোরো না। আমি তোমার কাছে একটা সাহায্য চাইবো; আমার ধারণা আমার প্রাক্তন স্ত্রীর সাথে পুনরায় একত্রিত হবার আকাঙ্ক্ষার কারণে বেচারী হয়তো বিপদে

পড়বে। মস্কোতে তোমাদের এজেন্টরা যদি মাঝে মাঝে তার সাথে দেখা করে তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। সব শেষে, কবর থেকে আমি তোমাকে একটা উপদেশ দিতে চাই, আর সেটা হল: চোখ কান খোলা রাখবে।

চিঠিটার সাথে জেমস ক্লিপ দিয়ে তিন-বাই পাঁচের একটা ছবি আটকানো রয়েছে। ছবিটায় গ্রেগরী আর তার প্রাক্তন স্ত্রীকে তাদের সুখী সময়ে ভদকা-পূর্ণ টেবিলের পেছনে বসে থাকতে দেখা যায়। ছোট করে কাটা সোনালি চুলের ইরিনা বুলগানোভা আকর্ষণীয় দেখতে আর তার সুঠাম দেহ বলে দেয় যৌবনে সে ক্রীড়াবিদ ছিল। ইব্রাহিম তাকে আগে কখনও দেখেনি। কিন্তু তারপরেও তার মুখটা দেখে কেন যেন খুব পরিচিত মনে হয়।

“তোমার কি বিশ্বাস হয়?” ওলগা জানতে চায়।

“কোন অংশটা?”

“ইভানের ব্যাপারটা। এত জটিল একটা অপারেশন কি এই মুহূর্তে তার পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব?”

“ইভানের রক্তে মাংসে কেজিবি ঢুকে রয়েছে। তার অস্ত্র-পাচারকারী নেটওয়ার্কের মতো জটিল নমুনা দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কয়েক ডজন প্রাক্তন আর বর্তমান গোয়েন্দা কর্মকতা তার নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত, যাদের ভিতরে গ্রেগরীও ছিল। গ্রেগরী ইভানের টাকা চুরি করেছে। আর তারপরে সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। রাশিয়ায় বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি এখনও একই রয়েছে।”

“ভিসায়া মেরা,” ওলগা আলতো করে বলে।

“শান্তির সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা।”

“তোমার কি মনে হয় সে মারা গিয়েছে?”

“সম্ভাবনা রয়েছে।” ইব্রাহিম কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপরে বলে, “কিন্তু আমার সন্দেহ আছে।”

“কিন্তু এক সপ্তাহ আগে তার অন্তর্ধান হয়েছে।”

“অনেক বেশি সময় বলে মনে হলেও, আদতে কিন্তু খুব বেশি দিন হয়নি। ইভানের তথ্য প্রয়োজন, ব্রিটিশ আর আমেরিকানদের গ্রেগরী তার নেটওয়ার্ক সম্পর্কে কি কি বলেছে সে সব কিছু প্রথমে তার কাছ থেকে উগরে দিবে। তারপরে আমার ধারণা লুবিয়ান্সকার লোকজন তাকে পেতে চাইবে। শত্রুকে জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে রাশানরা দারুণ ধৈর্যশীল। তারা একে বলে একটা উৎসকে শুকিয়ে ফেলা।”

“কি দারুণ উপমা।”

“বারিয়া, ব্লিঝনিনস্কি, আর ইয়েঝভের তারা উত্তরসূরী। ব্রিটিশ আর আমেরিকানদের কাছে কেউ ঘরের খবর ফাঁস করে দিয়েছে এমন কাউকে তারা রেয়াত করবে না।”

“আমি ধরে নিচ্ছি তুমি নিজেও এধরনের কাজ করেছ?”

“জিজ্ঞাসাবাদ?” ইব্রাহিম মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়। “সত্যি কথা বলতে আমি ব্যাপারটা ঠিক সহ্য করতে পারি না।”

“পুরো ব্যাপারটা ঠিকমতো শেষ হতে কয়দিন লাগতে পারে?”

“সেটা অনেক কিছুর ওপরে নির্ভর করে।”

“কিসের ওপরে?”

“প্রথমত আলোচ্য ব্যক্তি সহযোগিতা করতে চাইছে কি না। সে যদি সহযোগিতা করেও তারপরেও কয়েকমাস লাগতে পারে জিজ্ঞাসাবাদকারীদের নিশ্চিত হতে যে তারা যা জানতে চায় সে সবকিছু সে তাদের বলেছে। গুয়ানতানামো বে'র বন্দিদের কথাই একবার চিন্তা করো না। তাদের ভিতরে কাউকে কাউকে বছরের পর বছর ধরে একাধারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।”

“বেচারারা গ্রেগরী। বেচারারা নির্বোধ গ্রেগরী।”

“সে বোকামি করেছে। তার এত খোলামেলাভাবে বাস করাটাই বোকামি হয়েছে। তার মুখও বন্ধ রাখা উচিত ছিল। সে সেধে নিজেকে ঝামেলায় জড়িয়েছে।”

“তাকে ফিরিয়ে আনার কোনো সম্ভাব্য উপায় আছে?”

“ব্যাপারটা এখনও একেবারে মিটে যায়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি তোমাকে নিয়ে চিন্তিত।”

ইব্রাহিম জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। “উঁচু কলেজ ভবনের পেছনে সূর্য মুখ লুকাতে সদর রাস্তায় এখন কেবল অন্ধকারের রাজত্ব। অক্সফোর্ডের রাস্তায় চলাচলকারী একটা বাস হেলতে দুলতে এগিয়ে যায় আর তার পেছনে পেছনে সাইকেল আরোহী ছাত্রদের একটা মিছিল।

“ওলগা, তার সাথে তোমার যোগাযোগ ছিল। সে তোমার ব্যাপারে সব কিছু জানে। তোমার ছদ্মনাম। তোমার ঠিকানা। আমরা এখন ধরেই নিতে পারি ইব্রাহিমও এসব কিছু জানে।”

“জরুরি পরিস্থিতিতে সাহায্য চেয়ে খবর দেবার জন্য আমাকে একটা ফোন নম্বর দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশরা আমাকে বলেছে যে তারা আমাকে কয়েক মিনিটের ভেতরে তাদের নিরাপত্তা বেষ্টিত ভিতরে নিয়ে আসতে পারবে।”

“আর তুমি একেবারে নিশ্চিন্তে বসে রয়েছো। আমি আজকাল আর ব্রিটিশ নিরাপত্তা বাহিনীর উপরে খুব একটা ভরসা রাখতে পারছি না।”

“তুমি কি আমাকে অক্সফোর্ড থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে চাইছো তাদের না জানিয়ে?”

“যদি প্রয়োজন পড়ে, তবে আমি শক্তিও প্রয়োগ করতে পারি। আচ্ছা তোমার নতুন ব্রিটিশ পাসপোর্টটা কোথায়?”

“আমার বিছানার পাশের টেবিলের উপরের ড্রয়ারে।”

“তোমার সেটা প্রয়োজন হবে, সাথে একপ্রস্থ কাপড় আর যা কিছু তুমি ফেলে রেখে যেতে চাও না।”

“আমার ল্যাপটপ আর কাগজপত্র। আর কসাদ্রা। আমি ক্যাসাদ্রাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।”

“ক্যাসাদ্রা সেটা আবার কে?”

“আমার বিড়াল।”

আমরা তার জন্য প্রচুর খাবার আর পানি রেখে যাবো। আগামীকাল আমি কাউকে পাঠিয়ে তাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে আসবো।”

“ইব্রাহিম ক্যাসাদ্রা একটা মেয়ে তাকে তুমি ত্যাগ করলে পারো না।”

“সে যদি সবজাত্তা বিড়ালও হয়ে থাকে তারপরেও ইউরোস্টারে তাকে উঠতে দেবে না।”

“ইউরোস্টার?”

“আমরা প্যারিস যাচ্ছি। আর শেষ ট্রেনটা যদি আমরা ধরতে চাই তাহলে আমাদের দ্রুত করতে হবে।”

“শেষ ট্রেন কয়টার সময়ে ছাড়ে?”

সে মনে মনে ভাবে, সাতটা উনচল্লিশ মিনিটে। কাটায় কাটায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১৯. অক্সফোর্ড

৫ নম্বর অক্সফোর্ড সিটি বাস রেল স্টেশন থেকে টেম্পলারস স্কোয়ারের দোকানগুলোর ভিতর দিয়ে মাগডালেন ব্রিজ অতিক্রম করে শহরের শেষ প্রান্তে ব্ল্যাকবার্ড লেইজে অবস্থিত পৌর দপ্তর পর্যন্ত যায়। অল সোলস কলেজের সামনে থেকে ইব্রাহিম আর ওলগা বাসে উঠে আর কওলী রোডে প্রথম স্টপেই নেমে যায়। আরও পাঁচজন যাত্রী তাদের সাথে নামে, চারজন ভিন্ন ভিন্ন পথে নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয় আর পঞ্চমজন, মাঝ-বয়সী এক লোক কিছুক্ষণ তাদের পেছন পেছন হেঁটে এসে জেউনী স্ট্রীটের কোণায় অবস্থিত চার্চে প্রবেশ করে। চার্চের ভেতর থেকে উচ্চ কণ্ঠে প্রার্থনা শব্দ ভেসে আসে।

“প্রতি বুধবার এখানে সাক্ষ্যাকালীন প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়।”

“ভিতরে অপেক্ষা করো, আমি ততক্ষণে তোমার জিনিসপত্র নিয়ে আসছি।”

“আমি ক্যাসাব্রাকে শেষবারের মতো বিদায় জানাতে চাই আর দেখতে চাই যে সবকিছু ঠিক আছে।”

“তোমার বিশ্বাস হয় না যে আমি তাকে ঠিকমত খেতে দিব।”

“আমি বাজি ধরে বলতে পারি তুমি পণ্ড পাখি পছন্দ করো না।”

“আসলে ঠিক তার উল্টোটা। আর সেটার প্রমাণ হিসেবে আমি অনেক ক্ষতচিহ্ন দেখাতে পারবো।”

তার রেকটরী রোডে প্রবেশ করে এবং সোজা ওলগার দরজা লক্ষ্য করে হাঁটতে থাকে। নিচু ইটের দেয়ালের পেছনে তার সাইকেলটা এখনও ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ঠেস দিয়ে রাখা। একটা নতুন ভারতীয় টেকঅ্যাওয়ে বিজ্ঞাপনের সবুজাভ-হলুদ কাগজ দরজার আর্গলের সাথে কেউ ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে। ওলগা কাগজটা সরিয়ে দরজা খোলার জন্য চাবি বের করে এবং চাবিটা ঢুকতে চায় না। একই সাথে, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তার কোথায় একটা গাড়ির ইঞ্জিন সহসা জ্বালা দিয়ে উঠে। এবং ইব্রাহিম টের পায় তার ঘাড়ের পেছনে যেন আগুন জ্বলে উঠেছে।

সাধারণ কোন লোকের কাছে পরপর ঘটে যাওয়া দুটো ঘটনা হয়ত কোন সামঞ্জস্য বহন করবে না। কিন্তু ইব্রাহিম আবরারের মতো লোকের কাছে, ব্যাপারটা বিপদের হঠাৎ ঝলসে উঠা নিয়ন আলো। ডান দিকে ভাঁড়ি বেগে তাকিয়ে সে সেন্ট. ক্রেমেন্ট'স স্ট্রীটের দিক থেকে দ্রুত একটা গাড়িকে ছুটে আসতে দেখে, গাড়িটার হেড লাইট ইচ্ছে করেই নিভিয়ে রাখা হয়েছে। চওড়া কাঁধের চালক অনায়াস ভঙ্গিতে দু'হাতে স্টিয়ারিং ধরে রয়েছে। তার ঠিক পেছনে, খোলা জানালা দিয়ে

কিছু একটা বের হয়ে রয়েছে, ইব্রাহিম আকৃতিটা দেখে সাথে সাথে জিনিসটা চিনতে পারে: বাটযুক্ত একটা সেমিঅটোমেটিক পিস্তল।

তারা ফাঁদে পড়েছে, ঠিক তাদের আগে যেমন গ্রেগরী পড়েছিল। কিন্তু এবারেরটার উদ্দেশ্য অপহরণ করা নয়। এটা একটা নির্ভেজাল হত্যাকাণ্ড। পরবর্তী দশ সেকেন্ড বেঁচে থাকতে হলে বহুযুগের চর্চিত প্রশিক্ষণ আর অভিজ্ঞতাকে বৃদ্ধাস্থলি দেখিয়ে তাকে আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত হতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত তার সামনে অন্য আর কোনো পথও খোলা নেই। অস্ত্রফোর্ডে সে নিরস্ত্র অবস্থায় এসেছিল।

সে এক পা পিছিয়ে এসে দরজাটা লক্ষ্য করে বেমক্কা একটা লাথি ঝাড়ে। বাক্সহেডের মতো নিরেট দরজাটা অবলীলায় ধাক্কাটা সামলে নেয়। বামদিকে আড়চোখে তাকিয়ে সে সাদা নুড়িপাথর বিছানা খুঁদে বাগানটা একবার দেখে। প্রথম গুলিটা নিজের অস্তিত্ব জানান দিয়ে বাসার সামনে আঘাত করতে সে ওলগার হাত ধরে হেচকা টানে তাকে নিচু ইটের দেয়ালের পেছনের মাটিতে ঠেসে ধরে।

পাঁচ সেকেন্ডের বেশি গুলিবর্ষণ স্থায়ী হয় না— ইব্রাহিম ভাবে, একটা ম্যাগাজিন খালি হয়েছে— আর গাড়ির চালকও পিস্তলধারীকে ম্যাগাজিন বা পিস্তল বদলাবার সুযোগ দিতে গাড়ির গতি হ্রাস করে না। রাস্তার হাক্কা বাঁক ঘুরে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যেতে ইব্রাহিম পেছন থেকে ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে থাকে। সে গাড়িটার মডেল আর নিশানা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছে।

ভস্কহল ইনসিগনিয়া।

সেলুন।

গাড় নীল।

আমার ধারণা তারা একে বলে মেট্রো বু...

“তুমি আমাকে ব্যাথা দিচ্ছে।”

“তুমি ঠিক আছো?”

“আমার মনে হয় আছি। কিন্তু এরপরে আমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেবার কথা ভুলেও চিন্তা করো না।”

ইব্রাহিম আরো কিছুক্ষণ মাটিতে চুপচাপ শুয়ে থাকে, তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে স্কোভ আর হতাশায় দরজা লক্ষ্য করে আরেকবার লাথি দেয়। ডেউরোল্ট এবার হাল ছেড়ে দেয় এবং কোনো বিস্ফোরণের ঝাপটা আঘাত হেনেছে এমন ভঙ্গিতে কাঁপতে কাঁপতে ভেতরের দিকে খুলে যায়। সতর্ক ভঙ্গিতে ভেতরে প্রবেশ করে সে সিঁড়ির গোড়ায় মার্জার কন্যার একজোড়া চোখ শান্ত ভঙ্গিতে তাকে দেখছে খেয়াল করে। ওলগা বুকে তাকে কোলে তুলে নিয়ে শক্ত করে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে।

“আমি তাকে এখানে ছেড়ে কোনো মতেই কোথাও যাচ্ছি না।”

“মিস.চেসনিকোভা যাই করো, তাড়াতাড়ি। পিস্তলধারী আপদগুলো আবার ফিরে এসে অসমাপ্ত কাজ শেষ করার তোড়জোড় শুরু করার আগেই আমি এখান থেকে বের হয়ে যেতে চাই।”

দ্বিতীয় পর্ব: আনাতোলী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

২০. দি মারাইস, প্যারিস

সিন নদীর দক্ষিণ তীরে এবং তৃতীয় আর চতুর্থ প্রশাসনিক জেলার মধ্যে বিস্তৃত প্যারিসের আবাসিক এলাকা মারাইস নামে পরিচিত। একদা জলাভূমি অঞ্চলটা, রাজতন্ত্রের সময়ে অভিজাত আবাসিক এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল, বিপ্লবের পরে শ্রমজীবী সমাজের বাসস্থান আর এখন বিংশ শতাব্দিতে জনবহুল ইহুদি বাসতি। নাজি শাসনামলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আতঙ্কজনক গণশ্রেফতার মঞ্চস্থ হবার এলাকাটা গত শতকের ষাটের দশকে প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়লে সরকারিভাবেই এলাকাটাকে পুনরায় বসতিযোগ্য করার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে প্যারিসের সবচেয়ে ফ্যাশনেবল আবাসিক এলাকা হিসেবে পরিচিত মারাইসে এখন গিজগিজ করছে এক্সক্লুসিভ দোকান, আর্ট মিউজিয়াম, আর চটকদার রেস্তোরাঁ। রু্য দি আর্কাইতসে অবস্থিত এমন একটা রেস্তোরাঁয় পরের দিন দুপুর বেলা খালিদ ওবায়েদ বসে অপেক্ষা করছিল। তার পরনের রোল-নেক সোয়েটারের কারণে তাকে দেখে মনে হচ্ছে কেউ বুঝি তার মাথা সরাসরি তারী কাঁধের উপবে ঝু দিয়ে এটে বসিয়ে দিয়েছে। ইব্রাহিম আর ওলগা তার সামনে এসে বসলে সে তাদের দিকে চোখ তুলে তাকায় কি তাকায় না।

গতকাল সন্ধ্যারাত্রে দশটার সামান্য পরে তারা প্যারিস পৌঁছেছে আর গ্যার ডু নরডের উল্টো দিকের রাস্তায় একটা সস্তা ট্রানজিট হোটেলে চেক-ইন করেছে। তাদের এবারের প্যারিস আগমন এখন পর্যন্ত নিরুপদ্রব রয়েছে; রাশান ঘাতকদল এখনও তাদের চেহারা দেখায়নি আর ওলগার বিড়ালও ট্রেনে, অক্সফোর্ড থেকে প্যাডিংটন পর্যন্ত, যথেষ্ট ভদ্র আচরণ করেছে অন্তত একটা বিড়ালের কাছ থেকে যেমনটা আশা করা হয়ে থাকে। ইউরোস্টারের গৃহপালিত প্রাণীর উপরে নিষেধাজ্ঞার কারণে, ইব্রাহিম বাধ্য হয়েছে লভনে বিড়ালটার জন্য একটা থাকার জায়গা খুঁজে বের করতে। সে বিড়ালটাকে সেন্ট জেমস জুলিয়ান ইশারউড নামে এক লোকের আর্ট গ্যালারীতে নিয়ে গিয়েছে। দণ্ডের সাথে তার গোপন সম্পর্কের কারণে ইশারউডকে অতীত নানা তাবে অপদস্থ হতে হয়েছে কিন্তু কোন জানান না দিয়ে একটা আগন্তুক বিড়ালকে গছিয়ে দেওয়াটা তার তাষায় চূড়ান্ত অপমান। তার এই মনোভাব অবশ্য ওলগাকে দেখার সাথে সাথে তোজবাজির মতো উবে গিয়েছে। কিন্তু ইব্রাহিম তারপরে নিজেকে বোঝায় এমনটাই হবার কথা। তিনটা জিনিসের প্রতি জুলিয়ান ইশারউডের দুর্বলতা রয়েছে: ইতালির চিত্রকলা, ফরাসি

পরস্পরের সাথে তারা তুবড়ি ফোটান ফরাসিতে কথা বলছিল। খালিদ এবার ওলগার দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করে, “মিস.সুকোভা আপনি কি এক ডিস ভাল ব্রোস্ট খেতে পছন্দ করবেন না?”

“আমি রাশান। আমি প্যারিসে এসে এত কিছু থাকতে ব্রোস্ট কেন অর্ডার করবো?” খালিদ এবার আবার ইব্রাহিমের দিকে তাকায়। “সে সবসময়েই কি এমন মেজাজে থাকে?” কথাটা বলা বাহুল্য সে হিক্রতে জানতে চায়।

“রাশানদের নিজের পায়ে কুড়াল মারা একটা রসিকতাবোধ রয়েছে।”

“আমারও তাই মনে হয়।” খালিদ জানালা দিয়ে বাইরের সংকীর্ণ রাস্তার দিকে তাকায়। “আমি প্যারিস ত্যাগ করার পরে এই জায়গাটা একেবারে বদলে গিয়েছে। আমি একটু অবসর পেলেই এখানে আসতাম। প্যারিসের ঠিক কেন্দ্রস্থলে, এক টুকরো তেলআভিভ বলে তখন মনে হত এলাকাটা। এখন...” সে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। “এখন দামী গহনা বা হাতব্যাগ কেনার আরেকটা জায়গা। ভাল ফালা ফেলও এখন এখানে আর পাওয়া যায় না।”

“আর মেয়ের ঠিক সেটাই চায়। সাজান গোছান অসংখ্য অভিজাত বিপণীবিতান যারা প্রচুর ভাড়া আর আয়কর দিবে। কয়েকমাস আগে এখানে তারা ম্যাকডোনাল্ড’স এর দোকান দিতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু এলাকাবাসী বিদ্রোহ করায় আর পেরে উঠেনি। বেচারী গোল্ডেনবার্গ অবশ্য ব্যাপারটা থেকে ফায়দা নিতে পারেনি। শেষের দিকে তার ভাড়া বছরে তিন লাখ ইউরো হয়েছিল।”

“এবার বোঝা গেল ভাড়ার এই হাল কেন হয়েছিল।”

খালিদ মেন্যুর দিকে তাকায়। সে যখন আবার কথা বলে ইচ্ছা করেই গলার স্বর রুক্ষ করে রাখে।

“আচ্ছা আমি যদি ঠিকমত বুঝে থাকি তাহলে ব্যাপারটা হলো এই যে আমি ইতালিতে এসেছি তোমাকে ইসরাইলে ফিরে যাবার আদেশ দিতে। কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে তোমার জীবন বুকির ভিতরে রয়েছে। তুমি আমাকে বললে যে একটা তৈলচিত্রের কাজ শেষ করতে তোমার তিনদিন সময় প্রয়োজন আর আমি আহাম্মকের মতো রাজিও হলাম। তারপরে, চব্বিশ ঘণ্টা পার হতে না হতেই আমি কি শুনতে পেলাম যে তুমি দেহরক্ষীদের নজর এড়িয়ে পালিয়েছ আর লন্ডনে গিয়েছ কোন এক গ্রেগরী বুলগানভ, এক রাশান স্বপক্ষত্যাগী, আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তদন্ত করতে। আর আজ সকালে আমি একটা মেসেজ পেলাম যার বক্তব্য তুমি প্যারিস এসেছ এবং তোমার সাথে রয়েছে আরেক রাশান স্বপক্ষত্যাগী ওলগা সুকোভা। আমি কি কিছু বাদ দিয়েছি?”

“জুলিয়ানের গ্যালারীতে আমরা ওলগার বিড়ালটা রেখে এসেছি। তুমি লন্ডন স্টেশন থেকে কাউকে পাঠাও বিড়ালটা নিয়ে আসবে। কেউ না গেলে জুলিয়ান বলেছে সেটা গ্রীনপার্ক নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে।”

ইব্রাহিম তার কোটের পকেট থেকে গ্রেগরীর চিঠিটা বের করে এবং সেটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখে। খালিদ চিঠিটা পড়ার সময়ে তার মুখে কোনভাব ফুটে উঠে না পড়া শেষ করে সে চোখ তুলে তাকায়।

“ইব্রাহিম তুমি লন্ডনে গিয়ে ঠিক কি কি করেছে আমি সবকিছু জানতে চাই। কোন কিছু বাদ দেবে না, সবকিছু বলবে। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?”

ইব্রাহিম খালিদকে সবকিছু খুলে বলে, গ্রাহাম সিম্যুরের সাথে তার প্রথমবার দেখা হওয়া থেকে ওলগার দরজার সামনে তাদের প্রাণনাশের প্রচেষ্টা পর্যন্ত।

“তারা আগেই দরজার লক অকেজো করে রেখেছিল?” খালিদ জানতে চায়।

“দারুণ একটা চাল।”

“আফসোসের কথা আততায়ী টের পায়নি যে তুমি নিরস্ত্র ছিলে। ব্যাটা গাড়ি থেকে নামলেই ল্যাঠা চুকে যেত।”

“খালিদ, তুমি নিশ্চয়ই মন থেকে কথাটা বলোনি।”

“না, কিন্তু বলতে পেরে আমার মনটা একটু হাল্কা লাগছে। তোমার কি মনে হয় না যে রাশান আততায়ী দলটা একটু অপদার্থের মতো আচরণ করেছে?”

“চলন্ত গাড়ি থেকে কাউকে গুলি করে হত্যা করাটা বেশ কঠিন।”

“যদি সে ইব্রাহিম আবরার না হয়। আমরা যখন কাউকে নিশানা করি সে মারা যায়। রাশানরাও তেমনই একদল আততায়ী ছিল। পরিকল্পনা আর প্রস্তুতির ব্যাপারে তারা কোন ধরনের ছাড় দেওয়া পছন্দ করে না।”

ইব্রাহিম মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

“তাহলে অক্সফোর্ডে তারা কেন একদল নভিসকে পাঠিয়েছিল?”

“কারণ তারা ভেবেছিল কাজটা সহজ হবে। তারা সম্ভবত ভেবেছিল যে তাদের দ্বিতীয় সারির এজেন্টরাই কাজটা করতে পারবে।”

“তুমি ধরে নিচ্ছে যে তাদের লক্ষ্য ছিল ওলগা, তুমি না?”

“তাইতো মনে হচ্ছে।”

“তুমি কিভাবে এত নিশ্চিত হচ্ছে।”

“আমি মাত্র তিনদিন হয় সে দেশে গিয়েছি। এত দ্রুত একটা হিট সংগঠিত করতে হলে আমাদেরই নাভিশ্বাস উঠে যাবার কথা।”

“তারা তাহলে ওলগা একলা নেই দেখার পরেও কেন পিছুিয়ে গেলো না?”

“তারা সম্ভবত আমাকে ওলগার বন্ধু বা তার কোন ছাত্র বলে ভেবে নিয়েছিল, দরজার লক হঠাৎ কাজ না করলে মাটিতে শুয়ে পড়তে হবে এই বিবেচনাবোধ রয়েছে এমন কেউ মনে করেনি।”

একজন ওয়েটার টেবিলের দিকে এগিয়ে আসলে, খালিদ হাতের ইশারায় তাকে বিদায় করে।

“গ্রাহাম সিম্যুরকে তুমি তোমার এসব পর্যবেক্ষণ জানালেও পারতে। গ্রেগরীর অর্ন্তধানের ব্যাপারে সে তোমাকে তোমার নিজস্ব পর্যালোচনা পরিচালনা করতে সহায়তা করেছে। আর তুমি কিভাবে তার প্রতিদান দিলে? তার আরেকজন স্বপক্ষত্যাগীকে নিয়ে তুমি দেশ থেকে পালিয়ে এসেছ।” খালিদের মুখে একটা ভাবলেশহীন হাসি ফুটে উঠে। “গ্রাহাম আর আমি মিলে দেখছি একটা ব্যক্তিগত ক্লাব করতে পারি। সেসব লোকদের একটা সংঘ যারা তোমাকে বিশ্বাস করেছিল, কেবল বিশ্বাস ভঙ্গের জ্বালা সহ্য করবে বলে।”

খালিদ ওলগার দিকে তাকায় এবং হিব্রু থেকে আবার ইংরেজিতে ফিরে আসে।

“তোমার প্রতিবেশীরা তাগা দরজা আর সেটায় গুলির আঘাতের চিহ্ন আটটার আগে খেয়াল করেনি। তারা তোমাকে খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত টেমস ভ্যালী পুলিশে খবর দেয়।”

“আমার মনে হয় আমি জানি এর পরে কি হয়েছে,” ওলগা বলে। “আমার ঠিকানার সাথে যেহেতু একটা বিশেষ নিরাপত্তা স্মারকযুক্ত করা আছে, ডেসপ্যাস অফিসার সাথে সাথে প্রধান কনস্টেবলকে খবর দিয়েছে।”

“আর প্রধান কনস্টেবল কি করেছে বলে তোমার ধারণা?”

“আমার মনে হয় লন্ডনে হোম অফিসে সে খবর দিয়েছে। আর হোম অফিস গ্রাহাম সিম্যুরের সাথে যোগাযোগ করেছে।”

খালিদ এবার ওলগার দিক থেকে ইব্রাহিমের দিকে তাকায়। “আর গ্রাহাম সিম্যুর কি করেছে বলে তোমার মনে হয়?”

“সে লন্ডনে আমাদের স্টেশন চিফকে ডেকে পাঠিয়েছে।”

“বেচারি গত তিনদিন ধরে নিরবে তোমাকে পুরো শহরময় খুঁজে বেড়াচ্ছিল,” খালিদ যোগ করে। “আর গ্রাহাম স্টেশন চিফকে ফোনে পেয়ে তাকে সতর্কবাণী শোনায়। দারুণ দেখিয়েছ, ইব্রাহিম। তোমার কারণে ব্রিটিশ আর দণ্ডের সম্পর্ক নতুন টানাপোড়েন যুক্ত হয়েছে। গতরাতে অক্সফোর্ডে কি হয়েছে তার একটা পূর্ণবিবরণী তারা চেয়েছে। আর তারা তাদের স্বপক্ষত্যাগীকেও ফিরে পেতে ইচ্ছুক। আগামীকাল সকাল সকাল গ্রাহাম সিম্যুর আমাদের সাথে লন্ডনে দেখা করতে চেয়েছে।”

“আমাদের সাথে?”

“তুমি, আমি আর ওলগা।” তারপরে অনেকটা সন্দেহভাজন খালিদ বলে, “এবং বুড়ো মানুষটাকেও তারা ডেকেছে।”

“শমসের আবার এসবের সাথে নিজেকে কিভাবে জড়িয়েছে?”

“সে বরাবর যেভাবে জড়িয়ে থাকে। শমসের শূন্যতা অপছন্দ করে। সে শূন্যস্থান দেখলেই সেটা পূর্ণ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে।”

“তাকে তিবেরিয়াসে থাকতে বলো। তাকে বলো যে এটা আমরাই সামলাতে পারবো।”

“ইব্রাহিম, শান্ত হও। তুমি ভাল করেই জানো শমসেরের ধারণা আমরা এখনও সাইকেল চালাতে শিখছি এমন বাচ্চা ছেলে আর সেও সাইকেলের সিট থেকে হাত সরিয়ে নিতে পারছে না। আর তাছাড়া অনেক দেরী হয়ে গেছে। বুড়ো ইতোমধ্যে পৌছে গেছে।”

“সে কোথায় উঠেছে?”

“মন্তমারেতে একটা সেফ ফ্ল্যাটে। ওলগা আর আমি এখানেই অপেক্ষা করছি আর নিজেদের সাথে আরেকটু ভাল করে পরিচিত হচ্ছি। শমসের তোমার সাথে কথা বলতে চায়। নিভতে।”

“কি নিয়ে?”

“সে আমাকে সেটা বলেনি। আর তাছাড়া, আমি কেবলই স্পেশাল অপসের প্রধান।”

খালিদ ۞ কুচকে তার সামনে রাখা মেনুর দিকে তাকায়।

“মুরগির কাবাব নেই। তুমি জানো না জো গোন্ডেনবার্গের মুরগির কাবাব আমি কি পছন্দ করতাম। মুরগির কাবাব না থাকলে ব্রোস্ট চলে।”

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

২১. মন্তমারে, প্যারিস

মন্তমারে সমাধিক্ষেত্রের ঠিক পূর্বদিকের সীমানা ছুয়ে অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটা অবস্থিত। ভেতরে একটা চকমিলান বারান্দা আর জীর্ণ ছাউনি দিয়ে আচ্ছাদিত সুন্দর কারুকাজ করা সিঁড়িটা বাড়িটার সম্পদ। বাড়ির তিনতলায় ফ্ল্যাটটা অবস্থিত আর আরামদায়ক আসবাবপত্রে সজ্জিত বসার ঘরের জানালা থেকে সেক্রে-কোইউর সাদা গন্ধুজটা দেখা সম্ভব হত যদি এই মুহূর্তে শমসের ঠিক জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে না থাকতো। দরজা খোলার শব্দে সে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ায় আর স্থির দৃষ্টিতে ইব্রাহিমের দিকে তাকিয়ে থাকে যেন বিবেচনা করছে তাকে গুলি করবে না বুনো কুকুরের খাদ্য হতে নিষ্ক্ষেপ করবে। আজ তার পরনে ধূসর রঙের ডোরাকাটা সুট আর দামী রেশমের ঝকঝকে রূপালি রঙের নেকটাই। এই পোশাকে তাকে মধ্য ইউরোপের বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর মতো দেখায় যে জীবনে নানা গোলমালে উপায়ে অর্থ উপার্জন করেছে আর ব্যাকারেটে কখনও হারেনি।

“অরি, লাঞ্চের সময়ে আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম।”

“আমি আজকাল আর লাঞ্চ করিনা।”

“তুমি যখন প্যারিসে তখনও না?”

“প্যারিস আমার একেবারেই পছন্দের জায়গা না। বিশেষ করে শীতকালে।”

সে তার কোটের বুক পকেট থেকে একটা সিগারেটের কেস হাতড়ে বের করে সেটার ঢাকনি আগুল দিয়ে খুলে।

“আমি ভেবেছিলাম তুমি শেষপর্যন্ত সিগারেটটা অন্তত ছেড়েছ।”

“আর আমি ভেবেছিলাম তুমি ইতালিতে একটা তৈলচিত্র পরিষ্কারের কাজ শেষ করছ।” শমসের কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে সেটার একপ্রান্ত তিনবার ঢাকনির উপরে টোকা দিয়ে ঠোঁটের মাঝে রাখে। “আর এরপরও তুমি অবাক হও যে আমি এখনও কেন অবসর নিচ্ছি না।”

তার লাইটারে আগুনের শিখা বলসে উঠে। দেশে থাকলে সে বহু ব্যবহারে জীর্ণ যে জিপোটা ব্যবহার করে সেটা না এটা দেখতে পাউলো চকচকে রূপালি আর শমসেরের আগুলের ইশারায় নীল আগুনের শিখা জ্বল দেয়। সিগারেট অবশ্য তার চিরাচরিত ব্র্যান্ডেরই। ফিল্টারবিহীন টার্কিশ আগুনের স্পর্শ পেতে সেটা থেকে একটা তীব্র ঝাব্বালো গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে যা তার মার্কামারা হাটবার ভঙ্গি আর কেউ তার বিরোধিতা করার মতো ধৃষ্টতা দেখালে তাকে পিষে ফেলার মানসিকতার মতই অনন্য।

পৃথিবীর বুকে প্রাণের উদ্ভব আর বিকাশে পানির যে ভূমিকা তার সাথে ইসরাইল রাষ্ট্রের আত্মরক্ষা আর নিরাপত্তার বিষয়ে অরি শমসেরের ভূমিকার তুলনা করলে মোটেই বাড়াবাড়ি করা হবে না। অনেকক্ষেত্রে অরি শমসের নিজেই ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে। ইসরাইলের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত যুদ্ধে সে লড়াই করেছে আর তার পরবর্তী ষাটটা বছর সেই দেশটাকে ধ্বংস করতে উদ্যত শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা করেছে। যুদ্ধ আর বিপর্যয়ের মুহূর্তেই তার উপস্থিতি সবচেয়ে জোরালভাবে সবাই অনুভব করে। ১৯৭৩ সালে ইউম কিপ্পার যুদ্ধে বিপর্যয়ের ঠিক অব্যবহিত পরেই তাকে প্রথমবারের মতো দপ্তরের পরিচালকের পদের জন্য মনোনীত করা হয় এবং তার পূর্বের বা পরের যে কোন পরিচালকের চেয়ে সে বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালন করেছে। যখন পরপর কয়েকটা কেলেক্সারির ঘটনায় দপ্তরের সুনাম স্মরণকালের ভিতরে তলানিতে এসে পৌছে, তাকে তখন অবসর থেকে ফিরে আসতে হয় এবং ইব্রাহিমের সহায়তায় সে দপ্তরকে পুনরায় এর পূর্ব মহিমায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে। প্রথমবারের মতো তার দ্বিতীয় অবসরও ছিল অনৈচ্ছিক। কারো কারো মতে, দ্বিতীয় মন্দির ধ্বংসের মতই গর্হিত একটা বিষয়।

শমসেরের ভূমিকা এখন অনেকটাই বিশিষ্ট একজন পরামর্শকের মতো। সে যদিও এখন আর কোন ধরনের আনুষ্ঠানিক পদের বা সম্বোধনের অধিকারী না, কিন্তু ইসরাইলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে সর্বত্রই তার উপস্থিতি অনুভূত হয়। তার বাড়িতে আজও মাঝরাতে গিয়ে রান্নাঘরের টেবিলের চারপাশে শার্টের হাতা গুটান অবস্থায় কয়েকজন লোককে সিগারেটের ঘন ধোঁয়ার ভিতরে উত্তেজিত কণ্ঠে আলোচনা করতে দেখলে অবাক হবার কিছু নেই— আর বেচারী গিলাহ্ শমসের হতভাগ্য স্ত্রী পাশের ঘরে সেলাই করার সুইসুতা আর মোজার্টের এলপি নিয়ে সময় অতিবাহিত করেছে, অপেক্ষা করেছে ছেলেরা গেলে সে রান্নাঘরে গিয়ে বাসনকোসনগুলো ধুয়ে রাখবে।

“বাছা, ইংলিশ চ্যানেলের অপর তীরে তুমি বেশ হৈচৈ বাধিয়ে ফেলেছ এবার। কিন্তু কি আর করা যাবে, তোমার বৈশিষ্ট্যই সেটা।” ছাদের দিকে তাকিয়ে শমসের ধোঁয়ার একটা কালবৈশাখি মেঘ উগরে দেয় এবং ছাদের নিচে আধো আলোতে সেটা প্রলয়ঙ্করী ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ মোচড়াতে থাকে। “তোমার বন্ধু গ্রাহাম সিম্যুর এই মুহূর্তে তার চাকরি বাঁচাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। ইব্রাহিম, দারুণ দেখিয়েছ। তিনদিনের কাজের তুলনায় কোনমতেই খাব্যপুষ্টিলা যাবে না।”

“গ্রাহাম এ দফা টিকে যাবে। সে টিকে থাকছে ওস্তাদ।”

“কিসের বিনিময়ে?” শমসের কাউকে না যেন নিজেকেই প্রশ্নটা করে। “তোমার কর্মকান্ড নিয়ে এমআই৫ আর এমআই৬-এর হোমরাচোমরা এবং ডাউনিং স্ট্রিটের

ভিতরে একটা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। অনেক স্পর্শকাতর বিষয়ে তারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করাটা মূলতবি করবে বলে বলাবলি করেছে। ইব্রাহিম, ঐ সহযোগিতাগুলো এই মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজন। আর সেটা তোমারও প্রয়োজন।”

“আমি কেন?”

“বিষয়টা হয়ত তোমার নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকবে কিন্তু তেহরানের কাঠ মোল্লারা তাদের পারমাণবিক আয়ুধ প্রায় ভৈরি করে ফেলেছে। আমাদের নতুন প্রধানমন্ত্রী আর আমি একই নীতিতে বিশ্বাসী। অন্যেরা যখন আমাদের ধ্বংস করার পায়তারা করছে তখন চুপচাপ বসে থেকে কালক্ষেপণ করায় আমাদের বিশ্বাস নেই। আর লোকেরা যখন বলে যে আমাদের তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে তখন আমরা তাদের প্রতিটা কথা আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করি। প্রথম হলোকাস্টের সময় আমরা দুজনেই আমাদের পরিবারকে হারিয়েছি আর আমরা এখন দ্বিতীয় হলোকাস্টে আমাদের দেশকে হারাতে চাই না— অন্তত এবার আমরা লড়াই করতে চাই।”

শমসের চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে মনোযোগ দিয়ে কাছে কোন ময়লা লেগে রয়েছে কিনা পরীক্ষা করে। “আমরা যদি ইরান আক্রমণে বাধ্য হই তবে ভীষণ ধরনের প্রতিরোধের সম্মুখীন হব লেবাননে তাদের ছায়া সহচর: হেজবুল্লাহর কাছ থেকে। তোমার হয়ত জানা আছে হেজবুল্লাহর ভরফ থেকে একটা গোপন প্রতিনিধি দল সম্প্রতি রাশিয়া গিয়েছিল কিছু কেনাকাটা করতে। আর তারা সেখানে ফারের কোট আর সুদর্শন পুতুল কিনতে মোটেই যায়নি। তারা সেখানে গিয়েছিল তোমার পুরান বন্ধু ইভান কারকভের সাথে দেখা করতে। খবর হল, ইভান তাদের কাছে তিন হাজার সহজে বহনযোগ্য করনেট অ্যান্টি-ট্যাংক অস্ত্র সাথে কয়েক হাজার আরপিজি ৩২ বিক্রি করেছে। আর সেই সাথে অস্ত্রগুলো আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে বলে সে তাদের বেশ ভাল ছাড়ও দিয়েছে।”

“আপনি নিশ্চিত এটা ইভানেরই কাজ?”

“আমরা অনেকগুলো ইন্টারসেপ্ট করা বার্তায় তার নাম পেয়েছি।” শমসের আবার চশমাটা চোখে দিয়ে ইব্রাহিমের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। “ইব্রাহিম, হেজবুল্লাহ, ইরান আর কারকভের মতো শত্রু থাকলে আমাদের সম্ভাব্য সবার সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হবে। আর একারণেই বিটেরের বন্ধুত্ব আমাদের দরকার।” শমসের চুপ করে থেকে কিছু একটা ভাবে। “আর এজন্যই আমি চাই তুমি তোমার শেষ না হওয়া অনন্ত মধুচন্দ্রিমা শেষ করে অন্য দেশে ফিরে আসো।”

ইব্রাহিম বুঝতে পারে আলোচনা কোনদিকে ঝোড় নিতে যাচ্ছে। সে শমসেরের কাজ আরো সহজ করতে কোনো ধরনের প্রশ্ন করবে না বলে মনে মনে ঠিক করে।

ইচ্ছাকৃত এই নিরবতায় শমসের যারপরনাই বিরক্তি বোধ করে কফি টেবিলের উপরে রাখা ছাইদানিতে সিগারেটের মোথাটা পিষে দেয়।

“অনেক বছর ধরেই আমাদের নতুন প্রধানমন্ত্রী তোমার একজন ভক্ত। দণ্ডের বর্তমান পরিচালকের প্রতি তার একই মনোভাব এটা কোনভাবেই বলা যাবে না। ইসরাইল এর সামরিক নিরাপত্তা সংস্থা, আমান এ সে আর অ্যামোস সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য একসাথে কর্মরত ছিল। তারা তখন থেকেই পরস্পরকে ঘৃণা করে আর সেটা আজও বিদ্যমান। অ্যামোস আর বেশিদিন তার অবস্থান ধরে রাখতে পারবে না। গত সপ্তাহে, একটা অনানুষ্ঠানিক ভোজসভায়, প্রধানমন্ত্রী আমার কাছে দণ্ডের পরবর্তী পরিচালক নিয়োগের ব্যাপারে আমার কাছে জানতে চান। আমি সঙ্গত কারণে তোমার নাম প্রস্তাব করেছি।”

“আমি আমাব সাধ্যমত পরিষ্কারভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে আমি পদটার জন্য আগ্রহী নই।”

“তোমার বক্তব্য আমি আগেও শুনেছি। বিরক্তিকর। তার চেয়েও বড় কথা, কতিপয় বাস্তবতার প্রতিফলন এতে হয়নি। ইসরাইল রাষ্ট্র তার ইতিহাসে এমন হুমকির মুখোমুখি আগে কখনও হয়নি। তুমি যদি লক্ষ্য করে না থাক তাই বলছি এই মুহূর্তে আমাদের জনপ্রিয়তা প্রায় শূন্যের কোঠায়। আর ইরানি হুমকির মানে এই অঞ্চলে সম্ভাব্য হিংস্রতা আর অস্থিরতার মাত্রা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পাবার দাওয়াত। ইব্রাহিম, এমন অবস্থায় তোমার কি করণীয়? ইতালির খামারে বসে পোপের জন্য তৈলচিত্র পরিষ্কার করা?”

“হ্যাঁ।”

“সেটা বাস্তবসম্মত হল না।”

“শমসের, হয়ত আপনার কাছে না, কিন্তু আমি এটাই করতে চাই। দণ্ডের জন্য আমি আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়টা ব্যয় করেছি। আমি আমার সন্তানকে হারিয়েছি এবং এক স্ত্রীকে হারিয়েছি। আমি যেমন নিজের রক্তক্ষরণ মটিয়েছি ভেমনি অপরের ক্ষেত্রে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছি। আমার আর এসব ছাড়া লাগে না। প্রধানমন্ত্রীকে দয়া করে জানিয়ে দেবেন অন্য কাউকে যেন তিনি দণ্ডের জন্য মনোনীত করেন।”

“তার তোমাকে দরকার। তোমাকে দেশের প্রয়োজন।”

“আপনার কি মনে হচ্ছে না আপনি একটু বেশিমানায় মাটকীয় হয়ে পড়ছেন?”

“না, কেবল আমার মনের কথাই প্রকাশ করছি। দেশ রাজনৈতিক নেতাদের উপরে আর ভরসা করতে পারছে না। আমাদের সমাজ বড় দ্রুত জীর্ণ হয়ে পড়ছে। জনগণ এমন কাউকে চায় যাকে তারা বিশ্বাস করতে পারে। যার উপরে তারা ভরসা করতে পারে। এমন কেউ যার নামে কোন কলঙ্ক নেই।”

“আমি ছিলাম একজন আততায়ী। আমার নামে কলঙ্ক নেই এটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য কথা না।”

“তুমি ছিলে গোপন যুদ্ধের সারথী। তুমি এমন লোকদের ন্যায়বিচার পাইয়ে দিয়েছ যারা নিজেরা কখনও সেটা অর্জন করতে না।”

“আর সেটা করতে গিয়ে আমি সর্বস্ব হারিয়েছি। আমি নিজেকেই প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলাম।”

“কিন্তু তোমার সংস্কার করা তৈলচিত্রের মতো তুমি তোমার জীবনকে আবার গুছিয়ে এনেছো। তুমি মরিয়মকে পেয়েছো। কে বলতে পারে? শীঘ্রই হয়তো তোমার আরেকটা সন্তান জন্ম নিবে।”

“শমসের আমি কিছু জানি না এমন কোন ব্যাপার কি তুমি আমাকে বলতে চাইছো?”

শমসেরের লাইটার আবার জ্বলে উঠে। ইব্রাহিম না সেক্রে-কোইউর আলোকিত গম্বুজের দিকে তাকিয়ে সে তার পরবর্তী কথাগুলো যেন বলে। “ইব্রাহিম দেশে ফিরে এসো। দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করো। এই কাজের জন্যই তোমার জন্ম হয়েছে। তোমার মা যখন তোমার নাম ইব্রাহিম রেখেছিলেন তখনই তোমার নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।”

“ঈশ্বরের অতিশাপ অপারেশনের জন্য আমাকে মনোনীত করার সময়েও তুমি একই কথা বলেছিলে।”

“তাই কি?” শমসেরের মুখে মনে পড়ার মৃদু হাসি খেলে যায়। “কোন সন্দেহ নেই তুমি সেযাত্রা আমার কথায় সাঁতরে দিয়েছিলে।”

শমসের বছর ধরে এমন একটা পরিস্থিতির আতাস দিয়ে আসছিলেন কিন্তু আজকের আগে এত জোরালভাবে সেটার উল্লেখ করেননি। ইব্রাহিম এত বোকা না যে সে প্রস্তাবটা গ্রহণ করবে যেখানে সে খুব ভাল করেই জানে সেটা করলে বাকি জীবনটা তাকে কিতাবে অতিবাহিত করতে হবে। বস্তুত পক্ষে তার জীবনটা সামনে দাঁড়ান লোকটার থেকে তিনু কিছু হবে না। দপ্তরের দায়িত্ব শমসেরের স্বাস্থ্যের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে শুধু তাই না তার পারিবারিক জীবন বলেও আর কিছু অবশিষ্ট নেই। দেশ তাকে জাতীয় সম্পত্তি বলে বিবেচনা করলেও ছেলেমেয়েদের কাছে শমসের এমন একজন বাবা যাকে তারা কখনও দরকারের সময়ে পায়নি। জন্মদিন আর বার্ষিকীগুলোতে সে কখনও উপস্থিত থাকেনি। সে এমন একজন বাবা যে সর্বদা আর্মাড করে যাতায়াত করে আর ঘিকে ঘিরে থাকে সশস্ত্র লোকেরা। ইব্রাহিম এমন জীবন মোটেই চায় না বা খায় তার প্রিয়জন তাদেরও সে এই জীবনের স্বাদ দিতে চায় না। এই কথাগুলো শমসেরকে বলাটা এই মুহূর্তে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আশার শেষ রশ্মিটুকু বাঁচিয়ে রেখে পরিস্থিতিকে নিজের

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ড্যানিয়েল সিলভা

সুবিধার্থে ব্যবহার করতে হবে। শমসের বিষয়টা বুঝতে পারবে। ভূমিকা বদলে গেলে শমসেরও একই কাজ করতো।

“দায়িত্ব গ্রহণের আগে আমার হাতে আর কতটা সময় আছে?”

“আমি কি ধরে নিতে পারি যে তুমি দায়িত্ব গ্রহণ করবে?”

“না। তার মানে আমি বিবেচনা করে দেখবো— অবশ্য দুটো শর্ত সাপেক্ষে।”

“আমি শর্ত পছন্দ করি না। পিএলও বিষয়টা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে।”

“আপনি কি আমার শর্তগুলো গুনতে চান?”

“তুমি যদি একান্তই বলতে চাও?”

“প্রথম শর্ত, আমি প্রথমে আমার তৈলচিত্র সংস্কার শেষ করতে চাই।”

শমসের চোখ বন্ধ রেখে মাথা নাড়ে। “আর দ্বিতীয় শর্ত?”

“আমি গ্রেগরী বুলগানতকে রাশিয়া থেকে বের করে আনতে চাই আর সেটা ইভান তাকে খুন করার আগেই।”

“আমি তয় করছিলাম তুমি এটাই বলবে বলে।” শমসের তার সিগারেটে একটা শেষ টান দিয়ে ধীরে ধীরে সেটা ছাইদানিতে নামিয়ে আনে। “দেখেতো এই ফ্ল্যাটে কোথাও কফি পাও কিনা। তুমিতো জানই কোনো অভিযানের আলোচনা আমি কফি ছাড়া একদমই করতে পারি না।”

২২. মন্তমারে, প্যারিস

কফি মেকারে কফি ঢেলে পানি গরম হবার সময় দিয়ে ইব্রাহিম শমসেরকে পরিস্থিতিটা খুলে বলে। শার্টের হাতা গুটিয়ে নিয়ে শমসের ছোট টেবিলে তার হাক্কা-বাদামী রঙের ছোপ পড়া হাতের উপরে চিত্তিত ভঙ্গিতে থুতনিটা রেখে স্থির হয়ে বসে থাকে। অক্সফোর্ডে গ্রেগরী ওলগার কাছে যে চিঠিটা রেখে গিয়েছিল সেটা পড়ার জন্য তাকে প্রথমবারের মত নড়ে উঠতে দেখা যায় আর তার কিছুক্ষণ পরে প্রথম কাপ কফি নিতে। কাপে চিনি ঢালার মাঝে সে নিজের মতামত ঘোষণা করে। “একটা বিষয় পরিষ্কার ইভান তার বিরুদ্ধে যারা অভিযানে অংশ নিয়েছিল তাদের সবাইকে খুঁজে বের করে হত্যা করার পরিকল্পনা করছিল। সে প্রথমে গ্রেগরীকে বেছে নিয়েছে। তারপরে ওলগা। কিন্তু সে আসলে তোমাকে খুঁজছে।”

“তো আপনি কি চান, আমি কি করবো? বাকি জীবনটা লুকিয়ে কাটাবো?” ইব্রাহিম মাথা নেড়ে বলে। “মহান শমসেরের উদ্ধৃতি দিয়ে বলি অন্যেরা যখন আমার ধ্বংসের পরিকল্পনা করেছে তখন আমি চুপচাপ বসে থাকতে বিশ্বাস করি না। আমার কাছে মনে হয় আমাদের কিছু করার সুযোগ রয়েছে। আমরা ভয়ে ভয়ে সময় অভিবাহিত করতে পারি। বা আমরা পাল্টা আঘাত হানতে পারি।”

“আর তোমার উর্বর মস্তিষ্কে কি পরিকল্পনা নড়াচড়া করছে।”

“ইভান আর তার সঙ্গপাঙ্গদের সাথে সন্ত্রাসীসুলভ আচরণ করে। তারা অন্য আর কারো ক্ষতি করার আগেই তাদের গুডামী করার খায়েস মিটিয়ে দিতে হবে। আর ভাগ্য সহায় থাকলে বলা যায় না আমরা হয়ত গ্রেগরীকে হয়ত ফিরিয়েও আনতে পারবো।”

“তুমি কোথা থেকে শুরু করতে চাইছো?”

ইব্রাহিম তার ওভারনাইট ব্যাগের পাশের চেন খুলে এবং মার্সিডিজের পেছনের সীটে বসে থাকা দুজন লোকের বড় করা একটা ছবি বের করে আনে। শমসের বহুব্যবহারে জীর্ণ একটা অর্ধ চন্দ্রাকৃতি রিডিং গ্লাস নাকের উপরে চেপে বসিয়ে ছবিটা ভাল করে দেখে। ইব্রাহিম কিছুক্ষণ পবে আরেকটা ছবি তার সামনে নামিয়ে রাখে: অক্সফোর্ডের চিঠির সাথে যে ছবিটা আটকানো ছিল। গ্রেগরী আর ইরিনার সুখী দিনের ছবি...

“আমার মনে হয় আমরা বুঝতে পারছি তার কেন তাকে এত সহজে গাড়িতে তুলতে সক্ষম হয়েছিল,” শমসের ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলে। “তোমার ব্রিটিশ বন্ধুদের তুমি ব্যাপারটা বলেছ?”

“রাশান আততায়ী দলের তাড়া খেয়ে দেশ ত্যাগ করার সময় আমি বোধহয় কথাটা তাদের বলতে ভুলে গিয়েছি।”

“গ্রাহাম সিম্যুরের স্বপক্ষত্যাগীকে সাথে নিয়ে।” শমসের আরো কিছুক্ষণ ছবিটা খুটিয়ে দেখে। “বাছা, তুমি আসলে কি চাইছ আমাকে খুলে বলো।”

“যে রাতে গ্রেগরী আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল সে রাতে আমি তাকে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমি সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে চাই।”

“গ্রেগরী বুলগানভের ব্রিটিশ পাসপোর্ট আছে। তার মানে সে বৃটেনের মাথা ব্যথা।”

“শমসের, লন্ডনে থাকার সময়ে সিম্যুর একটা বিষয় আমাকে খুব ভাল করে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। ব্রিটেনের মাথামোটাগুলোর ধারণা গ্রেগরী আমার দায়িত্বে, তাদের না। আর আমি যদি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা না করি অন্য কেউ একটা আগুলও নাড়াবে না।”

শমসের ছবিটার উপরে টোকা দেয়। “আর তোমার ধারণা সে তোমাকে সাহায্য করবে?”

“সে তাদের মুখ দেখেছে। তাদের কণ্ঠস্বর শুনেছে। আমরা যদি তার নাগাল পাই তাহলে সে আমাদের সাহায্য করতে পারে।”

“আর সে যদি তোমাকে সাহায্য করতে না চায়? যদি সে স্বেচ্ছায় এই অভিযানে অংশ নিয়ে থাকে?”

“আমার ধারণা সবকিছুই সম্ভব...”

“কিন্তু?”

“কিন্তু সেটা নিয়ে আমার বেশ সন্দেহ রয়েছে। গ্রেগরী আমাকে যা বলেছিল তার উপরে ভিত্তি করে বলা যায় ইরিনা এফএসবি আর তাদের সাথে সম্পর্কিত সবকিছুকে ঘৃণা করে। তাদের বিয়ে ভেঙে যাবার পেছনে এটাই মূল কারণ।”

“আর কোন কারণ কি আছে?”

“ইভান কারকভের কাছ থেকে গ্রেগরী টাকা নিতো এই ব্যাপারটা সে সহ্য করতে পারতো না। সে এটাকে বলতো হারামের পয়সা। সে টাকাটা কখনও ছুয়েও দেখেনি।”

“ইরিনার হয়তো মানসিকতা বদলেছে। ইব্রাহিম রাশানদের পরোচিত করা সহজ। আর আমি যদি এই জীবনে কিছু একটা শিখে থাকি তাহলে সেটা হলো সবাইকে কেনা সম্ভব।”

“অরি, তোমার কথাই বোধহয় ঠিক। কিন্তু তাকে জিজ্ঞাস না করা পর্যন্ত আমরা ঠিক ঠিক সেটা বলতে পারি না।”

“আলোচনা? তুমি কি তাই বলতে চাইছ?”

“অনেকটা সেরকমই কিছু একটা।”

“তোমার কেন মনে হচ্ছে যে তারা এতক্ষণে তাকে হত্যা করেনি?”

‘আমি আজ সকালে তার অফিসে ফোন করেছিলাম। ফোনটা সেই ধরেছিল।’
শমসের কফির কাপে একটা বড়সড় চুমুক দিয়ে ইব্রাহিমের বক্তব্য মনে মনে
বিবেচনা করে দেখে। ‘গুরুত্বই আমি একটা বিষয় পরিষ্কার করে দিতে চাই।
ইভানের বিরুদ্ধে মূল অভিযানে অংশ নিয়েছিল এমন কেউ সে তুমি হও বা অন্য
কেউ মস্কোতে যাবার কথা চিন্তাও করবে না। কখনও না।’

‘সেখানে ফিরে যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই।’

‘তো তুমি তাহলে কিভাবে তার সাথে আলোচনা করবে বলে ঠিক করেছ?’

ইব্রাহিম তার পরিকল্পনার খসড়া খুলে বলে। তার কথা শোনার ফাকে শমসের তার
হাতে লাইটার আগুলের মাঝে অস্থির ভঙ্গিতে নাড়ায়: বামে দু’বার মোচড় দেয়,
তারপরে আবার ডানে দু’বার।

‘কেবল একটা খুঁত আছে। তুমি ধরেই নিচ্ছ যে সে সহযোগিতা করবে।’

‘আমি কিছুই ধরে নিচ্ছি না।’

‘সে সত্যি সত্যিই কাদের প্রতি বিশ্বস্ত সেটা সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার
ব্যাপারে বেশ সতর্ক থাকতে হবে।’

‘আর সেটা নিশ্চিত হবার পরেও।’

‘আমি ধরে নিচ্ছি তুমি তোমার পুরান সহকর্মীদের সহায়তা নিতে চাইবে।’

‘সেটা সম্ভব হলে পরস্পরের সাথে নতুন করে পরিচিত হবার কোনো ঝামেলা থাকে
না।’

‘আর আমার ট্যাক থেকে কত টাকা খসতে পারে এবার সেটা ঠিক করে বলো।’

ইব্রাহিম শমসেরের কাপে কফি ঢেলে তার দিকে তাকিয়ে অমায়িক ভঙ্গিতে হাসে।
যখন প্রতিটা পয়সা বা শেকেলের হিসেব দিতে হত বুড়ো তখন থেকে দপ্তরের
নায়িত্ব সামলে আসছে আর আজও তার ভাবভঙ্গি এমন যেন সে নিজের পকেট
থেকে অভিযানের পুরো খরচ দিচ্ছে।

‘এক লাখ ডলার হলেই সব কিছু ভালয় ভালয় হয়ে যাবে আমার ধারণা।’

‘এক লাখ ডলার!’

‘আমি আসলে দুই লাখের কথা বলতে চাচ্ছিলাম।’

‘আগামী কাল সকালেই তোমার জুরিখ একাউন্টে টাকাটা পাঠানোর বন্দোবস্ত আমি
করবো। অভিযানের জন্য তুমি যত দ্রুত একটা ঘাটের বন্দোবস্ত করতে পারবে
আমি তোমার সহকর্মীদের সেখানে পাঠিয়ে দেবো।’

‘আর অ্যামোসকে আপনি কি বলবেন?’

‘যতটা সম্ভব কম বলা যায়।’

‘আর ব্রিটিশদের?’

‘সেটা আমার উপরে ছেড়ে দাও। আমি তাদের তোমার পরিকল্পনার কথা বলবো
আর আমরা যা জানতে পারবো তাদেরও সেটা জানাবার প্রতিশ্রুতি দেবো।’

শমসের চুপ করে ভাবে। “ইব্রাহিম তুমি সুবোধ ছেলের মতো সবকিছু জানাবে তাই না।”

“অবশ্যই।”

“সত্যি কথা বলতে কি বিষয়টা আমরা সামলাচ্ছি দেখলে তারা খুশিই হবে। রাশিয়ার সাথে ডাউনিং স্ট্রীট আরেকটা ঝামেলা এই সময় বাধাতে চায় না— বিশেষ করে ব্রিটিশ অর্থনীতির অবস্থা যখন এমন নাজুক। রাশিয়ার টাকা লন্ডনের ব্যাংকে জমা হওয়া দেখতেই তারা এই মুহূর্তে বেশি আগ্রহী।”

“তাহলে আর একটা সমস্যা থাকছে।”

“কেবল একটা?”

“ওলগা।”

“আগামীকাল আমি তাকে ব্রিটিশদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো আর তোমার পক্ষে কিরে কসম কেটে সাফাই দেবো। আমি অবশ্য তাদের জন্য একটা উপহার নিয়ে এসেছি, লন্ডনে একটা সম্ভাব্য সম্ভ্রাসী হামলার বিষয়ে লেবাননে আমরা কিছু কথোপকথন রেকর্ড করেছি।”

“অরি আপনি তাদের লেবাননের কথোপকথন বিষয়ে বলতে পারেন অনায়াসে কিন্তু আমার মনে হয় অচিরেই ওলগা ব্রিটেনে ফিরে যাচ্ছে না।”

“আমি তাকে এখানে প্যারিসে রাখতে পারবো না।”

“আমি সেটা চাইও না। আমি তাকে আমার সাথে করে নিয়ে যাবো। আপনি বুঝতেই পারছেন সে আমার সাথেই ভাল থাকবে।”

“আমার কেন জানি মনে হচ্ছে লন্ডনে আমার সময়টা মোটেই ভাল কাটবে না।” শমসের তার কফির কাপে চুমুক দেয়। “তুমি বরং খালিদের সাথে একবার কথা বলো। তুমি তার সাথে যাই আলোচনা করো দণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আমাদের ভিতরে যে আলোচনা হয়েছে সে সম্বন্ধে তাকে কিছু বলার দরকার নেই। সে তোমার অধীনে কাজ করার সম্ভাবনা নিয়ে মোটেই পুলকিত হবে না।”

“অরি আমি একবারও বলিনি যে দায়িত্বটা আমি নেব। আমি কেবল বলেছি যে আমি বিবেচনা করে দেখবো।”

“আমি তোমার সব কথা শুনেছি। কিন্তু আমি এটাও জানি যে তুমি গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ভিন্ন কিছু করতে প্রলুব্ধ করবে না।”

“আপনি লন্ডনে গেলে আমার আরেকটা কাজ দয়া করে করে দেবেন।”

“আর কি?”

“আমি জুলিয়ান ইশারউডের কাছে ওলগার বিড়ালটা রেখে এসেছি।”

শমসেরের আগুলের মাঝে লাইটার ঘোরাবার গতি সহসা বৃদ্ধি পায়। “আমি বিড়াল দু’চোখে দেখতে পারি না। আর বিড়ালের চেয়েও আমি যেটা অপছন্দ করি সেটা হল কেউ যখন আমাকে মিথ্যা কথা বলে।”

২৩. লেক কোমো, ইতালি

লোমবার্ডির উল্টর-পূর্ব অঞ্চলে, সুইস সীমান্ত থেকে কয়েক মাইল দূরে, লেক কোমো অবস্থিত। উল্টান ওয়াই এর আকৃতির লেকটার চারপাশে আল্পসের সুউচ্চ চূড়া আর তার মাঝে মাঝে ছবির মতো সাজান গোছান শহর আর সমৃদ্ধ সব গ্রাম। ইউরোপেরে সবচেয়ে গভীর লেকের অন্যতম যেমন তেমনি সবচেয়ে দূষিতও বটে। বস্তুতপক্ষে সম্প্রতি ইতালির এক পরিবেশবাদী সংঘটন এর পানিতে ব্যাকটেরিয়ার মাত্রা মানুষের নিরাপদ গোসলের তুলনায় আটষটি শতাংশ বেশি বলে দাবী করেছে। ব্যাকটেরিয়া এই অস্বাভাবিক পরিমাণের জন্য দায়ী মূলত মাস্কাতার আমলের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, আশপাশের ভিনিয়ার্ড আর ফসলের মাঠ থেকে গড়িয়ে আসা পানি এবং বৃষ্টির পরিমাণ আর পাহাড়ের চূড়ায় বরফের আন্তরগ্নহাস, সাথে ভুল বা ঠিক যাই হোক গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর গৎ। স্থানীয় পর্যটন মন্ত্রণালয়ের চাপের মুখে সরকার আশ্বাস দিয়েছে যে লেকের পরিবেশ সংস্কারের অতীত হবার আগেই তারা কিছু করবে। বেশির ভাগ ইতালিয়ান অবশ্য এতে তেমন একটা আশ্বস্ত হয়নি। তারা জানে তাদের সরকার প্ররোচক প্রেমিকের মত— প্রতিশ্রুতি দিতে যেমন পারদর্শী সেটা রাখতে ঠিক ততটাই অদক্ষ।

ভিলা টেরেসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অবশ্য মনেই হবে না যে অসাধারণ লেক কোমোর পানিতে কোন ধরনের ক্ষয় বাসা বেধেছে। বস্তুতপক্ষে দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে আর আলো এবং আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে কারো কাছে মনে হতে পারে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলে কিছু নেই, ইরাক কিংবা আফগানিস্তানে যুদ্ধ চলছে না, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা নেই আর চারপাশে পাহাড়ের সুরক্ষিত বেষ্টনীর অন্যপাশে সম্ভাব্য কোন বিপদ ঝুঁত পেতে রয়েছে। অষ্টাদশ শতকে এক ধর্নাঢ্য মিলানিজ ব্যবসায়ী কর্তৃক নির্মিত ভিলাটা তার নিজস্ব ক্ষুদ্র উপদ্বীপের ভিতরে অবস্থিত। তিনতলার সমান উঁচু ভিলার বাইরের দিকটা তামাটে কমলা বর্ণের এবং কেবল নৌকা করে ভিলাটায় পৌছান সম্ভব— বিষয়টা হোর হেইনরিখ কিভার, সুইটজারল্যান্ডের, জুগের ম্যাট্রিক্স টেকনোলজির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে বেশ চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়েছে।

হোর কিভার, আপাতদৃষ্টিতে তার কর্মচারীদের জন্য এমন একটা জায়গা খুঁজছিলেন যেখানে তার লোকেরা কোন ধরনের চিন্তাবিক্ষেপ ছাড়াই এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশের মাঝে যা মানুষের মাঝে মহানুভবতা জাগিয়ে তোলে, একটা বড় প্রজেক্টের কাজ

সম্পন্ন করতে পারবে। একটা সংক্ষিপ্ত সফর শেষে সে ভিলাটাকে তার কাজের জন্য একেবারে যথার্থ বলে ঘোষণা করে। লাগলিও শহরে শহরে এক আমেরিকান অভিনেতার বাসায়, কোমোতে যার চটকদার উপস্থিতিকে স্থানীয় বাসিন্দারা পেট্রোল চালিত ইঞ্জিন আবিষ্কারের পরে লেকের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাবক বলে ঘোষণা করেছিল, কফির পাত্র সামনে রেখে চুক্তি সাক্ষরিত হয়। হের কিভার জুরিখ ব্যাংকের সত্যায়িত চেকে লিজের পুরো টাকাটা একেবারে পরিশোধ করে। সে তারপরে তার রেন্টাল এজেন্টকে জানায় যে তার নিশ্চিত নির্জনতা প্রয়োজন যার মানে কোন পরিচারিকা, রাধুনি বা এজেন্সি থেকে কোন ধরনের গুভেচ্ছা বার্তা যেন পাঠান না হয়। সে তাকে আশ্বস্ত করে বলে যে কোন অসুবিধা হলে এজেন্সির লোকেরাই প্রথমে জানতে পারবে।

হের কিভার সেদিনই দু'জন মহিলাকে নিয়ে ভিলায় অবস্থানের জন্য উপস্থিত হন। একজন কাটাকাটা চেহারার দেখতে ক্রনেট ঠিক একেবারে রাশান প্রতিমার মতো; অন্যজন আকর্ষণীয় দেখতে এক ইতালিয়ান যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দেহরক্ষী বাহিনী রয়েছে। রেন্টাল এজেন্সীর অজান্তে, হের কিভার আর দেহরক্ষী দলের ভিতরে সংক্ষিপ্ত কিন্তু উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় পুরো ভিলাটায় আড়িপাতার কোন উপাদান পাতা রয়েছে কিনা পরীক্ষা করে দেখার আগে। ভিলা আর তার আশপাশের এলাকা সুরক্ষিত রয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তারা নিজ নিজ কক্ষে অবস্থান করে এবং বাকি অতিথিদের আগমনের জন্য প্রতিক্ষা করতে থাকে। অতিথি দলের সংখ্যা মোট ছয়জন, তাদের ভিতরে চারজন পুরুষ আর দুইজন মহিলা এবং তারা মোটেই জাগ থেকে আসেনি তেলআভিভের কিং সল বুলেভার্ডের নামহীন এক অফিস ভবন থেকে তারা এসেছে। তারা আলাদা আলাদা ভাবে ইউরোপে এসেছে ছদ্মনাম আর ছদ্ম পরিচয়ের পাসপোর্ট নিয়ে। তিনজন রোমে নেমে সোজা উত্তরে যাত্রা করে; বাকি তিনজন জুরিখে নেমে সোজা দক্ষিণে যাত্রা করে। কাকতালীয় ভাবে হলেও দুটো দলই পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে ভিলার নিজস্ব জেটিতে উপস্থিত হয়। হের কিভারের সাথে তারা আগেও কাজ করেছে এবং ভাল করেই জানে আগামী শান্ত পরিস্থিতি সহসাই কোন আগাম জানান না দিয়েই অশান্ত হয়ে উঠতে পারে।

কৃতকার্জ এই অপারেটিভ দলের নতুন সদস্য: ওলগা সুকোভাও বিষয়টা সম্পর্কে ভালই ওয়াকিবহাল। অপারেটিভ দলের সবাই যদিও জোর নাম আর খ্যাতির সাথে আগে থেকেই পরিচিত কিন্তু তাদের কেউই আক্ষরিক অর্থে খ্যাতনামা এই রাশান সাংবাদিকের সাথে আগে পরিচিত হবার সুযোগ পায়নি। ইব্রাহিম এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত উদাসীনতায়, যা কেবল এসপিওনাজ জগতে অভিজ্ঞ একজন লোকের পক্ষেই দেখান সম্ভব, প্রাথমিক সম্ভাষনের বিষয়টা খেয়াল করে। সে ওলগাকে সবার প্রথম নামই কেবল বলে কিন্তু ভুলেও কারও পেশাদার কর্মকাণ্ডের বর্তমান বা

অতীত সম্পর্কে কিছু জানায় না। ইব্রাহিমের কাছে উপস্থিত ছয়জন লোক আক্ষরিক অর্থেই ছয়টা খালি পাতা যা তাকে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কেবল সাময়িকভাবে ধার দিয়েছে।

তারা জোড়ায় জোড়ায় ওলগার সাথে পরিচিত হয় এবং তারচেয়েও সতর্ক ভাবে কর্মদর্শন করে। প্রথমে পরিচিত হয় মেয়েরা, রিমোনা আর ডিনা। রিমোনার বয়স মধ্য ত্রিশের কোঠায় এবং জেরুজালেমের চুনাপাথরের মতো কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলের রঙ। আইপিএফ মেজর রিমোনা দপ্তরে আসার আগে আমানে কয়েক বছর বিশ্লেষকের দায়িত্ব পালন করেছে, দপ্তরে তার কাজ এখন বিশেষ ইরান টাস্ক ফোর্সে। ছোটখাট দেখতে কালো চুলের ডিনা সম্ভ্রাসবাদী তৎপরতার একজন বিশেষজ্ঞ যে নিজেও এর ভয়াবহতার শিকার হয়েছে। ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে সে তেলআভিভের ডিজেনজোফ চত্বরে দাড়িয়ে ছিল যখন হামাসের এক মূর্খ আত্মঘাতি বোমারু ৫ নম্বর বাসে নিজের আত্মঘাতি বোমার বেস্ট সচল করে। সেদিন একুশজন লোক প্রাণ হারায় যাদের ভিতরে ডিনার মা আর দুই বোনও ছিল। ডিনার পা সেদিনের বিস্ফোরণে মারাত্মক জখম হয়েছিল এবং এখনও সে সামান্য খুড়িয়ে হাঁটে।

মেয়েদের পরে পরিচিত হতে এগিয়ে আসে মধ্য চল্লিশের দুজন লোক, ইয়শি আর ইয়াকুভ। টেকো মাথার লম্বা ইয়শি বর্তমানে রিসার্চের রাশান ডেস্কের দায়িত্বে রয়েছে, দপ্তরের বিশ্লেষক বিভাগকে এভাবেই চিহ্নিত করা হয়। অক্সফোর্ডের অল সোলস কলেজে সে ধ্রুপদী বিষয়ে লেখাপড়া করেছে এবং চোস্ত ইংলিশ বাচনভঙ্গিতে কথা বলে। কালো চুলের গাটাগোটা দেখতে এবং তোবড়ানো মুখের ইয়াকুভকে দেখলে মনে হবে বোধহয় বইপত্রের সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই। সে বহু বছর ইসরাইলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থা, শিন বেটের আরব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে, তার মূল কাজ গাজা আর পশ্চিম তীরে গুপ্তচর আর তথ্য সংগ্রাহক নিয়োগ। রিমোনার মতো তাকেও সম্প্রতি দপ্তরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং বর্তমানে সে লেবাননে দাপ্তরের এজেন্টদের দায়িত্বে রয়েছে। সবশেষে আসে সবচেয়ে উদ্ভট জুড়ি যাদের ভিতরে কেবল একটাই মিল রয়েছে। দু'জনই অনর্গল রাশান ভাষায় কথা বলতে পারে। প্রথম জুড়ির নাম এলি লাভোন। ধূসর ঝাকড়া চুল আর বুদ্ধিদীপ্ত চোখের অধিকারী লাভোনকে বলা হয়ে থাকে রাস্তায় নজরদারির ক্ষেত্রে দপ্তরের সর্বকালের সেরা সহযোগী। ইব্রাহিমের সাথে অসংখ্য অভিযানে সে কাজ করেছে এবং তাকেই ইব্রাহিম ভাইয়ের কাছাকাছি কিছু একটা মনে করে থাকে। ইব্রাহিমের মতোই দপ্তরের সাথে লাভোনের সম্পর্ক টানাপোড়েনে জর্জরিত। জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইবেলীয় পুরাতত্ত্বের অধ্যাপক, তাকে সচরাচর ইসরাইলের প্রাচীন অতীতকালের পুরাকীর্তি আর ধুলোর মাঝে

কোমর সমান খননকাজের পরিষ্কার মাঝে দেখা যাবার কথা। প্রতি দু'বছর পরপর অ্যাকাডেমীতে সে নজরদারির বিভিন্ন পদ্ধতির বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে থাকে এবং ইব্রাহিম প্রায়শই তাকে অবসর থেকে নিয়ে আসে কেননা কিংবদন্তীতুল্য লাভোন তার নিরাপত্তার ব্যাপারে নজর না রাখলে সে একদমই স্বস্তিবোধ করে না।

লাভোনের পাশে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার চোখের রঙ গ্রেসিয়ারের মতো নীল এবং ফ্যাকাশে মুখ আর সুঠাম দেহের অধিকারী। মস্কোতে অভিবাসী ইহুদি বৈজ্ঞানিক দম্পতির সন্তান মিখাইল আব্রামোভ প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের সপ্তাহখানেকের ভিতরে কিশোর বয়সে ইসরাইল এসেছিল। শমসের একবার ছেলেটা সম্বন্ধে বলেছিল “বিবেকহীন ইব্রাহিম”, সে দপ্তরে যোগ দেবার আগে সায়েরেট মাকটেল স্পেশাল ফোর্সের হয়ে প্যালেস্টাইন ইসলামিক জিহাদ আর হামাসের কভিপয় শীর্ষস্থানীয় সন্ত্রাসী মাস্টারমাইন্ডের ভবলীলা সাঙ্গ করেছে। তার দক্ষতা কেবল বন্দুকের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই; গত গ্রীষ্মকালে সে সেন্ট-ট্রোপেজে ইভান কারকভের বহরে ঢুকে পড়ে তার সাথে ছিল সারাহ বেনক্রফট নামে এক সিআইএর কর্মকর্তা। লেকের পাশের সেই ভিলায় যারা ছিল তাদের ভিতরে কেবল মিখাইলেরই ইভানের সাথে খাবার সুযোগ হয়েছিল। সে পরে স্বীকার করে তার পেশাদার জীবনের সবচেয়ে ভীতিকর অভিজ্ঞতা ছিল বিষয়টা—আর সেটা এমন একজনের স্বীকারোক্তি যে কিনা অধিকৃত ভূখণ্ডের ঝামেলাপূর্ণ এলাকায় সন্ত্রাসীদের দাবড়ে বেড়াতে ওস্তাদ।

কিং সল বুলেভার্ডের সম্মেলন কক্ষ আর করিডোরে ছয়জনের দলটাকে এই “বারাক” বলে অভিহিত করা হয়— হিব্রু ভাষায় যার মানে বজ্রপাত— সমবেত হয়ে দ্রুত আঘাত হানার ক্ষমতার কারণে তাদের এই নামকরণ। তারা একসাথে কাজ করে, মস্কো থেকে শুরু করে মার্সেইলস হয়ে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ সেন্ট বার্থেলোমিউ'র গোপন রণাঙ্গণে অসহনীয় চাপের ভিতরে তারা কাজ করতে অভ্যস্ত। সচরাচর তারা সর্বোচ্চ পেশাদারী ভঙ্গিতে কাজ করে থাকে যেখানে কোন ধরনের নীচতা বা ক্ষুদ্রতার স্থান নেই। অবশ্য তার মানে এই নয় যে কখনও কোন ঝামেলা হয় না, কখনও কখনও মামুলি বিষয় যেমন শোবার ঘর নিয়েই হয়ত দেখা গেল তারা নিজেদের ভিতরে বাচ্চা ছেলের মতো ঝগড়া ঝামিয়ে বসেছে। নিজেদের ভিতরে ঝামেলার মীমাংসা করতে না পেরে তারা সাধারণত বিজ্ঞ শাসক ইব্রাহিমের দারস্থ হয় যে কাউকে সন্তুষ্ট না করে একটা আদেশ জারি করতে সমর্থ হয় যা তারা সবাই শেষ পর্যন্ত যথার্থ বলে মেনে নেয়।

কিং সল বুলেভার্ডের সাথে নিরাপদ রেডিও যোগাযোগ স্থাপনের পরে, তারা সবাই কাজের ফাঁকে রাতের খাবারের জন্য একত্রিত হয়। বহুদিন পরে মিলিত হওয়া পরিবারের সদস্যদের মতই তারা খাওয়া-দাওয়া করে বহুদিক থেকে বিবেচনা

করলে তারা আসলেও তাই যদিও আজ তাদের ভিতরে বাইরে একজন লোক থাকায় তারা অনেক ছাড়া ছাড়া ভাবে কথা বলে। ইব্রাহিম তাদের চোখে মুখের জিজ্ঞাসু ভাব দেখে বুঝতে পারে তারা তেল আভিভে থাকতে গুজব কিছুটা হলেও শুনেছে। অ্যামোসের যে দিন শেষ হয়ে এসেছে সে বিষয়ে কানাঘুষো তাদের কানেও গিয়েছে। কিং সল বুলেভার্ডে শীঘ্রই ইব্রাহিম পরিচালকের স্যুইটে তার ন্যায়সঙ্গত স্থান গ্রহণ করবে। শমসেরের ভাস্তি রিমোনাই কেবল বিষয়টা সত্যি কিনা জিজ্ঞেস করার সাহস দেখায়। সে ফিসফিস করে হিক্রতে কথা জিজ্ঞেস করে যাতে ওলগা বুঝতে না পারে। ইব্রাহিম শুনতে না পাবার ভান করলে সে টেবিলের নিচে তার পায়ে একটা মোক্ষম লাথি বসিয়ে দেয় যা কেবল শমসেরের ভাস্তিই করার সাহস দেখাতে পারে।

ডিনার শেষে তারা বসার ঘরে আবার সমবেত হয় এবং সেখানে ফায়ার প্লেসের গনগনে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম প্রথমবারের মত অভিযানের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করে। গ্রেগরী বুলগানভ, রাশান স্বপক্ষত্যাগী যে দু'দুবার ইব্রাহিমের প্রাণ বাঁচিয়েছে তাকে ইভান কারকভ অপহরণ করে রাশিয়ায় নিয়ে গিয়েছে যেখানে নিঃসন্দেহে তাকে নির্মমভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে যার শেষ হবে তাকে হত্যা করার মাধ্যমে। ইব্রাহিম বলে, যে তারা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে আর একই সাথে তারা এইবার ইভানের ব্যবসার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। আব প্রতিপক্ষের একজনকে অপহরণ করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার মধ্যে দিয়ে তাদের এই অভিযান শুরু হবে।

অন্য কোন দেশে, অন্য কোন গোয়েন্দা সংস্থায় এই প্রস্তাব অবিশ্বাস্য আর এমনকি ফাজলামো বলে মনে করা হতে পারে। কিন্তু দণ্ডের বিষয়ই আলাদা। এধরনের প্রথা বিবর্জিত ধ্যানধারণার জন্য দণ্ডের এমনিতেই খ্যাতি রয়েছে, হিক্রতে যাকে বলা হয়: মেগুগ্লা যার মানে বোকামি বা নির্বুদ্ধিতা। দণ্ডের অবশ্য কোন ধারণাকেই মেগুগ্লা বলে বাতিল করা হয় না। মাঝে মাঝে এমনকি মেগুগ্লার মাত্রা খুব বেশি হয় ততই মঙ্গল। পুরোটাই একটা মানসিক পরিস্থিতি। আর একারণেই দণ্ডের এমন তুঙ্গম্পর্শী খ্যাতি।

আরো একটা বিষয় আছে যা তাদের অন্যসব গোয়েন্দা সংস্থা থেকে পৃথক করে তুলেছে: নীচু স্তরের কর্মচারীদের পরামর্শ দেবার স্বাধীনতা এমনকি তারা তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ধারণাকে প্রশ্ন করতেও পারে। ইব্রাহিমের পুরো দলটা যখন কঠোর ভাবে পুরো পরিকল্পনাটা খুটিয়ে খুটিয়ে পর্যালোচনা করে সে তখন তাই মোটেই অপ্রসন্ন হয় না। কোন সন্দেহ নেই পুরো দলটাই একটা সারথাহী সন্নিবেশ— অবশ্য বেশির ভাগ সদস্যই কখনও ফিল্ড এজেন্ট হবার কথা চিন্তাও করেনি— তারপরেও দণ্ডের ইতিহাসে সবচেয়ে দুর্ধষ আর বিপজ্জনক অভিযান তারা

পরিচালনা করেছে। তারা কি করেনি, হত্যা, অপহরণ থেকে শুরু করে প্রতারণা, চুরি জালিয়াতি সবকিছুই এই দলটা সিদ্ধহস্ত। তারা ইব্রাহিমের দ্বিতীয় নেত্র। তার নিরাপত্তা বেটনী।

আলোচনা আরো এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। ওলগার কারণে বেশিরভাগ আলোচনা ইংরেজি করা হয় মাঝে মাঝে নিরাপত্তার কারণে বা অন্য কোন কোন ভাষায় সেটা করা সম্ভব না বলে তারা হিব্রুতে আলোচনা করে। কখনও কখনও কেউ মেজাজ খারাপ করে বা অন্যকে অপমানিত করার প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়। এসব খুটিনাটি বাদ দিলে আজকের আলোচনায় সবাই বেশ ভদ্রভাবেই উতরে যায়। শেষ সমস্যাটার সমাধান হলে ইব্রাহিম সেদিনের মতো আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা কবে এবং সবার ভিতরে কাজ ভাগ করে দেয়। ইয়শি আর ইয়াকুবকে গাড়ি সংগ্রহ আর পথ বিপদমুক্ত রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ডিনা, রিমোনা আর মরিয়ম দরকারী সব ওয়েবসাইট, নিমন্ত্রণপত্র, ব্রোশিয়ার আর ভূয়া প্রতিষ্ঠান তৈরি করবে। রাশান ভাষী এলি লাভোন আর মিখাইল, জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়টা সামলাবে তাদের সাথে বিশেষজ্ঞ হিসেবে ওলগা সহায়তা করবে। ইব্রাহিমের কোন সুনির্দিষ্ট কাজ আপাতত নেই, কেবল তত্ত্বাবধায়ন আর দৃষ্টিভঙ্গি করা ছাড়া। সে মনে মনে ভাবে, এটাই ঠিক আছে, শমসেরও আগে বহুবার এই একই ভূমিকা পালন করেছে।

মাঝরাত নাগাদ, বাসনকোসন আর টেবিল পরিষ্কার করে তারা সবাই উপরে নিজ নিজ ঘরে যায় কয়েকঘণ্টা ঘুমিয়ে নিবে বলে। ইব্রাহিম আর মরিয়ম তাদের মাস্টার সুইটে প্রেমপূর্ণ কিন্তু দ্রুত ভাব ভালবাসার পালা শেষ করে। তারপরে অন্ধকারে পাশাপাশি ক্লাস্ত ভঙ্গিতে ইব্রাহিম ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকে। মরিয়ম তার গালে আলতো করে হাত বুলিয়ে দেয়।

“কোথায় হারিয়ে গিয়েছো?” মরিয়ম জানতে চায়।

“মস্কোতে,” সে উত্তর দেয়।

“সেখানে কি করছ?”

“ইরিনার উপরে নজর রাখছি।”

“কি দেখছ?”

“আমি এখনও ঠিক নিশ্চিত নই।”

মরিয়ম কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। “ইব্রাহিম নেকড়েগুলো আশেপাশে না থাকলে তুমি কখনও এত সুখী থাকো না। খালিদের কথাই হয়তো ঠিক। দপ্তরই তোমার একমাত্র পরিবার।”

“মরিয়ম, আমার পরিবার বলতে আমি তোমাকেই বুঝি।”

“তুমি নিশ্চিত তুমি তাদের ছেড়ে আসতে চাও?”

“আমি নিশ্চিত।”

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দি ডিক্টর

“আমি শুনেছি শমসেরের অন্য পরিকল্পনা রয়েছে।”

“তার সবসময়েই তাই থাকে।”

“তুমি তাকে কখন সরাসরি জানাবে যে দায়িত্বটা তুমি নিতে ইচ্ছুক না?”

“শ্রুগরীকে রাশিয়া থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার পরেই।”

“ইব্রাহিম আমাকে কেবল একটা কথা দাও। আমাকে কথা দাও তুমি ইভানের বেশি কাছে যাবে না।” সে পরম আবেগে তার ঠোঁটে চুমু দেয়। “ইভানের সুন্দর জিনিস ভাঙার একটা বেয়াড়া স্বভাব আছে।”

২৪. ব্লাজিও, ইতালি

নর্দান ইতালিয়ান ট্রাভেল এসোসিয়েশন বা নিটার অফিস ব্লাজিও শহরের এক সংকীর্ণ পায়ে হাঁটা গলিপথে অবস্থিত বা এমনটাই দাবী করা হয়ে থাকে। উত্তর ইতালির অতুলনীয় সৌন্দর্য্য আর জীবনযাত্রা সম্পর্কে, বিশেষ করে বিদেশী ট্রাভেল এজেন্ট বা ভ্রমণবিষয়ক লেখকদের দিয়ে জোরাল প্রচারনা চালিয়ে এই অঞ্চলে পর্যটনকে উৎসাহিত করাকেই এরা তাদের মূল উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করে থাকে। লেকের বিপরীত দিকে ভিলা টেরেসায় ইব্রাহিমের দল সমবেত হবার প্রায় সাথে সাথেই এই সংস্থার ওয়েবসাইট নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়। একই সাথে, তেল আভিভে ছাপান, এই সংস্থার বিবরণ সম্বলিত একটা সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা সেই সাথে বার্ষিক শীতকালীন সম্মেলনের তৃতীয় বর্ষপূর্তি আর গ্রান্ড হোটেল ভিলা সারবেলনিতে আয়োজিত প্রদর্শনীর আমন্ত্রণপত্র— কেবল একটাই মুশকিল সারবেলনির দায়িত্বশীল কেউ প্রথম বা দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী বা সম্মেলনের কথা মনেই করতে পারে না।

সম্মেলন শুরু হতে যখন কেবল বাহাস্তর ঘণ্টা বাকি, আমন্ত্রিত অতিথির একজন শেষ মুহূর্তে আসতে অপারগতা প্রকাশ করলে আয়োজক কর্তৃপক্ষ হতাশ হয়ে পড়ে এবং ভড়িঘড়ি একজন রিপ্রেসেন্টে খুঁজতে থাকে। মস্কোর টেভারস্কায়া স্ট্রীটের, গ্যালাক্সি ট্রাভেলের ইরিনা বুলগানোভার নাম তাদের প্রথমেই মনে পড়ে। নিটা যদি কোন সাধারণ ভ্রমণ সংস্থা হত তাহলে এত কম সময়ের নোটিশে মিস. বুলগানোভা আদৌ ইতালি আসতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারতো। নিটা অবশ্য, সবচেয়ে দক্ষ প্রতিষ্ঠানের কাছেও সুলভ নয় এমন পদ্ধতি আর প্রক্রিয়ায় সুরাভয়ে ধন্য। তাবা বেচারী ইরিনার কম্পিউটার হ্যাক করে এবং তার কর্মসূচির দিনপঞ্জি খুটিয়ে দেখে। তারা তার ই-মেইল পড়ে আর টেলিফোনে আউটপাঠে। মস্কোতে তাদের সহকর্মীরা দিনরাত মিস. বুলগানোভাকে অনুসরণ করে সে কোথায় যায় কি করে তারা এমনকি তার পাসপোর্টও এরই মাঝে খুঁজিয়ে দেখে নিশ্চিত হতে যে সেটা ঠিকঠাক রয়েছে।

তাদের অনুসন্ধানের ফলে বেচারীর জটপাকান ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়টা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে উঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তারা জানতে পারে যে মিস. বুলগানোভা সম্প্রতি কোন অজানা কারণে তার প্রেমিকের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করাটা একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে। তারা জানতে পারে রাতের বেলা তার ঘুমের

ব্যাঘাত ঘটছে এবং টেলিভিশন দেখার চেয়ে গান শুনতেই সে বেশি পছন্দ করে। তারা আরো জানতে পাবে সম্প্রতি সে এফএসবি'র সদর দপ্তরে তার প্রাক্তন স্বামীর খবর জানতে চেয়ে ফোন করেছিল আবেদনটা রুচুভাবে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। সব বিষয় বিবেচনা করার পরে, তারা সঙ্গত কারণেই বিশ্বাস করে যে মিস. বুলগানোভার মতো পরিস্থিতিতে পড়া এক মহিলা বিনা খরচে ইতালি ভ্রমণের সুযোগ সম্ভবত লুফে নেবে। এবং এছাড়া মস্কোবাসীর আর কিইবা করার আছে? নিমন্ত্রণপত্র যেদিন পাঠান হয়, সেদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাষে ভারী তুষারপাত আর সম্ভবত হিমাক্তের বিশ ডিগ্রী নিচের তাপমাত্রার কথা বলা হয়।

নিমন্ত্রণপত্রটা ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠান হয় এবং সেটাতে সাক্ষর করেছে স্বয়ং ভেরোনিকা রিচি, নিটার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। শেষ মুহূর্তে নিমন্ত্রণ পাঠাবার জন্য মার্জনা চেয়ে বার্তাটার শুরু এবং শেষ হয় প্রথম শ্রেণীতে বিমান ভ্রমণ, বিলাসবহুল হোটেলে অবস্থান আর সুস্বাদু ইতালিয়ান খাবারের প্রতিশ্রুতির মধ্যে দিয়ে। মিস. বুলগানোভা যদি সম্মেলনে যোগ দিবেন বলে মনস্থির করেন- আর নিটা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে যে তিনি যেন যোগ দিতে রাজি হন- তাহলে তথ্য সম্বলিত একটা প্যাকেট, বিমানের টিকিট আর স্বাগত স্মারক তার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ই-মেইলে অবশ্য একটা কথা ইচ্ছা করেই চেপে যাওয়া হয় যে উপরে উল্লেখিত সামগ্রী ইতোমধ্যেই মস্কো পৌঁছে গিয়েছে এবং অস্তিত্ব নেই এমন একটা কুরিয়ার সংস্থার মাধ্যমে তার কাছে সেটা পৌঁছে দেওয়া হবে। মেইলে এটাও উল্লেখ করা হয় না যে মিস. বুলগানোভার উপরে তারা নজর রাখছে ইভান কারকভের লোকেরা তাকে অনুসরণ করছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে। ই-মেইলে কেবল একটাই অনুরোধ করা হয়: সে যেন যত দ্রুত সম্ভব নিজের মতামত জানায় যাতে সে আসতে অপারগ হলে তারা সম্ভাব্য অন্য ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

সৌভাগ্যবশত, তেমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় না, ই-মেইল পাঠানোর পরে ঠিক সাত ঘণ্টা বারো মিনিট অভিবাহিত হলে, মস্কো থেকে উত্তর আসে। ভিলা টেরেসায় বার্তাটার প্রতিক্রিয়া হয় সংক্ষিপ্ত কিন্তু উল্লাসপূর্ণ। ইরিনা বুলগানোভা ইতালি আসছে। আর তাদের সামনে এখন অনেক কাজ পড়িয়েছে।

প্রতিটি অভিযানের ক্ষেত্রেই, শমসের বলতে ভুলবাসে, একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি রয়েছে। এই সময়টা সাফল্যের সাথে উতরে যেতে পারলে পুরো অভিযানটার সাফল্যের সম্ভাবনা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। এসময়টায় কোন ধরনের ঝামেলা হলে, যত সামান্যই হোক তার মাত্রা, পুরো অভিযানটা স্থবিরতার চড়ায় আটকে যেতে পারে এমনকি কপাল খারাপ হলে বিপর্যয়ের ঝাপটায় পুরো

আয়োজনই দুর্ভাগ্যের পাখুরে বেলাভূমিতে আছড়ে পড়তে পারে। বর্তমান অভিযানের ক্ষেত্রে, ইরিনা নিজেই সেই স্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। এখনও পর্যন্ত তারা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না সে আদতে ঈশ্বর-প্রেরিত নাকি তাদের জন্য শয়তানের বরাভয় নিয়ে হাজির হতে যাচ্ছে। তাকে যদি ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে এই অভিযানটা তাদের শ্রেষ্ঠ অভিযান বলে পরিগণিত হবে। অন্যদিকে একটা ভুল হলে, সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে তার কারণে তারা সবাই বেঘোরে মারা পড়তে পারে।

তারা পুরো পরিস্থিতিটা এমনভাবে বিশ্লেষণ করে যেন এর উপরেই তাদের সবার বাঁচামরা নির্ভর করছে। এলি লাভোনার চেয়ে মিখাইলের রাশান ভাষায় পারদর্শিতা বেশি আর সে কারণে অল্পবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও তাকেই প্রধান তদন্তকারী অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। লাভোনের চেহারা অমায়িক এবং বন্ধুসুলভ হবার কারণে তাকে গুভানুধ্যায়ীর ভূমিকা দেওয়া হয়। পুরো পরিস্থিতিতে কেবল একটাই অনিয়ত বা অস্থির প্রভাবক আর সেটা অবশ্যই ইরিনা নিজেই। কোন ধরনের জটিলতার উদ্ভব ঘটলে তাদের সাহায্য করার জন্য ওলগাকে রাখা হয়েছে। ইব্রাহিম তাকে পুরো বিষয়টা বুঝিয়ে দিতে সে প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে পরমুহূর্তেই যুদ্ধমান। সারমেয় শাবক বলে তাদের অভিহিত করে সে প্রথমে কান্নায় ভেঙে পড়ে, চুপ করে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় এবং একটা পর্যায়ে অন্ধ আক্রোশে তাদের উপরে হামলে পড়ে। ইরিনা ইতালি পৌছাবার আগের রাতে, মিখাইল আর লাভোন আশাবাদী হয়ে উঠে যে তারা ইরিনার যেকোন মূর্তি সামলাবার জন্য প্রস্তুত। এখন কেবল ভালয় ভালয় মূল আকর্ষণ এসে পৌছালেই নাটক শুরু হবে।

কিন্তু তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে সে ইভানের হাতের ক্রীড়ানক নাকি তার রোষের শিকার? এই প্রশ্নটাই তাদের প্রথম থেকে বিব্রত করে আসছে আর অপেক্ষার দীর্ঘ রাতগুলোতে এই প্রশ্নটাই তাদের কুরে কুরে খেয়েছে। ইব্রাহিম পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, সে ইরিনাকে বিশ্বাস করে কিন্তু ইব্রাহিমই আবার নিজেই স্বীকার করেছে যে রাশান রমণীর প্রতি তার ঋণপাতিত্ব সে সন্দেহাতীতভাবে শেষবারের মতো খতিয়ে দেখতে চায়। সে বারবার বলেছে, মেয়েরাই রাশিয়ার একমাত্র আশা। দলের অন্য সদস্যরা বিশেষ করে ইয়াকভ, ভবিষ্যতের গর্ভে কি রয়েছে সে ব্যাপারে খুব একটা আশাবাদী ধারণা পোষণ করে না। ইয়াকভ মানব জাতির সবচেয়ে খারাপ রূপটা দেখেছে এবং তার আশঙ্কা তারা ইভানের একজন লোককে তাদের মাঝে স্বাগত জানাতে চলেছে। সে যে এখনও বেঁচে আছে এই ব্যাপারটাই, সে তর্ক করে বলে, ইরিনার বিশ্বাসঘাতকতার স্মারক। “ইরিনা যদি ধোয়া তুলসী পাতায় হবে ইভান এতদিনে তাহলে তাকে শেষ করে দিত,” সে বলে। “ইভান সাধারণত সেটাই করে থাকে।”

মস্কোতে আর কিং সল বুলেভার্ডে অবস্থিত তাদের সহকর্মীদের সহায়তায়, তারা ইরিনার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির উপরে কড়া নজর রাখে, বিশ্বাসঘাতকতার সামান্যতম প্রমাণের জন্য সবাই উদগ্রীব। সে রওয়ানা দেবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা তারা দুটো ফোনকল মনিটর করে, একটা বাল্যকালের বন্ধুর কাছে করা আর অন্যটা ইরিনা তার মায়ের কাছে করেছে। তারা রাত আড়াইটার মতো বেকায়দা সময়ে ইরিনার ঘড়ির অ্যালার্ম বেজে ওঠার শব্দ শুনতে পায় এবং দশ মিনিট পরে সে যখন গোসলে তখন দ্বিতীয় দফা অ্যালার্ম বেজে উঠে। আর তিনটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে লিমোজিন কোম্পানিকে ফোন করে সে যখন গাড়ির জন্য তাগাদা দেয় তখন তার কণ্ঠে ক্রোধের ঝলক প্রথমবারের মত শুনতে পায়। মিখাইল যে একটা নিরাপদ লাইনে রেকর্ড করা ফোনকল শুনছিল সে দলের বাকি সদস্যদের কাছে ইরিনা ফোনে কি বলেছে সেটা ভাষান্তরিত করে বলতে অস্বীকার করে। সে কেবল বলে যে ইরিনা যদি অস্কার জয়ী অভিনেত্রী না হয়ে থাকে তবে আসলেই সে রেগে গিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে লিমুজিন কোম্পানির গাড়িটা পৌছাতে মাত্র পনের মিনিট দেরী করেছে জানুয়ারির শেষভাগে যাকে রীতিমত একটা অভ্যুত্থানের সাথে তুলনা করা চলে আর সে ৩:৪৫ মিনিটে শেরেমেতেইয়ভো বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়। মস্কো স্টেশনের এক ফিল্ড অপারেটর শিমুয়েল পেলোড, গাড়ি থেকে রুদ্ধ মূর্তিতে নেমে টার্মিনালের উদ্দেশ্যে হাঁটা দেবার আগে এক ঝলকের জন্য ইরিনাকে দেখতে পায়। তার প্লেন, অস্ট্রিয়ান এয়ারলাইনসের ফ্লাইট ৬০৬, ঠিক সময়েই রওয়ানা দেয় এবং ভিয়েনার শিউয়েচাটে স্থানীয় সময় সকাল ৬:৪৭ মিনিটে অবতরণ করে। ডিনা, আগের দিন সে অস্ট্রিয়ার রাজধানীতে উড়ে গিয়েছে, জেটওয়ে থেকে ইরিনা বের হয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা নিজেদের মাঝে ভদ্রতাসূচতে দূরত্ব বজায় রেখে একসাথে বহির্গমন গেটের দিকে হেঁটে যায় এবং শোভন শ্রেণীর কেবিনের তৃতীয় সারিতে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করে— ইরিনা এই বরাবর থ্রিসি, ডিনা জানালার পাশে থ্রিএ। বিমান মিলানে অবতরণ করতে সে ইব্রাহিমকে একটা মেসেজ পাঠায়। মূল আকর্ষণ পৌছে গিয়েছে। নাটক এবার শুরু করা যায়। বিমানের যখন দরজা খুলে ইরিনা খুতনিতে একটা উদ্ধত ভঙ্গি তুলে প্যারেড-গ্রাউন্ডের বেড়ার পাশে পাসপোর্ট নিয়ন্ত্রকের অফিসের দিকে আরো একবার হাঁটা শুরু করে। বেশির ভাগ রাশানের দায়, সে উর্দিধারী লোকদের মুখোমুখি হতে ভয় পায় এবং নিজের ভ্রমণ সঞ্চয়িত্ত কাগজপত্র এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কোম্পানির জটিলতা ছাড়াই ইতালিতে প্রবেশের অনুমতি লাভ করার পরে সে আগমনী হলের উদ্দেশ্যে হাঁটা দেয় যেখানে মরিয়ম একটা প্ল্যাকার্ড হাতে তার জন্য অপেক্ষা করছে যাতে লেখা রয়েছে: গ্যালাক্সি

ট্রাভেলসের ইরিনা বুলগানভকে নিটার পক্ষ থেকে স্বাগতম। লিয়র আর মন্তি মরিয়মের সদা উপস্থিত দেহরক্ষীদের কাছেই একটা অনুসন্ধান বুথের সামনে তাদের শিকারের দিকে সজাগ দৃষ্টি থেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটাহাঁটি করে।

ডিনা যখন বাইরে আগমনকারীদের অভ্যর্থনা জানাবার নির্ধারিত স্থানের উদ্দেশ্যে হাঁটা দেয় তখন তাকে কেউ লক্ষ্য করেছে বলে মনে হয় না, ইব্রাহিম সেখানে ভাড়া করা একটা বিলাসবহুল মিনিবাসের দরজার পাশে শোফারের কালো সুট আর চোখ ঢাকা সানগ্লাস পরে অপেক্ষা করছে। দুটো গাড়ি পেছনে, ইয়াকভ আরেকটা ভাড়া করা ল্যানসিয়া সিডানের হুইলের পেছনে বসে কুরিয়ার ডেলা সেরার খেলার পাতা পড়ার ভান করে রয়েছে। ডিনা সামনের প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসতে বসতে দেখে যে ইরিনা মিনিবাসে আরোহন করেছে। ইব্রাহিম দ্রুত ইরিনার ব্যাগে কোন ট্র্যাকিং বিকন পাতা আছে কিনা দেখে নিয়ে সেগুলো লাগেজ হোল্ডে তুলে দেয়।

পুরো যাত্রা পথের দৈর্ঘ্য নব্বই মিনিট। তারা বেশ কয়েকবার পুরো পথটায় আসা যাওয়া করেছে আর সেদিন সকালবেলা বিষয়টা এমন দাঁড়িয়েছে যে তারা ঘুমের ঘোরেও এই পথে যেতে পারবে। বিমানবন্দর থেকে যাত্রা করে তারা উত্তরপূর্বদিকে কয়েকটা শহর আর সমৃদ্ধ গ্রাম অতিক্রম করে কোমোতে পৌঁছায়। গ্রান্ড হোটেল ভিলা সারবেলনি যদি তাদের আসল গন্তব্য হত তাহলে তারা লেকের উল্টান ওয়াই দ্বিখন্ডিত করে সোজা ব্লাজ্জিওর দিকে এগিয়ে যেতো। সেটা না করে তারা লেকের পশ্চিমপার্শ্ব অনুসরণ করে ট্রেমেজ্জোতে পৌঁছায় এবং একটা ব্যক্তিগত জেটিতে এসে গাড়ি থামায়। সেখানে একটা স্পিডবোট অপেক্ষা করছে দেখা যায় যার হুইলে লিয়র আর মন্তি স্টার্নে। ইরিনা আর মরিয়মকে নিয়ে স্পিডবোটটা ধীরে ধীরে শান্ত পানি কেটে উপদ্বীপের শেষপ্রান্তে তামাটে-কমলা রঙের বিশাল ভিলাটায় প্রবেশের খাঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। ভিলায় প্রবেশের বিশাল ফয়্যারের নিচে হিমবাহের বরফের মত নীল চোখ আর রক্তহীন, ভাবলেশহীন মুখের এক লোক সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। “ইতালিতে স্বাগত,” চোস্ত রাশানে সে বলে। “অনুগ্রহ করে আপনার পাসপোর্টটা কি আমাকে একটু দেখাবেন?”

২৫. লেক কোমো, ইতালি

পরবর্তী ঘটনাবলির একটা অডিও রেকর্ডিং রয়েছে। পুরো টেপটার দৈর্ঘ্য এক মিনিট বারো সেকেন্ড এবং সেটা আজও কিং সল বুলেভার্ডের মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে, বিষয়বস্তুর কারণে সেটা শিক্ষানবিসদের অবশ্যশ্রাব্য আর তাছাড়া টেপটার নির্ধারিত বিনোদন মূল্যও উপেক্ষা করার উপায় নেই। ইব্রাহিম তাদের আগেই ইরিনার মেজাজের কথা বলে সাবধান করে দিয়েছিল তারপরেও অভ্যর্থনাকারীরা আর যাই হোক এমন তোপের মুখে পড়বে ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি। এলি লাভোন, বাইবেল সম্বন্ধীয় পুরাতত্ত্ববিদ পরে বিষয়টাকে ইহুদি জাতির সমগ্র ইতিহাসের অন্যতম মহাকাব্যিক লড়াই বলে উল্লেখ করে।

পরিস্থিতি সামলাবার জন্য ইব্রাহিম সেখানে উপস্থিত ছিল না। সেই মুহূর্তে সে নৌকা নিয়ে খাড়িতে প্রবেশ করেছে এবং কানে লাগান খুদে এয়ারপিসে পুরো কথোপকথন শুনছে। এর মাঝে বিকট শব্দ শুনে ক্রিস্টালের একটা ফুলদানির দফারফা হয়ে গেছে বলে মনে হতে সে দ্রুত ভিলায় প্রবেশ করে খাবার ঘরে উঁকি দেয়। ততক্ষণে অবশ্য খান্ডবদাহন শেষ আর বৈরীমনোভাবে সাময়িক অবসান ঘোষিত হয়েছে। একটা চারকোণাকৃতি টেবিলের একপ্রান্তে ইরিনা বসে রয়েছে, উত্তেজনার কারণে হাপাচ্ছে এবং ইয়াকভ আর রিমোনা নির্বিকার ভঙ্গিতে দু'পাশ থেকে তার দু'হাত ধরে রয়েছে। টেবিলের আরেক পাশে ইয়শি হতভম্ব ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, শার্ট ছেড়া আর হাতের উল্টোপিঠে চারটা সমান্তরাল আচড়ের দাগ। ডিনা ঠিক তার পাশেই দাঁড়ান, বেচারির বাম গাল টকটকে লাল হয়ে আছে, যেন একটু আগেই কেউ সেখানে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছে, সত্যি কথা বলতে ব্যাপারটা ঠিক তাই ঘটেছে। মিখাইল ইরিনার ঠিক মুখোমুখি তখনও ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লাভোন, ভাল মানুষের মতো মুখ করে, তার পাশে দাঁড়িয়ে, নিজের ক্ষুদে হাতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ভাবটা এমন যেন ইজ্জত ফালুদা করে দেওয়া দর্শনীয় ঘটনাটা তার সামনে ঘটার কারণে সে দাঁড়ান মর্মাহত।

ইব্রাহিম বেকায়দা দেখে কোন কথা না বলে লাইবেরিতে সুট করে ঢুকে পড়ে দেখে সেখানে ওলগা সুকোভা, প্রাক্তন জেহাদি সাংবাদিক, বর্তমানে দলের অন্যতম একজন সদস্য, কানে হেডফোন লাগিয়ে ভিডিও মনিটরের সামনে বসে রয়েছে। ইব্রাহিম নিরবে তার পাশে বসে আরেক জোড়া হেডফোন কানে দিয়ে ভিডিও মনিটরের দিকে তাকায়। মনিটরে মিখাইলকে আমলাতান্ত্রিক অবজ্ঞায় ধীরে ধীরে

ইরিনার পাসপোর্টের পাতা উল্টাতে দেখা যায়। তার পাসপোর্টটা দেখা শেষ হলে সেটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে ইরিনার দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে পুনরায় রাশান ভাষায় কথা বলে। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলে ইব্রাহিম এক কানের উপর থেকে হেডফোন সরিয়ে ওলাগার ভাষান্তর মন দিয়ে শোনে।

“তোমার নাম ইরিনা ইয়োসিভনা বুলগানোভা, ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে রাশিয়ায় জন্ম?”

“ঠিকই আছে।”

“ইরিনা ইয়োসিভনা বুলগানোভা, রাশিয়ার ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসের স্বপক্ষত্যাগী গ্রেগরী নিকোলেভিচ বুলগানভের প্রাক্তন স্ত্রী?”

“সেটাও ঠিক আছে।”

“ইরিনা ইয়োসিভনা বুলগানোভা, রাশান ফেডারেশনের শত্রুদের পক্ষে কর্মরত গুপ্তচর এবং বিশ্বাসঘাতক?”

“কেউ দেখতো বেয়াদবটার বোধহয় জ্বর হয়েছে, প্রলাপ বকছে।”

“আপনি বোধহয় ভাল করেই জানেন আমি কি বলছি। আমি বিশ্বাস করি আপনি ঠিকই জানেন আমি কি বলতে চাইছি।”

ওলগা মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। “তার বোধহয় মেয়েটার সাথে এতটা রুঢ় হওয়াটা উচিত হয়নি। বেচারী ভয়ে একেবারে সিটকে গিয়েছে।”

ইব্রাহিম কোন উত্তর দেয় না। মিখাইল নিজেই শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবে। কিন্তু এখনও সেটার সময় হয়নি। প্রথমে তাদের কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি। সে ইভানের অনুচর নাকি তার রোষের শিকার? ঈশ্বরের কৃপায় সে এখানে এসেছে নাকি তারা নিমন্ত্রণ করে শয়তানের প্রতিভূকে নিজেদের মাঝে ডেকে এনেছে?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

২৬. লেক কোমো, ইতালি

“তুমি কে হে?” ইরিনা গর্জে উঠে জানতে চায়।

“তুমি যদি একান্তই আমাকে নাম ধরে ডাকতে চাও তাহলে তুমি আমাকে ইয়েভগেনী বলে সম্বোধন করতে পার।”

“তুমি কাদের হয়ে এসব ফাজলামো করছ?”

“সেটা গুরুত্বপূর্ণ না।”

“তুমি রাশান?”

“এটাও গুরুত্বপূর্ণ না। যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল ভোমার পাসপোর্ট। রাশান ফেডারেশনের নাগরিক হবার কারণে তুমি যুক্তরাজ্যের ভিসা আগে থেকে সংগ্রহ না করলে তোমাকে সে দেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। এখন অনুগ্রহ করে আমাকে কি বলবে তুমি কিভাবে ভোমার পাসপোর্টে তেমন কোন ভিসা না নিয়েই সেদেশে প্রবেশ করেছিলে।”

“আমি আমার বাপের জন্মেও ব্রিটেনে যাইনি।”

“ইরিনা ইয়োসিভনা আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।”

“আমি তোমাকে সত্যি কথাই বলছি। তুমি নিজেই সেটা বলেছো। রাশান নাগরিকদের ব্রিটেনে যেতে হলে ভিসা নিতে হয়। আমার পাসপোর্টে কোন ভিসা নেই। তার মানে কি এই দাঁড়ায় না যে আমি কখনও সেদেশে যাইনি।”

“কিন্তু আপনি এই মাসের গোড়ার দিকে লন্ডন গিয়েছিলেন আপনার প্রাক্তন স্বামী, রাশান ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসের কর্নেল গ্রেগরী নিকোলেভিচ বুলগানভের অপহরণে সহায়তা করতে।”

“হাস্যকর একটা অভিযোগ।”

“যুক্তরাজ্যে আপনার প্রাক্তন স্বামী স্বপক্ষ ত্যাগ করে বসবাস করতে আসলে তার সাথে আপনার পুনরায় যোগাযোগ হয়েছিল।”

সে এক মুহূর্ত ইতস্তভ করে তারপরে সত্যি কথাই বলে। “আমার সাথে তার যোগাযোগ ছিল।”

“আপনি তার সাথে পুনরায় নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। পুনরায় একত্রে বসবাস করার বিষয়ে। হয়ত আবার বিয়ে করার কথা আলোচনা করেছিলেন।”

“পুচকে ছোকরা এসব তোমার না জানলেও চলবে।”

“সবকিছু জানাই আমার কাজ। এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দেন। গ্রেগরী চেয়েছিল যে আপনি লভনে যান।”

“আমি তাকে কোন কথা দেইনি।”

“কিন্তু এ বিষয়ে আপনাদের ভিতরে আলোচনা হয়েছিল।”

“আমি শুনেছি কেবল।”

“ইরিনা ইয়োসিভনা আপনার স্বামী একজন স্বপক্ষত্যাগী। তার সাথে যোগাযোগ রাখাটাই রাষ্ট্রের চোখে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।”

“গ্রেগরী আমার সাথে যোগাযোগ করেছিল। আমি কোন অন্যায় করিনি।”

সে প্রতিবাদ করছে। ইব্রাহিম এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে ভেবে আগেই তার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। ইব্রাহিম সব কিছুর জন্যই নিজেকে প্রস্তুত রেখেছে। বেটিকে ভালমত চাবকালে কেমন হয়, সে ভাবে। সে যেন বুঝতে পারে আমাদের হাক্কা করে নেবার কোন অবকাশ নেই।

মিখাইল এবার টেবিলের উপরে তিনটা টুকরো কাগজ সাজিয়ে রাখে।

“জানুয়ারির দশ আর এগার তারিখে আপনি কোথায় ছিলেন?”

“আমি মস্কোতে ছিলাম।”

“আমি আর একবার জিজ্ঞেস করছি। ভাল করে ভেবে তারপরে উত্তর দেবেন।

জানুয়ারির দশ আর এগার তারিখে আপনি কোথায় ছিলেন?”

ইরিনা চুপ করে থাকে। মিখাইল এবার প্রথম কাগজটার দিকে আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করে।

“আপনার কম্পিউটারের দিনপঞ্জিতে এই দুই দিনের কোন এন্ট্রি নেই। না কোন মিটিং। না কোন নিমন্ত্রণ। না ক্লায়েন্টের সাথে কোন পূর্বনির্ধারিত ফোনকল। কোন কিছুই নেই।”

“জানুয়ারি মাসটা এমনই স্থবির কাটে। এই বছর, মন্দার কারণে...”

মিখাইল রুঢ় ভঙ্গিতে হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দেয় এবং দ্বিতীয় কাগজের উপরে টোকা দেয়।

“আপনার মোবাইলের রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে এই দুইদিনে আপনি তিন ডজনেরও বেশি ফোন কল রিসিভ করেছেন কিন্তু নিজে একটা কলও করেননি।”

নিরবতা জেকে বসতে, সে এবার তৃতীয় কাগজের উপরে আঙ্গুল নিয়ে আসে।

“আপনার ই-মেইলেরও একই দশা: প্রচুর ই-মেইল এসেছে কিন্তু একটাও পাঠান হয়নি। আপনি কি এই ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন?”

“না।”

মিখাইল এবার তার পায়ের কাছে রাখা ব্রিফকেস থেকে একটা ম্যানিলা ফোল্ডার বের করে। অন্তেষ্টিক্রিয়ার মতো শোকাবহ ভঙ্গিতে সে ফোল্ডারটার ভেতর থেকে

একটা ছবি বের করে আনে: কর্নেল গ্রেগরী বুলগানভ, জানুয়ারির দশ তারিখে, সন্ধ্যা ৬:১২ মিনিটের সময় লন্ডনের হ্যারো রোডে একটা মার্সিডিজ উঠছে। সে সাবধানে ছবিটার এক কোণা ধরে থাকে ভাবটা এমন যেন ছবিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ যা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন এবং ইরিনা যাতে দেখতে পায় এমনভাবে ছবিটাকে টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখে। ইরিনা দার্শনিকসুলভ নিরবতা বজায় রাখলেও তার মুখের অভিব্যক্তি বদলে যায়। মিনিটেরে, ইব্রাহিম তার মুখে ভয়ের ছাপ দেখতে পায়। নতুন করে মনে পড়ে যাওয়া কোন ভয়, সে ভাবে, অনেকটা বাল্যকালের দুর্ঘটনাজনিত কোন ভয়। আর একটু চেপে ধরলেই তারা তাকে দিয়ে সব কবুল করাতে পারবে। আলোচনার খেই ধরার মত, মিখাইল এবার দ্বিতীয় আরেকটা ছবি বের করে, এটা প্রথমটারই বর্ধিত সংস্করণ। ছবিটা ঝিরঝিরে আর ঝাপসা কিন্তু তারপরেও গাড়ির জানালার কাছে বসে থাকা মেয়েটার পরিচয় নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

“এই ছবিটা ব্রিটেনের মাটিতে আপনাকে একটা জঘন্য অপরাধের সহযোগী প্রতিপন্ন করছে।”

ইরিনা চোখ পিটপিট করে ঘরের চারপাশে তাকায় যেন পালাবার পথ খুঁজছে। মিখাইল নির্বিকার ভঙ্গিতে ছবি দুটো আবার ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে রাখে।

“আমরা আবার নতুন করে শুরু করি, ঠিক আছে? আর এইবার আপনি আমার সব প্রশ্নের উত্তরে সত্যি কথা বলবেন। আপনার পাসপোর্টে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের কোন বৈধ বা অন্য কোন ধরনের ভিসা নেই। আপনি ভাহলে সে দেশে কিভাবে প্রবেশ করেছিলেন?”

সে এবার এত অস্পষ্ট ভঙ্গিতে উত্তর দেয় যে ভাল করে শোনাই যায় না। বস্ত্রতপক্ষে লাভোন আর মিখাইলও নিশ্চিত হতে পারে না যে তারা ঠিক কি শুনেছে। অবশ্য লাইব্রেরির শ্রবণকেন্দ্রে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকে না, ইরিনা টেবিলের যেখানে বসে রয়েছে সেখানে স্থাপিত অতি সংবেদনশীল একজোড়া মাইক্রোফোন স্ফটিক স্বচ্ছ সংকেত পৌছে দেয়। ওলগা ইব্রাহিমের দিকে তাকিয়ে বলে, “আমরা তাকে বাগে পেয়েছি।” মিখাইল ইরিনার দিকে তাকিয়ে তাকে জোরে কথা বলতে বলে।

“আমি ভিন্ন আরেকটা পাসপোর্ট ব্যবহার করেছিলাম,” ইরিনা এবার গলা স্বর চড়িয়ে উত্তর দেয়।

“তার মানে ভিন্ন আরেকটা নামে তাই তো?”

“বুদ্ধি খুলেছে দেখছি।”

“আপনাকে পাসপোর্টটা কে দিয়েছিল?”

“তারা আমাকে বলেছিল তারা গ্রেগরীর বন্ধু। তারা বলেছিল ভূয়া পাসপোর্টটা আমার নিজের সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করা উচিত।”

“আপনি প্রথমেই কেন কথাটা আমাকে বলেননি?”

“তারা আমাকে বিষয়টা কারো সাথে কখনও আলাপ করতে মানা করেছিল। তারা বলেছিল তাহলে তারা আমাকে খুন করবে।” এক ফোটা অশ্রু তার গালে গড়িয়ে নামে। সে অশ্রুবিन्दুটা দ্রুত মুছে ফেলে যেন নিজের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ায় লজ্জিত। “তারা আমার পুরো পরিবারকে হত্যা করবে বলে হুমকি দিয়েছিল। ঐ লোকগুলো মানুষের কাতারে পড়ে না। তারা শ্রেফ জানোয়ারের দল। আমার এই কথাটা তুমি বিশ্বাস করতে পারো।”

মিখাইল কোন উত্তর দেবার আগেই তার বামপাশে এতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা অবয়ব এবার যেন জীবন্ত হয়ে উঠে। কোচকানো স্যুট আর মাথা ভর্তি উস্কোখুস্কো চুলের ছোটখাট দয়ালু চেহারার লোকটা। অত্যন্ত দানকারী খুদে দেবদূতের ছোট ছোট হাতে একটা চিঠি দেখা যায়। গ্রেগরী বুলগানভের অন্তর্ধানের দু’সপ্তাহ আগে অক্সফোর্ডে তার রেখে যাওয়া সেই চিঠিটা। সে চিঠিটা ইরিনার হাতে দেয়, অনেকটা মৃত সৈনিকের স্ত্রীর হাতে ভাঁজ করা পতাকা তুলে দেবার ভঙ্গিতে। সে চিঠিটা পড়তে শুরু করলে তার হাত থরথর করে কাঁপতে থাকে।

আমার ভয় হয় প্রাক্তন স্ত্রীর সাথে আমার পুনরায় মিলিত হবার আকস্মিক বোধ হয় তাকে বিপদে ফেলবে। মস্কোতে তোমার অফিসাররা যদি মাঝে মাঝে তার উপরে একটু নজর রাখে তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

“আমাদের মনে হয় না সে মারা গেছে,” লাভোন বলে। “অন্তত এখনও না। কিন্তু আমরা যদি তাকে ফিরিয়ে আনতে চাই তাহলে আমাদের দ্রুত যা করার করতে হবে।”

“তোমরা কারা?”

“ইরিনা আমরা বন্ধু। আমাদের উপরে তুমি ভরসা রাখতে পারো।”

“আমার কাছ থেকে তোমরা কি চাও?”

“আমাদের বলো কাজটা তারা কিতাবে করেছে। আমাদের বলো তোমার স্বামীকে তারা কিতাবে নিয়ে গিয়েছে। আর তোমার যা মনে আছে কিছুই বাদ দিও না। ইরিনা তুমি তাজ্জব হয়ে যাবে অনেক সময় সবচেয়ে নগণ্য বিষয়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিপন্ন হয়।”

২৭. লেক কোমো, ইতালি

সে চায়ের জন্য অনুরোধ করে এবং ধূমপানের অনুমতি চায়। ইয়শি আর ডিনা চায়ের ব্যাপারটা দেখে; লাভোন, যে নিজেই চড়া দাগের ধূমপায়ী, সিগারেট নিয়ে তার সাথে যোগ দেয়। তামাক ভাগাভাগি করার ভিতর দিয়ে তাদের ভিতরে একটা বন্ধনের জন্ম হয়, সে নিজের দেহটা কয়েক ডিগ্রী ঘুরিয়ে বসে এবং এক হাত উঁচু করে নিজের মুখের পাশে ব্লাইন্ডারের মত রেখে সে মিখাইলকে নিজের দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে ফেলে। যতটা বোঝা যায় ইরিনার কাছে মিখাইল বলে কারো অস্তিত্বই নেই। আর সেজন্যই মিখাইলের জানার দরকার নেই যে লোকটা ছলচাতুরি করে তার নিজের স্বামীর অপহরণে অংশগ্রহণ করতে তাকে প্ররোচিত করেছিল ডিসেম্বরের উনিশ তারিখে প্রথম তার সাথে যোগাযোগ করেছিল। দিনটা তার নিশ্চিতভাবে মনে আছে কারণ সেদিন ছিল তার জন্মদিন। একই তারিখে লিওনিড ব্রেঝনেভের জন্ম হওয়াতে, ছেলেবেলায় স্কুলে এই মামুলি বিষয়টা জন্য সে বিশেষ খাতির পেত।

দিনটা ছিল সোমবার, তার স্পষ্ট মনে আছে এবং তার সহকর্মীরা রিটজ-কার্লটন হোটেলের ওটু লাউঞ্জে সুশি আর শ্যাম্পেন খাওয়াবার জন্য তাকে নিয়ে যেতে চায়। রাশিয়ার অর্থনীতির কথা বিবেচনা করে তার কাছে মনে হয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ একটা বিষয় হবে ব্যাপারটা। কিন্তু তারা সবাই মাতাল হবার জন্য একটা ছুতো খুঁজছিল এবং তাব জন্মদিনের চেয়ে ভাল কোন অজুহাত আর হতেই পারে না। রাত আটটা নাগাদ তারা সবাই বেহেড মাতাল হয়ে যায় এবং তারা সবাই একসাথে রাত দশটা পর্যন্ত হৈছল্লোড় করে, এরপরেই তারা তাভারস্কায়া স্ট্রীটে বের হয়ে এক্ষেত্রে টলতে টলতে তাদের গাড়ির খোঁজ করে যদিও তাদের একজনও যাদের ভিতর স্বপক্ষত্যাগী গ্রেগরী বুলগানভের প্রাক্তন স্ত্রী ইরিনা ইয়োশিকিনা বুলগানোভাও রয়েছে, গাড়ি চালাবার মত অবস্থায় ছিল না।

সে তার গাড়িটা কয়েক ব্লক দূরে একটা সংকীর্ণ রাস্তায় রেখে এসেছিল যেখানে মস্কো সিটি মিলিশিয়া, টিকিটের ভয় না করে মস্কোবাসীদের সারাদিন গাড়ি রাখার সুবিধা দেয়, অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত ঘুষের বিনিময়ে। সেদিন সারা মুখে ফুসকুড়ি ভরা বছর বিশেকের একটা বাচ্চাছেলে মিলিশিয়ায় দায়িত্ব পালন করছিল যাকে দেখে মনে হয় বেচারার বোধহয় শীতে জমে নিরেট হয়ে গিয়েছে। তখনও অ্যালকোহলের প্রভাবে মাতোয়ারা ইরিনা তার হাতে বেশ ভাল পরিমাণের রুবল গুঁজে দিতে চেষ্টা

করে। কিন্তু ছেলেটা সরে গিয়ে বেশ ঘটা করে টাকা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। প্রথমে ইরিনার কাছে পুরো ব্যাপারটাই বেশ উপভোগ্য মনে হয়। তারপরে সে একজনকে তার গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। সে সাথে সাথে লোকটার ধাঁচ বুঝতে পারে। ব্যাটা শিলোভিকির সদস্য, রাশিয়ার নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর বর্তমান বা প্রাক্তন অফিসারদের ভ্রাতৃসম্ম। ইরিনা এদের ভাল করেই চেনে কারণ সে নিজেও বারো বছর এদেরই এক জাততাইয়ের সাথে ঘর করেছে। সেটা ছিল তার জীবনের সবচেয়ে জঘন্য সময়।

ইরিনা একবার ভাবে হেঁটে ফিরে যায় কিন্তু এটাও ভাল করে জানে পরিস্থিতি এড়িয়ে যাবার মতো শারীরিক অবস্থায় সে নেই। এবং সে যদি মাতাল নাও থাকতো তারপরেও তাদের কাছ থেকে বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারতো না। রাশিয়ায় এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। আর তাই সে এগিয়ে যেতে মনস্থির করে এবং সে সময়ে তার সত্যিকারের মানসিক অবস্থার চেয়ে বেশি সাহস দেখিয়ে খড়খড়ে কণ্ঠে জানতে চায় তার গাড়িটা হঠাৎ কেন দ্রষ্টব্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা তাকে শুভসম্বাদ জানায় রাশান স্টাইলে প্রথম নাম আর বাবার নাম উল্লেখ করে এবং এমন উদ্ভট পরিস্থিতিতে তাদের দেখা হওয়াতে দুঃখ প্রকাশ করে। সে তাকে বলে যে তার স্বামীর ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর রয়েছে। “প্রাক্তন স্বামী,” ইরিনা সাথে সাথে মনে করিয়ে দেয়। “প্রাক্তন স্বামী,” লোকটাও নিজের ভুল শুধরে নিয়ে বলে। আর একটা কথা ইরিনা চাইলে তাকে অ্যানাতোলি বলে ডাকতে পারে।

“আমার মনে হয় সে তোমাকে কোন ধরনের পরিচয়পত্র দেখায়নি?” লাভোন তারপক্ষে যতটা সম্ভব গোবেচারী ভঙ্গিতে জানতে চায়।

“অবশ্যই না।”

“তুমি কি সে দেখতে কেমন ছিল একটু বর্ণনা করতে পারবে?”

“সুঠাম দেহ আর লম্বা, উঁচু চোয়াল, মাথার সোনালি চুলে ধূসর ছোপ পড়তে শুরু করেছে।”

“বয়স?”

“পঞ্চাশের উপরে হবে।”

“মুখে দাড়িগোফ?”

“নেই।”

“চশমা ছিল?”

“তখন ছিল না, অবশ্য পরে ব্যবহার করতে দেখেছি।”

লাভোন আপাতত বিষয়টা নিয়ে আর বেশি ঘাটায় না।

“তারপরে কি হয়?”

“সে আমাকে ডিনারে নিয়ে যেতে চায়। আমি তাকে বলি যে আমি এখন অপরিচিত লোকদের সাথে ডিনারে যেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। সে বলে সে মোটেই কোন আগন্তুক না; সে গ্রেগরীর লন্ডন থেকে আগত বন্ধু। সে ভাল করেই জানে সেদিন আমার জন্মদিন ছিল। সে আমাকে জানায় তার কাছে আমার জন্য একটা উপহার আছে।”

“আর তুমি তার কথা বিশ্বাস করো কারণ গ্রেগরীর সাথে তোমার যোগাযোগ ছিল?”

“ঠিক ধরেছ।”

“তো আর কি ড্যাঙড্যাঙ করতে করতে তুমি তার সাথে ডিনারে গেলে?”

“হ্যাঁ।”

“তোমরা কিসে করে গিয়েছিলে?”

“আমার গাড়িতে।”

“গাড়ি কে চালায়?”

“সে চালিয়েছিল।”

“তোমরা ডিনার করতে কোথায় গিয়েছিলে?”

“ক্যাফে পুশকিন। ক্যাফে পুশকিন তুমি চেনো?”

লাভোন, বোঝা যায় কি যায় না ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে জানায় যে সে আদতেই বিখ্যাত ক্যাফে পুশকিনের কথা শুনেছে। অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও সেখানে রিজার্ভেশন পাওয়া আজও একটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু অ্যানাতোলি নামের লোকটা দোতলার একটা নির্জন কোণে কিভাবে যেন দুজনের জন্য একটা বহুল কাল্পনিক টেবিলের বন্দোবস্ত করে ফেলে। সে শ্যাম্পেন দিতে বলে, ইরিনা মনে মনে এই ভয়টাই করছিলো এবং টোস্ট করে। তারপরে সে ইরিনাকে একটা গয়নার বাক্স দেয়। বাক্সটার ভেতরে ছিল একটা সোনার ব্রেসলেট আর চিঠি। সে বলে দুটোই গ্রেগরী পাঠিয়েছে।

“বাক্সটার গায়ে কি কোন নাম লেখা ছিল?”

“বালগারি। অসম্ভব দামী একটা ব্রেসলেট।”

“আর চিঠিটা? সেটা কি আসলেই গ্রেগরীর হাতের লেখা ছিল?”

“নিশ্চিতভাবেই তার লেখার মতই দেখতে ছিল।”

“আর কি লেখা ছিল?”

“সে বলেছিল আর একটা জন্মদিনও সে আলাদা কোঁতে চায় না। তাতে আরও লেখা ছিল আমি যেন অ্যানাতোলি নামের লোকটার সাথে লন্ডন যাই। টাকা নিয়ে কোন ধরনের দুশ্চিন্তা করতে মানা করা হয়েছিল চিঠিটায়। সবকিছুর আয়োজন আর খরচ ভিক্টর দেবে।”

“কোন পদবী?”

“না।”

“কিন্তু তুমি জানো সেটা ভিষ্টর ওরলভ।”

“গ্রেগরী আর ভিষ্টরের কথা আমি ইন্টারনেটে পড়েছিলাম। আমি এমনকি দুজনের একসাথে তোলা একটা ছবিও দেখেছি।”

“আনাতোলি কি ভিষ্টরের সাথে তার নিজের সম্পর্কের বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছিল?”

“সে আমাকে কেবল বলেছিল যে ভিষ্টরের নিরাপত্তার ব্যাপারটা সে দেখে।”

“সে ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিল?”

“হ্যাঁ।”

“আর চিঠিটা? আমি ধরেই নিচ্ছি চিঠিটা আপনাকে আবেগতড়িত করে ফেলেছিল?”

ইরিনার চোখে রাজ্যের অস্থিতি এসে ভীড় করে। “চিঠিটা দেখে মনেই হয়নি জালিয়াতি করা হয়েছে।”

অবশ্যই আসল, মনিটরে ইরিনার দিকে তাকিয়ে ইব্রাহিম ভাবে। চিঠিটা একেবারে আসল মনে হয়েছে কারণ ইব্রাহিমের মতো আনাতোলিও একজন পেশাদার, প্ররোচনা আর প্রতারণার শতকলায় অভিজ্ঞ। আর তাই ইরিনা যখন বলে যে সেদিন বাকি সন্ধ্যাটা সে আর আনাতোলি আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছে ইব্রাহিম তখন খুব একটা অবাক হয় না। সে বলে তারা অনেক বিষয়ে কথা বলেছে, বহুদিন পরে দেখা হওয়া পুরান বন্ধুর মতো অনায়াসে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গড়িয়েছে তাদের আলোচনা। দেখা যায় আনাতোলি ইরিনার বিয়ের ব্যাপারে অনেক কিছুই জানে, এমন অনেক ব্যাপার যা গ্রেগরী না বলে থাকলে তার জানবার কথাই না— বা ইরিনা সেই সময়ে সেটাই বিশ্বাস করেছিল। ডেজার্টের সময়ে, অনেকটা কথা প্রসঙ্গে সে ইরিনাকে জানায় যে ব্রিটিশ সরকার ভাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছে যদি সে লন্ডনে বসবাস করতে রাজি থাকে। টাকা, সে তাকে বলে, কোন সমস্যা হবে না। টাকা-পয়সার বিষয় ভিষ্টর দেখবে। ভিষ্টর তাকে বলা যায় একদম আগলে রাখবে।

“আর তুমি যেতে রাজি হলে?” লাভোন জানতে চায়।

“আমি কেবল ঝটিকা সফরে যেতে রাজি হয়েছিলাম, এর বেশি কোন কথা আমি তাদের দেইনি।”

“আর তারপরে?”

“আমরা ভ্রমণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। সে আমাকে বলে যে গ্রেগরীর কারণে, অনেক সতর্কতার সাথে সব বন্দোবস্ত করতে হবে। অন্যথায়, রাশান কর্তৃপক্ষ হয়ত আমাকে দেশ ভ্যাগের অনুমতিই দিবে না। সে আমাকে বিষয়টা কারো সাথে আলাপ করতে মানা করে। যাবার সময় হলে সেই আমার সাথে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দি ডিক্টর

যোগাযোগ করবে। তারপরে সে আমাকে বাসায় নামিয়ে দেয়। সে আমার ঠিকানাও জানতে চায় না। সে ইতোমধ্যে সেটা জানে।”

“তুমি কি কারো সাথে আলাপ করেছিলে?”

“কারো সাথে না।”

“সে পুনরায় আবার কখন তোমার সাথে যোগাযোগ করে?”

“জানুয়ারির নয় তারিখ আমি যখন অফিস থেকে বের হচ্ছি। টেভারস্কায়া স্ট্রীটে হাটবার সময়ে এক লোক আমার পাশে পাশে হাটতে থাকে এবং বলে যে বাসায় গিয়ে আমি যেন শোবার ঘরের আলমারিটা খুলে দেখি। সেখানে আমার জন্য স্যুটকেস আর হ্যান্ডব্যাগ রাখা আছে। স্যুটকেসে আমার মাপের সব নতুন পোশাক সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আর হ্যান্ডব্যাগে নিত্যব্যবহার্য সব জিনিসে ঠাসা। সাথে ক্রেডিটকার্ড আর ইউরো ভর্তি একটা ওয়ালেট এবং লন্ডন যাবার টিকিট আর একটা নতুন রাশিয়ান পাসপোর্ট। আর একটা চিঠি যাতে আমার পরবর্তী পদক্ষেপের কথা লেখা যার নিচে পড়ার পরে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া রয়েছে।”

“পরের দিনই তোমার রওয়ানা দেবার কথা ছিল?”

“ঠিক তাই।”

“পাসপোর্টের ব্যাপারটা আমাকে এবার খুলে বলো?”

“পাসপোর্টের ছবিটা আমার কিন্তু নামটা ভুল।”

“কি নাম দেওয়া ছিল?”

“নাতালিয়া প্রিমাকোভা।”

“চমৎকার নাম,” লাতোন প্রশংসার সুরে বলে।

“হ্যাঁ,” ইরিনাও স্বীকার করে। “নামটা আমার বেশ পছন্দই হয়েছিল।”

২৮. লেক কোমো, ইতালি

সেই রাতে সে এক মুহূর্তের জন্যও দুচোখের পাতা এক করতে পারে না। সে অবশ্য চেষ্টাও করে না। সে অসম্ভব নার্ভাস হয়ে পড়ে। অসম্ভব উত্তেজিত। আর, হ্যাঁ একটু হয়ত ভীতও। গ্রেগরীর সাথে সে একসময়ে যেখানে সংসার করেছে সেই ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে সে অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করতে থাকে এবং চারপাশে ছড়িয়ে থাকা মামুলি সব স্মারক চিহ্নে হাত বুলায় ভাবটা এমন যেন এ জীবনে শেষবারের মতো সে এসবকিছু দেখছে। আনাতোলির কঠোর নিষেধ অমান্য করে সে তার মাকে ফোন করে, কোথাও যাবার আগে অবশ্য পালনীয় পারিবারিক প্রথা এবং নাতালিয়া প্রিমাকোভার স্যুটকেসে তার নিজের কিছু ব্যবহার্য জিনিস ঢুকিয়ে নেয়। হলুদ হয়ে যাওয়া একটা চিঠির গোছা। দাদির ছবি সম্বলিত একটা লকেট। কম্যুনিজমের পতন হবার পরে তার মায়ের দেওয়া একটা ছোট সোনার তৈরি ক্রুশ। আর সবশেষে তার বিয়ের ফিতা।

“তুমি ভেবেছিলে চিরদিনের মতো তুমি রাশিয়া ত্যাগ করছ?”

“আমি সম্ভাবনাটার জন্য নিজেকে কেবল প্রস্তুত রাখছিলাম।”

“তোমার কি ফ্লাইট নাম্বারটা মনে আছে?”

“অ্যারোফ্লট ফ্লাইট ২৪৭, শিরেমেতইয়েভো থেকে বিকেল ২:৩৫ মিনিটে রওয়ানা দিয়ে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে ৩:৪০ মিনিটে পৌছে।”

“দারুন।”

“এটাই আমার পেশা।”

“তুমি তোমার এপার্টমেন্ট থেকে কখন রওয়ানা দাও?”

“দশটার সময়। দিনের এই সময়টায় রাশিয়ার রাষ্ট্রাঘাটের অবস্থা কতব্য না বিশেষ করে লেনিনগ্রাডস্কি প্রসপেক্টে।”

“তুমি বিমানবন্দর কিসে করে গিয়েছিলে?”

“তারা গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল।”

“তোমার নতুন পাসপোর্ট নিয়ে কি কোনো ধরনের ঝামেলা হয়েছিল?”

“একেবারেই না।”

“তুমি প্রথম শ্রেণী না ইকোনমি ক্লাসে ভ্রমণ করছিলে।”

“প্রথম শ্রেণী।”

“তুমি কি বিমানে কাউকে চিনতে পেরেছিলে?”

“একজনকেও না।”

“আর লভনে পৌছে? সেখানে কি পাসপোর্ট নিয়ে কোন ঝামেলা হয়েছিল।”

“না। কাস্টম’স কর্মকর্তা আমার আগমনের কারণ জানতে চায়। আমি তাদের বলি বেড়াতে এসেছি। তারা সাথে সাথে আমার পাসপোর্টে সিল বসিয়ে দেয় এবং আমার আনন্দময় ভ্রমণের জন্য দোয়া করে।”

“আর তুমি যখন আগমনী কামরায় এসে পৌছোও।”

“আমি আনাতোলিকে একটা রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি,” সামান্য নিরবতা, তারপরে, “সত্যি কথা বলতে গেলে সে আমাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিল আমিই কেবল প্রথম দেখায় তাকে চিনতে পারিনি।।”

“সে চশমা পড়েছিল।”

“আর একটা ফেডোরা।”

“আমাদের কি তুমি সে সময়ে তার মতিগতির কথা একটু খুলে বলবে।”

“ব্যবসায়ীসুলভ পেশাদার, একটু আগে আমার ব্যাগটা নিয়ে গিয়েছে সে একটা ব্যাগ তুলে নেয় এবং আমাকে বাইরে নিয়ে আসে। সেখানে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল।” “বাজারের কথা কি তোমার মনে আছে। সে আমার একটা ব্যাগ তুলে নিয়ে পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে আসে। মডেলটা কি ছিল?”

“এটা একটা মার্সেডিস ছিল।”

“কোন মডেলের “মডেল নিয়ে আমি খুব একটা বেশি অর্থহী না? মডেলদের সাথে আমি স্বচ্ছন্দ্য বোধ করি না। মডেলদের সাথে আমি খুব একটা কাজ করিনা। জিনিসটা একটু বড় হলেও চলবে।”

“রঙ?”

“অবশ্যই কালো। আমি ভেবেছিলাম গাড়িটা ভিক্টরের। ভিক্টর ওরলাভের মতো লোকেরাই কেবল কালো গাড়িতে চলাফেরা করতে পছন্দ করে।”

“তারপরে কি হয়?”

“সে আমাকে বলে খেগরী নিরাপদ স্থানে অপেক্ষা করেছে। কিন্তু আমার নিরাপত্তার খাতিরে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে যে কেউ আমাদের অনুসরণ করছে কিনা।”

“সে কি তোমাকে বলেছিল যে কে তোমাকে অনুসরণ করতে পারে?”

“না, তবে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে যে সে রাশান গোয়েন্দা সংস্থাকে ভয় পাচ্ছে।”

“সে কি তোমার সাথে এ বিষয়ে কথা বলেছে?”

“সে বেশির ভাগ সময় টেলিফোনে কথা বলতে বাধ্য ছিল।”

“সে ফোন করছিল না ফোন আসছিল?”

“দুটোই।”

“সে কি রাশান না ইংরেজি কোন ভাষায় কথা বলছিল?”

“রাশান ভাষায়। কথ্য রাশানে।”

“পথে তোমরা কোথাও যাত্রা বিরতি করেছিলে?”

“কেবল একবার।”

“তোমার মনে আছে জায়গাটা কোথায়?”

“বিমানবন্দরের কাছেই একটা নির্জন রাস্তায়, একটা পুকুরের মত জলাধারের পাশে। গাড়ির ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে সামনে আর পেছনে কি যেন করে।”

“সে কি লাইসেন্স পেট বদলায় বলে তোমার মনে হয়?”

“আমি ঠিক বলতে পারছি না। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আনাতোলি এমন ভাণ করে যেন কিছুই হয়নি।”

“তোমার কি সময়টা মনে আছে?”

“না, কিন্তু আমরা এরপরেই সোজা মধ্য লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আমরা যখন হাইড পার্ক অতিক্রম করছি আনাতোলির ফোন বেজে উঠে। সে রাশান ভাষায় কি যেন বলে এবং আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। সে বলে যে গ্রেগরীর সাথে এখন দেখা করাটা নিরাপদ।”

“তারপরে কি হয়?”

“পরের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটে। আমি লিপস্টিক দেই আর হাত দিয়ে চুলটা একটু ঠিক করি। তারপরে আমার চোখের কোণে কিছু একটা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। একটা নড়াচড়া।” সে চুপ করে ভাবে। “আমি আনাতোলির হাতে একটা পিস্তল দেখতে পাই। নলটা আমার বুকের দিকে তাক করা। সে আমাকে বলে যে টু শব্দ করলে সে আমাকে হত্যা করবে।”

সে আপন খেয়ালে বিভোর হয়ে পড়ে যেন এর বেশি কিছু সে বলতে চায় না। তারপরে লাভোন মৃদু কণ্ঠে তাগাদা দিতে সে আবার বলতে শুরু করে।

“গাড়িটা আচমকা থেমে যায়। আর আনাতোলী তার অন্য হাত দিয়ে দরজাটা খুলে। আমি গ্রেগরীকে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। আমার স্ত্রীকে দেখতে পাই।”

“আনাতোলি তার সাথে কথা বলে।”

চোখ মুছে ইরিনা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

“তোমার মনে আছে সে তাকে কি বলেছিল?”

“তার কথাগুলো আমি যতদিন বেঁচে থাকবো আমার মনে থাকবে। সে গ্রেগরীকে গাড়িতে উঠে আসতে বলে নতুবা সে আমাকে খুন করবে। গ্রেগরী অবশ্যই তার কথামত কাজ করে। তার সামনে আর কোন পথ ছিল না।”

লাভোন তাকে ধাতস্থ হতে সামান্য সময় দেয়।

“গ্রেগরী গাড়িতে উঠার পরে কি কিছু বলেছিল?”

“সে কেবল বলে যে তারা যা বলবে সে তাই করতে রাজি আছে। আমার কোনো ক্ষতি করা বা আমাকে কোন হুমকির ভিতরে ফেলার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই।” সে আবার চুপ করে থাকে। “আনাতোলি গ্রেগরীকে মুখ বন্ধ রাখতে বলে। নতুবা সে গাড়ির ভেতরে আমার ঘিলু দিয়ে বোরহানি বানাবে।”

“গ্রেগরী তোমার সাথে কোন কথা বলেছিল?”

“কেবল একবার। সে কেবল বলে আমাকে এমন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলার জন্য সে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।”

“এবং তারপরে কি হয়?”

“সে আর একটা কথাও বলেনি। সে আমার দিকে তাকায়নি পর্যন্ত।”

“তোমরা দু’জন কতক্ষণ একসাথে ছিলে?”

“কয়েক মিনিট হবে। আমরা সোজা কাছেই কোন একটা গ্যারেজে যাই। তারা গ্রেগরীকে একটা ভ্যানে তোলে যার দু’পাশে কিছু একটা লেখা ছিল। কোন লন্ড্রি বা সে ধরনের কিছু একটার বিজ্ঞাপন।”

“তোমাকে কোথায় নিয়ে যায়?”

“আনাতোলি আমাকে ভূগর্ভস্থ প্যাসেজ দিয়ে পাশের একটা ভবনে নিয়ে যায় এবং আমরা লিফটে চড়ে উপরের রাস্তায় উঠে আসি। কাছেই একটা গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। এক মহিলা গাড়িটা চালাচ্ছিল। আনাতোলি আমাকে তার কথামত চলার নির্দেশ দেয়। সে আমাকে বলে যে আমি যদি কখনও কারো সাথে এ বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করি তবে তারা আমাকে খুন করবে। এবং তারপরে তারা আমার মাকে খুন করবে। আর তাবপবে আমার ভাইদের পালা তাদের পুরো পরিবার বেঘোরে মারা যাবে।”

ভিলার ডাইনিং রুমে নিরবতার একটা ভারি পর্দা নেমে আসে। ইরিনা আরেকটা সিগারেট ধরায়; তারপরে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত মেয়েটা তার সেই বিপর্যয়ের বাকি খুটিনাটি নিস্পৃহ কণ্ঠে বলতে থাকে। গাড়িতে সমুদ্র তীরবর্তী শহর হারউইক পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পরিক্রমা। হোটেল কন্টিনেন্টালের নির্ঘুম রাত। মেয়েটা ব্রিটানিকা নামের গাড়ি পারাপারকারী ফেরিতে ঝটিকা বেগে হেওকডেন দিয়ে হল্যান্ডে প্রবেশ। সেখান থেকে তারপরে রয়্যাল ডাচ এয়ারলাইন্সের একটি পরিচালিত অ্যারোফ্লোটের ৪১৮ নম্বার ফ্লাইটে করে বাড়ি ফিরে আসা। সন্ধ্যা ৮:৪০ মিনিটে আর্মস্টারডাম থেকে উড্ডয়ন করে শেরেমেন্তাইয়েভোতে পৌঁছার দিন সকাল ২:০০ সময় পৌঁছে।

“তুমি আর সেই মেয়েটা কি একসাথে না পৃথক পৃথকভাবে ভ্রমণ করছিলে।”

“একসাথে।”

“মেয়েটা কি কখনও তার নাম বলেছিল?”

“না, কিন্তু বিমানবালাকে মিস.গ্রোমোভা নামে তাকে ডাকতে শুনেছি।”

“আর তুমি মস্কোতে যখন পৌছোও?”

“একটা ড্রাইভারসহ গাড়ি আমাকে আমার এ্যাপার্টমেন্টে পৌছে দেয়। পরের দিন সকালে যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব করে আমি অফিসে যাই।”

“তোমার সাথে তারা আর কোন ধরনের যোগাযোগ করেছিল?”

“একেবারেই না।”

“তোমার কি কখনও মনে হয়েছে যে তোমার উপরে তারা লক্ষ্য রাখছে?”

“তারা যদি রেখেও থাকে, তবে সেটা আমি টের পাইনি।”

“আর তুমি যখন ইতালিতে এই সম্মেলনে যোগ দেবার আমন্ত্রণপত্র পাও তারা তখন তোমাকে এখানে আসা থেকে বিরত রাখার কোন চেষ্টাই করেনি?”

সে মাথা নেড়ে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করে।

তোমার এইমাত্র যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেজন্য কি তুমি আমাদের উপরে নারাজ হয়েছে?”

“আমন্ত্রণপত্রটা একেবারে আসলের মতো মনে হয়েছিল। ঠিক একেবারে আনাতোলির মতো।” তারপরে কিছুক্ষণ নিরবতা। “আমার মনে হয় না আসলেই সেরকম কোন সম্মেলন আদৌ আছে?”

“না, সেটা নেই।”

“তোমরা কারা?” সে পুনরায় জিজ্ঞেস করে।

“আমরা আসলেই তোমার স্বামীর বন্ধু। আর তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমরা আমাদের সাধ্যের ভিতরে সবকিছু করবো।”

“এখন কি হবে?”

“আগে ঠিক যা হয়েছে। তুমি গ্যালাক্সি ট্রাভেলসে তোমার চাকরিতে যোগ দেবে এবং ভাণ করবে যে কিছুই হয়নি। তার আগে তুমি অবশ্য নর্থ ইতালিয়ান ট্রাভেল এসোসিয়েশনের তৃতীয় বার্ষিক সেমিনার আর প্রদর্শনীতে অংশ নেবে।”

“কিন্তু তুমি এইমাত্র বললে সে ধরনের কোন সম্মেলন বা সেমিনারের কোন অস্তিত্বই নেই।”

“ইরিনা, বাস্তবতা আমাদের মানসিকতার একটা মাত্রা। তুমি যা ভেবে নেবে সেটাই আসল বাস্তবতা।”

২৯. লেক কোমো ॥ লন্ডন

পরবর্তী তিন দিন ধরে তারা ধীরে ধীরে তাকে প্রস্তুত করে তোলে। সে কখনও খায়নি এমন সুস্বাদু খাবার, অংশ নেয়নি এমন ককটেল পার্টি এবং বিরক্তিকর সেমিনারের খুঁটিনাটি সম্পর্কে তাকে বর্ণনা করে। তারা হিমশীতল লেকে তাকে নৌবিহার আর পাহাড়ের মাঝে লঙ ড্রাইভে নিয়ে যায়। তারা তার স্যুটকেসে তার সহকর্মীদের জন্য উপহারসামগ্রী আর তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তিকা দিয়ে বোঝাই করে দেয়। আর তারপরে তারা উদ্দিগ্ধচিত্তে তার ফিরে যাবার জন্য অপেক্ষা করে। তাদের ভিতরে একজনও তার বিশ্বস্ততার বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দিহান না এবং একজনও তাকে রাশিয়ায় ফেরত পাঠাতে আগ্রহী না। সময় হলে তিনদিন আগে সে যেভাবে বিমান থেকে গটগট করে নেমে এসেছিল ঠিক সেভাবেই, প্যারেড-গ্রাউন্ডের বেড়ার পাশ দিয়ে চিবুক উঁচু রেখে, প্লেনে উঠে যায়। সেদিন রাতে তারা সবাই একটা নিরাপদ টেলিফোনের পাশে হুমড়ি খেয়ে থাকে মস্কো থেকে তার নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ শোনবার প্রতীক্ষায়। মাঝরাতের সামান্য পরে তাদের স্বস্তি দিয়ে কাজ্জিত সংবাদ এসে পৌঁছে। শিমুয়েল পেলেড, তাকে তার বাসা পর্যন্ত অনুসরণ করে যায় এবং ঘোষণা করে যে ইরিনার ফেলে আসা পথে বিন্দুমাত্র জটিলতা নেই। পরের দিন সকালে, গ্যালাস্কি ট্রাভেলসে নিজের ডেস্ক থেকে ইরিনা নিটার ভেরোনিকা রিক্সিকে একটা ই-মেইল এমন একটা চমকপ্রদ ভ্রমণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে। সিনোরা রিক্সি মিস.বুলগানোভাকে যোগাযোগ বজায় রাখতে বলে।

ইব্রাহিম কোমোতে অভিযানের সফল পরিসমাপ্তি দেখবার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিল না। জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হবার পরের দিন সকালবেলা সে ওলগা সুকোভাকে নিয়ে লন্ডন উড়ে যায় আর সেখানে ভিস্টোরিয়ায় অবস্থিত দপ্তরের এক সেফ হাউজে গিয়ে উঠে। গ্রাহাম সিম্যুর তার সাথে কথা বলার জন্য মুখিয়ে রয়েছে এবং দশ মিনিট ধরে ইব্রাহিমকে গায়ের ঝাল মিটিয়ে ধোয়ার পরে সে তাকে কথা বলার সুযোগ দেয়। ঘরের মাইক্রোফোনগুলো প্রথমে বন্ধ করার অনুরোধ করে ইব্রাহিম লেক কোমোর তীরে অবস্থিত ভিলায় তাদের সঙ্গীতি পরিচালিত স্মরণীয় ডিব্রিফিং-এর পুরোটা খুলে বলে। সিম্যুর সাথে সাথে একটা নিরাপদ লাইনে টেমস হাউজের সাথে যোগাযোগ করে এবং একটা প্রশ্ন করে: জানুয়ারির দশ তারিখ দুপুরবেলা হিথরো বিমানবন্দরে নাতালিয়া প্রিমাকোভা নামে কোন রাশান পাসপোর্টধারী মহিলা

অ্যারোফ্লোট ফ্লাইট ২৪৭ থেকে অবতরণ করেছিল কিনা? কয়েক মিনিট পরেই টেমস হাউজ থেকে ফোন আসে। উত্তর হ্যাঁ।

“আমি প্রধানমন্ত্রী আর আমার পরিচালকের সাথে এই মুহূর্তেই একটা বৈঠকের আয়োজন করতে চাই। তুমি যদি রাজি থাকো তাহলে তোমারই উচিত তাদের পুরো বিষয়টা খুলে বলা। পুরো বিষয়টা নিয়ে আমাদের নাক ঘষে দেবার একটা সুযোগ তোমার প্রাপ্য”

“আমি কোন ব্যাপারে তোমাদের নাক ঘষতে আগ্রহী নই। আর তোমার পরিচালক বা প্রধানমন্ত্রীকে এসবের বিন্দুবিসর্গ বলতে আমি আগ্রহী না।”

“গ্রেগরী বুলগানত ব্রিটিশ নাগরিক আর তাই ব্রিটিশ ক্রাউনের সব নিরাপত্তা সুবিধা লাভের সে অধিকারী। আমাদের হাতে উপস্থিত প্রমাণাদি রাশানদের সামনে উপস্থাপন করে এই মুহূর্তে তাকে ফেরত দেবার জন্য অনুরোধ করা ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই।”

“ইতান কারকত খুব সম্ভবত এফএসবি আর ক্রেমলিনের সহায়তার অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে গ্রেগরীকে অপহরণ করেছে। তোমার কি ধারণা সে তাকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধের কারণে ফিরিয়ে দেবে? ইতানের নিয়মেই আমাদের ইতানের সাথে খেলতে হবে।”

“মানে?”

“তাকে আমাদের উল্টো অপহরণ করে আনতে হবে।”

গ্রাহাম সিম্যুর আরেকটা ফোন করে এবং তারপরে ওতারকোট গায়ে দেয়।

“হিথরোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে আমরা ছবি পাবো। তুমি আর ওলগা এখানেই অপেক্ষা করো। আর ঈশ্বরের দোহাই এবার অন্তত নিজের পিস্তলের রাশটা একটু সামলে রেখো। এমনিতেই আমি নিজের ঝামেলা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছি।”

কিন্তু ইব্রাহিম সেফ অ্যাপার্টমেন্টে খুব বেশি সময় অপেক্ষা করে না। শীঘ্রতপক্ষে সিম্যুর বেরিয়ে যাবার কয়েক মিনিট পরে সেও মওকা বুঝে বেড়িয়ে সোজা চেলসির শাইয়েন ওয়াকের দিকে হাঁটা দেয়। একদা নদীর তীরবর্তী মিডল এই ঐতিহাসিক সড়কটার পাশে এখন লন্ডনের সবচেয়ে ব্যাস্ত চেলসি আবাসিক এলাকা অবস্থিত। বিশালাকৃতি কিছু দর্শনীয় তবনের গায়ে পিতলের ফলকে সেখানে অতীতে বসবাসকারী বিখ্যাত সব বাসিন্দাদের নাম লেখা রয়েছে। টার্নার গোপনে ১১৯ নম্বর তবনে বাস করতো, রিসোন্টি ১৯ নম্বরে ১৯ নম্বরে হেনরী জেমস তার জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়ে গিয়েছে; একই কথা ৪ নম্বরে বসবাসকারী জর্জ ইলিয়টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আজকাল অবশ্য শাইয়ান ওয়াকে খুব কম সংখ্যক চিত্রকর আর শিল্পীর বাস করার মতো সঙ্গতি রয়েছে। এলাকাটা আজকাল শহরের টাকাওয়ালা

লোক, পপস্টার আর ধনকুবেরী বিদেশীদের জন্যই সংরক্ষিত বলা চলে। ঘটনাচক্রে এখানেই ক্রেমলিনের একনিষ্ঠ সমালোচক আর নির্বাসিত রাশান ওলিগার্চের নেতা ভিক্টর ওরলাভের লভনের ঠিকানা, ভদ্রলোক বা সেরকমই কিছু পাঁচতলা বিশিষ্ট ৪৩ নম্বর ম্যানসনে বাস করেন। কিং সল বুলেভার্ডের একদল অনুসন্ধানকারীর গোপন অনুসন্ধানের লক্ষবস্ত্র ভিক্টর ওরলাভও ঘটনাচক্রে একই ব্যক্তি।

ইব্রাহিম রাস্তার উল্টোপাশে অবস্থিত পার্কে প্রবেশ করে এবং একটা বেঞ্চে গিয়ে বসে। ওরলাভ যে ম্যানসনে থাকে সেটা লম্বা আর সংকীর্ণ এবং পুরো ভবনটা ওস্টেরিয়া লতা দিয়ে আবৃত। রাস্তা থেকে সামান্য উঁচু বাকি সব অভিজাত ভবনগুলোর ন্যায়, এই বিশেষ ভবনটাও রাস্তা থেকে কয়েক মিটার পেছনে ঢালাই লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা। ভবনটার বাইরে শোভার চালিত একটা আর্মাড বেন্টলী দাঁড়িয়ে আছে। বেন্টলীর ঠিক পেছনেই একটা কালো রেঞ্জ রোভার, ওরলাভের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ, ভেতরে চারজন লোক বসে আছে সবাই ব্রিটেনের অভিজাত স্পেশাল এয়ার সার্ভিস, দি এসএএসের প্রাক্তন সদস্য। কিং সল বুলেভার্ডের গোয়েন্দারা খুঁজে বের করেছে যে মেফেয়ারের হিল স্ট্রিটের এক্সটেন সিকিউরিটি সার্ভিস থেকে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এক্সটেনকে লভনের সবচেয়ে অভিজাত প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিস হিসেবে গন্য করা হয়, শহরে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত অসংখ্য ধনকুবেরদের মাঝে তাদের সাফল্যকে খাটো করে দেখবার কোন উপায় নেই।

ইব্রাহিম পার্ক থেকে বের হয়ে আসবে এমন সময় সে রেঞ্জ রোভার থেকে তিনজন দেহরক্ষীকে নেমে আসতে দেখে। একজন ৪৩ নম্বর ভবনের মূল ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় আর বাকি দু'জন ফুটপাথের দু'পাশের চলাচল বন্ধ করে দাঁড়ায়। পুরো প্রাক্তন সুরক্ষিত হবার পরে ভবনের সামনের দরজা খুলে যায় এবং ভিক্টর ওরলাভ আরো দু'জন দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত অবস্থায় বাইরে বের হয়ে আসে। মাথার খোঁচা খোঁচা ধূসর চুল আর গলায় টাউস উইন্ডসর নট বাঁধা গোলাপি শের্টেই ছাড়া ইব্রাহিম বিখ্যাত রাশান ধনকুবেরের আর কিছুই দেখতে পায় না। ওরলাভ প্রায় লাফ দিয়ে বেন্টলির পেছনে প্রবেশ করলে দরজা দ্রুত বন্ধ করে দেওয়া হয়। কয়েক সেকেন্ড পরে পুরো গাড়ি বহরটাকে রয়্যার হসপিটাল রোড বরাবর ছুটে যেতে দেখা যায়। ইব্রাহিম আরো দশ মিনিট পার্কের বেঞ্চে বসে থাকে তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে ভিক্টোরিয়ার দিকে হাঁটা দেয়।

হিথরো কর্তৃপক্ষের এক ঘণ্টারও কম সময় লাগে আনাতোলি নামে পরিচিত লোকটার প্রথম কিস্তি ছবি সরবরাহ করতে। দুর্ভাগ্যবশত একটা ছবিও কাজে লাগে না। ইব্রাহিম অবশ্য এতে খুব একটা অবাক হয় না। আনাতোলির সবকিছুই বলে

দেয় লোকটা পেশাদার। আর বাকিসব পেশাদার লোকদের মতো সেও ভাল করেই জানে কিভাবে বিমানবন্দরে নিজের ছবি তোলায় সুযোগ না দিয়ে হেঁটে যেতে হয়। তার ফেডোরা মুখের অনেকাংশ ঢেকে রেখেছিল কিন্তু সে নিজেও সুন্দর বাক আর দ্রুত গতিতে হেঁটে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা আরো কঠিন করে তুলেছে। বিমানবন্দরের ক্যামেরাগুলোও তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছে: এখানে সুগঠিত থুতনির একটা ঝলক, ওখানে আংশিক মুখাবয়ব, আবার কোথাও টানটান আপোষহীন ঠোঁটের একটা ছবি। ভিক্টোরিয়ার সেফ হাউজে বসে ছবিগুলো দেখতে দেখতে ইব্রাহিমের মনটা দমে যেতে থাকে। আনাতোলি সেরাদের ভিতরে সেরা। আর সে পুরো খেলাটা খেলছে ইভানের টাকায়।

ব্রিটিশ নিরাপত্তা সংস্থার দুটো অংশই পরিচিত রাশান নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের ডাটাবেসের সাথে ছবি মিলিয়ে দেখে কিন্তু কেউই নিশ্চিত না যে তারা পরিচিত কারো সাথে কোন মিল খুঁজে পাবে। দুটো সংস্থা মোট ছয়জন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম হাজির করে, সেদিন রাতেই ইব্রাহিম ছয়জনকেই খারিজ করে দেয়। সিম্যুর এ সময়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে ভয়ঙ্কর আমেরিকানদের প্রেক্ষাপটে উপস্থিত করার এবার সময় হয়েছে। ইব্রাহিম স্বতোঃপ্রণোদিত হয়ে নিজে গিয়েই তাদের জানাতে রাজি হয়। আমেরিকায় বসবাসকারী একজনের সাথে দেখা করার জন্য সে উদগ্রীব হয়ে আছে। তার সাথে বেশ কয়েকমাস সে কথা বলেনি। সে একবার কেবল তাকে একটা চিঠি লিখেছিল। আর সে তাকে একটা ছবি এঁকে পাঠিয়েছিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৩০. সিআইএ সদরদপ্তর, ভার্জিনিয়া

গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের এজেন্টদের নানা ভাবে তাদের অবিহিত করে থাকে। দপ্তর তাদের ডাকে সংগ্রাহক কর্মকর্তা বলে এবং তারা সে বিভাগের অধীনে কাজ করে তাদের বলা হয় সংগ্রহশালা। সি.আই.এ'র গোয়েন্দাদের অভিহিত করা হয় কেস অফিসার হিসেবে আর তারা সবাই গোপন জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার কর্মকর্তা। জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার পরিচালক হিসেবে অ্যাড্রিয়ান কার্টারের সময়কাল যখন শুরু হয় তখনও সংস্থাটাকে তার পুরাতন নামে অভিহিত করা হত: দি ডিরেকটরেট অব অপারেশনস। সংস্থাটার গোপন যুদ্ধের সবচেয়ে দক্ষ আর সফল যোদ্ধা হিসেবে বিবেচিত কার্টার বিগত পঞ্চাশ বছরে আমেরিকার সব সফল গোপন অভিযানের সাথে জড়িত ছিল। সে নির্বাচন বানচাল করেছে, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের বারোটা বাজিয়েছে, এবং সে মনে করতে পারে তারচেয়েও বেশি হত্যা আর খুনের ব্যাপারে স্রেফ চোখ বন্ধ করে থেকেছে। “আমি পোল্যান্ডে ঈশ্বরের আদেশ পালন করেছি, এল-সালভেডরে শয়তানের অপশাসনের সময়সীমা এক বছরে নামিয়ে এনেছি,” সে একবার পারস্পরিক স্পষ্টবাদিতার দুর্বল মুহূর্তে ইব্রাহিমের কাছে স্বীকার করেছিল। “আরেকটা গোপন কথা জানিয়ে রাখি, আফগানিস্তানে জেহাদি মুসলমান যোদ্ধাদের আমিই অস্ত্র সরবরাহ করেছি যদিও আমি তখনই জানতাম যে এই অস্ত্র একদিন আমাদের মৃত্যুর কারণ হবে।”

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সকালবেলা থেকে মূলত একটা বিষয় অ্যাড্রিয়ান কার্টারের অখন্ড মনোযোগ আকৃষ্ট কবে রেখেছে: বিশ্বব্যাপী ইসলামি মৌলবাদি শক্তির আমেরিকার হোমল্যান্ডে দ্বিতীয় আক্রমণ যেকোন মূল্যে প্রতিহত করা। সেটা নিশ্চিত করতে গিয়ে সে এমনসব কৌশল আর পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যা ইব্রাহিমের মত পোড় খাওয়া গোপন যুদ্ধের যোদ্ধার কাছেও অনেক সময়ে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাগার, রেনডিশন, দক্ষমূলক জিজ্ঞাসাবাদ: এসব কিছু ফাঁস হয়ে পড়ায় বলা বাহুল্য কার্টারের জ্ঞানপ্রিয়তা খুব একটা বৃদ্ধি করেনি। ক্যাপিটল হিলের রাজনীতিবিদ আর নীতিবিশিষ্ট সাংবাদিকের দল বহুবছর ধরেই কার্টারকে বাগে পাবার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। সিআইএ'র পরবর্তী পরিচালক হবার জন্য মনোনীত প্রার্থীদের সংক্ষিপ্ত তালিকায় তার নাম থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সে এখন ভয়ে থাকে যে একদিন হয়ত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে নিজের ভূমিকার জন্য তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। অ্যাড্রিয়ান কার্টার আমেরিকাকে

তার শত্রুর হাত থেকে নিরাপদে রেখেছে। আর সে জন্য তাকে হয়ত অনন্তকাল নরকের আগুনে পুড়তে হবে।

পরেরদিন, আমেরিকার বিশাল আর অনেক সময়েই অকার্যকর গোয়েন্দা দপ্তরের ভালহাল্লা, সিআইএ সদর দপ্তরের সাত তলায় একটা সম্মেলন কক্ষে সে ইব্রাহিমের জন্য অপেক্ষা করছিলো। বেশভূষায় গ্রাহাম সিম্যুরের ঠিক উল্টো, কার্টারের মাথায় ক্রমশ হাক্কা হয়ে আসা চুল সব সময়ে অগোছালো থাকে, আর তার মুখের পুরু গোঁফটা ডিস্কো মিউজিক, আণবিক আতঙ্ক আর ক্রক-পটের মতো অনেক আগেই কেতা বিরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। ফ্লানেলের ট্রাউজার আর বার্গেন্ডি কার্ডিগান, সব সময়ের মত যা এখনও তার পরনে, পরিহিত অবস্থায় তাকে অখ্যাত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বলে মনে হবে যে সব ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের প্রবল সমর্থক আর নিজের বিতাগের ডিনের জন্য এক চিরন্তন মাথাব্যথা। রিডিং গ্লাসের উপর দিয়ে সে ইব্রাহিমের দিকে তাকায় ভাবটা এমন যেন সে তাকে দেখে বিস্মিত হয়েছে এবং করমর্দনের জন্য হাত এগিয়ে দেয়। স্পর্শ করতে দেখা যায় হাতের তালু মার্বেলের মতো শীতল আর শুষ্ক।

ইব্রাহিম গতকাল রওয়ানা দেবার আগে লভনের আমেরিকার দূতাবাসের সিআইএ স্টেশন থেকে প্রেরিত একটা নিরাপদ তারবার্তার মাধ্যমে কার্টারের সাথে যোগাযোগ করেছিল। তারবার্তায় কার্টার কেবল পুরো ঘটনাটা সম্পর্কে একটা আভাস পেয়েছে। ইব্রাহিম এবার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে তাকে অভিহিত করে। ব্রিফিং শেষ হতে কার্টার প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলো নেড়ে দেখে, অক্সফোর্ডে গ্রেগরীর রেখে যাওয়া চিঠিটা প্রথমে তুলে নেয় আর শেষে আনাতোলি নামে পরিচিত লোকটার হিথরো বিমানবন্দরে তোলা সার্ভেলেন্স ফটোগুলো।

“সত্যি কথা বলতে,” কার্টার বলে, “গ্রেগরীর মতো পরিবর্তন আর পুনরায় পক্ষত্যাগ করে মাতৃভূমিতে ফিরে যাবার ঘটনাটা আমাদের শুরু থেকেই বিশ্বাস করিনি। তোমার হয়ত মনে থাকবে তোমরা রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসার রাতেই গ্রেগরীর সাথে আমার আলাপ হয়েছিল।”

ইব্রাহিমের অবশ্যই সেসব কথা মনে আছে। এজেন্সির পক্ষে কেবল সম্ভব এমন ব্যাপক প্রস্তুতির অংশ হিসেবে কার্টার, ইব্রাহিম আর কার্টারের সাথে তিনজন স্বপক্ষত্যাগীকে বহনকারী গাড়ি ইউক্রেনের সীমান্ত অতিক্রম করার কয়েক ঘণ্টা আগেই গালফস্ট্রীম এক্সিকিউটিভ জেটের একটা বহর দিয়ে প্রস্তুত রেখেছিল। ইব্রাহিম ইসরাইলে ফিরে আসে, আর গ্রেগরী এবং ওলগাকে ব্রিটেনে অতিবাসনের উদ্দেশ্যে উড়িয়ে আনা হয়। কার্টার নিজে এলিনা সুকোভাকে আমেরিকায় নিয়ে আসার বিষয়টা তদারক করে যেখানে তাকে পক্ষত্যাগী অভিবাসির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তার বর্তমান অবস্থানের ব্যাপারে এতটাই গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে যে ইব্রাহিমও জানে না সিআইএ তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।

“গ্রেগরী লভনে পৌছবার চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে আমরা আমাদের একটা দলকে পাঠাই তাকে ডিবিফ করার জন্য,” কার্টার আবার কথা শুরু করে। “সেই দলে যারা ছিল তাদের ভিতরে কেউ গ্রেগরীর আন্তরিকতার ব্যাপারে কখনও কোন সন্দেহ প্রকাশ করেনি। তার অন্তর্ধানের পরে আমি, সেদিনের সব টেপ আর নথি পুনরায় যাচাই করতে বলি, দেখতে যে তখন কিছু আমার নজর এড়িয়ে গিয়েছিল কিনা।”

“এবং?”

“গ্রেগরীর ভাষ্য সোনার মতই নিখুঁত। বলার অপেক্ষা রাখে না আমরা খুবই অবাক হয়েছিলাম ব্রিটিশরা যখন ঠিক উল্টো মন্তব্য করে। ল্যান্সলীর বিবেচনা অনুযায়ী তার অন্তর্ধানের কিছুটা দোষ তারা মানে ব্রিটিশরা তোমার উপরে চাপাতে চেয়েছিল। নিজেদের ছাড়া তাদের আব কাউকে দোষ দেবার নেই। লভনের চারপাশে ভাসমান বিপক্ষ মতাবলম্বীদের সাথে বেশি মাখামাখিটাই তাদের জন্য কাল হয়েছে। তাকে নাগালের ভিতরে পাওয়াটা ইভানের জন্য কেবল সময়ের ব্যাপার ছিল।”

“ইভান কি এখনও এনএসএ নজরদারির লক্ষ্যবস্তু?”

“অবশ্যই।”

“তোমরা কি জানো যে সে সম্প্রতি কয়েক হাজার অ্যান্টিট্যাঙ্ক মিসাইল আর আরপিজি হেজবোল্লার কাছে বিক্রি করেছে?”

“আমরা ব্যাপারটা নিয়ে গুজব শুনেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে ইভানের ব্যবসার উপর নজর রাখাটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ না। তার প্রাক্তন স্ত্রী আর সন্তানদের তার অন্তর্ভুক্ত নাগালের বাইরে রাখতেই আমরা এই মুহূর্তে বেশি আগ্রহী।”

“তাদের সাথে পুনরায় দেখা করার কোন চেষ্টা কি সে কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে করেছে?”

“কয়েক মাস আগে সেক্রেটারি অব স্টেটের সাথে নিয়মিত বৈঠকের সময়ে রাশান রাষ্ট্রদূত বিষয়টা উত্থাপন করেছিল। সেক্রেটারি অব স্টেট অবাক হবার ভাণ করে তিনি ব্যাপারটা খতিয়ে দেখবেন বলে রাষ্ট্রদূতকে জানান। আমাদের সেক্রেটারি, ভদ্রমহিলা দারুণ পোকার খেলেন। একজন সফল কেস অফিসার হবার সব গুণাবলিই তার ভিতরে আছে। এক সপ্তাহ পরে তিনি রাশান রাষ্ট্রদূতকে জানান যে ইলিনা কারকভ আর তার ছেলেমেয়েরা এই মুহূর্তে আমেরিকায় বাস করেছে না বা অতীতে কোন সময়ে তারা বসবাস করেছে। রাষ্ট্রদূত সেক্রেটারীকে যারপরনাই ধন্যবাদ জানায় এবং তারপরে বিষয়টা নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেনি।”

“অ্যাড্রিয়ান, ইভান ভাল করেই জানে তারা এখন কোথায় রয়েছে।”

“অবশ্যই সে জানে। কিন্তু সে বা ক্রেমলিনে তার বন্ধুরা এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারবে না। সেইন্ট-টোপাজে গত গ্রীষ্মকালে তুমি যে অপারেশন পরিচালনা করেছিলে সেটা নান্দনিকতার মাত্রা লাভ করেছে। তুমি ইভানের কাছ থেকে তার

ছেলেমেয়েদের নিখুঁতভাবে আর আইনের আওতার ভিতরে থেকে তুলে এনেছ। তারচেয়েও বড় কথা ইভান ইলেনাকে যখন রাশিয়ার আদালতে ডিভোর্স দেয় সেই সময় সে তাদের উপরে কার্যত সব আইনগত দাবিও পরিত্যাগ করেছে। এখন কেবল জোর করেই সে আবার তাদের ফিরে পেতে পারে। আর সেটা সম্ভব না। ব্রিটিশদের চেয়ে আমরা আমাদের স্বপক্ষত্যাগীদের প্রতি অনেক বেশি যত্নবান।”

“আমি আশা করি, সে নিরাপদেই কোথাও রয়েছে।”

“ভীষণ নিরাপদ। কিন্তু তুমি কি আমার একটা পরামর্শ শুনবে, এক বন্ধু যেমন আরেক বন্ধুকে বলে থাকে আরকি? গ্রেগরীর কথাগুলোকে মোটেই হেলাফেলা কোরো না। সে রাতে রাশিয়ায় তাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেটার কথা ভুলে যাও। আর তাছাড়া আমার মনে হয় ইভান এতক্ষণে তার মাথার পেছনে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়েছে। ইভানকে আমি যতটা জানি, কাজটা সম্ভবত সে নিজেই করেছে। বাসায় তোমার স্ত্রীর কাছে ফিরে যাও, ব্রিটিশদের জঞ্জাল ব্রিটিশরাই দেখুক।”

“আমি প্রতিশ্রুতি করলে সেটা রাখতে পছন্দ করি। অ্যাড্রিয়ান আমি ভাবতাম তুমিও আমারই মতো।”

কার্টার তার আঙ্গুলের মাথাগুলো একত্রিত করে সেটা দিয়ে নিজের চিবুকে খোঁচা দেয়। “আমার মনে হয় তোমার চরিত্রের ভিতরে কোথায় যেন একটা পক্ষপাতদুষ্ট মনোবৃত্তি রয়েছে। কিন্তু তুমি যেহেতু ব্যাপারটা এভাবে দেখছো তাহলে এবার বলো ল্যান্সলি কিভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারে?”

“আনাতোলির ছবিগুলো কাউন্টারইন্টেলিজেন্স সেন্টারে পাঠাও। দেখো যে তারা ছবিটার কোন নাম আর বর্ণনা দিতে পারে কিনা?”

“আমি পরিচালককে বলবো সে নিজে যেন ব্যাপারটা তদারক করে।” কার্টার ছবিগুলো গুছিয়ে নেবার ফাঁকে বলে। “তুমি কতদিন শহরে থাকবে বলে ঠিক করেছে।”

“যতদিন প্রয়োজন হয়।”

“আমাদের একজন অফিসার দেশের বাইরে একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা জানতে চেয়েছিল ডিনারের জন্য তুমি সময় দিতে পারবে কিনা?”

ইব্রাহিম অফিসারের নাম জিজ্ঞেস করারও আগ্রহ বোধ করেন না।

“অ্যাড্রিয়ান, তোমার এই অফিসার কোথায় যাচ্ছে?”

“সেটা বলা যাবে না।”

“আমার মনে হয় তোমাকে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই যে ইভানের বিরুদ্ধে কোন অপারেশনে সে অংশ নিচ্ছে।”

“না, সেটা তোমার মনে না করিয়ে দিলেও চলবে।”

“তুমি কেন তাহলে তাকে দেশ ত্যাগের অনুমতি দিচ্ছ?”

“মেয়েটার নিরাপত্তার ব্যাপারে তোমার উদ্বেগ মর্মস্পর্শী কিন্তু দুঃখজনকভাবে অপ্রয়োজনীয়। ডিনারের ব্যাপারে আমি তাকে কি বলবো?”

ইব্রাহিম ইতস্তত করে। “আমি তোমাকে পরে জানাবো। ব্যাপারটা জটিল।”

“কেন? সে তোমার দলের একজনের সাথে ডেট করছে বলে?”

“তুমি এসব কি বলছ?”

“সে আর মিখাইল পরস্পরের সাথে দেখা করছে। আমি অবাক হলাম ব্যাপারটা তোমাকে এখনও কেউ বলেনি দেখে।”

“পুরো বিষয়টা কতদিনের পুরান?”

“সেইন্ট-টোপাজ অভিযানের কয়েকদিন পর থেকে বিষয়টার সূত্রপাত হয়েছে। মিখাইল যেহেতু একটা বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা, মেয়েটাকে তাই মিখাইলের তার সাথে সম্পর্কের বিষয়টা জনসংযোগ দপ্তরকে জানাতে হয়েছে। জনসংযোগ দপ্তর বিষয়টা মোটেই ভাল চোখে দেখেনি, আমাকে তাই তাদের পক্ষে নাক গলাতে হয়েছে।”

“অ্যাড্রিয়ান তোমার মহানুভবতার তুলনা হয় না। সত্যি বলতে কি আমি তার সাথে ডিনারে দেখা করবো।”

কার্টার একটা কাগজে সময় আর স্থানের নাম লিখে দেয়। “ইব্রাহিম আমি আশা করবো তুমি তার সাথে ভাল আচরন করবে। আমার মনে হয় সে সুখী। আর সারাহকে আমরা অনেকদিন পরে সুখী দেখছি।”

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৩১. জর্জটাউন, ওয়াশিংটন, ডি.সি

১৭৮৯ রেস্টোরা, জর্জটাউনের অন্যতম দর্শনীয় স্থান, জায়গাটাকে ওয়াশিংটনের সবচেয়ে নয়নাভিরাম বলে বিবেচনা করা হয় এবং গুটিকয়েক এলাকার ভিতরে অন্যতম যেখানে প্রবেশের জন্য এখনও ছেলেদের কোট পরাটা বাধ্যতামূলক। সে কারণেই সামান্য ভ্রমসনা করে কার্টার ইব্রাহিমকে ক্রকস বাদ্রাসে পাঠায় যেখানে দশ মিনিটের ভিতরে গ্যাবার্ডিনের ট্রাউজার, অক্সফোর্ড-কাপড়ে তৈরি শার্ট আর প্রয়োজনীয় নীল র্বেজার পছন্দ করে। নেকটাই পছন্দের সময়ে সে বাধা দেয়, বেশিরভাগ ইসরালাইটসদের মতো সে চাপে পড়লে বা ছদ্মবেশের প্রয়োজনের জিনিসটা গলায় ঝুলিয়ে থাকে। আর তাছাড়া সে যদি গলায় কিছু ঝোলায় তাহলে সারাহ হয়ত অন্য কিছু ভেবে বসতে পারে। র্বেজারের জন্যই না জানে কপালে কি ভোগান্তি অপেক্ষা করছে।

সে কয়েক মিনিট আগেই পৌছায় এবং হোস্টেস তাকে জানায় যে তার ডিনার সঙ্গী ইতোমধ্যে আসন গ্রহণ করেছে। সে মোটেই অবাক হয় না; সে সারাহ বেনক্রফটের প্রশিক্ষণ নিজে ব্যক্তিগতভাবে তদারক করেছিল এবং তার দেখা সহজাত গুপ্তচর গুণাবলির অদিকারী একজন হিসেবে সে তাকে চেনে। বহু ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারদর্শী, পুরো পৃথিবীটা বেশ ভাল করেই ঘুরে দেখা, আর সুশিক্ষিত সারাহ ওয়াশিংটনের ফিলিপস কালেকশনে সহকারী কিউরেটরের দায়িত্ব পালন করছিল ইব্রাহিম যখন তাকে সউদি ধনকুবের জিজি আল-বাকারির ভ্রমণসঙ্গীদের ভিতরে লুকিয়ে থাকা এক সন্ত্রাসী মাস্টারমাইন্ডকে খুঁজে বের করার জন্য নিয়োজিত করে। অভিযানটা শেষ হবার পরেই সারাহ সিআইএতে পূর্ণকালীন ভিত্তিতে যোগ দেয় এবং তাকে কাউন্টারটোররিস্ট সেন্টারে দায়িত্ব দেওয়া হয়। গত গ্রীষ্মকালে ইব্রাহিম তাকে আবার ধার নেয় এবং একটা নকল তৈলচিত্রের সহায়তায় ইলিনা কারকভের সাথে তাকে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ করে দেয়। পুরো অপারেশনের সময়ে মিখাইল সারাহর রাশান আমেরিকান বয়স্কেভের ভূমিকায় অভিনয় করে এবং সেই সুবাদে তারা কয়েক রাত সেইন্ট-টোপাজে এক পাঁচ তারকা খচিত হোটেলে একত্রে কাটায়। ইব্রাহিম অনুমান করে এসবকিছুর সূচনা এখনই হয়েছে।

বেশ কয়েকটা কারণে তার মেজাজ খারাপ হয়ে আছে তার ভিতরে অন্যতম দলের সদস্যদের ভিতরে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে তার কঠোর নিষেধের অমান্য করা। কিন্তু নিজের রাগ সে সামলে রাখে। সে খুব ভাল করেই জানে ফিল্ডে বিরক্তি

আর মানসিক চাপের সমন্বয় অনেক সময়ে রোমান্টিক সম্পর্কের দিকে মোড় নিতে পারে। বস্তুতপক্ষে সে নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই সেটা জানে। বিশ বছর আগে, তিউনিসে একটা বড় অপারেশনের জন্য প্রস্তুতি নেবার সময়ে সে এক পেশাদার মহিলা সঙ্গীর সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল যা লিয়াহর সাথে তার বিয়ের প্রায় বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল।

হোস্টেস তাকে ঘন সন্নিবেশিত টেবিলের মাঝ দিয়ে ফায়ারপ্রেসের কাছে কোণার একটা টেবিলের দিকে নিয়ে যায়। দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে কাঁধটা আড়াআড়িভাবে রেখে এমন একটা ভঙ্গিতে সারাহ বসে রয়েছে যা তাকে সবার অলক্ষ্যে পুরো ঘরটায় মজর রাখতে সাহায্য করেছে। আজ তার পরনে একটা কালো স্প্রিভলেস ড্রেস আর গলায় দু'ছড়া মুক্তার একটা মালা। তার মাথা ভর্তি ধূসর চুল কাঁধের কাছে অগোছালোভাবে পড়ে আছে আর মোমবাতির আলোয় তার বড় নীল চোখ চকচক করছে। তার এক হাত মার্টিনি গ্লাসের কোমড় আকড়ে আছে। অন্যহাতটা অশ্রুবিন্দুর মতো চিবুকে আলতো করে রাখা। তার গালে চুমু খেতে লাইলাক ফুলের গন্ধ নাকে ভেসে আসে।

“তুমি চাইলে আমি তোমাকে এটা এক গ্লাস দিতে বলতে পারি,” মার্টিনি গ্লাসটা টেবিলে ঠুকে সে জানতে চায়।

“আমি এর বদলে তোমার নেইল পলিশ রিমুভার খুশী মনে পান করবো।”

“শুধু বরফ দিয়ে নাকি অন্য কিছু মেশাবে তার সাথে?” হোস্টেসের দিকে তাকিয়ে সে বলে। “এক গ্লাস শ্যাম্পেন, আর কিছু না। ভাল কোন ব্র্যান্ডের। বেচারার উপর দিয়ে আজ বেশ ধকল গেছে।”

হোস্টেস অর্ডার নিয়ে চলে যায়। সারাহ তার দিকে তাকিয়ে হেসে মার্টিনির গ্লাসটা ঠোটে ঠেকায়।

“সারাহ, সবাই বলে যে রাতে তুমি আকাশ ভ্রমণ করবে সে রাতে কিছু পান করা ঠিক না।”

“আমি যদি তোমার সাথে কোন অভিযানের পরেও বেঁচে থাকতে পারি তাহলে রক্তে সামান্য পরিমাণ জিন নিয়ে আটলান্টিক পার হতে আমার কোন সমস্যা হবে না।”

“ইউরোপে যাচ্ছ তাহলে? কার্টার কি তোমাকে সেখানেই ফেঁদে পাঠাচ্ছে?”

“অ্যাড্রিয়ান আমাকে আগেই তোমার সাথে থাকার সময়ে সতর্ক থাকতে বলে দিয়েছে। তুমি আমার পেট থেকে কোন কথা বের করতে পারবে না।”

“আমার মনে হয় আমার জানার অধিকার আছে।”

“সত্যি?” সে গ্লাসটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে টেবিলের উপর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে আসে। “ইব্রাহিম তোমার হয়ত বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে কিন্তু আমি সত্যি সত্যি দণ্ডের অধীনস্থ নই। আমি সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির অধীনস্থ

গোপন জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার কর্মকর্তা, যার মানে তুমি নও, অ্যাড্রিয়ান কার্টার আমার অ্যাসাইনমেন্ট নির্ধারণ করেন।”

“তুমি কি কথাটা আরেকটু জোরে বলবে। আমি ঠিক নিশ্চিত নই বাবুর্চি আর ওয়েটাররা তোমার কথা শুনতে পেয়েছে কিনা।”

“তুমিই কি আমাকে বলোনি যে তোমার জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তুমি পাবলিক প্রেসে করেছো?”

কথাটা সত্যি। সেফ রুম তখনই নিরাপদ যখন সেখানে আড়িপাতার বন্দোবস্ত থাকে না।

“আমাকে অন্তত সম্ভাব্য কয়েকটা স্থানে নাম অন্তত বলো। ল্যান্সলী, তার অসীম প্রজ্ঞার বরাভয়ে তোমাকে সৌদি আরব বা মস্কো পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়নি জানতে পারলে আমি অনেক শান্তিতে ঘুমাতে পারবো।”

“তুমি এটা জেনেই শান্তিতে ঘুমাতে পারবে যে তারা তেমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি।”

“তার মানে তারা তোমাকে ইউরোপে পাঠাচ্ছে?”

“ইব্রাহিম, সত্যি।”

“তোমাকে কি ধরনের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে?”

সে হতাশ ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার ভাণ করে। “বিশ্বব্যাপী সম্ভ্রাসী তৎপরতা দমনে আমার দেশের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার সাথে বিষয়টা জড়িত।”

“কি বীরত্বব্যঞ্জক। আর চার বছর আগে এই তুমিই কিনা এক্সপ্রেশনিস্ট উইন্টার নামে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলে।”

“আমি ধরে নিচ্ছি তুমি আমার প্রশংসা করছ।”

“আমি তাই করতে চাইছি।”

“ফিল্ডে তুমি নিশ্চিতভাবেই আমাব একাকী যাওয়াটা ঠিক মানতে পারছো না।”

“আমি কেন উদ্ভিগ্ন সেটা বলেছি। কিন্তু মুশকিল হল আমি না, অ্যাড্রিয়ান তোমার বস। আর সে যদি ভেবে থাকে পুরো বিষয়টায় কোন ঝামেলা নেই, তাহলে প্রশ্ন করার আমি কে?”

“তুমি ইব্রাহিম আবরার, সেটাই তোমার পরিচয়।”

ওয়েটার টেবিলের দিকে এগিয়ে আসে। সে তাদের মেন্যু ধরিয়ে দিয়ে সেদিনের সন্ধ্যার বিশেষ আয়োজন সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে। ওয়েটার অর্ডার নিয়ে চলে যাবার পরে, মূল পদের আগের ব্যঞ্জন নিয়ে সামান্য চাড়া করার ফাঁকে, ইব্রাহিম তার পক্ষে যতটা অনীহা প্রকাশ করে সম্ভব জানতে চায় সারাহর ভ্রমণ পরিকল্পনার কথা মিথ্যায়ল জানে কিনা। নিরবতা এসে পড়তে সে ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না এমন ভঙ্গিতে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে সারাহর গালের শ্বেত গুত্র ত্বকের নিচে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

“জিজি আর ইভানের পাশে থাকার সময় তুমি এমন আচরন করো না বলে তোমাকে ধন্যবাদ,” ইব্রাহিম বলে।

“মিখায়েল তোমাকে কিছু বলেছে।”

“সত্যি বলতে জাতীয় গোপন নিরাপত্তা সংস্থার পরিচালক কথা প্রসঙ্গে আমাকে বিষয়টা জানিয়েছে।”

সারাহ কোন কথা বুজে পায় না।

“তাহলে বিষয়টা সত্যি? তুমি আমার দলের এক সদস্যের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে?”

“তুমি ঈর্ষান্বিত নাকি ক্রুদ্ধ?”

“সারাহ, আমি ঈর্ষান্বিত কেন হবো?”

“আমি তোমার জন্য আজীবন অপেক্ষা করতে পারি না। আমার বয়স বসে নেই।”

“আর তুমি জেহোভার পৃথিবীতে আমার দলের লোক ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পেলো না।”

“দুনিয়াটা আসলে একটা আজব জায়গা। আর তাছাড়া মিখায়েলের ভিতরে কিছু একটা আছে যা আমার কাছে ভীষণ পরিচিত মনে হয়েছে।”

“সারাহ, বিদেশী একটা গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তার সাথে কোন ধরনের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়াটা মোটেই বুদ্ধিমান পেশাদারী মনোভাব বলা যাবে না।”

“ল্যাসলীতে তরুণ দক্ষ প্রতিভার আকাল যাচ্ছে। তারা স্বেচ্ছায় অনেক পুরান নিয়ম না দেখার ভাগ করতে প্রস্তুত।”

“আমার নিজেরই বোধহয় পার্সোনেল বিভাগের সাথে কথা বলতে হবে। তাহলে যদি ব্যাটারদের টনক নড়ে।”

“ইব্রাহিম তুমি ভুলেও সেরকম কিছু করছ না। আমার ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলাবার কোন অধিকার তোমার নেই।”

ইব্রাহিম জানে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সকাল ৯:০৩ মিনিটের পর থেকে যখন ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ১৭৫ ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টারের দক্ষিণের টাওয়ারে আঘাত করে, সারাহর ব্যক্তিগত জীবন বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। সেই অভিশপ্ত বিমানে হার্ডার্ড থেকে সদ্য পাশ করা বেন ক্যালাহান নামে এক তরুণ অইনজীবি ছিল। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে বেন প্লেন থেকে একটা ফোনকল করতে পারে আর কলটা সে সারাহকে করেছিল। সেদিনের পর থেকে সারাহ এই প্রথম অন্য আরেকজন লোকের প্রতি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেছিল। দুর্ভাগ্যবশত সেই লোকটার নাম ইব্রাহিম।

“একটা পেশাদার খুনির সাথে নিজেকে জড়ানোর আগে তোমার আরো ভাল করে বিষয়টা নিয়ে ভেবে দেখা উচিত ছিল। নিজের দেশের জন্য মিখায়েলকে অনেক নির্মম কাজ করতে হয়েছে।” ইব্রাহিম চুপ করে থেকে কিছু একটা ভাবে, তারপরে বলে, “এমন কিছু যার জন্য অনেক সময় দীর্ঘদিন তাকে বাইরে থাকতে হয়।”

“তুনে মনে হচ্ছে এমন কিছু যা আমি আগে থেকেই জানি।”

“সারাহ, আমি মোটেই ঠাট্টা করছি না। তোমার জীবন এর সাথে জড়িত। আর তাছাড়া, জানই তো ইসরাইলী লোকদের উপরে ঠিক ভরসা-করা যায় না। ইসরাইলের যেকোন মেয়েকে বিশ্বাস না হলে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।”

“সত্যি বলতে আমি ইসরাইলের যেসব লোকদের চিনি তারা সবাই দারুণ।”

“তার কারণ আমরা সেরাদের সেরা।”

“মিখায়েল তাদের ভিতরে পড়ে?”

“সে আমার দলে স্থান পেতো না তাহলে। তার তুমি কতটা সময় কাটিয়েছ?”

“সে এখানে কয়েকবার এসেছে আর আমরা একবার প্যারিসে দেখা করেছি।”

“প্যারিস তোমার জন্য মোটেই নিরাপদ নয়।”

“আমি একলা সেখানে যাইনি। আমার সাথে মিখায়েল ছিল।” কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সারাহ। “আমার মনে হয়েছিল আমি যেন তোমার সাথেই রয়েছি।”

তার কথাগুলো একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি নিয়ে তাদের মাঝে কিছুক্ষণ বিরাজ করে।

“সারাহ, পুরো ব্যাপারটার পেছনে এটাই কি মূল কারণ?”

“ইব্রাহিম, বাদ দাও।”

“কারণ, মিখায়েল কোনভাবে কষ্ট পেলে আমারই খারাপ লাগবে।”

“আমি নিশ্চিত আমিই কেবল এখানে কষ্ট পেতে যাচ্ছি।”

“যদি না আমি এবিষয়ে কিছু না বলি তাহলেই।”

মিখায়েলের নাম উচ্চারিত হবার পরে এই প্রথমবারের মত তাকে হাসতে দেখা যায়। “আজ রাতেই আমি তোমাকে বলতাম। আমরা অপেক্ষা করছিলাম যতক্ষণ না আমরা বুঝতে পারি ব্যাপারটা...” তার কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায়।

“যতক্ষণ না ব্যাপারটা কি?”

“আসল।”

“আর ব্যাপারটা তাই।”

সারাহ তার হাত আকড়ে ধরে। “ইব্রাহিম মন খারাপ কোরো না। আমি ভেবেছিলাম আমরা আজ বিষয়টা উদযাপন করবো।”

“আমি মোটেই মন খারাপ করিনি।”

সে এবার ইব্রাহিমের শ্যাম্পেনের গ্লাসের দিকে তাকায়। সে এক চুমুকও দেয়নি।

“তোমাকে অন্য কিছু দিতে বলবো।”

“নেইল পলিশ রিমুভার। বরফ আর অন্য কোন বিষ মিশিয়ে।”

সিআইএকে জানিয়েই এ দফা ইব্রাহিম যেহেতু ওয়াশিংটন এসেছে, আবাসনদপ্তর তাকে জর্জটাউনের উত্তরে টানলো রোডে একটা মোটামুটি নিরাপদ একটা

অ্যাপার্টমেন্টে তার থাকার বন্দোবস্ত করেছে। তাগ্যের হাঙ্কা রসিকতাই বলতে হবে ব্যাপারটা, অ্যাপার্টমেন্ট থেকে রাশান দূতাবাসের পেছনের প্রবেশ পথ চোখে পড়ে। ইব্রাহিম লবি দিয়ে হেঁটে যাবার সময়ে তার কোটের পকেটে নিরাপদ মোবাইলটা কেঁপে উঠে আগমনী কলের জানান দেয়। অ্যাড্রিয়ান কার্টার।

“তুমি কোথায়?”

ইব্রাহিম তাকে নিজের অবস্থান জানায়।

“তোমার এখনই দেখা দরকার এমন কিছু একটা আমার হাতে এসেছে। আমরা তোমাকে তুলে নিতে লোক পাঠিয়েছি।”

লাইন কেটে দেওয়া হয়। পনের মিনিট পরে ইব্রাহিমকে নিউ মেক্সিকো অ্যাটিনিউতে দাঁড়িয়ে থাকা কার্টারের কালো সিডানের পেছনের সিটে উঠতে দেখা যায়। কার্টার কোন কথা না বলে তার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দেয়: জাতীয় নিরাপত্তা দপ্তরের ইন্টারসেপ্ট করা একটা মেসেজের নথি, আগের দিন সন্ধ্যাবেলার মস্কো সময়ে প্রচারিত। বার্তাটার টার্গেট ইভান কারকভ। লুবিয়াঙ্কা স্কোয়ারে এফএসবির সদর দপ্তরে কারো সাথে সে কথা বলছিল। পুরো বার্তাটাই চলতি রাশান ভাষায় সম্প্রচারিত, শুধু একটা বিষয় পরিষ্কার ইভান এফএসবিকে আগে দিয়েছে এমন একটা কিছু এখন ফেরত চাইছে। আর সেই এমন একটা কিছু আর কিছু না খেগরী বুলগানভ।

“ইব্রাহিম তুমিই ঠিক। ইভান খেগরীকে এফএসবি’র হাতে তুলে দিয়েছিল যাতে তারা তাদের হিসাব মিটিয়ে নিতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে এফএসবির জিজ্ঞাসাবাদের গতি ইভানের মনোপূত হয়নি। খেগরীকে হাতের মুঠোয় পেতে তাকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এবং সে এবার অপেক্ষা করে হাপিয়ে উঠেছে। কিন্তু সুসংবাদটা হল খেগরী এখনও বেঁচে আছে।”

“তুমি কি এফএসবিকে কোনভাবে রাজি করাতে পারবে ব্যাপারটা যেন এভাবেই থাকে।”

“কোন মতেই সম্ভব না। রাশান নিরাপত্তা সংস্থার সাথে আমাদের সম্পর্ক প্রতিদিন আরও নাজুক হয়ে পড়ছে। তাদের একেবারে অত্যন্তরীণ একটা বিষয়ে আমরা নাক গলালে হিতে বিপরীত হতে পারে। আর তাছাড়া, ব্যাপারটা উল্টো ভাবে দেখো তারা যদি আমাদের ব্যাপারে একই পদক্ষেপ নিতো আমরাও খুশী হতাম না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে খেগরী একে স্বপক্ষত্যাগী তার উপরে আবার বিশ্বাসঘাতক। তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো তার মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেবার জন্য ইভানের মত তাদেরও হাত নিশাপিশ করছে।”

“আমার জন্য সিআইসি কিছু পাঠিয়েছে?”

“এখনও না। কে বলতে পারে। তোমার বন্ধু আনাতোলি হয়ত একটা ভূত।”

“আমি ভূত বিশ্বাস করি না, অ্যাড্রিয়ান। আমার যদি ইভানের ব্যাপারে কিছু জেনে থাকি তাহলে এটা নিশ্চিত গ্রেগরীকে অপহরণের দায়িত্ব সে অচেনা কাউকে দেবে না।”

“সেটাই ইভানের স্বভাব। সবকিছুই সে ব্যক্তিগতভাবে দেখে।”

“তাহলে এটা খুবই সম্ভব ইভানের সাথে প্রচুর সময় কাটিয়েছে এমন একজন এই আনাতোলিকে কখনও না কখনও দেখেছে।” ইব্রাহিম চুপ করে ভাবে। “অ্যাড্রিয়ান কে বলতে পারে? সে হয়ত তার আসল নামও জানে।”

কার্টার ড্রাইভারকে গাড়ি ইব্রাহিমের সেক্ষ অ্যাপার্টমেন্টের দিকে ঘুরিয়ে নিতে বলে তার দিকে তাকায়।

“আগামীকাল সকালে ঠিক ছয়টার সময় গাড়ি যাবে তোমাকে তুলে নিতে। আমি দুঃখিত পুরো ব্যাপারটা আমাদের কঠোর গোপনীয়তার ভিতরে সামলাতে হবে। আকাশে উড়ার আগে তুমি জানবে না তুমি কোথায় যাচ্ছ।”

“আমি কি ড্রেস পরে যাবো?”

কার্টার এবার হেসে ফেলে।

“গরম পোশাক। ভারী পোশাক পরে নিও।”

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৩২. নিউ ইয়র্কের উত্তরপূর্বাঞ্চল

নিউইয়র্কের উল্টর-পূর্ব অংশে প্রায় ষাট লক্ষাধিক একর জুড়ে বিস্তৃত বনাঞ্চলে অ্যাডিরোনডাক পার্ক, এর সংলগ্ন ইউনাইটেড স্টেটসের সবচেয়ে বড় সংরক্ষিত পাবলিক পার্ক। মোটামুটিভাবে ভারমন্টের আকৃতির পার্কটা আমেরিকার অন্য সাতটা স্টেটের চেয়ে বিশাল—বস্তুতপক্ষে এতটাই বিশাল যে ইয়েলোস্টোন, ইয়েসোমিট, গ্রেসিয়ার, গ্রান্ড ক্যানিয়ন আর গ্রেট স্মোকি মাউন্টেন ন্যাশনাল পার্কের সবগুলোই এর সীমানার ভিতরে নিখুঁতভাবে এটে যাবে। টেকঅফের এক ঘণ্টা আগেও এসব বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ সম্বন্ধে ইব্রাহিমের কোন ধারণাই ছিল না, সিআইএ'র অধীনস্থ পোড়খাওয়া পাইলট তাকে তার গম্ভ্য সম্পর্কে অভিহিত করার সময়ে এসব বলেছে। নিচের পুরো বনাঞ্চলকে ধূসর দেখায়: পরিষ্কার আকাশে তাপমাত্রা সম্ভবত শূন্য ডিগ্রীর আগেপাশে ঘোরাফেরা করছে। ইব্রাহিম ধরে নেয় তার পাইলট বিদেশি যাত্রীর বোঝার সুবিধার্থে তাপমাত্রার স্কেল সম্ভবত ফারেনহাইট থেকে সেন্টিগ্রেডে বদলে নিয়েছে। কিন্তু পাইলট সেটা করেনি

দশটা বাজার কয়েক মিনিট পরে সারানাক লেকের ধারে অ্যাডিরোনডাক আঞ্চলিক বিমানবন্দরে তাকে বহনকারী প্লেনটা অবতরণ করে। অ্যাড্রিয়ান কার্টার একটা ফোর্ড এক্সপ্লোরার বিমানবন্দরের পাকিং লটে আগে থেকেই তার জন্য রেখে দিয়েছে। গাড়ির ইঞ্জিন প্রথমবারের চেষ্টায় চালু হতে বিষয়টাকে সে ঈশ্বরের অপার করুণা বলে ধরে নেয়। ইব্রাহিম হিটারের সুইচ হাই করে দেয় এবং মূল্যবান কয়েকটা মিনিট গাড়ির কাঁচ থেকে বরফ পরিষ্কার করতে ব্যয় করে। পুনরায় স্টিয়ারিংয়ের পেছনে এসে বসলে সে নিজের মুখে কোন সাড়া পায় না। এক্সপ্লোরারের তাপমান যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে দেখে সেখানে হিমাক্ষের গ্রেট ডিগ্রী নিচে নির্দেশ করছে। সে মনে মনে ভাবে, অসম্ভব। শীতের কারণে নির্ধারিত যন্ত্র বিগড়ে গেছে।

ঈশ্বরের পৃথিবীতে সতর্কতার জন্য যদি কাউকে পুরস্কৃত করতে হয় তবে অনায়াসে সেটার দাবিদার কার্টার হবে; সে রেডিও সিগনাল বিকিরণ বা গ্রহণ করতে পারে, যার ভিতরে জিপিএস নেভিগেশন সিস্টেমও পড়ে, এমন কিছু নিয়ে গম্ভ্যের দিকে কারও যাত্রার উপরে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। প্লেনে তার হাতে ধরিয়ে দেওয়া টাইপ রাইটারে লেখা কয়েক পাতার নির্দেশাবলি অনুসরণ করে এগিয়ে যায়। বিমানবন্দর এলাকা ত্যাগ করে সে ডানে বাক নিয়ে কুট ১৮৬ ধরে সোজা লেক ক্রিয়ারের দিকে এগিয়ে যায়। সে সেখানে পৌঁছে আরেকবার ডানে বাক নিয়ে

ক্লট ৩০ এ উঠে আসে এবং আপার সেন্ট.রেজিস লেকের দিকে এগিয়ে যায়। পথে তারপরে পরে স্পিটফায়ার লেক তারপরে লোয়ার সেন্ট. রেজিস তারপরে পল স্মিথ নামে একটা খুদে আবাসিক কলেজ। কলেজের প্রবেশ পথের কয়েক গজ সামনে থেকে কিইস মিলস রোড নামে একটা সড়ক বেঁকে গিয়ে সংরক্ষিত এলাকার আরো প্রত্যন্ত অঞ্চলের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। অ্যাডিরোনডাকের এই অংশে রকফেলারদের একটা বিশাল গ্রীষ্মকালীন আবাস রয়েছে যেখানে তাদের ব্যক্তিগত রেলস্টেশন পর্যন্ত রয়েছে। অবশ্য ইব্রাহিমের বর্তমান গন্তব্য রকফেলারদের এস্টেটের চেয়ে অনেক ছোট একটা এস্টেট অনেক বেশি নিভৃত। এস্টেটের প্রবেশ পথ বাম দিকে আর কার্টার আগেই সতর্ক করে দিয়েছে যে সেটা সহজেই চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। প্রথমবার ইব্রাহিম প্রবেশপথটা অতিক্রম করে এগিয়ে যায় এবং বরফাবৃত রাস্তায় গাড়ি ঘোরাবার সুবিধাজনক স্থান পেতে তাকে আরও সিকি মাইল পথ সামনে এগিয়ে যেতে হয়।

সরু রাস্তাটা ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে প্রায় একশ গজ এগিয়ে যাবার পরেই কেবল ধাতব সিকিউরিটি গেট চোখে পড়বে। অন্য কোন ধরনের বেটনী বা বাঁধা চোখে পড়ে না কিন্তু ইব্রাহিম ভাল করেই জানে সামনে পুরো এলাকাটা গোপন ক্যামেরা, গতিসংবেদী এবং তাপসংবেদী সেন্সর দিয়ে ছেয়ে রয়েছে। কোথাও কেউ তার আগমন আগেই পর্যবেক্ষণ করেছে কারণ এসইউভিটা থামাবার আগেই সিকিউরিটি দরজা নিজে থেকেই খুলে যায়। উল্টো দিকে সে একটা চেরোকির গ্রান্ড জীপকে খোলা জায়গার উপর দিয়ে তার দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসতে দেখে। জীপটার হুইলে মধ্য পঞ্চাশের চেহারায় সৈনিকের স্পষ্ট ছাপ পড়া এক লোককে বসে থাকতে দেখা যায়। লোকটার নাম এড ফিল্ডিং। সিআইএ'র স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের প্রাক্তন সদস্য। ফিল্ডিং এই এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। “আমরা তোমাকে বলেছিলাম প্রবেশ পথটা খুঁজে পেতে সমস্যা হবে,” খোলা জানালা দিয়ে ফিল্ডিং তার উদ্দেশ্যে বলে।

“তুমি লক্ষ্য রাখছিলে।”

ফিল্ডিং একটা দাঁতো হাসি হাসে। “সেলফোনটা বাসায় রেখে আসবার কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে।”

“আমার মনে আছে।”

“আর ব্ল্যাকবেরী?”

“জিনিসটা আমার সহ্যই হয় না।”

“কোন গোপন কলম বা এক্স-রে গ্রাস নিশ্চয়ই তুমি করে সাথে নিয়ে আসোনি।”

“আমার সাথে একমাত্র ইলেকট্রনিক্স জিনিস হলো আমার কজিতে বাঁধা এই ঘড়িটা আর হতচ্ছাড়া ঘড়িটাও আমি লেকের পানিতে ছুঁড়ে ফেলতে পারি যদি এতে তুমি স্বস্তি পাও।”

ঘড়িটা যদি তোমাদের ইসরাইলে তৈরি কোন আপদ किसিমের যন্ত্র না হয়ে থাকে
যটা সিগন্যাল গ্রহণ বা বিকিরণ করতে সক্ষম তুমি নির্দিধায় ঘড়িটা রাখতে পারো।
তার তাছাড়া সব লেকের পানিই জমে বরফ হয়ে রয়েছে।” ফন্ডিং তার গাড়ির
এঞ্জিনটোরে চাপ দিলে ইঞ্জিন গর্জন করে উঠে। “আমাদের বেশ অনেকটা পথ গাড়িতে
যতে হবে। আমার পেছন পেছন থাকো নয়তো স্লাইপারের গুলিতে ঘায়েল হতে
পারো।”

ফন্ডিং ফাঁকা স্থানটা দিয়ে প্রাণপনে গাড়ি দাবড়ে নিয়ে যায়। তারা দূরবর্তী গাছের
সারির কাছে পৌছাবার আগে ইব্রাহিম দুই গাড়ির মধ্যবর্তী দূরত্ব অনেকটা কমিয়ে
আনে। আধ মাইল পরে পথটা খাড়া পাহাড়ী রাস্তায় রূপান্তরিত হয়। সেদিন
সকালেই মাটি খুড়ে বাসি বিছান হলেও ইতোমধ্যেই রাস্তায় জমে শক্ত বরফে
পরিণত হয়েছে। ফন্ডিং কোন রকমের দুর্ঘটনা ছাড়াই রাস্তাটা বেয়ে উঠে যায় কিন্তু
ইব্রাহিমের জ্ঞান বের হয়ে যায় রাস্তায় টিকে থাকার কসরত করতে গিয়ে। সে
গাড়ির ফোর হুইল ড্রাইভের সেটিং হাই থেকে লোতে নামিয়ে আরেকবার চেষ্টা
করে। এইবার এসইউভির চাকা বরফে কামড় বসায় আর সে ধীরে ধীরে চূড়ার
দিকে উঠে আসে। তার পুরো কসরতটা করতে দশ সেকেন্ড সময় লেগেছে আর
এর ভিতরেই ফন্ডিং সামনে থেকে একেবারে উবে গিয়েছে। ইব্রাহিম কয়েক
সেকেন্ড পরেই তাকে রাস্তা যেখানে দুভাগ হয়ে গিয়েছে সেখানে তার জন্য অপেক্ষা
করতে দেখে। তারা বামদিকের রাস্তা ধরে আরো দু’মাইল এগিয়ে যায় এবং
এস্টেটের সর্বোচ্চ স্থানে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে উপস্থিত হয়।

জায়গাটার একেবারে মাঝে একটা বিশাল অ্যাডিরোনডাক ধাঁচের লজ দাঁড়িয়ে
রয়েছে দেখা যায়। লজটার সুউচ্চ ছাদ আর সুবিশাল বারান্দা দক্ষিণমুখী যাতে
দুপুরে সূর্যের কুসুম কুসুম উষ্ণতা অনুভব আর বরফাবৃত সেন্ট.রেজিস হ্রদের
সৌন্দর্য চোখে পড়ে। বনের কাছে দ্বিতীয় আরেকটা লজ দেখা যায় প্রথম লজটার
চেয়ে অনেক ছোট কিন্তু কোন মতেই হেলাফেলা করা যাবে না এটাকেও। দুটো
লজের মধ্যবর্তী তুষারাবৃত তৃণভূমিতে ভারী কাপড় পরিহিত দুটো ছেলেমেয়েকে
গলদঘর্ম হয়ে স্লোম্যান তৈরিতে মগ্ন দেখা যায়। শারলিং কোট পরিহিত স্ত্রী কালো
চুলের এক মহিলা তাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। অগুয়ান গাড়ির
শব্দ শুনে সে নেকড়ের সতর্কতায় ঘুরে দাঁড়ায় কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরেই নাটকীয়
ভঙ্গিতে দু’হাত শূন্য তোলে।

ইব্রাহিম ফন্ডিং এর পেছনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে। সে দরজা খুলে নিচে
নামার আগেই দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাকে বেকায়দা ভঙ্গিতে হাঁটু পর্যন্ত গভীর বরফের
ভিতর দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে। সে দু’হাত দিয়ে ইব্রাহিমের গলা জড়িয়ে
ধরে দু’গালে জাকালো ভঙ্গিতে চুমু দেয়। “ইভান পৃথিবীতে আমাকে খুঁজে পাবে না
এমন একমাত্র স্থানে তোমাকে স্বাগতম,” ইলিনা কারকভ তাকে বলে। “ইব্রাহিম
আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না তুমি সত্যি এখানে আমার সাথে দেখা করতে এসেছ।”

৩৩. নিউ ইয়র্কের দক্ষিণপূর্বাঞ্চল

অ্যাডিরোনডাকের বিখ্যাত অ্যান্টেলারের ঝাড়বাতিশোভিত সাদামাটা কিন্তু বিশাল খাবার ঘরে তারা লাঞ্চ করে। একটা বিশাল জানালার পাশে, যেটা দিয়ে দূরের হ্রদ চোখে পড়ে, এলেনা বসে তার ডানপাশে বসে নিকোলাই আর বাম পাশে অ্যানা। গত গ্রীষ্মকালে ইব্রাহিম যদিও দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে কারকভদের যজ্ঞ বাচ্চাদের আইনের চোখে অপহরণের ঝুঁকি নিয়ে উঠিয়ে নিয়ে এসেছিল, সে তাদের আক্ষরিক অর্থে কখনও নিজের চোখে দেখেনি। সারাহ বেনক্রফট যেমন দৃশ্যত তাদের প্রথমবার দেখার সময়ে অবাক হয়েছিল, এবার ইব্রাহিমের অবাক হবার পালা। ছিপছিপে দেখতে কালো ত্বকের অ্যানার ভিতরে একটা সহজাত মার্জিতভাব রয়েছে অনেকটা তার মায়ের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ আর নিকোলাই দেখতে ফর্সা আর চওড়া কপাল আর ঘন ক্রুর কারণে তার কুখ্যাত পিতার মিল চোখে পড়ার মতো। বস্ত্রতপক্ষে খাবার সুস্বাদু হওয়া সত্ত্বেও খাবারের সময় ইব্রাহিমের কেবলই মনে হতে থাকে যে ইভান কারকভ তার সবচেয়ে নির্মম শত্রু টেবিলের উল্টো দিক থেকে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

সে তাদের কণ্ঠস্বর শুনেও যারপরনাই অবাক হয়। তাদের ইংলিশ নিখুঁত এবং খুব খেয়াল করে শুনে তাদের বাচনভঙ্গিতে হাস্কা রাশান টান খেয়াল করা যায়। সে ভাবে, ব্যাপারটায় অবাক হবার কিছু নেই। কারকভের ছেলেমেয়েদের আর যাই হোক পুরোপুরি রাশান কোনমতেই বলা যাবে না। বেশির ভাগ সময় তাদের নাইটসব্রীজ ম্যানসনে কেটেছে আর লন্ডনের এক অভিজাত স্কুলে তারা পড়াশুনা করেছে। শীতকালে তারা ছুটি কাটাতে গিয়েছে কার্চিভাল; আর গ্রীষ্মকালে দক্ষিণে সেইন্ট-টোপাজে সাগরের তীরে ইভানের গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ ভিলা সোলেইলিতে। প্রতি বছর কয়েক বছর তারা রাশিয়ায় কয়েক সপ্তাহের জন্য বেড়াতে যেত সেটা কেবল শিকড়ের টান বজায় রাখার স্বার্থে। দুই ভাইবোনের ভিতরে কথা বেশি বলা অ্যানা, নিজের মাতৃভূমি সম্বন্ধে এমন ভাবে কথা বলে যেন সে বই পড়ে জেনেছে। নিকোলাই কম কথা বলে। সে কেবল ইব্রাহিমের দিকে তাকিয়ে থাকে যেন সে সন্দেহ করছে লাঞ্চার সময় জানান না দিয়ে আসা এই অতিথির কারণেই তাকে পশ্চিম লন্ডন আর দক্ষিণ ফ্রান্সের বদলে অ্যাডিরোনডাকের পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত লজে বাস করতে হচ্ছে।

খাবার শেষ হলে দুই ভাইবোন তাদের মায়ের গালে চুমু খেয়ে সুবোধ বাচ্চাদের মতো নিজেদের পেট কিচেনে নিয়ে যায়। “চাকরবাকর ছাড়া জীবনে অভ্যস্ত হতে তাদের একটু সময় লেগেছে,” তারা চলে যেতে ইলিনা বলে। “আমার মনে হয় সাধারণ বাচ্চাদের মত কিছুদিন জীবনযাপন করাটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে।” সে নিজেই নিজের বক্তব্যের অসারতা অনুভব করে পরমুহূর্তে হেসে ফেলে। “মানে প্রায় স্বাভাবিক আরকি।”

“তারা পরিবর্তনটা কিভাবে সামলেছে।”

“পরিস্থিতির চাপে যতটা স্বাভাবিকভাবে সম্ভব। সেইন্ট-টোপাজের বেলাভূমি ত্যাগ করার সময়ে রাশান দেহরক্ষীদের দ্রুত গতির কারণে আটকে দেওয়া হলে তাদের পরিচিত জীবনটা চোখের নিমেষে শেষ হয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয় দক্ষিণ ফ্রান্সে পুরো গ্রীষ্মকালে তাদেরই কেবল অতিরিক্ত গতির জন্য আটকানো হয়েছিল।”

“জেনডারমেসদের ট্রাফিক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে খামখেয়ালিপনা সুবিদিত।”

“তারা অবশ্য বেশ সদয় আচরণ করেছিল। কাস্টডিতে থাকার সময়ে তারা আমাব ছেলেমেয়েদের সাথে ভাল ব্যবহার করেছে। সেইন্ট-টোপাজের জেনডারমেরীতে থাকার সময়ের স্মৃতির কথা বেশ রসিয়ে বলতে পছন্দ করে নিকোলাই। আলপসে অবস্থিত মঠে থাকাটাও সে উপভোগ করেছিল। বাচ্চাদের কথা যদি বলো, পালিয়ে আসবার অভিজ্ঞতাটা তাদের কাছে কেনলই একটা দুর্দান্ত অভিযান আব কিছু না। ইব্রাহিম আমি তোমাকে সেজন্য ধন্যবাদ জানাই। তোমার কারণে তাবা বিষয়টা এত সহজভাবে নিতে পেরেছে।”

“তাদের বাবার ব্যাপারে তারা কতটুকু জানে?”

“তারা কেবল জানে যে ব্যবসা নিয়ে সে সামান্য ঝামেলার ভিতরে রয়েছে। আর তারা এটাও জানে ইভান তার বন্ধু ইয়াকাতেরেনাকে বিয়ে করার অভিপ্রায়ে আমাকে ডিভোর্স দিয়েছে। অস্ত্র চোরাচালানি আব হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে...” তার গেলার স্বর মিলিয়ে আসে। “সেসব বোঝার জন্য বয়স তাদের এখনও অনেক কম। সত্যি কথাটা বলার আগে আমি আরও কিছু দিন অপেক্ষা করতে চাই। তারপরেই কেবল তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পারবে।”

“তারা নিশ্চয়ই জানতে আগ্রহী।”

“সে কথা আর বলতে। ছয় মাস হতে চললো। ইভানের সাথে কোন কথা বলেনি। নিকোলীর পক্ষে বিষয়টা কঠিন। তার মায়ের আদর্শ। আমি নিশ্চিত ইভানের অনুপস্থিতির জন্য সে মনে মনে আমাকে দোষ দেয়।”

“দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত অবস্থায় এমন নির্জন স্থানে বসবাসের বিষয়টা তুমি তাদের কাছে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছ?”

“এটা ব্যাখ্যা করতে খুব একটা ঝামেলা হয়নি। অ্যানা আর নিকোলী রাশান ওলিগার্চের সন্তান। জন্মের পর থেকেই তারা রেডিও আর অল্পসজ্জিত লোকজন দেখে অভ্যস্ত, ব্যাপারটা তাই তাদের কাছে খুব একটা অস্বাভাবিক মনে হয়নি। আর নির্জনতার প্রসঙ্গে আমি তাদের বলেছি এটা খুব সাময়িক একটা বন্দোবস্ত। শীঘ্রই সাধারণ আমেরিকান নাগরিকদের মতো আমরা আমাদের বন্ধুদের সাথে দেখা করতে আর স্কুলে যেতে পারবো। এখনকার কাজ চালাতে সিআইএ’র চমৎকার একজন শিক্ষিকা রয়েছে। সকাল নয়টা থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত সে তাদের সাথে কাটায়। তারপরে আবহাওয়ার অবস্থা যাই হোক আমি তাদের বাইরে খেলতে পাঠিয়ে দেই। আমাদের এখানে কয়েক হাজার একর জমি, দুটো হ্রদ আর একটা নদী রয়েছে। বাচ্চাদের আনন্দ করা উপকরণের কোন কমতি নেই। অবশ্য তুমি আর তোমার বন্ধুরা সাহায্য না করলে আমার একার পক্ষে এসব করা সম্ভব হতো না।”

ইলেনা আসলে দপ্তরের সাইবারস্পেশালিস্টদের ধন্যবাদ জানাতে চায় যারা তার স্বপক্ষত্যাগের পরবর্তী দিনগুলোতে মস্কো আর জুরিখে ইভানের ব্যাংক একাউন্টে হানা দিয়ে বিশ মিলিয়নের বেশি ক্যাশ টাকা তুলে এনেছিল। “অনাদিষ্ট ওয়্যার ট্রান্সফার” কিং সল বুলেভার্ডের তারা সবাই সুভাষিত বাক্যাংশ দ্বারা ব্যাপারটা অভিহিত করে থাকে, তাদের অনেক কর্মকাণ্ডের একটা আইনের নৈতিক প্রাপ্ত ঘেঁষে যার অবস্থান। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে ইভান টাকাগুলো কোথায় গিয়েছে বা তার দুই ছেলেমেয়ের কাস্টডি হারাবার ধারাবাহিক ঘটনাসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করার মতো অবস্থায় ছিল না। পশ্চিমে, রাশান প্রেসিডেন্ট আর ক্রেমলিনের সহায়তায় রাশিয়ার ভয়ঙ্কর এ্যান্টিএয়ারক্রাফট মিসাইল সন্ত্রাসী আল-কায়েদা সংগঠনের কাছে বিক্রি করার অভিযোগ সামলাতে সে ব্যস্ত ছিল।

“অ্যাড্রিয়ান আমাকে বলেছে সিআইএ তোমাকে বা তোমার সন্তানদের কেবল দু’বছরের জন্য নিরাপত্তা দিতে সম্মত হয়েছে,” ইব্রাহিম বলে।

“তোমার নিশ্চয়ই মনে হয় না সেটা যথেষ্ট সময়।”

“না, আমার সেটা মনে হয় না।”

“আমারিকার আয়করদাতারা আজীবন আমাদের বোঝা টানতে পারবে না, সেটা উচিতও না। সিআইএ’র লোকেরা বিদায় নিলে আমি নিজে তখন দেহরক্ষী নিয়োগ দেবো।”

“টাকা শেষ হলে কি হবে।”

“আমার মনে হয় তুমি আমাকে যে চিত্রকর্মটা নকল করে দিয়েছিলে আমি যেকোন সময়ে সেটা বিক্রি করতে পারবো।” কথা বলে সে হাসে। “তুমি কি চিত্রকর্মটা একবার দেখতে চাও?”

সে তাকে একটা বিশাল ঘরে নিয়ে আসে এবং মেরী কাস্‌সাটের টু চিলড্রেন অন দি বিচ-এর নিখুঁত প্রতিলিপির সামনে এসে দাঁড়ায়। চিত্রকর্মটা ইব্রাহিমের তৈরি করা দ্বিতীয় কপি। প্রথম কপিটা সে খোদ ইভান কারকভকে আড়াই মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করেছিল আর সেটা এখন ফরাসি প্রসিকিউটরের জিম্মায় রয়েছে।

“আমার মনে হয় না অ্যাডিরোনডেকের পারিপার্শ্বিকতার সাথে চিত্রকর্মটা ঠিক খাপ খায়।”

“কে দেখতে যাচ্ছে। চিত্রকর্মটা যেখানে রয়েছে ঠিক সেখানেই থাকবে।”

ইব্রাহিম চিবুকে হাত রেখে মাথাটা একপাশে একটু কাত করে। “আমার মনে হয় এটা প্রথমটার চেয়ে ভাল হয়েছে তোমার কি মনে হয়?”

“প্রথম নকলটায় তোমার তুলির আচড় একটু বেশি আবেগপ্রবণ। ওটার তুলনায় এটা একেবারে নিখুঁত।” সে তার দিকে তাকায়। “কিন্তু আমার মনে হয় না তুমি আমার ছেলেমেয়ের খবর নিতে বা নিজের শিল্পকর্ম সম্বন্ধে আমার মন্তব্য শুনতে এতদূর কষ্ট করে এসেছ।”

ইব্রাহিম চুপ করে থাকে। এলেনা সামনের চিত্রকর্মটার দিকে তাকিয়ে রয়।

“ইব্রাহিম তোমার কিন্তু চিত্রশিল্পী হওয়াই উচিত ছিল, সেটা জানো। তুমি অনায়াসে বিখ্যাত হতে পারতে। আর কপাল ভাল হলে আমার কুখ্যাত স্বামীর সাথেও হয়ত তোমার দেখা হতো না।”

চারটা দেশের শতাধিক দক্ষ আর প্রতিভাবান গোয়েন্দা কর্মকর্তা যারা কারকভের বিষয়টার সাথে জড়িত ছিল এবং তাদের বেশির ভাগ এখনও একটা প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য নিজের ডান হাত খোয়াতে রাজি আছে: লেলিনগ্রাদ থেকে আগত কম্যুনিষ্ট পার্টির অর্থনৈতিক পরিকল্পনাবিদদের সুন্দরী আর রুচিশীল মেয়ে এলেনা ভারমালোভার মতো মেয়ে ইভানের মত ঠ্যাঙাড়ে কেমন বিয়ে করেছে?

বিয়ের সময়ে ইভান কেজিবির কুখ্যাত ফিফথ ডিরেকটরেটে কাজ করছিলেন এবং তার সামনে তখন ঝকঝকে ভবিষ্যৎ। ১৯৮০ সালের শেষ দিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন মৃত্যুশয্যায় কাতরাচ্ছে তখন সৌভাগ্য সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে তার হাতে ধরা দেয়। মৃতপ্রায় সোভিয়েট অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চারের শেষ চেষ্টা হিসেবে, মিখায়েল গর্বাচেভ সীমিত পরিসরে পূঁজি সঞ্চয়ের বিষয়টা অনুমোদিত করে। নিজের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বরাভয় লাভ করে ইভান কেজিবি ত্যাগ করে আর ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাশিয়ার প্রথম বেসরকারী ব্যাংক তৈরি করে। আড়াল থেকে পুরাতন সহকর্মীদের পৃষ্ঠপোষকতায় তার ব্যাংক অচিরেই অপ্রত্যাশিত লাভের মুখ দেখে এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন শেষ পর্যন্ত পটল ক্ষেত চাষে ব্যস্ত হয়ে পড়তে, ইভান নিজের অবস্থান আর যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে ভবলীলা সাজ হওয়া ইউনিয়নের

সবচেয়ে মূল্যবান অস্ত্রাবর সম্পত্তি দখল করে বসে। পরিবহন বিমান আর জাহাজের একটা বিশাল ছিল যার ভিতরে অন্যতম, যাদের সাহায্যে অচিরেই সে পৃথিবীর বৃহত্তম মালামাল পরিবহন কোম্পানির জন্ম দেয়। অচিরেই রাশিয়ার একমাত্র রপ্তানিযোগ্য পণ্য: অস্ত্র নিয়ে ইতানোর জাহাজ আর বিমান বহর আফ্রিকা, মধ্য প্রাচ্য আর দক্ষিণ আমেরিকায় পাড়ি জমাতে শুরু করে।

ইতানকে এসময়ে গর্ব করে বলতে শোনা যেত রাশিয়ায় সে চাইলে যেকোন কিছু হাতের নাগালে পেতে সক্ষম আব সেটা সে পৃথিবীর যে কোন প্রাণে পৌছাতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে একরাতেই ভিতরে। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ উপযুক্ত টাকা দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে শয়তানের সাথেও ব্যবসা করতে রাজি আছে। আর তারা যদি টাকা দিতে না পারে সেক্ষেত্রে সে নিজের ব্যাংক থেকে লোনের বন্দোবস্তও করতে পারবে। সে তার অস্ত্র সৈরাচারের কাছে বিক্রি করে এবং সে বিদ্রোহীদের কাছেও অস্ত্র বিক্রি করে। যুক্তিসঙ্গত ক্ষোভ রয়েছে এমন মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সে অস্ত্র বিক্রি করে এবং নির্বিচারে নারী আর শিশু হত্যাকারী ম্যানিয়াকও তার প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হয় না। বৈধ উৎস থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করতে অক্ষম সামরিক জাহাজের কাছে অস্ত্র বিক্রি করাটা তার বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। যুদ্ধবাজ উভয় পক্ষের কাছে অস্ত্র বিক্রির তরীকা তার হাতে পূর্ণতা লাভ করে, দু'পক্ষের কাছে অস্ত্র সরবরাহের পরিণাম বিশেষজ্ঞের মতো নিয়ন্ত্রণ করে সে খুনোখুনির ধারা দীর্ঘায়িত করে নিজের লাভের পরিমাণকে মাত্রা ছাড়া পর্যায়ে নিয়ে যায়। সোজা কথায় সে দেশ ধ্বংস করে দেয়। সে জনগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর এভাবে সে কুবেরের মত ধনী হয়ে উঠে। বহু বছর সে মৃত্যু নিয়ে নিজের এই বেসাতির কথা গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বাকি পৃথিবীর কাছে সে ছিল তখন নব্য রাশিয়ার এক প্রতিভূ- ধূর্ত লগ্নিকারী এবং ব্যবসায়ী যে অনায়াসে পূর্ব পশ্চিমে দু'পা দিয়ে দাঁড়িয়ে দামী বাড়ি, বিলাসবহুল ইয়ট, এবং সুন্দরী রক্ষিতা বাগিয়ে নিতে সক্ষম। ইলেনা, ইব্রাহিমের কাছে একসময়ে স্বীকার করেছিল ইতানোর এই ধোকাবাজির সে ছিল মূল সহায়ক শক্তি। সে ইতানোর রোমান্টিক অভিযানের ব্যাপারে সে দেখেও না দেখার ভাণ করে থাকতো ঠিক যেমন তাব বিশাল বৈভবের সত্যিকারের উৎসের ব্যাপারে সে ইচ্ছা করেই নিজেকে অজ্ঞতার চাদরে মুড়ে রেখেছিল।

জীবনের গতিপ্রকৃতি অনেক সময়ে এক লহমায় বদলে যায়। ভিয়েনায় এক সন্ধ্যাবেলা ইব্রাহিমের জীবন এভাবে বদলে গিয়েছিল, তার গাড়ির নিচে স্থাপিত প্লাস্টিক বিস্ফোরককে আগ্রাসী ভূমিকা নিতে একটা ডিটোনেটর সেদফা কাজ করেছিল। ইলেনা কারকন্ডের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা হয় সেদিন যেদিন সে তার স্বামীকে নিজের প্রধান নিরাপত্তাবিষয়ক প্রধান আরকেডে মেডভেডেভের সাথে টেলিফোনে আলাপ করতে শুনে ফেলে। তার স্বামীর লোভের কারণে হাজার হাজার

নিরপরাধ লোক মারা যেতে পারে এই সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে সেদিন সিদ্ধান্ত নেয় চূপ করে না থেকে সে এবার তার গোমর ফাঁস করে দেবে। তার পরবর্তী পদক্ষেপ তাকে সেইন্ট-ট্রোপাজের এক নিঃসঙ্গ পাহাড়ি ভিলায় এনে হাজির করে। সে এখানেই ইব্রাহিমকে প্রস্তাব দেয় ইভানের গোপন তথ্য চুরি করার ব্যাপারে সে তাকে সাহায্য করবে। পরবর্তী অভিযানে তাদের দু'জনেরই প্রাণসংশয় দেখা দিয়েছিল। ইব্রাহিমের ভীতিকর স্মৃতির ভান্ডারে একটা দৃশ্যপট আজীবন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে: ইলেনা কারকড তার স্বামীর একটা ওয়্যারহাউজে চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় বসে রয়েছে আর আরকেডে মেডভেডেড তার মাথার পাশে একটা পিস্তল ধরে রয়েছে। মেডভেডেড ইব্রাহিমের কাছে নিকোলাই আর অ্যানার অবস্থানের কথা জানতে চায়। ইলেনা উত্তর দেবার চেয়ে মরে যাওয়া শ্রেয় বলে মনে করে।

আরকেডে তুমি বরং ট্রিগারে চাপ দাও। কারণ ইভান কখনও আর তাদের দেখতে পাবে না।

এখন, অ্যাডিরোনডেকের লজের বিশাল ঘরে আগুনের সামনে বসে ইব্রাহিম অবশেষে ইলেনাকে বলে যে ইভান গ্রেগরী বুলগানভকে অপহরণ করেছে যে লোকটা সেদিন রাতে তাদের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। আর ওলগা সুকোভা, ইলেনার লেলিনখাদের বন্ধু তাকেও অস্বফোর্ডে আততায়ীর দল মারতে চেষ্টা করেছিল। এলেনা খবরগুলো শান্ত ভঙ্গিতে শোনে, অনেকটা যেন সে কোন দীর্ঘ প্রত্যাশিত কোন মৃত্যু সংবাদ শুনেছে। তারপরে সে হাত বাড়িয়ে একটা ছবি নেয়: হিথরো বিমানবন্দরের আগমনী এলাকায় একটা লোকের দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার অভিব্যক্তি সহসা বিষণ্ণ হয়ে উঠলে ইব্রাহিম সাথে সাথে বুঝতে পারে তার এতদূর আসাটা কৃথা যায়নি।

“তুমি তাকে আগেও দেখেছ?”

ইলেনা মাথা নাড়ে। “বহুদিন আগে মস্কোতে। আমাদের জুকোভকার বাসায় সে নিয়মিত আসতো।”

“সে একাই আসতো?”

সে আবার মাথা নাড়ে। “কেবল আরকেডের সাথে আসতো।”

“তুমি কখনও তার নাম শুনেছো?”

“আমাকে কখনও তাদের নাম বলা হতো না।”

“তুমি কখনও ভুলবশত কাউকে বলতেও শোননি?”

“আমি দুষ্টবিত, কিন্তু না।”

ইব্রাহিম তার হতাশা লুকাতে চেষ্টা করে এবং জানতে চায় ইলেনা আর কিছু বলতে পারে কিনা। সে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে যেন চেষ্টা করে স্মৃতির উপরে পড়া বিস্মৃতির প্রলেপ মুছে কিছু তুলে আনতে।

“আমার একটা জিনিস মনে আছে এই লোকটা উপস্থিত থাকলে আরকেডে ভিন্ন ধরনের আচরণ করতো। আমার কাছে বিষয়টা অদ্ভুত মনে হতো কারণ আর কারো উপস্থিতিতে আরকেডে এমন আচরণ করতো না।” সে ইব্রাহিমের দিকে তাকায়। “তুমিই তাকে মেরে ফেলে ঝামেলা বাঁধিয়েছ। সে বেঁচে থাকলে এখন তোমাকে লোকটা নাম বলতে পারতো।”

“আরকেডে মেডভেডেভের মত লোক দুচারটা আরও কম বেঁচে থাকলে পৃথিবীর মঙ্গলই হবে।”

“সেটাও সত্যি। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় হতভাগাকে যদি আমি নিজ হাতে মারতে পারতাম।” সে নিজের মাথা ঘুরিয়ে এবার ঘরের একপ্রান্তে রাখা চিত্রকর্মটার দিকে তাকিয়ে থাকে। “এখন প্রশ্ন হল ইভান কি একেই নিয়োগ করেছে আমার ছেলেমেয়েদের আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য?”

ইব্রাহিম ইলেনার হাত ধরে ভরসাদায়ী একটা চাপ দেয়। “অ্যাড্রিয়ানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমি নিজ চোখে দেখেছি। তোমাকে বা তোমার ছেলেমেয়েদের ইভান এখানে কোনমতেই খুঁজে পাবে না।”

“তুমি এখানে এসেছ বলে আমি কিছুটা নিশ্চিত বোধ করছি।” সে ইব্রাহিমের দিকে তাকায়। “ইব্রাহিম তুমি আমাদের সাথে থাকবে? দু’একদিনের জন্য অন্তত।”

“আমি নিশ্চিত নই গ্রেগরীর হাতে দু’একদিন সময় আছে কিনা।”

“গ্রেগরী?” সে হতাশ চোখে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকে। “আমি জানি আমার স্বামী আর এফএসবি’র ওরা বিশ্বাসঘাতকদের সাথে কি আচরণ করে থাকে। গ্রেগরীর কথা তোমার ভুলে যাওয়াই ভালো। যারা এখনও বেঁচে আছে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করো।”

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৩৪. নিউইয়র্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল

ইব্রাহিম সেই রাতটা সেখানে কাটিয়ে পরের দিন সকালে ওয়াশিংটন ফিরে যেতে রাজি হয়। দোতলায় অতিথির জন্য নির্ধারিত রুমে সুস্থির হয়ে সে একটা টেলিফোন খুঁজতে থাকে। নিরাপত্তাজনিত কারণে এড ফিল্ডিং লজের সব ফোন সরিয়ে ফেলেছে। বস্তুতপক্ষে পুরো লজে কেবল একটা ফোন আছে যেটার দিয়ে বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করা যায়। আর সেটাও রয়েছে দ্বিতীয় লজে ফিল্ডিংএর টেবিলের উপরে। টেলিফোনে একটা সতর্কবাণী জ্বলে নিভে বলে দেয় যে যেখানে যার কাছ থেকেই ফোনকল আসুক সবকলই মনিটর আর রেকর্ড করা হচ্ছে। “মোটাই রসিকতা ভেবো না,” ফিল্ডিং ইব্রাহিমের হাতে রিসিভারটা ধরিয়ে দিয়ে বলে। “এক পেশাদার আরেক পেশাদারকে বলছে।”

ফিল্ডিং ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে দরজাটা পেছনে বন্ধ করে দেয়। দপ্তরের স্বাভাবিক যোগাযোগের প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে অনিচ্ছুক ইব্রাহিম কিং সল বুলেভার্ডের একটা বাণিজ্যিক লাইনে ডায়াল করে খালিদ ওবায়দকে চায়। তারা আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখে আর পুরোটাই হিব্রুতে করে, এনএসএ’র কোন সুপারকম্পিউটারের পক্ষে যার পাঠোদ্ধার সম্ভব না। কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে খালিদ ইব্রাহিমকে পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে হালনাগাদ করে। ইরিনা বুলগানোভা নিরাপদে রাশিয়ায় ফিরে গিয়েছে আর ইব্রাহিমের দলও নিরাপদে ইসরাইলে ফিবে এসেছে এবং মরিয়মও তার দেহরক্ষীদের নিয়ে উমব্রিয়ায় ফিরে গিয়েছে। বস্তুতপক্ষে, খালিদ ঘড়িতে সময় দেখে বলে যে তারা এতক্ষণে সম্ভবত সেখানে পৌঁছেও গিয়েছে।

ইব্রাহিম লাইন কেটে দিয়ে মনের সাথে যুদ্ধ করে মরিয়মকে একটা কল করবে কিনা সেটা নিয়ে। সে সিদ্ধান্ত নেয় বিষয়টা নিরাপদ হবে না। দপ্তরের সাথে বাণিজ্যিক লাইনে যোগাযোগ করা এক কথা কিন্তু মরিয়মকে বাসায় যা তার মোবাইলে ফোন করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। সিআইএ’র নিরাপত্তা বেষ্টনী থেকে বের হওয়া পর্যন্ত তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য অপেক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়। রিসিভার নামিয়ে রেখে সে ইলিনা এইমাত্র যা বলেছে সেটা নিয়ে ভাবে। “গুরুত্বপূর্ণ কথা তোমার ভুলে যাওয়াই ভালো। যারা এখনও বেঁচে আছে তাদের কাটিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। সম্ভবত সে ঠিকই বলেছে। সম্ভবত সে এমন একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যা তার পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব না। সম্ভবত বাসায় ফিরে গিয়ে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গ দেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ

হবে। সে দরজা খুলে বাইরের করিডোরে পা রাখে। বাইরের দেয়ালে হেলান দিয়ে এড ফিল্ডিং দাঁড়িয়ে রয়েছে।

“সবকিছু ঠিক আছে?”

“সবকিছু ভাল আছে।”

“একটু বেড়াতে যাবার মত সময় হবে?”

“কোথায়?”

“আমি জানি ইলিনাকে নিয়ে তুমি দুশ্চিন্তায় আছো। আমি তাই ভাবলাম আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তোমাকে একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে তোমার চিন্তাটা একটু লাঘব করি।”

“আমি একটা বিদেশী নিরাপত্তা সংস্থার কর্মকর্তা তারপরেও?”

“অ্যাড্রিয়ান বলেছে তুমি আমাদের ঘরের লোক। আমার আর কিছু জানবার প্রয়োজন নেই।”

সন্ধ্যাবেলার কনকনে শীতের মাঝে ইব্রাহিম ফিল্ডিং এর পেছন পেছন যায়। সে আশা করেছিল তারা জীপে করে পরিদর্শন করবে। ফিল্ডিং জীপের কাছে না গিয়ে বাইরে একটা শেডের নিচে ফুরোসেন্ট আলোয় ঝকঝকে অবস্থায় দাঁড়িয়ে, থাকা দুটো স্লোমোবাইলের দিকে এগিয়ে যায়। একটা ধাতব ক্যাবিনেট থেকে সিআইএ'র আপদটা দুটো হেলমেট, একজোড়া পারকা, দুটো নিওপ্রিন ফেসমাস্ক এবং দুজোড়া বাতাস নিরোধক দস্তানা বের করে। পাঁচ মিনিট পরে, কিভাবে স্লোমোবাইল চালাতে হয় সে বিষয়ে একটা সংক্ষিপ্ত জ্ঞানদান পর্বের পরে, ইব্রাহিম শাপশাপাত করতে করতে ফিল্ডিং এর পেছন পেছন স্লোমোবাইল নিয়ে এস্টেটের দূরবর্তী প্রান্তে র দিকে রওয়ানা হয়।

তারা প্রথমে এস্টেটের পশ্চিমাংশ পর্যবেক্ষণ করে তারপরে দক্ষিণের সীমান্ত, যা সেন্ট. রেজিস নদীর একটা শাখা দ্বারা চিহ্নিত। দু'সপ্তাহ আগে নদীর অপর প্রান্ত থেকে একটা কালো ভালুক এসে গতি আর তাপ সংবেদী ডিটেকটর স্ক্রিন করে তুলেছিল। ফিল্ডিং অনাহত প্রবেশের উত্তরে তার দু'জন রক্ষীকে পাহায়েছিল যারা ত্রিশ সেকেন্ডের ভিতরে বেচারা ভালুকের মোকাবেলা করেছিল। ঘরে ঝোলান কম্বলে পরিণত হবার সমূহ সম্ভাবনা বিবেচনা করে ভালুক বাধাজর সুবুদ্ধি উদয় হয় আর সে ভদ্রলোকের মতো নদী অতিক্রম করে যেখানে থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে যায় এবং তার টিকিও তারা আর দেখতে পায়নি।

“আর কোন বন্য জন্তু সম্পর্কে আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে?” ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করে।

“এছাড়া কেবল হরিণ, মেছোবিড়াল, বিভার, আর মাঝে মাঝে নেকড়েবাঘ আসে?”

“নেকড়েবাঘ?”

“তুমি আসার আগের দিনই আমরা একটা শিকার করেছি। বিশাল একটা।”

“তারা কি বিপজ্জনক?”

“তুমি যদি তাদের চমকে দাও কেবল তখনই।”

ফিল্ডিং এল্লিগেটরে চাপ দেয় আর সাদা মেঘের ভেতর হারিয়ে যায়। নদীর তীরের আঁকাবাঁকা তীর দিয়ে ইব্রাহিম তাকে অনুসরণ করে এস্টেটের পূর্বদিকে যায়। পূর্বদিকের সীমানা মাথায় কাঁটাতার দেওয়া রয়েছে এমন শিকল দেওয়া বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত। প্রতি পঞ্চাশ গজ পরপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেউ ভুলে প্রবেশ করলে তার আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে জানিয়ে নোটিশ ঝোলান রয়েছে। বেড়ার পাশ দিয়ে স্লোমোবাইল নিয়ে পাশাপাশি এগিয়ে যাবার সময়ে ইব্রাহিম খেয়াল করে ফিল্ডিং তার রেডিওতে কথা বলছে। তারা রাস্তায় পৌঁছার আগেই বোঝা যায় কোথাও একটা ঝামেলা হয়েছে। ফিল্ডিং স্লোমোবাইল থামিয়ে ইব্রাহিমকেও তাই করতে বলে।

“তোমার একটা ফোনকল এসেছে।”

ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করে না ফোনটা কে করেছে। কেবল একজন লোকই জানে সে কোথায় আছে বা তার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে।

“কি বিষয়ে?”

“সে খুলে বলেনি। অবশ্য সে তোমার সাথে এখনই কথা বলতে চেয়েছে।”

ফিল্ডিং ইব্রাহিমকে সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত পথে কম্পাউন্ডে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তারা ফিরে আসার আগেই পুরোপুরি সন্ধ্যা নেমে এসেছে এবং লালচে দিগন্তের প্রেক্ষাপটে অ্যাডিরোনডেকের দুটো লজকে আবছা ছায়ার মত দেখায়। মূল লজের বারান্দায় ইলেনা কারকভকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, হাত দুটো বুকের নিচে আড়াআড়িভাবে রাখা, শীতল বাতাসে তার দীর্ঘ কালো চুল আন্দোলিত হচ্ছে। তার কোন কথা না বলে ফিল্ডিং আর ইব্রাহিম কর্মচারীদের থাকার লজে প্রবেশ করে। ফিল্ডিং-এর অফিসের ফোনের রিসিভার হুক থেকে তুলে রাখা হয়েছে ইব্রাহিম দ্রুত রিসিভার কানে তুলে নিতে অপর প্রান্ত থেকে অ্যাড্রিয়ান কার্টারের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

পরবর্তী কথোপকথনের রেকর্ড যদি থেকেও থাকে নির্দিষ্ট বলে দেওয়া যায় সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। কার্টার পরবর্তীতে কখনও এই বিষয়ে কথা বলেনি, কেবল এতটুকুই বলেছিল তাব দীর্ঘ পেশাদার জীবনে এমন জটিল সময় খুব কমই এসেছে। তাদের কথোপকথনের আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিল এড ফিল্ডিং। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ কার্টারের কণ্ঠস্বর শুনে পায়নি কিন্তু তার কথার ফলাফল সে চাক্ষুষ করেছিল। সে দেখে অপরপ্রান্তের কথা শুনে রিসিভার ধরা হাতটার গাটগুলো

সাদা হয়ে গিয়েছে। আর সে দেখেছিল একজোড়া চোখ। উজ্জ্বল সবুজ চোখে তখন ধকধক করছে বাধ ভাঙা ক্রোধ। ফিভিং আলগোছে কামরা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সে অনুভব করে এমন ক্রুদ্ধ হতে সে আগে কাউকে কখনও দেখেনি। সে জানে না তার বস অ্যাড্রিয়ান কার্টার কিংবদন্তীতুল্য ইসরাইলী স্পাইকে ফোনে কি বলেছিল। কিন্তু সে একটা বিষয়ে নিশ্চিত। রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। আর তাকে ভেসে যাবে অনেক মানুষের জীবন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দি ডিস্ট্র

তৃতীয় পর্ব : সাম্যের সমতা

৩৫. তিবেরিয়াস, ইসরাইল

অরি শমসের আজ বহুদিন হয় ঘুম কাকে বলে জানে না। অনেক লোকের মতো, বয়স হবার সাথে সাথে তার ঘুমের পরিমাণ কমে এসেছে কিন্তু কমে আসার কারণগুলো অসাধারণ। সে জীবনে এত মিথ্যা কথা বলেছে, এত প্রতারণার জাল বুনেছে যে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সে এখন বাস্তবকে কল্পনা থেকে আর সত্যিকে মিথ্যার খোলস থেকে আলাদা করতে পারে না। নিজের কর্মফলের কারণে জেগে থাকার অভিশাপে অভিশপ্ত শমসের রাতের নির্জন প্রহরগুলো তার অতীতের বন্ধ দরজাগুলো খুলে নিরন্তর ঘুরে বেড়ায়, পুরাতন কেসগুলো আবার ঘেঁটে দেখে, ফেলে আসা যুদ্ধক্ষেত্রে হেঁটে বেড়ায়, বহুবছর আগে পরাজিত শত্রুর মুখোমুখি হয়। আরো একটা জিনিস রয়েছে সেটা হল টেলিফোন। শমসেরের দীর্ঘ ঋণগ্রাবিস্কুদ্ধ পেশাগত জীবনে, অভিশপ্ত যন্ত্রটা সবচেয়ে আতঙ্কিত প্রহরে বেজে উঠেছে আর প্রায় প্রতিবার মৃত্যু শব্দটা বুকে নিয়ে। ইসরাইল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা আর সেই সাথে ইহুদি জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তার জন্য যেহেতু সে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে, তার কাছে আসা প্রতিটি ফোনকলই যথার্থ অর্থে বিভীষিকার প্রত্যক্ষ স্মারক। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ আর যুদ্ধ সূচনার ঘোষণা সে টেলিফোনে পেয়েছে, সংবাদ পেয়েছে অপহরণ আর হত্যার, দূতাবাস আর সিনাগগ ওড়িয়ে দেয়ার খবর। এবং বহু বছর আগে একবার, একটা ফোন কল এসেছিল, এক লোক যাকে সে নিজের ছেলের মত স্নেহ করে ভেনিসে পেতে রাখা এক গাড়িবোমা বিস্ফোরনে সদ্য নিজের পুরো পরিবারকে হারিয়েছে। কিন্তু খালিদ ওবায়দেদর কাছ থেকে সেদিন সন্ধ্যাবেলা আসা ফোনকলটার সাথে তুলনীয় কোন কিছু সম্প্রতি সে গ্রহণ করেনি। কলটা গ্রহণ করে শমসের ক্রোধে গুড়িয়ে উঠে আর যন্ত্রণায় নিজের বুক খামচে ধরে। গিলাহ সেই সময়ে বিছানায় তার পাশেই শুয়ে ছিল, পরবর্তীতে বলে যে সে ভেবেছিল তার স্বামীর বোধহয় আরেকবার হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে। শমসের দ্রুত নিজেকে সামলে নেয় এবং ফোনটা শান্ত ভঙ্গিতে রাখার আগে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কাউকে কিছু আদেশ দেয়।

সে অনেকক্ষণ বিছানায় স্থির হয়ে শুয়ে থাকে, তার শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত আর অস্পষ্ট শোনায়। সেদিন শমসেরের বাসায় একটা চিরায়ত প্রথা রয়েছে। অত্যন্ত এসব ফোনকল শেষ হবার পরে গিলাহ সাধারণত একটা প্রশ্ন করে থাকে: “এবার কতজন মারা গিয়েছে?” কিন্তু গিলাহ এবারের ফোনকলটার প্রতিক্রিয়া থেকে বুঝতে পারে এই কলটা আলাদা। সে তার অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে শমসেরের ডোবড়ানো গালের

কাগজের মতো পাতলা ত্বক স্পর্শ করে। তাদের বিবাহিত জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো সে অশ্রুবিन्दু অনুভব করে।

“কি ব্যাপার অরি? কি হয়েছে?”

তার উত্তর শুনে গিলাহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠে।

“সে এখন কোথায়?”

“আমেরিকা।”

“সে কি খবরটা এখনও পেয়েছে?”

“তাকে এইমাত্র জানান হয়েছে।”

“সে কি দেশে ফিরে আসছে?”

“আগামীকাল সকালে এসে পৌছাব।”

“কাজটা কার আমরা কি সেটা জানতে পেরেছি?”

“আমরা আন্দাজ করতে পারছি।”

“তুমি কি করবে?”

“অ্যামোস চায় না আমি নাক গলাই। তার ধারণা আমি তাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাব।”

“অ্যামোসের এতবড় সাহস সে তোমাকে শেখাতে চায় কি করতে হবে? ইব্রাহিম তোমার ছেলের মতো। অ্যামোসকে বলে দাও নিজের চরকায় তেল দিতে। তাকে জানিয়ে দাও যে তুমি কিং সল বুলেভার্ডে ফিরে যাচ্ছ।”

শমসের একমুহূর্ত চুপ করে থাকে। “সম্ভবত সেও চায় না আমি সেখানে যাই।”

“কে?”

“ইব্রাহিম।”

“অরি, তোমার এমন মনে হবার কারণ?”

“কারণ আমি যদি জোর না করতাম...” তার কণ্ঠস্বর অব্যক্ত যন্ত্রণায় মিলিয়ে যায়।

“কারণ তুমি যদি তাকে নিয়োগ না দিতে তাহলে এসব কিছুই ঘটতো না? তুমি কি এটাই বলতে চাইছ?”

শমসের কোন উত্তর দেয় না।

“ইব্রাহিম যতটা মনে করে তারচেয়ে অনেক বেশি সে তোমার মন্ত। যুদ্ধ করা ছাড়া তার সামনে অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। আমাদের কারোই অন্য কিছুই করার ছিল না।” গিলাহ্ পরম মমতায় স্বামীর গাল থেকে অশ্রুবিन्दু মুছে নেয়। “বুড়ো খোকা অনেক কান্নাকাটি হয়েছে এবার বিছানা থেকে উঠে। সোজা তেলআভিভ যাও। আর সে যখন দেশে পৌছাবে তখন যেম গুরিয়নে তার জন্য অপেক্ষা করার কথা ভুলে যেও না। দেশে পৌছে সে যেম প্রথমেই একটা পরিচিত মুখ দেখতে পায়।” সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে তারপরে কি ভেবে আবার বলে, “এই মুহূর্তে আকাশকে তার বড় প্রয়োজন।”

শমসের বিছানায় উঠে বসে ধীরে ধীরে মাটিতে পা রাখে।

“আমি তোমাকে কি এককাপ কফি বা অন্য কিছু বানিয়ে দেবো?”

“এখন সময় নেই।”

“দাঁড়াও তোমার কিছু কাপড় গুছিয়ে দেই।”

গিলাহ্ বিছানার পাশের আলোটা জ্বালিয়ে উঠে বসে। শমসের পুনরায় বাঘের থাবায় রিসিভারটা তুলে নিয়ে নিচে গ্যারেজের পাশে অবস্থিত নিরাপত্তা প্রহরীদের ঘরে ফোন করে। তার স্থায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থার দীঘকাল ধরে প্রধানের দায়িত্ব পালনরত রামি ফোন ধরে।

“আমার গাড়ি বের করো,” শমসের বলে।

“বস, কোন গোলমাল?”

“ইব্রাহিমের একটু সমস্যা হয়েছে। বাকিটা তুমি পথে যেতে যেতে জানতে পারবে।”

শমসের ফোনটা রেখে এবার উঠে দাঁড়ায়। গিলাহ্ ততক্ষণে তার কাপড় বের করে বিছানায় সাজিয়ে রেখেছে: ইন্ড্রি করা খাকি ট্রাউজার, অক্সফোর্ড-কাপড়ের শার্ট, কালো লেদারের বোম্বার জ্যাকেট যার ডান বুকে পকেটের কাছটা ছেঁড়া। শমসের নিচু হয়ে আলতো করে ছেঁড়া জায়গাটায় হাত বুলায়। আমাদের শেষবারের মতো আরেকটা যুদ্ধ করতে হবে, সে মনে মনে ভাবে। একটা শেষ অপারেশন।

সে একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরে ধীরে কাপড় পড়ে অনেকটা নিজেকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করার অভিপ্রায়ে। সবশেষে জ্যাকেটটা গায়ে চড়িয়ে সে রান্নাঘরে যায় যেখানে গিলাহ্ ততক্ষণে একপট কফি বানিয়ে ফেলেছে।

“আমি বললাম না তোমাকে কফি খাবার সময় নেই।”

“অরি আমি নিজের জন্য বানিয়েছি।”

“গিলাহ্ তোমার শুতে যাওয়া উচিত।”

“আমি এখন ঘুমাতে পারবো না।” সে অরির নিকোটিনের দাগে হলুদ হয়ে যাওয়া আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট জ্বলতে দেখে কিন্তু খুব ভাল করে জানে এনিয় তাতে এখন কিছু বলার কোন মানে হয় না। “বেশি ঘোঁয়া গেলার মত এখনও কিছু হয়নি। আর তাছাড়া ডাক্তার বলেছে—”

“আমি জানি মূর্খ ব্যাটা কি বলেছে।”

সে তার গালে বিদায় চুম্বন দেয়। “যখন সময় পাবে আমাকে ফোন করতে ভুলে যেও না।”

“আমি তোমাকে সব জানাবো।”

শমসের রান্নাঘর থেকে বের হয়ে আসে। তাদের বাসাটা পূর্বমুখী, গ্যালিলি সাগরের দিকে আর ঝুকে থাকা গোলান উপত্যকার দিকে মুখ করা। বহু বছর আগে শমসের

এখানে বাসাটা কিনেছিল কারণ এখান থেকে সে ইসরাইলের শত্রুদের উপরে নজর রাখতে পারবে। আজ রাতে ইসরাইলের শত্রুরা দিগন্তের ওপাশে লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু তারা সদ্য তাদের স্পর্ধিত কর্মকাণ্ডে দণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সাহস দেখিয়েছে। আর দণ্ড এখন তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা যুদ্ধ শুরু করবে। শমসেরের আর্মাড লিমুজিন নিচের ড্রাইভে তার জন্য অপেক্ষা করছে। রামি তাকে পেছনের সীটে বসতে সাহায্য করে নিজে সামনের যাত্রী আসনে উঠে বসে। গাড়ি চলতে শুরু করলে রামি ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকিয়ে জানতে চায় তারা কোথায় যাচ্ছে।

“কিং সল বুলেভার্ড।”

রামি দ্রুত মাথা ঝাকিয়ে সম্মতি জানায়। শমসের গাড়ির নিরাপদ ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে দ্রুত একটা নাম্বার ডায়াল করে। বিপরীত প্রান্ত থেকে এক অল্প বয়সী পুরুষের নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। সাথে সাথে শমসেরের দাঁতে দাঁত চেপে বসে। এমন নিস্পৃহ কণ্ঠস্বরের বারোটা বাজাতে তার বেশ ভালই লাগে।

“আমি এখনই তার সাথে কথা বলতে চাই।”

“তিনি ঘুমিয়ে আছেন।”

“এখন আর ঘুমিয়ে নেই।”

“জাতীয় বিপর্যয় ছাড়া তাকে বিরক্ত করতে মানা করা আছে।”

“তাহলে তাকে তুমি বরং ঘুম থেকে উঠাও।”

“নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে।”

লাইনের অপরপ্রান্তের লোকটা শমসেরকে অপেক্ষা করতে বলে আরেকটা ভুল করে। ত্রিশ সেকেন্ড পরে লাইনের অপর প্রান্তে আরেকটা কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ঘুম জড়ান ভারী কণ্ঠস্বরটা ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর।

“অরি কি হয়েছে?”

“আজ রাতে ইতালিতে আমাদের দু’জন ছেলে মারা গিয়েছে,” শমসের ক্ষেপে গিয়ে বলে। “আর ইব্রাহিমের স্ত্রীকে আমরা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।”

গৃহ পরিচারিকা মার্গারিটার চোখেই প্রথম বিষয়টা ধরা পড়ে। পরে ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষের জেরার মুখে সে সময়টা দশটা বাজার পাঁচ মিনিট পরে বলে উল্লেখ করে যদিও সে এটাও তাদের বলে যে সে ঘড়ি দেখেনি। সময়টা অবশ্য তার মোবাইল ফোনের কল রেকর্ডের সাথে সন্তোষজনকভাবে মিলে যায়, যেখানে দেখা প্রথম কলটা সে করেছে ১০:০৭ মিনিটে। সময়টা সে রাতে তার আচরণের সাথেও বেশ ভালভাবেই খাপ খায়। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীই তাকে আনুমানিক ৯:৫০ মিনিটের দিকে ক্যাফে অ্যামেলিয়া থেকে বের হতে দেখেছিল যা ভিলা ডেল ফিয়োরীতে তার ছোট স্কুটারটা চালিয়ে ফিরে যাবার জন্য যথেষ্ট সময় তাকে দিয়েছে।

সে বলে, ঝামেলার আভাস সে প্রথম পায় নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। হেডলাইট নিভান অবস্থায় একটা ফিয়াট সিডান একটা গাছের গুড়িতে নাক গুঁজে দিয়ে মাতালের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে পুলিশকে বলে সে ভেবেছিল গাড়িটা হয় দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে বা নষ্ট বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। গাড়ির দিকে সোজা এগিয়ে যাবার আগে সে স্কুটারের হেডলাইট দিয়ে গাড়িটা ভালমত পর্যবেক্ষণ করে। সে তখনই কেবল জানালার ভাঙা অংশ আব নিরাপত্তা কাচের টুকরো স্ফটিকের মতো চারপাশে ছড়িয়ে থাকতে দেখে। সে আরো বুঝতে পারে গাড়িটা তার পরিচিত। তৈলচিত্র পরিষ্কারকের কাছে আগত দুই বন্ধুর ভিতরে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স আর উদ্ভট নামের অধিকারী জন আব্বাহ মালুম কোন ভাষায় লোকটা কথা বলে গাড়িটা তার। সে পুলিশকে আরো বলে যে তাদের গল্প সে আসলেই বিশ্বাস করেছিল। সে তাদের বলে তার বাবা একজন সৈনিক ছিলেন আর তাই সে সৈনিকদের দেখলেই চিনতে পারে। স্কুটার থেকে নেমে সে দ্রুত গাড়ির দিকে এগিয়ে যায় কেউ আহত হয়েছে কিনা দেখতে। গাড়ির কাছে গিয়ে যা দেখে সে বলে তাকে কোনমতেই আর যাই হোক দুর্ঘটনা বলা যাবে না। দুজনের দেহে অসংখ্য গুলিবিদ্ধ হয়েছে আর রক্তে ভিজে আছে।

পুলিশ যদিও মার্গারিটাকে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করে, কিন্তু তাদের প্রথমে খবরটা দেয়নি। ভিলার অন্যসব পরিচারিকদের মতো তাকেও কঠোর ভাবে নির্দেশ দেওয়া ছিল তৈলচিত্র পরিষ্কারক বা তার স্ত্রীর কিছু হলে কি করতে হবে। সে ভিলার অনুপস্থিত মালিক, কাউন্ট গ্যাসপেরিকে ফোন করে এবং ব্যাপারটা তাকেই প্রথম জানায়। ফোনকলটা সে করে ঠিক ১০:০৭ মিনিটে। কাউন্ট খবরটা জানার সাথে সাথে হিজ হলিনেস পোপ সপ্তম পলের ব্যক্তিগত সচিব মশিয়ে লুইজি ডোনাটিকে ফোন করে এবং ডোনাটি খবরটা জানায় ভ্যাটিকানের নিরাপত্তা দপ্তরকে। বিশ মিনিটের পোলিজিয়া ডি স্ট্যাটো আর ক্যারাবিনিয়ারির দুটি ইউনিট একই সাথে ভিলার প্রবেশদ্বারে এসে দাঁড়ায় এবং পুরো এলাকাটা ঘিরে ফেলে। গাড়ির চাবি খুঁজে না পেয়ে উপস্থিত অফিসার গায়ের জোরে ট্রান্স খুলে। সে ভিতরে তিনটি স্যুটকেস, যার একটায় মেয়েদের কাপড় বোঝাই আর মেয়েদের একটা হাতব্যাগ দেখতে পায়। কমান্ডিং অফিসার দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে বিষয়টায় জোড়া খুনের চেয়েও বেশি গোলমাল রয়েছে। স্পষ্টত বোঝাই যায় যে দৃশ্যপটে এক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। আর সেই মহিলা এখন নিখোঁজ। দৃশ্যপটে উপস্থিত অফিসারদের অজ্ঞাতে ভ্যাটিকান থেকে নিখোঁজ মহিলা যে প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করতো তেলআভিতে খবরটা তাদের জানানো হয়। দপ্তরের যে অফিসার কলটা রিসিভ করেছিল সে দ্রুত খালিদ ওবায়দকে বেচারা তখন তেলআভিভের শহরতলী পেটাহ্ তিকভাহয় নিজের বাসায় অফিস থেকে ফিরছিল।

তিস্ত কঠে একটা গালি দিয়ে সে চারপাশে একটা জটলার জন্ম দিয়ে গাড়ির নাক আবার তেলআভিভের দিকে ঘুরিয়ে নেয় এবং প্রায় উড়ে কিং সল বুলেভার্ডে ফিরে আসে। পথে সে তার গাড়ির নিরাপদ টেলিফোন থেকে তিনটা কল করে: প্রথমটা ল্যান্সলীতে অ্যাড্রিয়ান কার্টারকে, দ্বিতীয়টা দণ্ডের পরিচালককে আর শেষ কলটা সেই মেমুনেহকে সবকিছু যার এস্তিয়ারের ভিতরে পড়ে।

ইব্রাহিম অবশ্য তার চারপাশে ঘনিয়ে উঠা এই বিপর্যয়ের সম্পর্কে একেবারেই কিছু আঁচ করতে পারেনি। বস্ত্রতপক্ষে অরি শমসের যখন প্রধানমন্ত্রীর ঘুম ভাঙাচ্ছে সে তখন বিহ্বল ইলেনা কারকভকে সান্ত্বনা দিতে আশ্রয় চেষ্টা করছে। তার দুই ছেলেমেয়ে, নিকোলী আর অ্যানা, তখন পাশের ঘরে খেলছে, বেচারারা পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছুই জানে না। ইলেনা আর ইব্রাহিমের ভিতরে কি কথা হয়েছিল আমরা সেটা ঠিকঠিক কখনও জানতে পারবো না। কিছুক্ষণ পরে তারা দুজনে একসাথে লজ থেকে বের হয়ে আসে, ইলেনা কাঁদছে, কাঁধ থেকে ওভারনাইট ব্যাগ ঝোলান অবস্থায় ইব্রাহিমের মুখটা থমথম করছে। অ্যাডিরোনডেক আঞ্চলিক বিমানবন্দরে সে পৌঁছে দেখে তাকে বহনকারী বিমান রিফুয়েলিং শেষে তার জন্য অপেক্ষা করছে। বিমানটা তাকে সরাসরি অ্যাডুজ এয়ারফোর্স বেসে উড়িয়ে নিয়ে আসে, যেখানে দ্বিতীয় আরেকটা বিমান, গালফস্ট্রীম জি৫০০ তাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ইঞ্জিন চালু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিমানের ত্রুণা পরে জানায় দশ ঘণ্টাব্যাপী উড়ানে সে জল পর্যন্ত স্পর্শ করেনি এবং কারো সাথে একটা কথাও বলেনি। সে মূর্তির মতো নিজের সিটে বসে জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৩৬ বেন-গুরিয়ন বিমানবন্দর, ইসরায়েল

বেন-গুরিয়ন বিমানবন্দরে একটা কামরা রয়েছে যার কথা মুষ্টিমেয় কয়েকজনই কেবল জানে। পাসপোর্ট কন্ট্রোলার বাম পাশে, সবসময়ে বন্ধ একটা শিরোনামহীন দরজার পেছনে কামরাটা অবস্থিত। কামরাটার দেয়াল জেরুজালেমের কৃত্রিম চূনাপাথর দিয়ে নির্মিত; আসবাবপত্র বিমানবন্দরের মতোই: কালো ভিনাইলের তৈরি চেয়ার আর কাউচ, কৌষ্ঠিক কিনারায়ুক্ত টেবিল, সস্তা আধুনিক টেবিল ল্যাম্প যা থেকে নির্দয় আলো বিকিরিত হয়। কামরায় দুটো জানালা রয়েছে একটা দিয়ে টারম্যাক দেখা যায়, অন্যটা দিয়ে আগমনি হল। দুটো জানালাতেই উচ্চমানসম্পন্ন কেবল একদিকে দেখা যায় এমন কাঁচ দেয়া। দপ্তরের কর্মচারীদের জন্য সংরক্ষিত, বিদেশের গোপন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যোদ্ধারা দেশে ফিরে এখানেই প্রথম যাত্রা বিরতি করে। পুরুষদের উদ্বেগ, পোড়া কফি আর সিগারেটের বাসি গন্ধ কামরাটায় স্থায়ীভাবে যেন বসে গেছে। বিমানবন্দরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারী দল সম্ভাব্য সবকিছু দিয়ে পরিষ্কার করে গন্ধটা দূর করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে, গন্ধটা থেকেই গেছে। ইসরায়েলের শত্রুর নায়ক, চিরাচরিত পরিষ্কার উপকরণ দিয়ে একে পরাস্ত করা সম্ভবপর হয়নি।

ইব্রাহিম এই কামরায় পূর্বেও বহুবার এসেছে। কখনও সাফল্যে মাথা উঁচু করে আবার কখনও বার্ষিকতায় টলোমলো পায়ে। এই কামরায় সে তার সাফল্য উদযাপন করেছে এবং একবার বুকে বুলেটবিদ্ধ অবস্থায় স্ট্রেচারে করে তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। জীবনে দ্বিতীয়বারের মত এখন, সে কামরাটায় প্রবেশ করে যখন তার স্ত্রী অচেনা লোকদের মাত্রাজ্ঞানহীন সম্ভ্রাসের শিকার হয়েছে। তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য কেবল শমসের সেখানে উপস্থিত ছিল। শমসের হয়ত অনেক কিছু বলতে চেয়েছিল। সে হয়ত বলতে চেয়েছিল ইব্রাহিম দেশে ফিরে আসলে এসব কিছুই ঘটতো না। বা গ্রেগরীর মতো একজন রাশান স্বপুরুষত্যাগীর পিছু ধাওয়া করে সে বোকামি করেছে। কিন্তু সে এসব কিছুই বলে না। বস্ত্রতপক্ষে সে অনেকক্ষণ কোন কথাই বলে না। সে কেবল ইব্রাহিমের গায়ে একটা হাত রেখে তার গভীর সবুজ চোখের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। ক্রোধ আর ক্লান্তিতে চোখ দুটো জ্বা ফুলের মত লাল হয়ে রয়েছে।

“আমার মনে হয় না বিমানে তুমি ঘুমিয়েছো?”

তার হয়ে লাল চোখই উত্তর দেয়।

“পেটে কিছু বোধহয় পড়েওনি। ইব্রাহিম তোমাকে আগে কিছু মুখে দিতে হবে।”

“তাকে ফিরে পাবার পরেই কেবল আমি কিছু মুখে দেবো।”

“আমার ভেতরের পেশাদার লোকটা বলছে যে তাকে ফিরিয়ে আনবার দায়িত্ব আমরা অন্য কাউকে দিলেই বোধহয় ভাল করবো। কিন্তু আমি এটাও জানি সেটা সম্ভব না।” শমসের ইব্রাহিমের কনুইটা আকড়ে ধরে। “তোমার দল তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। অভিযান শুরু করার জন্য তারা মুখিয়ে রয়েছে। আমাদের সামনে অনেক কাজ আর হাতে সময়ও অল্প।”

বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে আসতে বাতাসের সাথে ভেসে আসা বৃষ্টির ঝাপটা তাদের স্বাগত জানায়। ইব্রাহিম আকাশের দিকে তাকায়: চাঁদ বা তারা কিছুই কোথাও দেখা যায় না কেবল উপকূলের সমভূমি থেকে জুডেয়া পর্বতের দিকে পেট ভর্তি বৃষ্টি নিয়ে ধেয়ে আসা সীসের মতো মেঘ। “জেরুজালেমে বরফ পড়ছে,” শমসের বলে। “এখানে কেবল বৃষ্টি হচ্ছে।” সে চুপ করে থাকে। “আর মিসাইল। গত রাতে হামাস তাদের দূর-পাল্লার কিছু রকেট নিক্ষেপ করেছে। আশকেলনে পাঁচজন মারা গিয়েছে— পাঁচজনই এক পরিবারের, পুরো পরিবারটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মৃতদের ভিতরে একটা পশু শিশুও ছিল। আপাতদৃষ্টিতে আক্রমণ শুরু হবার পরে তারা দ্রুত আশ্রয়কেন্দ্রে পৌছাতে পারেনি।”

সুরক্ষিত ভিআইপি এলাকায় শমসেরের লিমোজিনটা পার্ক করে রাখা। রেমি বিষণ্ণ মুখে, দু’হাত দু’পাশে রেখে গাড়ির খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইব্রাহিম পেছনের সীটে উঠার সময় শমসেরের দেহরক্ষী তার বাহুতে আশ্বস্তকারী একটা চাপ দেয় কিন্তু কোনো কথা বলে না। এক মুহূর্ত পরে ধাবমান বৃষ্টির ভিতর দিয়ে বিমানবন্দরের বৃত্তাকার এক্সেস সড়ক দিয়ে লিমোজিনটাকে দ্রুত গতিতে যেতে দেখা যায়। রাস্তাটার শেষ প্রান্তে নীল আর সাদায় লেখা একটা সাইন বোর্ড রয়েছে। ডান দিকে বিশ্বাসীদের শহর জেরুজালেম। বাম দিকে তেলআভিভ, কর্মযজ্ঞে মুখরিত শহর। লিমোজিনটা বামে বাঁক নেয়। শমসের একটা সিগারেট ধরিয়ে ইব্রাহিমকে বিশদভাবে সবকিছু খুলে বলে।

“পোলিজিয়া ডি স্ট্যাটোর সদর দপ্তরে শিমন পাজনার থানা গেড়ে বসেছে। ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষে অনুসন্ধানের ব্যাপারে সে প্রতি মুহূর্তে লক্ষ্য রাখছে আর নিয়মিত আমাদের অপারেশনস ডেস্ককে অবগত করছে।”

পাজনার রোমের স্টেশন চীফ। ইব্রাহিম আর তার ভিতরে বহু বছর যাবত পেশাগত মতানৈক্য বিরাজমান কিন্তু ইব্রাহিম তাকে নিজের জীবন দিয়ে হলেও বিশ্বাস করে। আব মরিয়মের ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য।

“শিমন অবশ্য গোপনে ইতালির দুই নিরাপত্তা সংস্থার প্রধানের সাথে আলোচনা করেছে। তারা তাদের সাহুনা বাণী পাঠিয়েছে আর বলেছে তাদের সাধের ভিতরে সবকিছু তারা করবে।”

“আমি আশা করি কোমোতে আমার সাম্প্রতিক ভ্রমণ সম্পর্কে কিছু বলাটা সে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেনি। ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তি অনুসারে আমি তাদের দেশে কোন ধরনের অভিযানে অংশ নিতে পারবো না।”

“সে সেসব কিছু বলেনি। কিন্তু আমি ইতালিয়ানদের নিয়ে এই মুহূর্তে মোটেই চিন্তিত নই। তুমি অচিরেই আর সেখানে ফিরে যাচ্ছ না।”

“মরিয়মের সাথে দেহরক্ষীর বিষয়টা সে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছে?”

“সে তাদের বলেছে যে আমরা সম্প্রতি তোমাকে দেওয়া কিছু হুমকির কথা জানতে পেরেছিলাম। সে অবশ্য বিস্তারিত কিছু বলেনি।”

“ইতালিয়ানদের প্রতিক্রিয়া?”

“তুমি যেমন আশা করছ, আমরা তাদের আগে কেন জানাইনি সে নিয়ে তারা অভিযোগ করেছে। কিন্তু তারা এই মুহূর্তে তোমার স্ত্রীকে খুঁজে বের করতেই বেশি আগ্রহী। আমরা তাদের বলেছি যে আমাদের বিশ্বাস এটা রাশানদের কাজ। ইভানের নাম অবশ্য এখনও দৃশ্যপটে আসেনি। এখনও না।”

“ইতালিয়ানরা ব্যাপারটা নিয়ে বেশি হৈচৈ না করলেই মঙ্গল।”

“তারা তাই করবে। পৃথিবী এটা জানুক যে পোপের হয়ে চিত্রকর্ম পরিষ্কার করতে তুমি উমব্রিয়ার একটা ফার্মে গোপনে বসবাস করছিলে, সেটা তারা একেবারেই চায় না। পোলিজিয়া ডি স্ট্যাটো আর ক্যারিবিনিয়ারির স্থানীয় অফিসারদের ধারণা যাকে অপহরণ করা হয়েছে সে একজন সাধারণ ইতালিয়ান মহিলা। কমান্ডের উপরের অংশের ওটি কয়েকজন কেবল জানে যে পুরো ব্যাপারটার সাথে জাতীয় নিরাপত্তার একটা যোগসূত্র রয়েছে। সংস্থা দুটোর পরিচালক আর তাদের উর্ধ্বতন সহকারীরাই কেবল আসল ঘটনাটা জানে।”

“তারা কি পদক্ষেপ নিচ্ছে?”

“ভিলার আশেপাশের এলাকায় তারা চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে এবং সীমান্তের প্রতিটা প্রবেশ পথে তারা চেকপোস্ট বসিয়েছে। তাদের পক্ষে স্বয়ংসিদ্ধ বাহন সার্চ করা সম্ভব না কিন্তু তারা স্পট চেক চালাচ্ছে আর সামান্য সন্দেহ উদ্বেককারী সবকিছু তন্নতন্ন করে তল্লাশি করেছে। আপাতত সুইস টানেল অতিক্রমী ট্রাকের বহরে এক ঘণ্টার বেশি জ্যামের সৃষ্টি হয়েছে।”

“তারা কি কিভাবে কাজটা করা হয়েছে সে বিষয়ে কিছু জানতে পেরেছে?”

শমসের মাথা নাড়ে। “কেউ কিছু দেখেনি। তাদের ধারণা লিয়র আর মোন্ট্রির মৃতদেহ গৃহপরিচারিকা খুঁজে পাবার আগে সেখানে কয়েক ঘণ্টা পড়েছিল। কাজটা

যারই হোক সে নিজের কাজ তালই বোঝে। লিয়র আর মোটি গুলি করার কোন সুযোগই পায়নি।”

“তাদের মৃতদেহ কোথায় রাখা হয়েছে?”

“তাদের লাশ রোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আজ সকালে কোনো এক সময়ে ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে তাদের লাশ হস্তান্তর করবে। তারা যতটা নিরবে সম্ভব সেটা করতে চায় কিন্তু আমার মনে হয় না বেশিক্ষণ তারা ব্যাপারটা চাপা রাখতে পারবে। প্রেসের কোন কুলাঙ্গার শীঘ্রই বিষয়টা সম্পর্কে আঁচ করতে পারবে।”

“অরি আমি চাই তাদের বীরের সম্মানে সমাহিত করা হোক। এভাবে মৃত্যু তাদের প্রাপ্য না। আমি যদি—”

“ইব্রাহিম, তোমার কাছে যা ঠিক মনে হয়েছে তুমি সেটাই করেছ। আর দৃষ্টিভঙ্গি কোরো না। মাউন্ট অব অলিম্পাসে যথায়থ সম্মানের সাথেই তাদের সমাহিত করা হবে।” শমসের কিছুক্ষণ ইতস্তত করে তারপরে বলে, “তোমার ছেলের সমাধির কাছেই।”

ইব্রাহিম জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে ইতালিয়ানদের প্রচেষ্টার জন্য তাদের উপরে সন্তুষ্ট কিন্তু তার কেন জানি মনে হয় পুরো ব্যাপারটাই সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু না। সে তার এই মনোভাবের কথা কাউকে বলতে পারছে না। শমসের, তার মুখের কঠোর অভিব্যক্তি থেকে, বিষয়টা আঁচ করতে পারছে। সে তার হাতের সিগারেটটা নিভিয়ে দিয়ে প্রায় সাথে সাথেই আরেকটা ধরায়।

“ইভান তাকে কিভাবে খুঁজে পেয়েছে বলে তোমার মনে হয়?”

“অরি এই ব্যাপারটা আর কিভাবে তাকে ফিরিয়ে আনা যায় ছাড়া আমি কিছুই ভাবছি না।”

“তুমি যখন ইরিনাকে ইতালিতে নিয়ে এসেছিলে তারা তখন সম্ভবত তাকে অনুসরণ করেছিল।”

“সেটা হওয়াটা অসম্ভব না...”

“কিন্তু?”

“তেমনটা হওয়ার আপাত দৃষ্টিতে কোন সম্ভাবনা নেই। ইরিনা মস্কো ত্যাগ করার আগে সেখানের স্টেশন চীফ বেশ কয়েকদিন ইরিনাকে চোখে চোখে রেখেছিল। তার পেছনে ফেউ আসেনি।”

“এমনটা হওয়া কি সম্ভব মিলান এয়ারপোর্টে তাদের কোন দল অপেক্ষা করছিল আর তোমার পেছন পেছন ভিলায় গিয়ে হাজির হয়েছে?”

“ফেউ সনাক্ত করার জন্য আমরা একটা রুট তৈরি করেছিলাম। রাশান ফেউ আমাদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে এটা অসম্ভব।”

“তারা হয়ত ইলেকট্রনিক্যালি ব্যাপারটা করেছে?”

“বীকনের সাহায্যে?” ইব্রাহিম অসম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ে। “বিমানবন্দর ত্যাগ করার আগেই আমরা তাকে সার্চ করেছিলাম। তার ব্যাগে কোন ট্রান্সমিটার ছিল না। অরি আমরা সবকিছু নিয়মমাফিক করেছিলাম। আমার ধারণা ইভান আর রাশান গোয়েন্দা দপ্তরে তার বন্ধুরা অনেক আগে থেকেই জানতো আমি কোথায় আছি।”

“সে তাহলে তোমাকে হত্যা করে ব্যাপারটা সেখানেই মিটিয়ে ফেললো না কেন?”

“আমি নিশ্চিত সেটা আমরা অচিরেই জানতে পারবো।”

তাদের বহনকারী লিমোজিনটা মেনরোডে উঠার একটা র‍্যাম্পের দিকে এগিয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ পরেই তাদের হাইওয়ে ২০ ধরে উত্তর দিকে ছুটতে দেখা যায়। তাদের বামে ভেলআভিভ আর তার শহরতলী। ডানদিকে একটা উঁচু দেয়াল ইসরায়েলকে পশ্চিম তীর থেকে পৃথক করেছে। ইসরায়েলের নিরাপত্তা আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনেকেই আছে যারা একে শমসেরের দেয়াল বলে অভিহিত করে কারণ সে বহু বছর এটা নির্মাণের জন্য সাফাই দিয়ে আসছে। পৃথককারী দেয়ালটা সম্ভ্রাসী তৎপরতা নাটকীয়ভাবে হ্রাস করেছে কিন্তু বিদেশে দেশের ইতোমধ্যে দাগ পড়া ইমেজের আরো বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে র ক্ষেত্রে শমসের কখনও আন্তর্জাতিক মতামত গোনাড় ধরেনি। সে একটা সরল নীতিতে বিশ্বাসী: যেটা প্রয়োজনীয় সেটা করো আর জঞ্জাল পরে পরিষ্কার করলেও চলবে। ইব্রাহিমও এখন এই মতবাদ অনুযায়ী কাজ করবে।

“রাশানদের আমরা কি আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টা এখনও জানিয়েছি?”

“গতরাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আমরা তাদের রাষ্ট্রদূত ডেকে পাঠিয়েছিলাম এবং তাকে সতর্ক বাণী শোনান হয়েছে। আমরা তাকে বলেছি যে মরিয়মের অন্তর্ধানের পেছনে ইভান কারকভকে দায়ী মনে করার সঙ্গত কারণ আমাদের আছে এবং তাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছি আমরা তার আশু মুক্তি কামনা করছি।”

“রাষ্ট্রদূতের প্রতিক্রিয়া?”

“সে ঈশ্বরের দিব্য দিয়ে বলেছে আমাদের ধারণা ভুল কিন্তু প্রতিক্রিয়া দিয়েছে ব্যাপারটা সে খতিয়ে দেখবে। আজ সকালে তারা ব্যাপারটা আনুষ্ঠানিকভাবে অস্বীকার করেছে।”

“অবশ্যই, তাই তো এর সাথে ইভানের কি সম্পর্ক।”

“অবশ্যই। কিন্তু আমার মনে হয় পরিস্থিতির আরো উন্নতি হবে। এফএসবি মরিয়মকে খোঁজার ব্যাপারে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছে।”

“তাই নাকি? আর বিনিময়ে তারা কি চায়?”

তার অন্তর্ধানের ব্যাপারে সমস্ত তথ্য সাথে গত গ্রীষ্মকালে মস্কোতে ইভান কারকভের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে যারা অংশ নিয়েছিল তাদের সবার নাম।”

“তার মানে একটাই ইভান ক্রেমলিনের বরাভয়ে এসব ঘটছে।”

“সে আর বলতে। তার আরো মানে রাশান গোয়েন্দা সংস্থাকে প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে আমাদের যা করার করতে হবে। সৌভাগ্যবশত লন্ডন আর ওয়াশিংটনে আমাদের বন্ধুরা রয়েছে। গ্রাহাম সিম্যুর আমাকে আশ্বাস দিয়ে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা তাদের সাধ্য অনুযায়ী আমাদের সাহায্য করবে। আর অ্যাড্রিয়ান কার্টার তার সব স্টেশন আর বেসে মরিয়মের অন্তর্ধানের সংবাদ জানিয়ে তার পাঠিয়ে দিয়েছে। সিআইএ যা কিছু জানতে পারবে আমাদের সাথে সাথে জানাবে।”

“ইভানের মোবাইল, রেডিও যোগাযোগ সবকিছুর সম্পূর্ণ কাভারেজ আমার দরকার হবে।”

“তোমাকে সেটা ইতোমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। এনএসএ’র সব দরকারী ইন্টারসেপ্ট ওয়াশিংটনে আমাদের স্টেশন চীফের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।” শমসের চুপ করে কি যেন ভাবে। “প্রশ্ন হল, ইভান কি চায়? আর সেটা আমরা কখন তার কাছ থেকে জানতে পারবো?”

তাদের গাড়িটা হাইওয়ে ২০ ত্যাগ করে তেলআভিভের উত্তরে একটা বৃষ্টিস্নাত সর্পিলাকার অ্যাভিনিউতে প্রবেশ করে। শমসের একটা হাত ইব্রাহিমের কাঁধে রাখে।

“বাছা আমি কখনও চাইনি তোমাকে এমন পরিস্থিতিতে দেশে ফিরে আসতে হোক, কিন্তু তারপরেও তোমাকে স্বাগতম।”

ইব্রাহিম গাড়ির জানালা দিয়ে রাস্তার একটা সাইন বোর্ডের দিকে তাকায়: SDEROT SHAUL HAMELECH.

কিং সল বুলেভার্ড।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৩৭. কিং সল বুলেভার্ড, তেলআভিভ

এমআই৫ এর রয়েছে টেমস হাউজের ধূসর পাথরের কেমন একটা চেপে বসা ভাবগাম্ভীর্য। সিআইএ'র আছে ল্যান্সলীর কাঁচ আর ইস্পাতের তৈরি গোলকধাঁধা। দণ্ডের আছে কিং সল বুলেভার্ড।

সাদামাটা, বৈশিষ্ট্যহীন, সর্বোপরি নামহীন একটা ভবন। প্রবেশ পথের উপরে কোন স্মারক ঝুলছে না, পিতলের হরফেও এখানকার অধিবাসীদের কোন পরিচয় কোথাও নেই। বস্তুতপক্ষে, কোথাও এমন কিছু নেই যা থেকে বোঝা সম্ভব পৃথিবীর অন্যতম ভীতি উদ্বেককারী আর সম্মানিত গোয়েন্দা সংস্থার সদরদপ্তর এখানে অবস্থিত। পুরো কাঠামোটা খুব কাছ থেকে ঝুটিয়ে দেখলে একটা ভবনের ভেতরে আরেকটা ভবনের অস্তিত্ব প্রকট করে তুলবে, নিজস্ব বিদ্যুৎ, পানি আর পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্বলিত আর সর্বোচ্চ মাত্রায় নিরাপদ নিজস্ব যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পন্ন একটা ভবন। এখানের কর্মচারীদের কাছে দুটো চাবি থাকে: একটা দিয়ে লবির পরিচয়বিহীন একটা দরজা খোলা যায় আর দ্বিতীয়টা লিফটের। একটা বা দুটো চাবিই হারাবার মত ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ কেউ কখনও করলে তাদের জুডেয়ার বনাম্বলে নির্বাসনে পাঠান হয়, তাদের টিকিও কেউ কখনও আর দেখেনি।

লবি দিয়ে এই ভবনে ইব্রাহিম জীবনে একবারই প্রবেশ করেছে, সেটা শমসেরের সাথে তার প্রথম সাক্ষাৎকারের পরের দিনের ঘটনা। সেদিনের পর থেকে, “কালো” ভবনটায় সে নিচের ভূগর্ভস্থ গ্যারেজ দিয়েই কেবল প্রবেশ করেছে। শমসেরের পাশে বসে সে এখনও তাই করে। পরিচালক, আমোস শ্যারেট ফ্যারারে খালিদ ওবায়দকে সাথে নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিলো। ইব্রাহিমের সাথে আমোসের সম্পর্কে শীতলই বলা চলে কিন্তু সেসব নিয়ে এই মুহূর্তে কেউ চিন্তিত না। ইব্রাহিমের স্ত্রী, দণ্ডের একজন এজেন্ট, নিখোজ হয়েছে এবং ধারণা করা হচ্ছে প্রতিশোধ নিতে বন্ধপরিকর এক চিহ্নিত খুনির হাত রয়েছে ঘটনাটার পেছনে। নিজের সহানুভূতি প্রকাশের পরে, আমোস এক বিষয় পরিষ্কার করে দেয় যে এই মুহূর্ত থেকে দণ্ডের লোকবল আর প্রযুক্তিগত সামর্থ্য পুরোটাই ইব্রাহিমের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। সে তারপরে ইব্রাহিম নিজে একটা অপেক্ষমান লিফটের দিকে এগিয়ে যায় শমসের আর খালিদ তাদের অনুসরণ করে।

“উপরের তলায় আমি তোমার ব্যবহারের জন্য একটা অফিস খালি করে দিয়েছি,” আমোস বলে। “তুমি সেখান থেকেই কাজ করতে পারবে।”

“আমার দল কোথায়?”

“সবসময়ে যেখানে থাকে।”

“তাহলে ঘোড়ার ডিম আমি উপরে কি ঘাস কাটতে যাবো?”

আমোস কথা না বাড়িয়ে লিফটের কন্ট্রোল প্যানেলের একটা বোতামে চাপ দিতে লিফট গতি পরিবর্তিত হয় সেটা নিচের দিকে নামতে শুরু করে।

বহু বছর ধরে দপ্তরের বাতিল কম্পিউটার আর নষ্ট আসবাবপত্র রাখার স্থান হিসেবে আর মাঝে মধ্যে রাভের শিফটের অফিসারদের রোমান্টিক ছলাকলার স্থান হিসেবে জায়গাটা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এখন রুম ৪৫৬সি, লবির তিন লেভেল নিচে সংকীর্ণ ভূগর্ভস্থ কামরাটা ইব্রাহিমের গুহা হিসেবে পরিচিত। কামরায় প্রবেশের দরজায় একটা ঝাপসা হয়ে আসা কাগজের নোটিশ লাগানো রয়েছে: পশ্চিম ইউরোপে সন্ত্রাসী হামলার হুমকি পর্যালোচনার জন্য গঠিত অস্থায়ী কমিটি। ইব্রাহিম কাগজটা ছিড়ে ফেলে, তারপরে ইলেকট্রনিক কম্বিনেশন লকের নাম্বার প্যাডে কোড টাইপ করে।

তারা যে কামরায় প্রবেশ করে সেটা পূর্ববর্তী সব অভিযানের ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ এবং কেউ কেউ দাবি করে জায়গাটা তাদের কারণেই অভিশপ্ত। ইব্রাহিমের দলের সদস্যরা একটা বারোয়ারি টেবিলের চারপাশে বসে রয়েছে: ডিনা আর রিমোনা, ইয়াকভ আর ইয়শি, এলি লাভোন এবং মিখাইল। তাদের সাথে আরো পাঁচজন অতিরিক্ত অফিসার এবার যোগ দিয়েছে: সব কাজের কাজি দুজন ফিল্ড অপারেটিভ, ওবেদ আর মরডেকাই আর প্রযুক্তি বিভাগের তিনজন প্রতিভাবান তরুণ যারা গোপন সাইবার অপারেশনে সিদ্ধহস্ত সোজা কথায় হ্যাকার। ইভানের দ্বীপ স্বপক্ষভ্যাগের পরের দিনগুলোতে এই তিনজনই ইভানের ব্যাংক একাউন্টের বারোটা বাজিয়েছিল। গভ কয়েকদিন যাবত তাদের সম্মিলিত দক্ষতার ভীতিকর মাত্রা আরেক রাশান ওলিগার্ক: ভিক্টর ওরলাভের আর্থিক স্বত্বের ব্যাপারে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে।

কামরার শেষ প্রান্তে গিয়ে ইব্রাহিম দাঁড়ায় এবং তার সামনে উপস্থিত মুখগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সে কেবল ক্রোধ আর প্রতিজ্ঞা দেখতে পায়। এই লোকগুলোই দপ্তরের ইতিহাসে সবচেয়ে বিপজ্জনক আর সাহসী কিছু অভিযান পরিচালনা করেছে। সেই মুহূর্তে মরিয়মকে খুঁজে বের করে তাকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাদের সামর্থ্যের ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন করবে না। কোন কারণে যদি তারা ব্যর্থ হয় তখনই কেবল অশ্রু ঝরবে। কিন্তু এখন না। অন্তত ইব্রাহিমের সামনে না। তাদের সামনে সে নিরবে দাঁড়িয়ে থাকে, তার দৃষ্টি ধীরে ধীরে এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়ালে সঞ্চারিত হয়, তার চোখের সামনে মৃত মুখ ভাসতে থাকে: খালেদ

আল-খলিফা, আহমেদ বিন শফিক, জিজি আল-বাকারি, ইউসুফ রামাদান...। অবশ্য আরো অনেকে রয়েছে যাদের সবাইকে স্মরণ করা প্রায় অসম্ভব। তাদের প্রত্যেকেই ছিল খুনী আর প্রত্যেকেরই মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য ছিল যা ইব্রাহিম কার্যকর করেছে। তার ইভানকেও হত্যা করা উচিত ছিল। ইভান এখন ইব্রাহিমের স্ত্রীকে অপহরণ করেছে। যাই ঘটুক না কেন এই ঘটনার পরে ইভান যতদিন বেঁচে থাকবে একজন অভিশপ্ত মানুষের নিয়তি নিয়ে সে বেঁচে থাকবে। এই অপহরণের সাথে যাদের সামান্যতম যোগসূত্র রয়েছে তাদের সবাইকে একই ভাগ্য বরণ করতে হবে। তাদের বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই। যতদিন সময় লাগুক, ইব্রাহিম তাদের সবাইকে খুঁজে বের করবে। আব সে প্রত্যেককে এবং তাদের সবাইকে নির্ধিকায় খুন করবে। অবশ্য এখনকার মতো অপরাধীকে শাস্তি দেবার বিষয়টা চাপা থাকবে। মরিয়মকে খুঁজে বের করাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মরিয়মকে অপহরণের পরিকল্পনা আর সেটা বাস্তবায়ন যে লোকটা করেছে তাকে সনাক্ত করার মাধ্যমে তারা তাদের খোঁজ শুরু করবে। ইরিনা বুলগানোভার কাছে যে লোকটা নিজেকে ভিষ্টার ওরলাভের বন্ধু, আনাতোলি বলে পরিচয় দিয়েছিল। যে লোকটা তার পেশাদার জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুলটা করে বসেছে। ইব্রাহিম তার ছবি মৃতদের গ্যালারিতে ঝুলিয়ে দিয়েছে। আর তারপরে সে তার দলকে একটা গল্প বলে।

কিং সল বুলেভার্ডের কাছেই একটা সমাধিসৌধ রয়েছে। গোপন যুদ্ধে অংশ নিয়ে যারা মৃত্যুবরণ করেছে কেবল তাদেরই স্মরণে সৌধটা নির্মিত হয়েছে। মসৃণ বেলেপাথরে তৈরি এবং সৌধটার আকৃতি মস্তিষ্কের মতো। কারণ ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠাতারা বিশ্বাস করতো যে এই খুদে রাষ্ট্রের ধ্বংস যারা কামনা করে তাদের হাত থেকে কেবল মস্তিষ্কই তাদের নিরাপদ রাখতে পারবে। সমাধিসৌধের দেয়ালে মৃত সৈনিকদের নাম আর তাদের ভূমিশয্যা নেওয়ার দিন খোদাই করা রয়েছে। তাদের জীবন আর কর্মযজ্ঞের বিবরণ মহাফেজখানায় তালাচাবির আড়ালে সংরক্ষিত রয়েছে। ইসরায়েলের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার পাঁচ শতাধিক কর্মকর্তাকে সেখানে সম্মান জানান হয়েছে। দপ্তরের আছে পঁচাত্তর জন। আসন্ন দিনগুলোতে আরো দু'জনের নাম তাদের সাথে যোগ হবে— দুটো প্রাণবন্ত ছেলে ইব্রাহিম একটা প্রতিশ্রুতি রক্ষার চেষ্টা করেছিল বলে তারা নিজেদের প্রাণ দিয়ে তার দায় শোধ করেছে। তৃতীয় নামটা কোনমতেই মরিয়মের হবে না।

ইতালিয়ান পুলিশ এই মুহূর্তে পাগলের মতো ছেঁকে খুঁজছে। ইব্রাহিম, তার কণ্ঠস্বর শান্ত আর আবেগহীন শোনায়, বলে ইতালিয়ান প্রচেষ্টা কখনও সাফল্যের মুখ দেখবে না। সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে ইতালিয়ানরা অনুসন্ধান শুরু করার আগেই মরিয়মকে খোদ ইতালি থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এই মুহূর্তে সে যেকোন স্থানে

থাকতে পারে। রাশানরা যাকে “নিকট বিদেশ” বলে অভিহিত করে থাকে রাশান সাম্রাজ্যের সেই প্রাক্তন ভূখণ্ডের উপর দিয়ে এই মুহূর্তে সে হয়তো পূর্বদিকে যাচ্ছে। বা ইতোমধ্যে সে হয়তো রাশিয়ার কোথাও পৌছে গিয়েছে। “বা সম্ভবত তাকে রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়াই হয়নি,” ইব্রাহিম বলে। “ইভান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কুরিয়ার সার্ভিসের একটা নিয়ন্ত্রণ করে যাদের রয়েছে সমুদ্রগামী জাহাজ আর বিমানের বিশাল একটা বহর। পৃথিবীর যেকোন স্থানে মরিয়মকে লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা ইভানে আছে। ইভানের ক্ষমতা আছে মরিয়মকে সর্বদা চলমান রাখা আর সেটা অনন্তকাল ধরে বজায় রাখা।” যার মানে ইভানের একটা যাচ্ছেতাই ধরনের সুবিধা রয়েছে। কিন্তু তাদেরও সুবিধা রয়েছে। ইভান মরিয়মকে খুন করার জন্য কেবল অপহরণ করেনি। নিশ্চিতভাবেই সে অন্য কিছু একটা চায়। যা তাদের কেরামতি দেখাবার সময় আর সুযোগ দুটোই দিয়েছে। খুব বেশি সময় না, ইব্রাহিম মনে করিয়ে দেয়। আর সুযোগের মাত্রাও ভীষণ রকমের সীমিত।

ইভান যে লোকটাকে তার প্রতিশোধের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা দিয়ে তারা শুরু করবে। এখন পর্যন্ত একটা খালি ক্যানভাসে কয়লার কয়েকটা হাক্কা আচড় ছাড়া তার সম্বন্ধে আর কিছুই তারা জানে না। তারা তার পুরো ছবিটা ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলবে। বাতাস থেকে এই লোকটার আবির্ভাব হয়নি। তার অবশ্যই একটা নাম আছে একটা অতীত আছে। তার একটা পরিবার আছে। সে কোথাও বাস করে। তার অস্তিত্ব রয়েছে। তার সবকিছুই একটা বিষয় নিশ্চিত করে যে সে কেজিবির প্রাক্তন কর্মকর্তা, একটা লোক যে কিনা মানুষকে খুঁজে বের করতে ওস্তাদ বিশেষ করে তাদের যারা ইচ্ছে করেই লুকিয়ে থাকতে চায়। ইভান কারকভের মত রাশান ধনকুবেরের পক্ষে যে লোকটা এখন কাজ করে। এমন একটা মানুষ শূন্যতার ভিতরে বেঁচে থাকতে পারে না। লোকজনকে তাকে চিনতে হবে যদি তারা তাকে দিয়ে কোন কাজ করাতে চায়। আর পুরো ঘটনাটা যেখানে শুরু হয়েছে সেই শহরে তারা তাদের অনুসন্ধান আরম্ভ করবে: রাশানরা লন্ডনকে মাঝে মাঝে গুধু শহর বলে অভিহিত করে থাকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৩৮.

ইব্রাহিমের যদিও তখন জানার কোন উপায় ছিল না সে কিন্তু একটা বিষয়ে ঠিকই ধারণা করেছিল: মরিয়ম অপহৃত হবার পরে ইতালিতে বেশিক্ষণ ছিল না। বস্তুতপক্ষে তাকে অপহরণ করার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই তাকে দেশের পূর্বাংশে অবস্থিত লা মারচে নামে একটা জেলেপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একটা ট্রলারে করে তাকে গভীর সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া হয় আপাত দৃষ্টিতে পুরো ব্যাপারটা অ্যাড্রিয়াটিকে রাতের বেলা মাছ ধরতে যাবার মত মনে হয়। রাত ২:১৫ মিনিটে, পোলিজিয়া ডি স্ট্যাটোর অফিসাররা যখন দেশের প্রতিটা সীমান্ত অতিক্রমের স্থানে নজর রাখতে শুরু করেছে মরিয়মকে অ্যানাস্টেসিয়া নামে একটা মোটর চালিত ব্যক্তিগত ইয়টে তুলে দেওয়া হয়। ভোর হবার আগেই, মন্টিনিগ্রোর উপকূলের, প্রাক্তন ইউগোস্লাভ রিপাবলিকের সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্র যেখানে কয়েক হাজার রাশান অভিবাসীর বাস আর রাশান মাফিয়ার কার্যকলাপ পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি, এক ঘুমন্ত বন্দরে ইয়টটা ফিরে আসে। সেই দেশেও তাকে বেশিক্ষণ রাখা হয় না। দুপুর নাগাদ ইব্রাহিমকে বহনকারী বিমান যখন বেন-গুরিয়ন বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে, মরিয়মকে রাজধানী মন্টিনিগ্রিনের বাইরে অবস্থিত একটা বিমানঘাঁটিতে অপেক্ষমান কার্গো প্লেনে তোলা হয়। বিমানে রক্ষিত কাগজপত্র অনুযায়ী বাহামাতে অবস্থিত লোকো ট্রানজ নামে একটা শিপিং কোম্পানি এর মালিক। কাগজপত্রে যে বিষয়টা চেপে যাওয়া হয়েছে সেটা হল লোকো ট্রানজ বস্তুতপক্ষে একটা কর্পোরেট শেল যাকে যার নিয়ন্ত্রক আর কেউ না স্বয়ং ইভান কারকভ। এমন না যে গভগোলটা মন্টিনিগ্রিন শুধু কর্তৃপক্ষের চোখে পড়েনি। কিন্তু মুশকিল হল বিমান আর বিমানের কার্গো পরিদর্শন না করার জন্য যে পরিমাণ উৎকোচ তাদের দেওয়া হয়েছিল সেটা তাদের মাসিক সরকারি বেতনের তিনগুণেরও বেশি।

মরিয়ম অবশ্য এসবের কিছুই জানে না, ভিলা উই ফিয়োরীর প্রধান ফটকের সামনে ঘটে দুঃস্বপ্নই তার শেষ পরিষ্কার স্মৃতি। তারা যখন সেখানে পৌছে তখন চারপাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। কোমোর অভিযানের কারণে পরিশ্রান্ত, মরিয়ম দীর্ঘ যাত্রা পথে মাঝে মাঝেই ঝিমাচ্ছিল এবং লিয়র নিরাপত্তা ফটকের কাছে গাড়ির গতি হ্রাস করতে তার চটকা ভাঙে। একটা ছয় সংখ্যা বিশিষ্ট সঠিক কোডই কেবল

দরজাটা খুলতে পারে। লিয়র যখন কি-প্যাডে কোডটা টাইপ করছে ঠিক তখনই গাছের আড়াল থেকে কালো মুখোশ পরিহিত আততায়ীর দল বের হয়ে আসে। তাদের হাতে ধরা অস্ত্র মৃদু গুঞ্জনের সাথে মৃত্যু উগরে দেয়। গুলির ঝাপটা প্রথমে আঘাত করে মোটরকে, তারপরে লিয়রের উপরে আছড়ে পড়ে। মরিয়ম তার বেয়েটা বের করার চেষ্টা করছে এমন সময় পেছন থেকে কেউ একজন মোক্ষম একটা আঘাতে তাকে সংজ্ঞাহীন করে ফেলে। তারপরে সে তার ডান উরুতে একটা তীক্ষ্ণ খোঁচা অনুভব করে, ঘুম পাড়ান ইনজেকশনের উচ্চমাত্রার কারণে তার মাথা চক্কর দিয়ে উঠে আর তার হাত-পা সীসার মত ভারী মনে হতে থাকে। শেষ যে জিনিসটা সে স্মরণ করতে পারে সেটা হল একটা তার দিকে তাকিয়ে থাকা এক মহিলার মুখ। ভদ্রভাবে থাকো এবং আমরা তাহলে হয়ত তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি, মেয়েটার ইংরেজিতে রাশান বাচনভঙ্গি স্পষ্ট বোঝা যায়। মেয়েটার মুখটা এরপরেই মিলিয়ে যায় এবং মরিয়ম জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

সে এখন অর্ধেক স্বপ্ন আর অর্ধেক স্মৃতির একটা জগতে ভেসে বেড়াচ্ছে। কয়েক ঘণ্টা সে তার জন্মস্থান ভেনিসের রাস্তায় পথ হারিয়ে হেঁটে বেড়ায় অ্যাকুয়া অল্টার বন্যার পানি তার হাটু ছাপিয়ে বয়ে যায়। ক্যানারেজিওর একটা গির্জায় সে ইব্রাহিমকে খুঁজে পায়। একটা ভারার উপরে দাঁড়িয়ে সেইন্ট ক্রিস্টোফার আর সেইন্ট জেরোমের সাথে মৃদু কণ্ঠে কি নিয়ে যেন আলোচনা করছে। কাছের ইহুদি ঘেট্টোতে খালের পাড়ে অবস্থিত একটা বাসায় সে তাকে নিয়ে আসে এবং সেখানে রক্তে ভেজা চাদরের উপরে তার সাথে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হয়, যখন লিয়াহ, তার স্ত্রী ছায়ার ভেতরে হুইলচেয়ারে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আরো অনেক দৃশ্যপট স্মৃতির পাতায় কুচকাওয়াজ করে যায়, কিছু দৃশ্যপটে দুঃস্বপ্নের আনাগোনা, বাকিগুলোয় সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য। ইব্রাহিম যেদিন তাকে বলে যে সে তাকে কখনও বিয়ে করবে না সে দিনের স্মৃতি সে পুনরায় চোখের সামনে ভাসতে দেখে। এবং দু'বছর পরের আরেকটা দিন, শমসেরের বাসার গ্যালিলি সাগরের দিকে মুখ করা টেরেসে সে যখন তাকে চমকে দিয়ে বিয়ের আয়োজন করেছিল। ত্রেবলিংকার বরফাবৃত বধ্যভূমিতে সে ইব্রাহিমের পাশে হেঁটে যায় এবং সিন্ধু পশুচারণ ভূমিতে তার কোকড়ানো দেহের পাশে হাঁটু ভেঙে বসে মারা না যাওয়ার জন্য তাকে মিনতি করে।

অবশেষে সে এটরুসিয়ান পাথর বেষ্টিত উমব্রিয়ের বাগানে সে ইব্রাহিমকে দেখে। সে একটা শিশুর সাথে খেলছে-ভিয়েনায় সে সন্তানকে সে হারিয়েছে সে না বরং মরিয়ম তাকে যে সন্তান উপহার দিয়েছে তার সাথে। সেই শিশুটা এখন তার ভিতরে বেড়ে উঠছে। ইব্রাহিমকে মিথ্যা কথা বলা তার মোটেই উচিত হয়নি। সে যদি তাকে সত্যি কথাটা বলতো, সে তাহলে নিশ্চয়ই তাকে একলা ফেলে গ্রেগরী

বুলগানভকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সন্তানে ছুটে যেতো না। আর মরিয়মও তাহলে রাশিয়ান মেয়েটার হাতে বন্দি হতো না।

একটা মেয়ে এই মুহূর্তে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেয়েটার হাতে একটা সিরিঞ্জ রয়েছে।

মেয়েটার ত্বক দুধের মতো সাদা এবং চোখের মণি স্বচ্ছ নীল এবং তাকে দেখে মনে হয় ভারসাম্য বজায় রাখতে তার কষ্ট হচ্ছে। এটা মোটেই স্বপ্ন বা দৃষ্টিবিভ্রম নয়। ঠিক সেই মুহূর্তে, মরিয়ম আর মেয়েটা অ্যাড্রিয়াটিকের মাঝে সহসা একটা ঝড়ো বাতাসে কবলে পড়েছে। মরিয়ম অবশ্য এসব জানে না। সে কেবল জানে যে তাকে ঘুমের ইনজেকশন দিতে গিয়ে, প্রয়োজনের তুলনায় জোরে সুইটা প্রবিষ্ট করাতে গিয়ে মেয়েটা আরেকটু হলেই উল্টে পড়েছিল আর কি। আরো একবার অচেতনতার ঢেউয়ে ভেসে গিয়ে সে উমব্রিয়ার বাগানে পৌঁছে যায়। দেখে ইব্রাহিম ছেলেটাকে বিদায় জানাচ্ছে। বাচ্চাটা সূর্যমুখীর একটা বাগানের ভিতর দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

যাত্রাকালীন সময়ে মরিয়ম আরো একবার চেতনায় ফিরে এই দফা নিজের বমির গন্ধ আর বিমানের ক্লান্তিকর উড়ানের কারণে। সেই মেয়েটা তখনও তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে আরেকটা ভর্তি সিরিঞ্জ নিয়ে। মরিয়ম তাদের কথা শুনতে রাজি হয়েছিল কিন্তু মেয়েটা তারপরেও তার মাথা ধরে ঝাকিয়ে দেয় এবং সুইটা দেহে প্রবেশ করায়। ওষুধের প্রতিক্রিয়া শুরু হতে মরিয়ম দেখে সূর্যমুখীর ক্ষেতে সেই শিশুটাকে সে পাগলের মতো খুঁজছে। তারপরে একটা চাদরের মতো রাত্রি নেমে আসে এবং তাকে সান্ত্বনা দেয়ার কেউ না থাকায় সে পাগলের মতো কাঁদতে থাকে।

পরের বার চেতনা ফিরে আসতে সে তীব্র শীত অনুভব করে। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হয় এটা বুঝি আরেকটা মতিভ্রম। তারপরে বুঝতে পারি সে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং বরফের ভিতর দিয়ে কোনমতে হেঁটে চলেছে। তার হাতে কড়া পরান আর দেহের সাথে নাইলনের টেপ দিয়ে জড়ান, গোড়ালিতে শেকল জড়ান। শেকলের চেইন তার পদক্ষেপকে পা ঘষে ঘষে হাঁটার পথে নামিয়ে এনেছে। তার দু'বাহু ধরে থাকা দুজন লোককে বিষয়টা পাত্তা দিতে দেখা যায় না। তাদের হাবভাব দেখে মনে হয় হাতে অফুরন্ত সময় আছে। দুধ সাদা ত্বকের মেয়েটার হাবভাবও একই ধরনের।

মেয়েটা তাদের থেকে কয়েক পা সামনে রয়েছে, বার্চ গাছ দিয়ে ঘেরা একটা কটেজের দিকে সে এগিয়ে যাচ্ছে। কটেজের বাইরে দুটো মার্সিডিজ পার্ক করা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়ি দুটোর সাদামাটা ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যায় আর্মাড

প্লেট আর বুলেটপ্রুফ কাঁচ লাগান রয়েছে গাড়ি দুটোয়। একটা গাড়ির ছাদের গায়ে হেলান দিয়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে: চামড়ার তৈরি কালো কোট, রূপালি চুল, ট্যাক্টের টারেটের মতো মাথা লোকটার। মরিয়মের সাথে তার কখনও সামনাসামনি দেখা হয়নি কিন্তু সার্ভেলেন্স ফটোগ্রাফে সে বহুবার এই মুখটা দেখেছে। তার শক্তিশালী আফটার সেভের গন্ধ অদৃশ্য চাদরের বাতাসে ভেসে রয়েছে। একেই বোধহয় বলে ক্ষমতার গন্ধ। শয়তানের আগ।

শয়তান তন্দ্রাচ্ছন্ন ভঙ্গিতে হেসে মরিয়মের গাল স্পর্শ করে। মরিয়ম সিটিয়ে যায়, সাথে সাথে একটা বিবমিষা চেপে ধরে। শয়তানে নির্দেশে তাকে বয়ে আনা দুজন বিনাবাক্য ব্যয়ে তাকে কটেজের ভিতরে নিয়ে আসে এবং সংকীর্ণ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে। একেবারে নিচে আনুভূমিক শিকল লাগানো একটা ভারী ধাতব দরজা দেখা যায়। দরজার পেছনে একটা ছোট ঘর রয়েছে যার মেঝেটা কংক্রিটের আর দেয়ালগুলোয় চুনকাম করা হয়েছে। তারা তাকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয় এবং সশব্দে দরজা বন্ধ করে। মরিয়ম স্থবির ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে অসহ্য শীতে সে, ফুপিয়ে কেঁদেছে আর এখন অবর্ণনীয় শীতে কাঁপছে। এক মুহূর্ত পরে অন্ধকারে তার চোখ সয়ে আসতে সে অনুধাবন করে সেখানে সে একা না। এক কোণে ভোজবাজির মতো হাত-পা বাঁধা একটা লোককে দেখা যাচ্ছে। আলোর স্বল্পতা সত্ত্বেও মরিয়ম দেখে যে বেশ কয়েকদিন লোক দাড়ি কাটেনি। সে আরো দেখে তাকে নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে মারা হয়েছে।

“তোমাকে এখানে দেখে আমার খারাপ লাগছে,” লোকটা মৃদু কণ্ঠে বলে। “তুমি নিশ্চয়ই ইব্রাহিমের স্ত্রী হবে।”

“তুমি কে?”

“আমার নাম খেগরী বুলগানভ। আর কোন কথা বোলো না। ইভান সব শুনছে।”

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৩৯. কিং সল বুলেভার্ড, তেল আভিভ

বিপর্যয়ের সময়ে দ্রুত নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যাঙ করার ক্ষমতা নিয়ে এতদিন দণ্ডের সবার মনে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব ছিল কিন্তু ইব্রাহিমের দল যত দ্রুত গতিতে কাজে ঝাপিয়ে পড়ে সেটা দেখে সংস্থার পোড় খাওয়া সব অভিজ্ঞ এজেন্টরাও পরে আপন মনে মাথা নেড়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছে। রিসার্চ বিভাগের বিশ্লেষকদের তারা তীব্র ভর্তসনা করে বাধ্য করেছে তাদের ফাইলগুলো আরেকবার পর্যালোচনা করতে এবং কালেকশনের সংগ্রাহক কর্মকর্তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে তাদের নিজস্ব সোর্স থেকে যত ক্ষুদ্রই হোক তথ্য নিঙড়ে বের করে আনতে। অর্থ বিভাগের সিকি মিলিয়ন ইউরো তারা চোখের নিমেষে ধসিয়ে দেয় এবং নিরাপদ বাসস্থানের দায়িত্বে যারা নিয়োজিত তাদের চাপের মধ্যে রাখে যে আগে থেকে কোন জানান না দিয়েই তাদের থাকার জায়গার প্রয়োজন হবে। এবং সবশেষে তারা সুবিধাজনক স্থানে আগে থেকেই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র আর ইলেকট্রনিক সামগ্রীর মজুদ গড়ে তোলে যা দিয়ে অনায়াসে ছোটখাট একটা যুদ্ধ শুরু করা সম্ভব। আর ঠিক সেটাই তাদের অভিপ্রায়।

ইব্রাহিমের ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে, সে একা যুদ্ধে যাচ্ছে না। বিপুল প্রভাব আর বিশ্বের যেকোন স্থানে পৌছাতে সক্ষম এমন দুইজন শক্তিশালী মিত্র তার রয়েছে, যাদের একজনের অবস্থান ওয়াশিংটনে আর অন্যজনের লন্ডনে। অ্যাড্রিয়ান কার্টারের কাছ থেকে সে কেবল একটা সম্পদই ধার নেয়, একজন মহিলা এজেন্ট যাকে সম্প্রতি অস্থায়ী দায়িত্ব দিয়ে ইউরোপে পাঠান হয়েছে। গ্রাহাম সিম্যুরের কাছে সে রাতের বেলা একটা আকস্মিক হামলা পরিচালনার আবেদন জানায়। হামলার লক্ষ্যবস্তু এমন একজন লোক যে একটা সময়ে গর্ব করে বলতে পছন্দ করতো যে খোদ রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের চেয়েও সে বেশি জানে রাশিয়ার কৌথায় কখন কি হচ্ছে। অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল আর উপকরণ সিম্যুর সরবরাহ করবে। ওলগা সুকোভা তরবারির ধারালো প্রান্তের ভূমিকা পালন করবে।

এই ভূমিকাটা বহুদিন ধরেই শমসেরের জন্যই সংরক্ষিত। এখন দৃষ্টিভ্রান্ত পায়চারি করা বা অযথা ঝামেলা বাধান ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই। সে কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দেয়, কানের কাছে ফিসফিস করে কথা বলে এবং মাঝে মাঝেই খালিদ আর ইব্রাহিমকে হলধরে টেনে নিয়ে এসে খাটো মোটা আঙ্গুল তুলে শাসায়। সে বারবার একই গৎবাধা উত্তর শোনে। *হ্যাঁ অরি আমরা জানি। আমরা সেটা ভেবে*

রেখেছি। এবং সত্যি বলতে কি, তারা আসলেই উল্লেখিত বিষয়টা নিয়ে ভেবেছে। কারণ দুজনেই শমসেরের নিজের হাতে তৈরি। কারণ তারা সেরাদের ভিতরে সেরা। কারণ তারা তার সন্তানের মত। এবং তারচেয়েও বড় কারণ তারা এখন লায়েক হয়েছে বুড়ো মানুষটার সাহায্য ছাড়াই তারা এখন পথ চলতে পারবে। আর তাই বেচারার মন খারাপ করে তার প্রিয় কিং সল বুলেভার্ডের উপর তলায় পায়চারি করেই সেদিনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দেয়, দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দেয়, পুরান বন্ধুত্ব নতুন করে ঝালিয়ে নেয় আর পুরান প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে সন্ধি করে। পুরো এলাকাটায় একটা গুমোট আবহাওয়া বিরাজ করছে যা তাকে ভিয়েনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরে সে অস্থির হয়ে উঠে, আমোসের কাছে গিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে মোটর আর লিয়রের লাশ গ্রহণের জন্য সে বেন-গুরিয়ন বিমানবন্দরে যেতে চায়। তাদের মৃতদেহ গোপনে ইসরায়েলে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, ঠিক যেভাবে তারা দায়িত্ব পালন করেছে, বিমানবন্দরে শমসের আর তাদের পিতামাতা কেবল উপস্থিত থাকে। নিজের বিখ্যাত কাঁধে মাথা রেখে সে তাদের কাঁদতে দেয় কিন্তু কিভাবে তাদের ছেলেরা মারা গিয়েছে সে সম্বন্ধে তাদের কিছুই বলতে পারে না। আজকের অভিজ্ঞতাটা তাকে গভীরভাবে নাড়া দেয় এবং কিং সল বুলেভার্ডে সে অস্বাভাবিক রকমের বিষণ্ণ একটা অনুভূতি নিয়ে ফিরে আসে। রুম ৪৫৬সি'তে প্রবেশ করে ইব্রাহিমের দলকে কাজে মগ্ন দেখে তার মন খানিকটা প্রসন্ন হয়ে উঠে। ইব্রাহিম অবশ্য সেখানে ছিল না। সে বিশ্বাসীদের শহর জেরুজালেমে গিয়েছে।

মাউন্ট হার্জেল মনস্তাত্ত্বিক হাসপাতালের ড্রাইভওয়েতে ইব্রাহিম যখন গাড়িটা থামায় তখনও তুষারপাত অব্যাহত আছে। প্রবেশ পথে একটা নোটিশ বুলছে যাতে লেখা আছে দর্শনার্থীদের দেখা করার সময় শেষ হয়ে গেছে; ইব্রাহিম অবশ্য নোটিশটা পাস্তা না দিয়ে সোজা ভেতরে প্রবেশ করে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে তার একটা অলিখিত চুক্তি আছে, তার যখন ইচ্ছা সে এখানে আসতে পারে। বস্তুতপক্ষে অন্য রোগীদের পরিবারের সদস্য বা বন্ধুবান্ধব যখন উপস্থিত থাকে তখন সে পারতপক্ষে এখানে আসে না। মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ জনসংখ্যার দেশ ইসরায়েল আসলে অনেকদিক দিয়েই একটা যৌথ পরিবার। ইব্রাহিমের মতো লোক যে তার কাজকর্ম যতটা সম্ভব নামহীন ভঙ্গিতে সম্পাদন করতে চেষ্টা করুক না কেন, বেজালেল বা সেনাবাহিনীর কোন পরিচিত লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে কোথায় যাওয়া তার কাছে অসম্ভব একটা ব্যাপার বলে মনে হয়।

লিয়াহর ডাক্তার লবিতে তার জন্য অপেক্ষা করেছিল। রাবিসুলভ দাঁড়িশোভিত গোলগাল চেহারার একটা লোক, নির্জন করিডোর দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাবার

সময়ে লিয়াহর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে ইব্রাহিমকে অবহিত করে। ইব্রাহিম শেষবার এসে যা দেখে গিয়েছিল তারপরে অবস্থার তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি শুনে সে খুব একটা অবাক হয়না। লিয়াহ বিশেষ এক ধরনের মনোবিকারজনিত অবসাদ আর বিপর্যয়-পরবর্তী স্ট্রেস সিনড্রোমে আক্রান্ত। তার মানসপটে ভিয়েনার সেই গাড়িবোমা বিস্ফোরণের দৃশ্যাবলি নিরন্তর খেলা করছে। মাঝে মাঝে, সামান্য সময়ের জন্য তাব ভিতরে সহজবোধ্যতা ফিরে আসে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়ে সে অতীতে বাস করে, দেহপিঞ্জরে বন্দি একটা সস্তা যা এখন আর তার কথা শোনে না, ছেলের জীবন বাঁচাতে না পারার ব্যর্থতায় ভারাক্রান্ত।

“সে কি কাউকে চিনতে পারে?”

“কেবল গিলাহ শমসের। সে প্রতি সপ্তাহে একবার তাকে দেখতে আসে। কোন সপ্তাহে দু’বারও আসে।”

“সে এখন কোথায়?”

“সে এখন রিক্রিয়েশন রুমে। তুমি যেন নিভৃতে দেখা করতে পারো সে জন্য আমরা ইচ্ছে করেই তাকে সেখানে রেখেছি।”

জানালার পাশে সে একটা হুইলচেয়ারে বসে, বরফাবৃত জলপাই গাছের ডালপালার দিকে ফাঁকা চোখে তাকিয়ে রয়েছে। তার চুল যা এক সময়ে লম্বা আর কালো ছিল এখন ছোট করে ছাটা আর ধূসর রঙ ধারণ করেছে। ইব্রাহিম তাব পাশে গিয়ে বসতে তার ভিতরে কোন হেলদোল লক্ষ্য করা যায় না। তারপরে সে ধীরে ধীরে তার দিকে তাকায়, চোখের দৃষ্টিতে পরিচয়ের রঙ বলসায়।

“ইব্রাহিম, সত্যিই তুমি এসেছ?”

“হ্যাঁ, লিয়াহ। আমিই।”

“তারা অবশ্য বলছিলো যে তুমি আসতে পারো। আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় আমাকে ভুলেই গেছো।”

“না, লিয়াহ। আমি কখনও তোমাকে ভুলিনি। এক মিনিটের জন্যও না।”

“ইব্রাহিম তুমি কাঁদছিলে। আমি তোমার চোখে কান্নার রঙ দেখতে পাচ্ছি। কোন ঝামেলা হয়েছে?”

“না, লিয়াহ সবঠিকই আছে।”

সে আবার বাগানের দিকে তাকায়। “ইব্রাহিম দেখো বরফ পড়ছে। কি চমৎকার তাই না...”

সে তার ভাবনা অসমাপ্তই রেখে দেয়। নিমেষের জন্য তার চোখে আতঙ্ক বলসে উঠে; ইব্রাহিম বুঝতে পারে সে আবার ভিয়েনার স্মৃতির ভেতর হারিয়ে গিয়েছে। সে তার রুগ্ন হাতটা চেপে ধরে এবং আবোলতাবোল কথা বলতে থাকে। সে সম্প্রতি যে তৈলচিত্রটা পরিষ্কার করেছে সেই কথা তাকে বলে। ইতালিতে যে ভিলায় সে

বাস করে সেটার গল্প বলে। গিলাহ আর অরি শমসেরের কথা। ভিয়েনা ছাড়া আর সব কথাই সে তাকে বলে। মরিয়ম ছাড়া আর সবার কথাই সে বলে। অবশেষে সে আবার তার দিকে ফিরে তাকায়। সে স্মৃতির ঘেরাটোপ থেকে আবার বেরিয়ে এসেছে।

“ইব্রাহিম, সত্যিই তুমি এসেছ?”

“হ্যাঁ, লিয়াহ। আমিই এসেছি।”

“আমি ভেবেছিলাম, তুমি বোধহয়—”

“সেটা অসম্ভব লিয়াহ।”

“তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।”

“কার্জের বেশ চাপ যাচ্ছে।”

“তোমাকে রোগা লাগছে। তোমাকে কিছু খেতে দিতে বলবো?”

“লিয়াহ, ব্যস্ত হয়ো না আমি ঠিক আছি।”

“জান, তুমি কতক্ষণ থাকতে পারবে?”

“বেশিক্ষণ না সোনা।”

“তোমার স্ত্রী কেমন আছে?”

“সে ভালই আছে, লিয়াহ।”

“সে দেখতে কেমন, আমার চেয়ে সুন্দরী?”

“সে সত্যি দেখতে সুন্দর।”

“তুমি ঠিকমত তার যত্ন নিচ্ছ তো?”

ইব্রাহিমের চোখ কান্নায় ভরে উঠে। “আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করছি।”

সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। “ইব্রাহিম দেখো বরফ পড়ছে। চমৎকার দৃশ্য তাই না?”

“হ্যাঁ লিয়াহ। দারুণ।”

“এই তুষারপাত ভিয়েনার পাপ ধুয়ে ফেলবে। ভিয়েনায় তুষারপাত হচ্ছে যখন তেলআভিভে হামলে পড়ছে মৃত্যুদায়ী ক্ষেপণাস্ত্র।” সে আবার ইব্রাহিমের দিকে তাকায়। “খেয়াল রেখো দানী যেন সিটবেল্ট ঠিকমত বাঁধে। রাস্তা এখন বড় পিচ্ছিল।”

“লিয়াহ সে ভাল আছে।”

“আমাকে একটা চুমু দেবে।”

ইব্রাহিম তার ক্ষতবিক্ষত গালে ঠোঁট ছোয়ায়।

লিয়াহ ফিসফিস করে বলে, “শেষ আরেকটা চুমু”

তেলআভিভ আর তার আশেপাশের শহরতলীতে দপ্তরের কিছু নিরাপদ ফ্ল্যাট রয়েছে যেগুলো জাম্প সাইট হিসেবে পরিচিত। এসব স্থানে, পদ্ধতি আর প্রথা অনুসারে,

এজেন্টরা বিদেশে কোন মিশনে যাবার জন্য ইসরায়েল ত্যাগ করার আগের রাতটা কাটিয়ে থাকে। ইব্রাহিম বা তার দলের কারোই সেই রাতে তাদের জন্য নির্ধারিত ফ্ল্যাটে যাবার মানসিকতা ছিল না। সময়ও ছিল না। বস্তুতপক্ষে তারা সারা রাত কাজ করে এবং বেন-গুরিয়নে এতটাই দেরীতে পৌঁছায় যে এল আলের কর্মকর্তারা প্রচলিত নিরাপত্তা বেষ্টনী আর নিয়মরীতির তোয়াক্কা না করেই তাদের যেতে দেয়। এই দফা তারা আরো একটা রীতির কোন তোয়াক্কা করে না, পুরো দলটা একই বিমানে আরোহন করে: লন্ডনগামী এল আল ফ্লাইট ৩১৫। সেদিন সন্ধ্যায় কেবল ইব্রাহিমেরই পালন করার মতো একটা ভূমিকা ছিল: হিথরো বিমানবন্দরে সে দল থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং চেলসির শাইয়েন ওয়াকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। ছয়টা বাজার কয়েক মিনিট পরে, সে বাঁক নিয়ে শাইয়েন গার্ডেনে প্রবেশ করে এবং চিহ্নবিহীন একটা কালো ভ্যানের পেছনে দু'বার টোকা দেয়। গ্রাহাম সিম্যুর ভ্যানের দরজা খুলে দেয় এবং তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে বলে। লক্ষ্যবস্তু যথাস্থানে রয়েছে। আঘাতে জন্য তরবারিও প্রস্তুত। রাতের আকস্মিক হামলা শুরু হল বলে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৪০. চেলসি, লন্ডন

ভিষ্টর ওরলাভ সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে তার চোখে মানুষ দু'ধরনের: একদল আছে যারা সাহায্য করার জন্য মুখিয়ে আছে এবং আরেকদল যারা এতটাই নির্বোধ যে বুঝতেই পারে না কেউ তাদের ব্যবহার করছে। কেউ আছে যারা এদের সাথে তৃতীয় আরেকটা শ্রেণী যোগ করে: যারা ইচ্ছা করেই ভিষ্টরকে সুযোগ করে দেয় নিজের টাকা চুরি করতে। নিজের এই শিকারী স্বভাব গোপন করার কোন চেষ্টাই সে করে না এবং নিজেকে দস্যুরাজ হিসেবে অভিহিত করে। বস্তুতপক্ষে, এই তকমাটা সে গর্বের সাথেই যেন তার দশ হাজার ডলারের ইতালিয়ান স্যুট আর হংকং এর এক দর্জির বিশেষভাবে তার জন্যই তৈরি করা ডোরাকাটা শার্টের সাথে পরিধান করে। সমাজতন্ত্রের নাটকীয় পতন ওরলাভকে অল্প সময়ে বিপুল অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়েছিল এবং সুযোগটা সে দু'হাতে গ্রহণ করেছে। ওরলাভ কোন কিছুর জন্য কদাচিৎ দুঃখপ্রকাশ করে থাকে বিশেষ করে সে যে পদ্ধতিতে কোটিপতি হয়েছে সে ব্যাপারে। “আমি যদি ইংরেজ হতাম তাহলে অর্থ আমার কাছে হয়ত স্বাভাবিকভাবেই আসতো,” লন্ডনে আস্তানা গেড়ে বসেবাসের পরপরই সে এক ব্রিটিশ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কাছে মন্তব্যটা করেছিল। “কিন্তু আমার জন্ম হয়েছে রাশিয়ায়। আর আমি রাশান তরীকায় বৈভবের অধিকারী হয়েছি।”

সংখ্যার প্রতি সহজাত দক্ষতার অধিকারী ওরলাভ রাশান সাম্রাজ্য যখন সত্যি সত্যিই ধসে পড়ে তখন সোভিয়েট আণবিক অস্ত্র কার্যক্রমে একজন পদার্থবিদ হিসেবে কর্মরত ছিল। তার বেশিরভাগ সহকর্মীরা যখন বিনাবেতনে কাজ করছিল, ওরলাভ সিদ্ধান্ত নেয় সে ব্যবসা শুরু করবে এবং অচিরেই কম্পিউটার আর গৃহস্থালীর অন্যান্য সামগ্রী এবং পশ্চিমের অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদ্যমান রাশান বাজারের জন্য আমদানি করে বেশ ভাল পরিমাণ অর্থ সম্ভব করে ফেলে। কিন্তু সে সত্যিকারের বৈভবের দেখা পায় পরে, যখন সে রাশিয়ার সবচেয়ে বড় ইম্পাত কারখানা আর সাইবেরিয়ার তেল উৎপাদকারী প্রতিষ্ঠান রুজলি কেনে। ফরচুন ম্যাগাজিন ভিষ্টর ওরলাভকে রাশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি বলে ঘোষণা করে এবং পৃথিবীর অন্যতম প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর স্বীকৃতি দেয়। একজন প্রাক্তন সরকারি পদার্থবিদ যে একসময়ে দুটো ভিন্ন সোভিয়েট পরিবারের সাথে একটা যৌথ অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করতো তার জন্য বেশ ভাল সাফল্যই বলতে হবে।

রাশিয়ার নব্য দস্যুরাজের পুঁজিবাদের ঝঞ্ঝাবিস্ফুরক পৃথিবীতে, ওরলাভের মতো সম্পদ অনেক সময়ে বিপজ্জনক বলে পরিগণিত হতে পারে। যত দ্রুত এর সৃষ্টি হয়েছে ঠিক তত দ্রুতই চোখের পলকে সেটা হারিয়ে যেতে পারে। এবং এই সম্পদের অধিকারী আর তার পরিবারকে দীর্ঘার আর কখনও কখনও হিংসাত্মক ঘটনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে পারে। ওরলাভকে হত্যা করার জন্য আর না হলেও তিনবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বাজারে জোর গুজব রয়েছে যে বদলা নিতে গিয়ে তার নির্দেশে বেশকিছু লোক প্রাণ হারিয়েছে। যারা তাকে হত্যা করতে চায় তাদের বদলে স্বয়ং ক্রেমলিন তার সম্পদের প্রতি একটা হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে ওরলাভের মতো লোকেরা রাষ্ট্রের মূল্যবান সম্পদ চুরি করেছে এবং তার অভিপ্রায় সেগুলো ফিরিয়ে আনা বা উদ্ধার করা। রাষ্ট্রকর্মতা গ্রহণের কিছুদিনের ভিতরেই সে ওরলাভকে ক্রেমলিনে ডেকে পাঠিয়ে তার কাছে দুটো জিনিস দাবি করে: তার ইম্পাত কোম্পানি আর রুজ্জলি। “এবং নিজের লম্বা নাকটা রাজনীতিতে গলাতে চেষ্টা কোরো না,” সে আরও বলে। “নতুবা আমি বাধ্য হব সেটা কেটে কমিয়ে দিতে।” ওরলাভ তার ইম্পাত কোম্পানির শেয়ার ত্যাগ করতে রাজি হয় কিন্তু তেল কোম্পানি সে হাতছাড়া করবে না বলে জানিয়ে দেয়। এই অবাধ্যতার কারণে প্রেসিডেন্ট খুশী হয়েছিল সেটা মোটেই বলা যাবে না। প্রেসিডেন্ট দেবী না করে রাষ্ট্রের প্রসিকিউটরদের তার বিরুদ্ধে জালিয়াতি আর ঘুষ প্রদানের অভিযোগ স্বত্বিয়ে দেখতে বলেন আর সপ্তাহখানেক না যেতে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়। ওরলাভ বিচক্ষণের ন্যায় লভনে পালিয়ে আসে। রাশিয়ার প্রত্যাভর্তন অনুরোধের লক্ষ্যবস্তু হবার পরেও রুজ্জলিতে তার শেয়ারের উপরে এখনও তার সামান্য হলেও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, যার বাজারমূল্য এই মুহূর্তে আনুমানিক বারো বিলিয়ন ডলার। কিন্তু শেয়ারগুলো আইনানুগ কারণে বরফাবৃত হয়ে রয়েছে, ওরলাভ আর যে লোকটা তাদের ফিরে পেতে ব্যগ্র সেই রাশান প্রেসিডেন্ট দু’জনেরই নাগালের বাইরে।

ওরলাভের নির্বাসনের শুরু দিকে, তার প্রতিটি কথা সাংবাদিকরা লুফে নিত। ক্রেমলিনের ধূর্ত প্রতারণার ব্যাপারে প্ররোচক বক্তব্যের মিউজিয়ামে উৎস হিসেবে সে এক ঘন্টার ভিতরে জমজমাট সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করতে পারতো। কিন্তু ব্রিটিশ প্রেস একটা সময়ে ভিষ্টরের উপরে বিরক্ত হয়ে উঠে ঠিক যেমন ব্রিটিশ নাগরিকেরা রাশানদের ব্যাপারে অগ্নি হারিয়ে ফেলে। তার বক্তব্যের ব্যাপারে অল্প লোকই গুরুত্ব দেয় আর তারচেয়েও কম লোকের, ভিষ্টরের পরম শত্রু, রাশান প্রেসিডেন্টের ব্যাপারে তার প্রলব্ধি আর তিরস্কারপূর্ণ বক্তব্য শোনার ধৈর্য অবশিষ্ট রয়েছে। ইব্রাহিম আর তার দল তাই, গুলগা সুকোভা নামে মস্কোভিয়া গেজেটের

এক প্রাক্তন জেহাদি রিপোর্টার, বর্তমানে তার তোই লন্ডনে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছে, ভিটরের একটা সাক্ষাৎকার নিতে চাইলে পরে সে সাথে সাথে রাজি হতে, খুব একটা অবাক হয় না। নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্ভিগ্ন ওলগা, ওরলাভের সাথে তার বাসায় এবং রাতের বেলা দেখা করতে চায়। অবিবাহিত আর মেয়েবাজ ওরলাভ তাকে সাতটার সময়ে আসতে বলে। “আর দয়া করে একা এসো,” ফোনটা নামিয়ে রাখার আগে সে তাকে মনে করিয়ে দেয়।

সে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সাতটার সময়ে আসে যদিও তাকে মোটেই একা এসেছে বলা যাবে না। বাসায় প্রবেশ করতে এক পরিচারিকা তার কোটটা নিয়ে তাকে পথ দেখিয়ে দোতলায় অবস্থিত স্টাডিতে নিয়ে আসে। সেখানে চোস্ত রাশানে ওরলাভ তাকে স্বাগত জানায়। ইব্রাহিম আর গ্রাহাম সিম্যুর, তাদের দুজনের কানেই হেডফোন, একই সাথে ইংরেজি তরজমা শুনতে থাকে।

“ওলগা, এত বছর পরে আবার তোমার সাথে দেখা হতে ভালই লাগছে। কি খাবে আগে বলো, চা দিতে বলবো তোমাকে নাকি কড়া কিছু?”

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৪১. চেলসি, লন্ডন

“ধন্যবাদ, চা হলেই ভাল।”

ওরলাভ তার হতাশা গোপন করতে পারে না। কোন সন্দেহ নেই সে ওলগাকে দু’এক বোতল শ্যাতো পেটরাস দিয়ে মুগ্ধ করবে বলে আশা করেছিল, যা সে কেবল কলের পানি মিশিয়ে পান করে থাকে। সে পরিচারিকাকে চা আর সাথে কিছু নাস্তা দিতে বলে তারপরে তার বিশাল অফিস দেখে ওলগার চোখে মুখে ফুটে ওঠা কপট সম্মের দিকে নিপাট সঙ্কষ্টির সাথে তাকিয়ে থাকে। গুজব আছে যে প্রথমবার বাকিংহাম প্রাসাদে গিয়ে সে এতটাই প্রভাবিত হয়েছিল যে সেখান থেকে ফিরে এসে সে ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরদের একটা বিশাল দলকে ভাড়া করে শাইয়েন ওয়াকে সেই আবহ সৃষ্টি করার আদেশ দেয়। কামরাটা, মস্কোতে ওলগার পুরাতন অ্যাপার্টমেন্টের চেয়ে তিনগুন বড়, বলা হয়ে থাকে রাণীর ব্যক্তিগত স্টাডির আদলে তৈরি।

ওলগা হাসি হাসি মুখ করে বিরক্তি চেপে রেখে স্টাডিটা ঘুরে দেখার ফাঁকে, সে না ভেবে পারে না যে ভিক্টরের থেকে তার জীবনটা কি ভীষণ রকম আলাদা। ভিক্টর টাকার পেছনে ছুটেছে যখন ওলগা সত্যের সন্ধানকে জীবনের ব্রততে পরিণত করেছে। ভিক্টর ওরলাভদের মতো লোকদের কৃত অপকর্মের অনুসন্ধান করেই সে নিজের পেশাদার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছে এবং সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এ ধরনের লোকদের কারণেই তার নিজের দেশে গণতন্ত্র আর ব্যক্তি স্বাধীনতার মৃত্যু হয়েছে। ওরলাভদের লোভের কারণে এমন জটিল একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যা ক্রেমলিনকে অতীতের কর্তৃত্বপরায়ণ পরিবেশে ফিরে যাবার সুযোগ করে দিয়েছে। বস্তুতপক্ষে ভিক্টর ওরলাভদের মতো লোকরা না থাকলে, রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট হয়ত আজও সেন্ট. পিটার্সবার্গে এক অখ্যাত সরকারি আমলা হিসেবে কর্মরত থাকতো। সে আজ এর বদলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় দেশটা বজ্র মুষ্টিতে শাসন করেছে এবং ইউরোপের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হিসেবে তাকে মনে করা হয়ে থাকে। স্বয়ং ভিক্টর ওরলাভের চেয়েও ধনবান।

চা দিয়ে যায়। তারা ছাদ-থেকে-মেঝে পর্যন্ত কারুকাজ করা পর্দা ঝোলান জানালার দিকে মুখ করা একটা ব্রোকেডের গদি-আঁটা আসনের দুপাশে বসে। স্লাইপারদের সতত সম্ভাবনার ব্যাপারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পর্দাগুলো যদি টানা না থাকতো তাহলে হয়তো টেমস আর চেলসির বেড়িবান্ধ তারা সেখান থেকে

দেখতে পেতো-কি নিদারুণ বিড়ম্বনা কারণ, এখান থেকে লভনের সেরা ভিউটা পাওয়া যায় বলে ওরলাভ বাসাটা কেনার সময়ে অতিরিক্ত কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করেছিল। আজ তার পরনে গাঢ় নীল স্যুট এবং লাল স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট। এক হাত গদি-আঁটা আসনের হেলান দেবার স্থানের উপর দিয়ে ওলগার দিকে বাড়িয়ে দিতে কজির সোনা আর হীরকখচিত বহুমূল্য হাতঘড়ি লাজুক ভঙ্গিতে উঁকি দেয়। অন্য হাতটা হাতলের উপরে আলতো ভাবে ফেলে রাখে। সে তার চশমাটা নিয়ে অস্থিরতাপ্রসূত ঘোরাতে থাকে। ওরলাভকে যারা জানে তারা তার এই অস্থিরতার সাথে ভালমতই পরিচিত। ওরলাভ সবসময়েই ছটফট করছে এমনকি সে যখন চুপ করে বসে আছে তখনও।

“ওলগা আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। আমাকে বলো শেষবার আমাদের কখন দেখা হয়েছিল?”

ওরলাভকে যারা দেখেছে তারা এটার সাথেও পরিচিত। তিস্তিরকে যাই হোক বোকার মতো বলবে না “আমি কোন মুখ কখনও ভুলি না।” মানুষকে ভুলে যাবার ভাণ করার অভ্যাসটা আসলে তার ইচ্ছাকৃত। এটা তার আলোচনা চালিয়ে যাবার কৌশল। প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দেয়ার একটা কৌশল যে তারা গুরুত্বহীন। অকিঞ্চিৎকর। যোগ্যতা বা পরিণামহীন। ওরলাভ তার সম্বন্ধে কি ভাবে সেটা নিয়ে ওলগা মোটেই চিন্তিত না, তাই সে সততার সাথে প্রশ্নটার উত্তর দেয়। সে তাকে মনে করিয়ে দেয় যে কেবল একবারই তাদের দেখা হয়েছিল। ওরলাভ লভনে পালিয়ে আসার কিছু দিন আগে মস্কোতে তাদের দেখা হয়েছিল।

“হ্যাঁ, এবার আমার মনে পড়েছে! আমার যদি ঠিকমত মনে থাকে তবে তুমি আমার দেওয়া কিছু অমূল্য তথ্যের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রদর্শন করনি বলে সেবার আমি তোমার উপরে দারুণ ক্ষেপে গিয়েছিলাম।”

“তুমি আমাকে দিয়ে যা লেখাতে চেয়েছিলে সেটা লিখলে এতদিনে আমার কবরের উপরে ঘাস গজিয়ে যেতো।”

“নির্ভীক ওলগা সুকোতা ভয় পেয়েছিলো? আগে তুমি কখনও এসব কারিগরি খমকে যাওনি। তোমার সম্পর্কে আমি যা শুনেছি তাতে তাগ্যবান বলেই তুমি এখনও বেঁচে আছ। গত গ্রীষ্মে সিঁড়িতে ঠিক কি ঘটেছিল সে ব্যাপারে জের্মলিন কখনও মুখ খোলেনি, কিন্তু সত্যটা আমি জানি। তুমি ইতান কারুকার্যের ব্যাপারে অনুসন্ধান করছিলে এবং ইতান তোমাকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল। চিরতরে।”

ওলগা কোন কথা বলে না।

“তার মানে দাঁড়ায় ব্যাপারটা তুমি অস্বীকার করছ না।”

“তিস্তর তোমার সংবাদের উৎস সবসময়েই নিষ্পত্ত।”

হাতের চশমাটা দ্রুত একবার ঘুরিয়ে সে প্রশংসাটা গ্রহণ করে। “কি পরিতাপের বিষয় এতদিন পরে আবার আমাদের দেখা হলো। তোমার ব্যাপারটা আমি সন্ত

কারণবশত গভীর আগ্রহের সাথে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। তোমার স্বপক্ষত্যাগের বিষয়টা প্রকাশ পাবার পরে আমি তোমার সাথে যোগাযোগ করতে অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তোমাকে খুঁজে বের করাই সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থায় আমি আমার বন্ধুদের অনুরোধ করেছিলাম তোমাকে একটা বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য, কিন্তু তারা অপারগতা প্রকাশ করেছিল।”

“আমি কোথায় আছি তুমি গ্রেনগরীকে কেন জিজ্ঞেস করনি?”

কয়েক সেকেন্ডের জন্য হলেও চশমার গতিবেগ রুদ্ধ হয়ে যায়। “আমি তাকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু সেও আমাকে কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করেছিল। আমি জানি যে তোমরা দু’জন বন্ধু। আমার ধারণা সে তোমার সাথে অন্য কারো পরিচয় করিয়ে দিতে চায়নি।”

ওলগা ক্রিয়াপদের মাত্রা খেয়াল করে: আমি জানি যে তোমরা দু’জন বন্ধু... গ্রেনগরীর অনুপস্থিতির ব্যাপারে মনে হয় না সে কিছু জানে— যদি না সে মিথ্যা বলে থাকে, যার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভিক্টর ওরলাভের জন্মগত বৈশিষ্ট্যই হল সে ক্রমাগত সত্যি কথা বলতে পারে না।

“আমি কোথায় লুকিয়ে আছি আমাদের পরিচিত ভিক্টর সেটা গ্রেনগরীকে জিজ্ঞেস করে খামোখা সময় নষ্ট করতো না। সে কেবল তার পেছনে একটা ফেউ লাগিয়ে দিতো।”

“ভেবোনা যে সেটা আমার মাথায় খেলেনি।”

“কিন্তু তুমি সেটা করনি।”

“গ্রেনগরীকে অনুসরণ?” সে আক্ষেপের সাথে মাথা নাড়ে। “আমার দেহরক্ষীদের ব্যাপারে ব্রিটিশরা আমাকে যথেষ্ট ছাড় দিয়েছে কিন্তু তারা লোক মারফত নজরদারির ব্যাপারটা সহ্য করতো না। ভুলে যেও না আমি এখনও রাশান নাগরিক। আমি সেই সাথে প্রত্যাবর্তনের আনুষ্ঠানিক অনুরোধের লক্ষ্যবস্তুও বটে। আমি সবসময়ে চেষ্টা করি আমার ব্রিটিশ আশ্রয়দাতারা যেন কখনও ভয়ানক চটে না যায়।”

“কেবল তোমার ইচ্ছেমত ক্রেমলিনের মুণ্ডপাত করা ছাড়া।”

“তারা নিশ্চয়ই আশা করে না যে আমি মুখে কুলুপ এঁটে থাকিবো। আমি যখনই কোন অবিচার দেখি অন্যায় দেখি, আমি মুখ খুলতে সক্ষম বাধ্য হই। আমার স্বভাবই এটা। গ্রেনগরী আর আমার তাই এত বনতো... সে কথা বন্ধ করে তারপরে জিজ্ঞেস করে, “আচ্ছা তার আগে বলো সে কেমন আছিল?”

“গ্রেনগরী?” ওলগা তার চায়ে চুমুক দেয় এবং বলে যে বেশ কয়েক সপ্তাহ তার সাথে দেখা হয়নি। “তোমার সাথে দেখা হয়নি?”

“সত্যি বলতে কি গতকালই আমি আমার এক সহকারীকে বলেছিলাম তাকে একটা ফোন করতে। আমরা তার সাথে যোগাযোগই করতে পারিনি। আমার ব্যক্তিগত

ধারণা সে তার বইটা নিয়ে বেশ যুক্ত করেছে।” ওরলাভ তাকে ষড়যন্ত্রের একটা ঝলক কেবল দেখায়। “খ্রেরীর সাথে গোপনে আমার কিছু লোক কাজ করছিলো। তুমি জানো, আমি চাই এই বইটা ব্যাপক সাড়া ফেলে দিক।

“ভিষ্টর আমি কিন্তু মোটেই অবাক হচ্ছি না?”

“আমার স্বভাবই এটা। আমি অন্যদের সাহায্য করাটা উপভোগ করি। তুমি যে বিষয়টা নিয়ে লিখছো সেটা সম্পর্কে আমাকে বলো। আমাকে বলো কিভাবে তোমার খেদমত করতে পারি।”

“গল্পটা একজন স্বপক্ষত্যাগীকে নিয়ে। কোন চিহ্ন না রেখে হারিয়ে যাওয়া এক স্বপক্ষত্যাগী।”

“এই স্বপক্ষত্যাগীর কি কোনো নেই?”

“খ্রেরী নিকোলাইভিচ বুলগানভ।”

সার্ভেলেন্স ভ্যানের ভেতরে সিম্যুর তার মাথার হেডফোন সরিয়ে ইব্রাহিমের দিকে তাকায়।

“একেবারে বড়শি সহ গাঁথে তুলেছে।”

“গ্রাহাম, মেয়েটা দারুণ তুখোড়। সত্যি অসাধারণ।”

“তোমার কাজ শেষ হলে কি আমি তাকে পেতে পারি?”

ইব্রাহিম নিষেধের ভঙ্গিতে একটা আঙ্গুল ঠোঁটের কাছে তুলে আনে। ভিষ্টর ওরলাভ আবার কথা বলতে আরম্ভ করেছে। হড়বড় করে বলতে থাকা রাশানের একটা ঝাপটা তারা শুনতে পায়, অনুবাদকের কণ্ঠস্বর এর পরপরই ভেসে আসে।

“ওলগা তুমি যা জানো আমাকে বলো। সবকিছু আমাকে খুলে বলো।”

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৪২. চেলসি, লন্ডন

সহসা একসাথে কয়েকস্থানে গুরুভার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। চশমা মোচড়ানোর গতি বেড়ে যায়, ব্রোকেডের গদি-আঁটা আসনের পেছনে আঙ্গুল বোল তুলে এবং উদ্বিগ্নে তার বাম চোখ লাফাতে থাকে। সে যখন ছোট ছিল, চোখ লাফাবার কারণে তাকে নির্মম উপহাস আর অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। অত্যাচারের জ্বালায় সাথে এটা তার মাঝে একটা ঘৃণার জন্ম দিয়েছে এবং এই ঘৃণা তাকে সাফল্যের পথে ধাবিত করেছে। ভিক্টর গুরুভার সবাইকে পরাস্ত করতে চায়। আর এসব কিছুই মূলে রয়েছে তার বাম চোখ ফরকানো।

“তুমি নিশ্চিত তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?”

“আমি নিশ্চিত।”

“সে কবে থেকে অনুপস্থিত?”

“জানুয়ারির দশ। সন্ধ্যা ছয়টা বারো মিনিট। দাবা খেলতে যাবার সময়ে।”

“তুমি এসব কিভাবে জানো?”

“আমি ওলগা সুকোভা। আমি সব জানি।”

“ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কি এসব জানে?”

“অবশ্যই।”

“কি ঘটেছে বলে তারা ভাবছে?”

“তাদের বিশ্বাস সে পুনরায় পক্ষ বদলেছে। তারা মনে করছে সে ফিরে গিয়ে এখন লুবিঙ্কায় তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে তোমার সাথে কাজ করার সময়ে তোমার কার্যকলাপ সম্পর্কে যা কিছু জেনেছে তা রসিয়ে রসিয়ে বলছে।”

হাই-স্পিড অটোমেটিক ক্যামেরার শাটারের মতো তার চোখের পাতা এখন অনভিপ্রেতিক ভঙ্গিতে পিটপিট করছে।

“আমাকে কেন তারা এসব বলেনি?”

“ভিক্টর, আমার মনে হয় না তারা আদতে তোমাকে দিয়ে খুব একটা উদ্বিগ্ন। কিন্তু দুশ্চিন্তার কিছু নেই। গ্রেগরীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সুস্থির ভিন্ন। সে মোটেই পক্ষত্যাগ করেনি। তাকে অপহরণ করা হয়েছে।” সে বিষয়টা তাকে হজম করার সময় দেয় তারপরে যোগ করে, “কাজটা ইভান কারকভের।”

“তুমি এটা কিভাবে জানো?”

“আমি ওলগা সুকোভা।”

“এবং তুমি সবকিছু জানো।”

“সবকিছু জানি বললে ভুল বলা হবে। কিন্তু কিছু শূন্যস্থান পূরণে তুমি হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারো। ইভান অপহরণটা করার জন্য যাকে দায়িত্ব দিয়েছিল আমি তার পরিচয় জানি না। আমি কেবল এতটুকু জানি যে লোকটা নিজের কাজ ভালই বোঝে। সে একজন প্রফেশনাল।” সে একটু খেমে দম নেয়। “মস্কোতে তুমি যেমন লোকদের নিয়ে কাজ করতে— ভিষ্টর আমি পুরান সেসব দিনের কথা বলছি যখন কোনো সমস্যা কিছুতেই তোমাকে সুস্থির থাকতে দিচ্ছে না।”

“মিস. সুকোভা সাবধান।”

“আমি সবসময়েই সাবধানী। আমি যতদিন গেজেটে কাজ করেছিলাম আমাকে কখনও নিজের কোন বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হয়নি। একবারও না।”

“তার কারণ তুমি আমার সম্বন্ধে কখনও কিছু লিখনি।”

“আমি যদি কিছু লিখতাম নিশ্চিত থাকতে পারো পুরো ব্যাপারটা হত নিশ্চিদ্র আর সম্পূর্ণ সঠিক।”

“তোমার তাই ধারণা।”

“ভিষ্টর আমি খুব ভাল করেই জানি কিভাবে তুমি টাকা বানিয়েছ। গেজেটে সে বিষয়ে কখনও কিছু না লিখে আমি বরং তোমার উপকারই করেছি। আর এখন তুমি আমার একটা উপকার করবে। আমার বন্ধুকে যে লোকটা অপহরণ করেছে তাকে খুঁজে বের করতে তুমি আমাকে সাহায্য করবে। এবং তুমি যদি আমাকে সাহায্য না করো, তাহলে তোমার বিষয়ে আমার ডায়েরীতে যা লেখা রয়েছে তার সবকিছু কোন বিবেচনা না করে আমি ফাঁস করে দেবো।”

“আর আমি তোমাকে সেজন্য আদালতে নিয়ে যাবো।”

“আদালত? তোমার কি ধারণা আমি ব্রিটিশ আদালতকে সত্যিই ভয় পাই?”

সে নিজের হাতব্যাগের ভিতর থেকে একটা ছবি বের করে আনল। হিথরো বিমানবন্দরের আগমনী লাউঞ্জে একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর পাশে কোন কথা না বলে চশমাটা নাকের উপরে তুলে আনে। বিচলিত ভঙ্গিতে তার চোখ কেঁপে উঠে। সে সাইড টেবিলে লুকান একটা বোতাম চাপ দিলে পরিচারিকা এসে উপস্থিত হয়।

“আমার জন্য এক বোতল পেটরাস নিয়ে এসো। এখন।”

সে অবশ্য আশ্রয় চেষ্টা করে ফাঁদটা এড়িয়ে যেতে কিন্তু ওলগা সেসব পাত্তাই দেয় না। সে ভাবলেশহীন কণ্ঠে কয়েকটা নাম, তারিখ এবং ভিষ্টরের মালিকানাধীন একটা কোম্পানির কয়েকটা লেনদেনের বিষয় বর্ণনা দেয়— তাকে বুঝিয়ে দেয় যে

সে মোটেই ফাঁকা হুমকি দিচ্ছে না। ভিষ্টর তার প্রথম গ্রাস পেটরাস এক চুমুকে শেষ করে এবং আরেক গ্রাস ঢালে।

ওলগা আগে কখনও ভিষ্টরকে ভয় প্রকাশ করতে দেখেনি কিন্তু এখন তাকে স্পষ্টতই ভীত দেখায়। ঝানু সাংবাদিক হবার কারণে এই ভয়ের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সে তার পরবর্তী আচরণগুলো আন্দাজ করতে পারে: অবিশ্বাসে রীতিমত আর্তনাদ করে উঠা, ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা আর সবশেষে অন্যদের উপরে দোষ চাপাবার প্রয়াস। আর এখন সে ঠিক তাই করলে ওলগা মোটেই অবাক হয় না।

“নব্বইয়ের দশক কেমন ছিল সেটা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। আমরা তুড়ি মেরে রাতারাতি রাশিয়াকে একটা স্বাভাবিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলাম। সেটা ছিল একটা অসম্ভব প্রয়াস। কমিউনিজমের মত আরেকটা ইউটোপিয়ান ভাবনা।”

“ভিষ্টর সেসব দিনের কথা আমার মনে আছে। আমিও তখন সেখানেই ছিলাম।”

“তাহলে তুমি নিশ্চয়ই মনে করতে পারবে আমার মতো সামান্য অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে এমন লোকদের জন্য অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল। সবাই সেটাতে ভাগ বসাতে চাইতো। নিরবিচ্ছিন্ন বিপদে আমাদের সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে, সাথে আমাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনও বিপন্ন হয়েছে। মাফিয়ারা অবশ্যই ছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরাও ছিল একই রকমের বিপজ্জনক। নিজেদের রক্ষা করতে এবং নিজেদের প্রতিপক্ষের সাথে লড়াইয়ের জন্য সবাই ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগ করতো। অনেকটা বুনো পশ্চিমের মত পরিস্থিতি।”

ওরলাভ ওয়াইন ভর্তি পাত্রটা আলোতে তুলে ধরে। সদ্য ঝরে পড়া ভারী আর গাঢ় রঙের মত পাত্রটা চমকায়।

“সৈন্যের কোনো কমতি ছিল না। সরকারের জন্য তখন আর কেউ কাজ করতে চাইছিল না বিশেষ করে যখন প্রাইভেট সেক্টরে সত্যিকারের অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অফিসারেরা দলে দলে রাশিয়ার নিরাপত্তা সংস্কারে ত্যাগ করছিলো। কেউ কেউ চাকরি ছাড়ার আনুষ্ঠানিকতাও করেনি। তারা অফিসে কেবল দু’তিন ঘণ্টা কাটিয়ে আক্ষরিক অর্থেই বাকি সময়টা ভাড়া খেটেছে।”

ওলগা এই বিষয়টা নিয়ে একবার একটা আর্টিকেল লিখেছিল—এফএসবি’র দু’জন অফিসারের গল্প যারা দিনের বেলা রাশান মাফিয়াদের কার্যকলাপ তদন্ত করতো আর রাতের বেলা তাদের হয়ে খুন করে বেড়াত। এফএসবি’র কর্মকর্তারা তীব্র ভাষায় গল্পটা অস্বীকার করেছিল। তাতেও কাজ না হতে তারা তাকে খুন করার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিল।

“এই লোকগুলোর ভিতরে অনেকেই তেমন প্রতিভাবান ছিল না,” ওরলাভ বলতে থাকে। “তাদের দিয়ে কেবল মামুলি সব কাজ, রাস্তাঘাটে মানুষ খুন বা ছিনতাই

করান সম্ভব ছিল। কিন্তু এদের ভিতরে একটা দল ছিল দারুণ দক্ষ আর পেশাদার।” ওরলাভ ছবিটা আবার খুটিয়ে দেখে। “এই লোকটা দ্বিতীয় দলে পড়ে।”

“তার সাথে তোমার দেখা হয়েছে?”

সে এক মুহূর্ত ইতস্তত করে তারপরে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। “মস্কোতে, সে আরেক সময়ের কথা। তার সাথে বৈঠকের প্রকৃতি বা পরিস্থিতি এসব কিছুই আমি তোমাকে বলবো না।”

“ভিষ্টর তোমার সাথে তার বৈঠক নিয়ে আমি মোটেই চিন্তিত নই। আমি ছবির এই লোকটা সম্বন্ধে কেবল জানতে চাই।”

সে তার হাতে ধরা গ্লাসে পর পব বেশ কয়েকটা চুমুক দেয় এবং বলার জন্য তৈরি হয়। “কেজিবিতে এই লোকটার সাক্ষাতিক নাম কমরেড জিরলভ। অপহরণ, গুপ্তহত্যা আর লুকিয়ে থাকা মানুষদের খুঁজে বের করাতে সে দক্ষ। বিষ আর তার প্রয়োগের ব্যাপারেও সে দারুণ সাবলীল। সে যখন প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করে তখন সে নিজের এসব দক্ষতাকে সাফল্যের সাথে কাজে লাগায়। বিপজ্জনক বলে অন্যেরা যেসব কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করতো সে কেবল সেসব কাজই করতো। আর এটাই তাকে বড়লোক বানিয়ে দেয়। রাশিয়ার অভ্যন্তরে কয়েক বছর কাজ করার পরে সে তার কর্মক্ষেত্রের পরিধি বাড়িয়ে দেয়।”

“সে কোথায় যায়?”

“পশ্চিম ইউরোপে। সে অনর্গল কয়েকটা ভাষায় কথা বলতে পারে আর কেজিবিতে কাজ করার সময় থেকেই তার অসংখ্য পাসপোর্ট রয়েছে।”

“সে বাস করে কোথায়?”

“ঈশ্বরই বলতে পারবেন? এবং আমার সন্দেহ আছে বিখ্যাত ওলগা সুকোভাও তাকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে। বস্তুতপক্ষে আমি তোমাকে অনুরোধ করবো সে চেষ্টা থেকে বিরত থাকার জন্য। তুমি কেবল নিজেকে মৃত্যু ঝুঁকির ভেতরে ফেলবে।”

“অবশ্যই সে এখনও মুক্ত বাজারে নিজের দক্ষতা বিক্রি করে থাকে?”

“আমিও সেটাই শুনেছি। আমি আরো শুনেছি তার ফি নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন কেবল ইভান কারকভের মতো লোকদেরই তাকে স্কাডা করার মত সামর্থ্য রয়েছে।”

“আর তুমি, ভিষ্টর?”

“আমি কখনও এসব বিষয়ে জড়িত ছিলাম না।”

“আর সেই অভিযোগও কেউ করছে না। কিন্তু ধরো এই লোকটার মত কারো সাহায্য একজনের প্রয়োজন। সে তাহলে কোথায় তার খোঁজ করবে?”

ভিটর শুরু হয়ে যায়। সে একজন রাশান এবং সব রাশানদের মত সেও সন্দেহ করে সবসময়ে কেউ কান পেতে রয়েছে। এই ক্ষেত্রে অবশ্য তার সন্দেহ অমূলক ছিল বলা যাবে না। এমআই৫ এর পর্যবেক্ষণ ভ্যানের পেছনে পাশাপাশি বসে থাকা দু'জনের এক মুহূর্তের জন্য মনে হয় তাদের সোর্স হয়ত শেষ পর্যন্ত নিজের অনীহা প্রকাশ করতে চলেছে। তারা একটা শব্দ শুনতে পায় যা অনুবাদ করার কোন প্রয়োজন নেই।

জেনেভা।

ওরলাভ বলে, সেখানে একজন লোক আছে। রাশান ধনকুবেরদের নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শদাতা। দালাল। মধ্যস্থতাকারী।

“আমার বিশ্বাস এই লোকটার নাম চেরনভ। হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। চেরনভই তার নাম।”

“তার কি কোন প্রথম নাম আছে?”

“প্রথম নাম সম্ভবত ভ্লাদিমির।”

“তার অফিস কোথায় সে ব্যাপারে কি তুমি কিছু জানো?”

“রুশ ডু মন্ট-ব্রাঙ্কের ঠিক পরেই। আমার মনে হয় আমার কাছে তার ঠিকানা আছে।”

“তার টেলিফোন নাম্বার নিশ্চয়ই তোমার কাছে নেই, নাকি আছে?”

“সত্যি বলতে কি আমার কাছে মনে হয় তার মোবাইল নাম্বারটাই আছে।”

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ইব্রাহিম কখনও নাম আর টেলিফোন নাম্বারটা কাগজে লিখতো না। এখন, ইভানের হাতে তার স্ত্রী বন্দি হবার কারণে, সে নিজের খুঁতহীন স্মৃতির উপরে ঠিক ভরসা করতে পারে না। যতক্ষণে সে তথ্যগুলো কাগজে তোলা শেষ করেছে ততক্ষণে ওলগা ভিটরের ঢালাই লোহার তৈরি গেট দিয়ে ধীর হয়ে এসেছে। একটা ট্যাক্সি তাকে তুলে নিয়ে এক চক্কর ঘুরে শাইয়েন গার্ডেনের কোণায় এসে দাঁড়ায়। ইব্রাহিম তার পাশে উঠে বসলে ট্যাক্সিটো তাদের নিয়ে লন্ডন সিটি এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় সেখানে আমেরিকানদের সরবরাহ করা একটা গালফস্ট্রীম জি৫০০ অপেক্ষা করেছে। দলের বাকি সদস্যরা ইতোমধ্যে প্লেনে উঠে আসন গ্রহণ করেছে, তাদের সাথে রয়েছে দলের নতুন সদস্য সারাহ বেনক্রফট। টাওয়ারের লগ বইতে পরে দেখা যাবে প্লেনটার উড্ডয়নের সময় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে রাত ১০:১৮ মিনিট। কোন ব্যাখ্যাযুক্ত কারণে প্লেনটার গন্তব্যস্থল লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

৪৩. কিং সল বুলেভার্ড, তেলআভিভ

একটা নাম, একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা, এবং দুটো টেলিফোন নাম্বার-কারো সম্পর্কে খুব নগণ্য তথ্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু দপ্তরের মত গোয়েন্দা সংস্থা এসব থেকেই ভৈষ্ণবাজি দেখায় একটা লোকের আগাপাশতলা সব তথ্য বের কবে আনে। শমসের রিসার্চের ব্লাডহাউন্ডদের হাতে তথ্যগুলো তুলে দেয় এবং আটলান্টিকের অপর তীরে অবস্থিত ল্যাপলিতেও সেগুলো পাঠায়। তারপরে রেমিকে সাথে নিয়ে সে তিবেরিয়াসে নিজের বাসার অভিমুখে রওয়ানা দেয়।

সে যখন পৌঁছে তখন মধ্যরাত অতিক্রান্ত হয়েছে। সে অন্ধকারে নিরবে কাপড় বদলে নিয়ে সন্তর্পণে বিছানায় শুতে আসে যাতে গিলাহর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। সে নিজের চোখের পাতা বন্ধ করা নিয়ে ভাবতেও যায় না। সে কদাচিত ঘুমিয়ে থাকে আর এধরনের পরিস্থিতিতে প্রশ্নই উঠে না। ঘুমাবার চেষ্টা বাদ দিয়ে সে গত দুদিনের প্রতিটা মিনিটের কথা ভাবে এবং নিজের অতীতের বিস্মৃত প্রায় অংশে চিরুনি তল্লাশি চালায়। এবং সে কল্পনা করতে চেষ্টা করে কখন সে লন্ডন থেকে আগত বার্তা গ্রহণ বা আগ বাড়িয়ে ঝামেলা বাধান ছাড়া পরিস্থিতি পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু করার সুযোগ পাবে। তার মাথার ভিতরে দুটো প্রশ্ন তাকে কুরে কুরে খায়: ইভান এই মুহূর্তে কোথায় রয়েছে? এবং সে এখনও কেন তাদের সাথে যোগাযোগ করেনি?

অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, সকাল ৪:১৩ মিনিটে তার বিছানার পাশের টেলিফোনটা যখন বেজে উঠে শমসের তখনও এসবই ভাবছিল। সঠিক সময়টা সে বলতে পারে কারণ টেলিফোনের রিসিভার তোলার আগে সে অভ্যসবশত হাতঘড়ির দিকে আগে তাকিয়েছিল সময় দেখতে। আরও কোন মৃত্যু সংবাদ শুনতে হবে সেই আশঙ্কা করে, গভীর কণ্ঠে নিজের নাম বলার আগে এক মুহূর্ত রিসিভারটা কানে ধরে রাখে। অপরপ্রান্ত থেকে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর সাথে সাথে উঠতে দেয়। তার এক পুরান প্রতিদ্বন্দ্বীর কণ্ঠস্বর। আবার কখনও কখনও মিত্র একজন একজনের কণ্ঠস্বর। সে শমসেরের সাথে একান্তে দেখা করতে চায়। সে জানতে চায় শমসের সময় করে প্যারিসে আসতে পারবে কিনা। বস্তুতপক্ষে, কণ্ঠস্বরটা তাকে বলে, বেন-গুরিয়ন থেকে সকাল নয়টায় প্যারিসে ফ্লাইটটা ধরলে সে বিচক্ষণতার পরিচয় দেবে। না, দেয়ী করা চলবে না। শমসের ফোনটা রেখে বিছানার পাশের আলোটা জ্বালায়। গিলাহ বিছানা থেকে উঠে কফি বানাতে যায়।

ইতান অনেক যত্ন নিয়ে নিজের বার্তাবাহককে বাছাই করেছে। এ জগতে অরি শমসেরের চেয়ে বেশি বয়স্ক অল্প দু'একজনই এখনও বেঁচে আছে, আর সেগেই করোভিন তাদের ভিতরে একজন। ১৯৫০ এর দশকটা পূর্ব ইউরোপে কাটাবার পরে, কেজিবি তাকে আরবি ভাষায় পারদর্শী করে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে। সে প্রথমে বাগদাদে আসে, সেখান থেকে দামেস্ক, তারপরে জির্পোলি হয়ে শেষে কায়রো। ১৯৭৩ সালের উত্তেজনা পূর্ণ গ্রীষ্মকালে প্রথমবারের মতো করোভিন আর শমসেরে একে অন্যের মুখোমুখি হয়। ইউরোপে তখন অভিযান ঈশ্বরের অভিশাপ পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলেছে এবং ব্ল্যাক সেন্টেম্বর গ্রুপের সন্ত্রাসীরা ইসরায়েলীদের যেখানে পাচ্ছে সেখানে হত্যা করেছে এবং একমাত্র শমসেরই নিশ্চিত যে মিশর গোপনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কায়রোতে তার এক গুপ্তচর রয়েছে যে তাকে এসব বলেছে— এমন এক গুপ্তচর যাকে মিশরীয় গোয়েন্দা সংস্থা এর ঠিক পরপরই গ্রেফতার করে। তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হতে যখন কয়েক ঘণ্টা বাকি, শমসের করোভিনের সাথে যোগাযোগ করে তাকে মধ্যস্থতা করতে অনুরোধ করে। কয়েক সপ্তাহ ধরে আলাপ-আলোচনার পরে, শমসেরের সেই গুপ্তচরকে সিনাই সীমান্ত দিয়ে স্থলিতচরণে ইসরায়েলের সীমান্ত অতিক্রম করতে দেওয়া হয়। তাকে কঠোর নির্যাতন করা হলেও সে অন্তত এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। এক মাস পরে, পুরো ইসরায়েল যখন ইয়ম কিপ্লারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, মিশরীয় সেনাবাহিনী অতর্কিতে হামলা করে বসে।

১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি নাগাদ, সেগেই করোভিন পুনরায় মস্কো ফিরে আসে এবং ধীরে ধীরে কেজিবিতে পদোন্নতি লাভ করতে থাকে। তাকে জেনারেল পদমর্যাদায় উন্নীত করে, ডিপার্টমেন্ট ১৮ এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, যা আরব বিশ্বের বিষয়টা সামলায় এবং পরে তাকে ডিরেকটোরেট আর'র নেতৃত্ব দেওয়া হয় যাদের কাজ বিভিন্ন অভিযানের পরিকল্পনা আর বিশ্লেষণের বিষয়টা দেখা। ১৯৮৪ সালে সে প্রথম ডিরেকটোরেটের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, বরিস ইয়েলৎসিন কেজিবি ভেঙে দেবার আগ পর্যন্ত সে এই পদে বহাল থাকে। যদি সুযোগ পেতো, সেগেই করোভিন হয়ত নিজেই রাশান প্রেসিডেন্টকে খুন করত। সেসব না করে, সে তার সমস্ত স্পর্শকাতর ফাইলপত্র পুড়িয়ে ফেলে অবসর নেয়। কিন্তু শমসের অন্যদের চেয়ে খুব ভাল করেই জানে, বিশেষ করে রাশিয়ানদের ক্ষেত্রে, যে তেমন কোন কিছুই অস্তিত্ব আদতেই নেই। ঢাল আর তথ্যবাহির ভ্রাতৃসঙ্গে একটা কথা প্রচলিত আছে: কেজিবি'র একজন অফিসার সবসময়েই কেজিবি'র অফিসার। কেবল মৃত্যুই একজনকে সত্যিকারের মুক্তি দিতে পারে। আর অনেক সময়ে সেটাও সম্ভব হয় না।

শমসের আর করোভিন এত বছর নিজেদের ভেতরে ঠিকই যোগাযোগ বজায় রেখেছিল। তথ্য আদান-প্রদান, গল্প বিনিময়ে আর কদাচিৎ একে অপরকে

সহযোগিতা করার প্রয়োজন দেখা দিলে তারা দেখা করতো। তাদেরকে বন্ধু না বলে বরং জ্ঞাতিসন্তা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। খেলার নিয়মকানুন তারা খুব ভাল করেই জানে এবং যে লোকদের পক্ষে তারা কাজ করে তাদের ব্যাপারে দুজনেই একটা হতাশাবাদী মনোভাব পোষণ করে। পৃথিবীতে করোভিনই সম্ভবত একমাত্র লোক যে শমসেরের সাথে তামাক সেবনে পান্না দিতে পারে। আর শমসেরের মতো তারও খাবারদাবার, পোশাকআশাক বা টাকাপয়সার মত তুচ্ছ বিষয়ে সামান্যই আগ্রহ রয়েছে। “পরিতাপের বিষয় যে সের্গেইএর জন্য ইসরায়েলে হয়নি,” শমসের একবার ইব্রাহিমকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিল। “আমাদের পক্ষে সে যোগ দিলে বিষয়টা আমি উপভোগই করতাম।”

শমসের জানে রাশান পুরুষরা একটা কঠিন সময় কাটাচ্ছে। তারা সবাই যেন চোখের পলকে বুড়িয়ে গিয়েছে— তরুণ প্রাণবন্ত এক মিনিট আর পরের মিনিটেই কোচকানো কাগজ। সেদিন দুপুরে তিনটা বাজার পরপরই হোটেল ডি ত্রিলনের সেলুনে যে লোকটা প্রবেশ করে সে আজও বহুবছর আগে শমসের তাকে যখন প্রথমবার দেখেছিল সেদিনের মতই লম্বা আর সুঠাম দেহের অধিকারী রয়েছে। দু’জন দেহরক্ষী মন্তর ভঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করে; আরো দু’জন ঘণ্টাখানেক আগে এসে হাজির হয়েছে আর শমসেরের টেবিলের কাছে অবস্থান করছে। তারা চা পান করছিলো, শমসের সামনে কেবল মিনারেল ওয়াটার। বারটেভারকে বোতলের মুখ খুলতে মানা করে রেমি নিজে বোতলটা তাকে এসে দিয়েছে আর দু’বার গ্লাসের জন্য অনুরোধ করেছে। সে যাই হোক শমসের এখনও পানি স্পর্শ করেনি। তার পরনে আজ কালো স্যুট আব রুপালি টাই: আজ শমসের ব্যাকারেট ভাল খেলে এমন সন্দেহজনক ব্যবসায়ীর বেশে।

শমসেরের মত, সের্গেই করোভিনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নানা ভাষায় আলোচনা করে থাকে। তাদের বেশির ভাগ সাক্ষাৎকার জার্মানে সম্পাদিত হয়েছে আর এখনও তারা জার্মানেই কথা বলছে। করোভিন একটা চেয়ারে থিতু হয়ে বসে প্রথমেই রুপালি সিগারেটের কেস বের করে। প্যারিসে প্রকাশ্য স্থানে খুমপান নিষিদ্ধ, শমসের তাকে মনে করিয়ে দিলে সে ঞ্চ কুচকে তাকায়।

“তারা তোমাকে এখনও ভদকা পান করতে দেয়?”

“তুমি যদি সুন্দর করে অনুরোধ করতে পারো।”

“অরি আমি তোমার মতই। আমি কখনও কোন কিছু জন্য অনুরোধ করি না।” সে ভদকা দিতে বলে তারপরে শমসেরের দিকে তাকায়। “গতরাতে তোমার কণ্ঠস্বর শুনে পেয়ে আশ্বস্ত বোধ করেছি। আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় মারা গেছো। বন্ধুদের মৃত্যু, বৃদ্ধ হবার সবচেয়ে কষ্টকর অধ্যায়।”

“তোমার বন্ধু আছে বলে তো জানতাম না।”

“বন্ধু? আছে কয়েকজন।” তার মুখে হাসি হাসি ফুটে উঠে। “অরি, তুমি বরাবরই একজন দক্ষ খেলোয়াড়। ইয়াসেনেভোতে তোমার অনেক ভক্ত আছে। তোমার অভিযানগুলো আমরা আলোচনা কবে থাকি। আমরা এমনকি অনেক কিছু সেখান থেকে শিখতে পেরেছি।”

ইয়াসেনেভোতে প্রথম ডিরেকটরেটের প্রাক্তন সদর দপ্তর অবস্থিত, যাকে মস্কো সেন্টার বলে কখনও কখনও অভিহিত করা হয়। বর্তমানে এসভিআরের সদরদপ্তর এখানে অবস্থিত।

“আমার ফাইল কোথায়?” শমসের জিজ্ঞেস করে।

“যেখানে থাকার কথা সেখানে তালা দিয়ে রাখা হয়েছে। একটা সময় আমি ভেবেছিলাম আমাদের সব নোংরা কাপড়চোপড় বুঝি জনসমক্ষে প্রদর্শিত হবে। নতুন জাম্বা এসে সেটা বন্ধ করাতে আপাতত বাঁচা গেছে। আমাদের প্রেসিডেন্ট একটা ব্যাপার ভালই বোঝেন যে ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্জনগুলোর প্রশংসা করেন আর একই সাথে সে সময়ের তথাকথিত অত্যাচার আর অপরাধ হ্রাস করতে সচেষ্ট।”

“আর তুমি সেটা সমর্থন করো?”

“অবশ্যই। রাশিয়ার কোন গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য নেই। রাশিয়ায় গণতন্ত্র প্রবর্তনের চেষ্টা হবে অনেকটা ইসরায়েলে ইসলামি শরীয়া প্রবর্তনের সামিল। অরি, তুমি বুঝতে পেরেছ আমি কি বলতে চাইছি?”

“সেগেই, আমার মনে হয় বুঝতে পেরেছি।”

ওয়েটার বেশ ঘটা করে ভদকা পরিবেশন করে এবং বিদায় নেয়। করোভিন কোন ধরনের ইতস্ততবোধ না করে পান কবে।

“তো অরি, আমরা এখন একা—”

“সেগেই আমরা কি সত্যিই একা?”

“আমার নিরাপত্তা রক্ষীরা কেবল রয়েছে।” সে চুপ করে থাকে। “আর অরি, তুমি?” শমসের রেমির দিকে তাকায়, কারুকাজ করা সেলুনের প্রবেশ পথের কাছে একটা চেয়ারে বসে সে হেরাল্ড ট্রিবিউন পড়ার ভাগ করছে।

“কেবল একজন?”

“বিশ্বাস করো সেগেই আমার জন্য একজনই যথেষ্ট।”

“আমি কিন্তু অন্য কথা শুনেছি। আমাকে বলা হয়েছে কয়েকদিন আগে তোমার দুটো ছেলে খুন হয়েছে আর ইতালির পুলিশ তোমার স্বার্থে বিষয়টা চেপে রাখতে চেষ্টা করছে। সে যাই হোক তারা আর বিষয়টা চেপে রাখতে পারবে না। আগামীকাল ইতালির অন্যতম একটা সংবাদপত্রে কেচ্ছাটা ছাপা হচ্ছে বলে আমার সোর্স আমাকে জানিয়েছে।”

“সত্যি? আর তারা কি গল্প ফেঁদেছে?”

“ইতালির গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণের সময়ে দণ্ডের দু’জন এজেন্ট মৃত্যু বরণ করেছে।”

“কিন্তু গল্পটায় অপহৃত এজেন্টের কোন উল্লেখ কি আছে?”

“না।”

“আর ব্যাপারটা যারা ঘটিয়েছে?”

“কাজটার দায়দায়িত্ব ইরানিদের উপর চাপাবার চেষ্টা করা হবে।” সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে বলে, “কিন্তু আমরা দু’জনেই জানি ব্যাপারটা সত্যি না।”

করোভিন তার ভদ্রকার গ্লাস অর্ধেক খালি করে ফেলে। মূল প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়ে গেছে। দু’জনেই এবার সতর্কতার সাথে আলোচনা চালিয়ে যাবে। শমসের ভাল করেই জানে করোভিন কোন কিছু স্বীকার করার মতো অবস্থানে নেই। সেটা কোন ব্যাপার না। অনেক লোক এক ঘণ্টা বকবক করে যা বলতে পারবে রাশান ভালুকটা কেবল ঞ্ সামান্য তুলে তার চেয়ে অনেক বেশি বলতে জানে। শমসের পরবর্তী চাল দেয়।

“সেগেই আমরা বরাবরই পরস্পরের প্রতি সৎ থেকেছি।”

“আমাদের পেশায় দু’জন মানুষ যতটা বিশ্বস্ত বা সৎ হতে পারে।”

“আমাকে তাহলে এবার তোমার প্রতি সততা প্রদর্শনের সুযোগ দাও। আমরা বিশ্বাস করি ইভান কারকভ আমাদের এজেন্টকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। আমরা আরো বিশ্বাস করি গত শরতে তার বিরুদ্ধে আমরা যে অভিযান পরিচালনা করেছিলাম তার বদলা নেবার জন্য ঘটনাটা ঘটান হয়েছে।”

“অরি, আমি তোমাদের সেই অভিযানের সব কথাই জানি। পুরো পৃথিবী জানে। কিন্তু এই মহিলার অন্তর্ধানের সাথে ইভান কারকভের একেবারেই কোন সম্পর্ক নেই।”

শমসের করোভিনের উত্তরের কেবল একটা শব্দ খেয়াল করে: *ভদ্রমহিলা*। সে এতদূর এসেছে কেবল এই কথাটাই শুনতে। রাশান ভালুকটা এইমাত্র টেবিলের উপরে নিজের বিশ্বস্ততার সনদ প্রদর্শন করেছে। আলোচনা এবার শুরু হতে পারে। সতর্কতার সাথে নির্ধারিত আচরনবিধি অনুসরণ করতে হবে এবং অর্ধসত্য আর মিথ্যার বেসাতি এবার আরম্ভ হবে। দু’পক্ষ কিছুই স্বীকার করবে না আর কেউ কোন দাবীও উত্থাপন করবে না। সেটার আসলে কোন প্রয়োজনও নেই। শমসের আর করোভিন দু’জনেই মিথ্যাচারিতার ভাষায় ভালুকটা কথা বলতে পারে।

“সেগেই, তুমি কি নিশ্চিত? তুমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারো এর পেছনে ইভানের কোন হাত নেই?”

“আমি ইভানের প্রতিনিধির সাথে নিজে কথা বলেছি।”

দু’জনেই চুপ করে থাকে, তারপরে, “ভদ্রমহিলার কি অবস্থা সেসব কিছু শুনেছো?”

“কেবল শুনেছি যে সে বেঁচে আছে আর ভালই আছে।”

“সেগেই, খবরটা শুনে আশ্বস্ত হলাম। অবস্থা যদি এমনই থাকে তবে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।”

“আমি দেখি কি করতে পারি। তুমিতো জানই ইভান দারুণ ক্ষেপে আছে তার নিজের এই বেহাল দশার জন্য।”

“নিজেকে ছাড়া সে অন্য কাউকে এজন্য দোষ দিতে পারে না।”

“ইভান ব্যাপারটা সেভাবে দেখছে না। সে বিশ্বাস করে পশ্চিমে তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে সবই বানোয়াট আর মিথ্যা। আল-কায়দার কাছে আমাদের মিসাইল বিক্রি করার মত নির্বুদ্ধিতা সে কখনও করবে না। বস্তুত পক্ষে সে আমাদের নিশ্চিত করেছে যে অস্ত্র ব্যবসার সাথে সে জড়িত না।”

“আমি আমেরিকানদের ব্যাপারটা জানিয়ে দেবো।”

“তুমি আরেকটা কথা কি তাদের জানাতে পারবে?”

“সেগেই, তুমি যা বলতে বলবে।”

“ইভান বিশ্বাস করে গত গ্রীষ্মকালে ফ্রান্সে অন্যায়ভাবে তার ছেলেমেয়েদের তার কাছ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ইভান তাদের ফেরত চায়।”

শমসের চেহারায়ে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে তুলে কাঁধ ঝাকায়। “আমি জানতাম না তার ছেলেমেয়েরা আমেরিকানদের কাছে রয়েছে।”

“আনুষ্ঠানিক বক্তব্য যদি ভিন্ন কথা বলে কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এটাই বাস্তবতা। ইভানের পক্ষ হয়ে আমেরিকানদের কেউ হয়ত ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে বলবে।” এবার করোভিনের কাঁধ নাচাবার পালা। “আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারবো না কিন্তু তুমি যদি তোমার অপহৃত এজেন্টকে উদ্ধার করতে চাও তাহলে এতে কাজ হলেও হতে পারে।”

করোভিন মরিয়মকে প্রত্যর্পণ করার শর্ত খোলসা করে। শমসের ঠিক করে সে সত্যের অপলাপের পথ অনুসরণ করবে।

“সেগেই তোমাদের মত আমাদের নিরাপত্তা সংস্থা এত বিশাল না। আমরা একটা ছোট দেশ। আমরা আমাদের এজেন্ট ফিরে পেতে চাই আর সেজন্য আমাদের সাধ্যের ভেতরে সবকিছু আমরা করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমেরিকানদের উপরে আমার সামান্যই প্রভাব রয়েছে। বাচ্চারা যদি তাদের কাছে থেকেও থাকে, আমার মনে হয় না তারা, পরিস্থিতি যতই নাজুক হোক তাদের ইভানের কাছে ফেরত পাঠাবে।”

“অরি, তুমি নিজের সম্পর্কে বড় বিনয় দেখাচ্ছ। আমেরিকানদের সাথে কথা বলো। তাদের ভেতরে সামান্য বিবেচনা বোধের উদ্ভব ঘটাও। তাদের রাজি করাও ইভানের ছেলেমেয়েদের তারা যেন একটা বিমানে উঠিয়ে দেয়। তারা একবার রাশিয়ায়, যেখানে তাদের থাকার কথা, ফিরে আসলে আমি নিশ্চিত তোমার এজেন্টও মুক্তি পাবে।”

করোভিন বিনিময়ের শর্ত খুলে বলে এবং শমসেরও তার সাধ্যমত পরিশ্রম করে।

“সুস্থ আর নিরাপদ?”

“সুস্থ আর নিরাপদ।”

“সেগেই আরেকটা ব্যাপার। আমরা গ্রেগরী বুলগানভকেও ফেরত চাই।”

“গ্রেগরী বুলগানভকে নিয়ে তোমাদের উদ্দিগ্ন না হলেও চলবে।”

শমসের বিষয়টা চিন্তা করে। “আমি যদি আমেরিকানদের ইভানের ছেলেমেয়েদের ফেরত পাঠাবার জন্য রাজি করাতে পারি আমার হাতে সময় কতক্ষণ আছে?”

“আমি সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারবো না, তবে বুঝতেই পারছো অনন্তকাল কেউ অপেক্ষা করবে না।”

“সেগেই আমাকে এটা জানতে হবে।”

“আমি কেবল অনুমান করতে পারি।”

“ঠিক আছে অনুমান করেই বলো আমাদের হাতে কত সময় আছে?”

করোভিন তার ভদকার গ্লাসে একটা চুমুক দেয় এবং বলে, “বাহাতুর ঘণ্টা।”

“সেগেই এটা মোটেই যুক্তিসঙ্গত কথা হলো না।”

“আমি যা জানি তাই বললাম।”

“আমি কিভাবে তোমার সাথে যোগাযোগ করবো?”

“তোমাকে যোগাযোগ করতে হবে না। আগামী মঙ্গলবার বিকেল চারটার সময় আমরা আবার দেখা করবো। বন্ধু হিসেবে আমি একটা পরামর্শ দেবো এই সময়ের ভেতরেই আমাকে বলার মত একটা উত্তর যেন তোমার কাছে থাকে।”

“আমরা কোথায় দেখা করবো?”

“জারভিন ডেস তুল্যোরিসে কি আজকাল তারা ধূমপান করতে দেয়?”

“এখনও দেয়।”

“তাহলে আমরা সেখানেই দেখা করবো। জেউ ডি পমের কাছে অবস্থিত টেবিলে।”

“ঠিক চারটার সময়?”

করোভিন মাথা নাড়ে। চারটার সময়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৪৪. হোটেল বিস্ট্রল, জেনেভা

প্যারিসের সর্বশেষ পরিস্থিতি বিশ্বের কয়েকটা স্থানে দ্রুত পৌঁছে যায়: কিং সল বুলেভার্ডের অপারেশনস ডেস্ক, লন্ডনের টেমস হাউজ আব ল্যান্ডলীতে অবস্থিত সিআইএ'র সদরদপ্তর। আব জেনেভার অভিজাত বিস্ট্রল হোটেল যেখানে ইব্রাহিম তার দলবল অবস্থান করছিল। মরিয়ম আসলেই বেঁচে আছে জানতে পেরে তারা যদিও ভারমুক্ত হয় কিন্তু ইভানের শর্ত শুনে সবাই আবার আড়ষ্ট হয়ে যায়। শমসেরের কাছে শর্তটা বিবেচনার অযোগ্য। আমেরিকানদেরও একই মনোভাব। আর ইব্রাহিম বিশেষ করে শর্তটা শুনে একদম ক্ষেপে যায়। ইলেনা কারকভকে নিজের সন্তানদের এভাবে উৎসর্গ করার কথা বলতে কেউই প্রস্তুত না বিশেষ করে এমন একজন লোক যার নিজের সন্তান অপঘাতে মারা গিয়েছে। ইভানের প্রস্তাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য অবশ্য হাসিল হয়। তারা ভাবার জন্য একটু সময় আর সুযোগ লাভ করে। যদিও খুব বেশি সময় না, মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টা এবং সুযোগও নামমাত্র। মরিয়ম আর গ্রেগরীকে উদ্ধারের জন্য তারা দুটো সমান্তরাল পথে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। আলোচনা আর বল প্রয়োগের পথ। ইব্রাহিমকে যা করার দ্রুত করতে হবে এবং ঝুঁকি নিতে সে বাধ্য হবে। এখনকার মতো অবশ্য তার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে একটা লোকই রয়েছে: ভ্লাদিমির চেরনভ।

“ভিক্টর ওরলাভ যা বলেছে সব খতিয়ে দেখা হয়েছে,” সেদিনই সন্ধ্যাবেলা পিয়ানো বারে কফি সামনে নিয়ে খালিদ কথাটা ইব্রাহিমকে বলে। “আমরা তার ফোনে আড়ি পেতেছি আর তার অফিস আর অ্যাপার্টমেন্টের উপরে নজর রাখছি। কিং সল বুলেভার্ডের হ্যাকাররা তার কম্পিউটারে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। তার নিরাপত্তা সফটওয়্যারটা বেশ ভাল তাই সময় একটু বেশি লাগছে।”

“আমরা তার অতীত সম্বন্ধে কতটা জানি?”

“সে নিশ্চিতভাবেই কেজিবি। নবম ডিরেকটোরেটে কাজ করেছে যাদের দায়িত্ব ক্রেমলিন আর সোভিয়েট নেতাদের রক্ষা করা। শেষের দিকে গর্বাচেভের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখাশোনার দায়িত্ব চেরনভকে দেওয়া হয়েছিল।”

“আর কেজিবি যখন ভেঙে দেওয়া হয়, তখন?”

“সময় একেবারেই নষ্ট না করে সে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করে। সে মস্কোতে একটা নিরাপত্তা প্রদানকারী কোম্পানি তৈরি করে এবং নব্য ধনীদেব পরামর্শ দেয়

কিভাবে নিজেদের আর নিজেদের মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদ রাখতে হবে। বলতেই হবে নিজের নামের প্রতি সে সুবিচার করেছে।”

“সে এখানে কবে নাগাদ শাখা খুলেছে?”

“পাঁচ বছর আগে। ল্যান্সলী তাকে নিয়ে অনেকদিন ধরেই অস্বস্তিতে রয়েছে। ব্যাটা যদি দুর্ঘটনায় পড়ে তবে আমেরিকানরা অন্তত তার জন্য দুঃখবোধ করবে না।”

“বয়স?”

“ছেচল্লিশ।”

“আমি ধরে নিচ্ছি সে শারীরিকভাবে সুস্থ?”

“ব্যাটা লেনিনের সমাধির মতো শক্ত পোক্ত দেহের অধিকারী এবং শরীরের ব্যাপারে বেশ যত্নশীল।”

খালিদ নিজের পিডিএটা ইব্রাহিমের হাতে দেয়। সেদিন দুপুরে নজর রাখার সময়ে তোলা একটা ছবি ক্রিনে দেখা যায়। ছবিতে চেরনভকে তার অফিস ভবনে প্রবেশ করতে দেখা যায়। ছয় ফিটের উপরে লম্বা বিশালদেহী একটা লোক যার মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে আর গোলাকার মাংসল মুখে কুতকুতে ছোট ছোট চোখ।

“তার নিজের কোন দেহরক্ষী নেই?”

“শহরের ভিতরে সে বিশাল একটা অডিভে চলাফেরা করে। গাড়িটার জানালাগুলো স্পষ্টতই বুলেট নিরোধক। তার পাশে বসা লোকটাও বাদ যায় না। আমিতো বলি তার ড্রাইভার আর দেহরক্ষী দুজনেই বেশ ভালভাবেই অস্ত্র সজ্জিত।”

“কোন পরিবার?”

“তার প্রাক্তন স্ত্রী তাদের সন্তানদের নিয়ে মস্কোতে বাস করে। জেনেভাবে তার একজন বান্ধবী রয়েছে।”

“সুইস?”

“রাশান। তার গ্রামের একটা অল্প বয়সী মেয়ে। চেরনভের অফিস আর তার আশপাশের এলাকায় দাস্তানা বিক্রি করে।”

“অল্প বয়সী মেয়েটার নিশ্চয়ই একটা নাম আছে?”

“লুডমিলা আকুলোভা। আজ রাতে তারা বাইরে ডিনার করবে। লেস আরমুরেস নামে একটা রেস্তোরাঁয়।”

ইব্রাহিম রেস্তোরাঁটা চেনে। হোটেল ডি ভিলের কাছে শহরের পুরাতন অংশে রেস্তোরাঁটা অবস্থিত।

“সময় কখন?”

“সাড়ে আটটায়।”

“লেস আরমুরেস থেকে ভ্লাদিমিরের অ্যাপার্টমেন্ট কত দূর?”

“বেশি দূরে না। ক্যাথিড্রালের কাছে সে বাস করে।”

“ভবনটা বাইরে থেকে দেখতে কেমন?”

“সনাতন ধাঁচের একটা ছোট ভবন। সদর দরজায় কিপ্যাড দেওয়া একটা ইন্টারকম আছে। ভবনের বাসিন্দারা চাবি অথবা কিপ্যাডে সংকেত টাইপ করে থাকে। আজ দুপুরে আমরা ভেতরে ঢুকে সব ভাল কবে দেখে এসেছি। লিফট আছে, কিন্তু ভূমিদের ফুট দোতলায় অবস্থিত।”

“আর রাস্তা?”

“দুপুরবেলাতেও সামনের সড়কটা জনশূন্য থাকে। রাতের বেলা...” খালিদের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে আসে। “জনমানবহীন হয়ে পড়ে।”

“লেস আরমুরেসে কখনও খেয়েছ?”

“নাহ্ আমার সেই সৌভাগ্য হয়নি।”

“সাড়ে আটটার সময় যদি তারা ডিনারের জন্য যায় তাহলে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরতে তাদের রাত হবে। আমরা তখন তাকে ধরবো।”

“তুমি ধরেই নিচ্ছ লুডমিলাও তখন তার সাথে থাকবে?”

“হ্যাঁ, খালিদ, আমি সেটাই ধরে নিচ্ছি।”

“আমরা তাকে নিয়ে কি করবো?”

“মৃত্যুভয় কাকে বলে দেখিয়ে তাকে ছেড়ে দেবো।”

“ড্রাইভার আর দেহরক্ষী?”

“তাদের সহযোগিতা আমার প্রয়োজন হতে পারে।”

“তাদের বিভ্রান্ত করার জন্য আমাদের তাহলে কিছু একটা করতে হবে।”

“উপরে ৭০২ নম্বর কক্ষে তোমার বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী নিয়ামক অপেক্ষা করছে। রেজিস্টারে সে নিজের নামের জায়গায় লিখেছে আইরিন মুর। তার আসল নাম অবশ্য সারাহ বেনক্রফট।”

“তুমি কোথায় তাদের মোকাবেলা করতে চাও?”

“সীমান্তের অন্যপ্রান্তের কোনস্থানে। কোন একটা নির্জন স্থানে। হাউজ কিপিং-এর দায়িত্বে যারা রয়েছে তাদের বলে দিও যে আমাদের পরিচালিকার সাহায্য দরকার পড়বে। তারা যেন এবার রক্তাক্ত পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকে।”

অনেক পরিশীলিত রুচিশীল ব্যক্তি জেনেভাকে নিরস্ত্র আর মফস্বল একটা শহর, অনেকটা যেন ক্যালভিনিষ্ট মতাবলম্বী কামশীতল একটা মেয়ে। কিন্তু শীতের রাতে সেখানকার গির্জা থেকে ভেসে আসা ঘণ্টার প্রতিধ্বনিময় শব্দনিদা তারা কখনও শোনেনি বা সেখানের খোয়া দিয়ে বাঁধানো রাস্তায় আলতো করে জমতে থাকা তুষারকণা দেখেনি। এবং সর্বোপরি লেস আমুরেসের নিভৃত কোণে কোন সুন্দরী রাশান মেয়ের সাথে ডিনার করার সৌভাগ্যও তাদের হয়নি। মনোযোগী

পরিবেশনকারী সোমেলিয়েরের উপস্থিতিতে টাটকা সালাদ, শূকরের উপাদেয় মাংস আর নিখুঁত তাপমাত্রায় রক্ষিত জোসেফ ড্রোহিনের ২০০৬ বারটাড-মন্ট্র্যাক্ট ওয়াইন পরিবেশন করা হয়। তারা বেশ সময় নিয়ে কনিয়্যাক পান করে, যা জেনেভায় তুষারাবৃত ফেব্রুয়ারির রাতের রেওয়াজ এবং রাত ঠিক কাঁটায় কাঁটায় এগারটা হলে পুরাতন অজ্ঞাগারের সামনে পার্ক করা মার্সেডিসের পেছনের সীটে হাত ধরাধরি করে তারা উঠে আসে। সবকিছুই ক্যাথিড্রালের কাছে অবস্থিত অ্যাপার্টমেন্টে সম্ভাব্য আবেগপূর্ণ রাতের দিকেই ইঙ্গিত করে। প্রবেশ পথের বাইরে বরফের ভিতরে মেয়েটা যদি অপেক্ষা না করতো তাহলে নিশ্চিতভাবে এমনই কিছু একটা ঘটতো।

আলবাস্টারের মতো শুভ্র আর মসৃণ মেয়েটার ত্বক এবং তার পরনে চামড়ার কালো জ্যাকেট আর মাছ ধরার জালের তৈরি স্টকিং। রাতের কান্নাকাটির কারণে মুখের প্রসাধন নষ্ট হয়ে গিয়েছে, নতুবা মেয়েটা সম্ভবত অসাধারণ রূপসী। মার্সেডিসের পেছনের সীট থেকে নেমে আসা প্রেমিক যুগল প্রথমে তাকে খেয়ালই করে নয়। তারা সম্ভবত তাকে গৃহহীন ভবঘুরে ভেবেছিল। কর্মজীজী মেয়ে। সম্ভবত মাদকাসক্ত। নিশ্চিতভাবেই ভ্লাদিমির চেরনভের মতো লোকের জন্য কোন হুমকি না। আর তাছাড়া চেরনভ এক সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের শেষ নেতার দেহরক্ষীর দায়িত্ব পালন করেছে। চেরনভ যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে জানে। বা সে অন্তত তাই ভাবতো।

তার বাচ্চা মেয়ের মতো কণ্ঠস্বর প্রথমে শোকার্ত শোনায়। চেরনভকে চমকে দিয়ে, সে তাকে তার প্রথম নাম ধরে সম্বোধন করে এবং তাকে প্রেমপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অসংখ্য অভিযোগে অভিযুক্ত করে। মেয়েটা বলে, সে তাকে ভালবাসার কথা বলেছিল। ভবিষ্যতের ব্যাপারেও সে অনেক ভালো ভালো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সে বাচ্চার ভরণপোষণের অঙ্গীকার করলেও মেয়েটা একাই এখন বাচ্চার দেখাশোনা করছে। লুডমিলা ক্রোধে কাঁপতে শুরু করলে, চেরনভ মেয়েটাকে ঘোষিতে চেপ্টা করে সে নিশ্চিতভাবেই তাকে ভুল করে অন্য কেউ ভেবেছে। জবাবে বেচারার গালে সপাটে একটা চড় পড়তে গাড়িতে অবস্থানরত দেহরক্ষীরা বাধা দিয়ে নেমে আসে। ফেনিয়ে উঠা বিশৃঙ্খলা ঠিক সাতাশ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। ধূসরো ব্যাপারটার একটা ভিডিও রয়েছে যা আজও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, শুরু থেকেই চেরনভের রাশিয়ান দেহরক্ষীরা প্রশংসনীয় দক্ষতায় বিষয়টা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিল। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত আর পরিষ্কারভাবে মতিবিভ্রমের স্বীকার তরুণীকে তারা যথেষ্ট সহানুভূতির সাথে শান্ত করতে এবং সেখান থেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। মেয়েটা ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বেচারাদের জজ্ঞার সামনের অংশে মোক্ষম দুটো লাথি বসিয়ে দিতে পুরো

পরিস্থিতিটাই জটিল হয়ে পড়ে। নির্জন রাস্তায় ঠিক সে সময়েই চারজন ভদ্রলোকের আবির্ভাব ঘটলে যারা পাশ দিয়ে তখন হেঁটে যাচ্ছিল পুরো পরিস্থিতির তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দেয়। চারজনের ভিতরে সবচেয়ে বোম্ভার সাইজের, ভারী কাঁধের লোকটা যার মাথাভর্তি স্ট্রবেরী রঙের সোনালি চুল, প্রথমে একা এগিয়ে আসে, মুখে বসন্তের দাগ ভর্তি কালো চুলের আরেকজন তাকে অনুসরণ করে। প্রথমে উদ্ভূত বাক্য বিনিময় হয় তাবপরে হুমকি দেওয়া হয় এবং সবশেষে হাত থাকতে মুখে কি পরিস্থিতির জন্ম। মুশকিল হল আবেগতাড়িত আনাড়ির মতো বুনো, বিশৃঙ্খল আঘাত তারা করে না। প্রতিটি আঘাতই জোরাল আর নির্মম, স্থায়ী ক্ষতি সাধনের সামর্থ্য রয়েছে। সঠিক পরিস্থিতিতে যা তাৎক্ষণিক মৃত্যু ডেকে আনতে পারে।

কিন্তু তাৎক্ষণিক মৃত্যু তাদের উদ্দেশ্য না এবং পথচারী চার ভদ্রলোক তাদের আক্রমণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে একটা জিনিসই নিশ্চিত করতে চায় যে উপদ্রুত ব্যক্তির যেন কেবল সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। লোকগুলো অচেতন হয়ে পড়লে, অদূরে রাস্তার পাশে পার্ক করা দুটো গাড়ির ইঞ্জিন সহসা জীবন্ত হয়ে উঠে। একটাতে ড্রাইভার চেরনভকে তোলা হয় আর অন্যটায় তার দেহরক্ষীদের। আর “লুডমিলা আকুলোভাকে, রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখ আর নীল চোখের একলোক রাশান ভাষায় গড়গড় করে কেবল হুমকি দিয়ে ছেড়ে দেয়। “তুমি যদি আজ রাতের কথা কাউকে বলো আমরা প্রথমে তোমাকে খুন করবো। তারপরে আমরা তোমার বাবা-মাকে হত্যা করবো। তারপরে আমরা তোমার পরিবারের বাকি সদস্যদের খুঁজে বের করে হত্যা করবো।” গাড়িগুলো দ্রুত গতিতে এলাকা ত্যাগ করলে, ইব্রাহিম লুডমিলার আতঙ্কিত মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারে না। সে মেয়েদের বিশ্বাস করে। মেয়েরা, সে অতীতে বহুবার বলেছে, রাশিয়ার একমাত্র ভরসার স্থল।

৪৫. হাতে-স্যাভোয়, ফ্রান্স

ফ্রান্সের হাতে-স্যাভোয় প্রদেশে, অ্যানিসি হ্রদের তীরে এক নির্জন উপত্যকায় বাসাটা অবস্থিত। খাড়া উঠে যাওয়া ছাদযুক্ত, ছোটখাট আর ছিমছাম বাসাটির আশেপাশে এক কিলোমিটারের ভিতরে কোন জনবসতি নেই। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা, ইয়শি ব্রিটিশ রহস্য গল্প লেখকের ছদ্মবেশে সেখানে পৌঁছে আসন্ন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সতর্কতার সাথে পুরো এলাকাটাকে তৈরি করেছে। আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে গাড়ি দুটো ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসার সময়ে সে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, হেডলাইটের আলোয় পঁজা তুলোর মতো বরফ পড়তে দেখা যায়।

প্রথম গাড়িটা, একটা ভাড়া করা রেনল্টের চালকের পাশের আসন থেকে কেবল ইব্রাহিম একা নেমে আসে এবং ইয়শির পেছন পেছন বাসাটির বসার ঘরে প্রবেশ করে। ঘরটির সমস্ত আসবাবপত্র এককোণে স্তূপ করে সরিয়ে রাখা হয়েছে, টাইল দেওয়া মেঝেটা মোটা প্লাস্টিকের শীট দিয়ে সম্পূর্ণ ঢাকা। ইব্রাহিমের কথা অনুযায়ী, মেঝের খোলা চুল্লীতে বেশ বড় করে আগুন জ্বালান হয়েছে। সে আগুনে আরও দুটো কাঠের টুকরো ফেলে আবার বাইরে বের হয়ে আসে। তৃতীয় আরেকটা গাড়িকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেখা যায়। এলি লাভোন হ্রদের সাথে হেলান দিয়ে রয়েছে।

“আমাদের কেউ অনুসরণ করেছে?” ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করে।

লাভোন মাথা নেড়ে উত্তর দেয়।

“এলি, তুমি নিশ্চিত?”

“আমি নিশ্চিত।”

“ইয়শিকে নিয়ে জেনেভা ফিরে যাও। সেখানে পৌঁছে অন্যদের সাথে অর্পেক্স কর। আমাদের বেশি সময় লাগবে না।”

“আমি তোমার সাথে এখানেই থাকবো।”

“এলি তুমি একজন পর্যবেক্ষক। সেরাদের সেরা। এটা জেদীর কাজ না।”

“এটা হয়ত তোমারও কাজ না।”

ইব্রাহিম মন্তব্যটা না শোনার ভাণ করে রেনল্টের স্টয়ারিং-এর পেছনে বসে থাকা খালিদের দিকে তাকায়। কিছুক্ষণ পরে, কক্ষ ডোজের ঘুমের ওষুধ দেওয়া আর হাত বাঁধা অবস্থায়, তিন রাশানকে মাতালের মতো টলতে টলতে বাসার ভেতরে প্রবেশ করতে দেখা যায়। লাভোন ইব্রাহিমের কাঁধে হাত রাখে।

“ইব্রাহিম, যা করার খুব সাবধানে করবে। যদি তুমি ব্যর্থ হও, জেনো আরেকজন স্ত্রীর চেয়েও বেশি কিছু খোঁজাবে।”

আর একটা কথাও না বলে লাভোন গাড়িতে উঠে পড়ে এবং উপত্যকা দিয়ে ফিরতি পথে যাত্রা শুরু করে। ইব্রাহিম দাঁড়িয়ে থেকে গাড়িগুলোর লাল ব্যাকলাইট বরফের সাদা প্রেক্ষাপটে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তারপরে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাসার দিকে এগিয়ে যায়।

তারা বন্দিদের অন্তর্বাস ছাড়া পরনের সব কাপড় প্রথমেই খুলে ফেলে এবং বাগানে ব্যবহৃত হয় এমন তিনটা লোহার চেয়ারে বসিয়ে তাদের ভাল করে বাঁধে। ইব্রাহিম তিনজনকেই তারপরে ঘুমের ওষুধের জড়তা কাটাবার জন্য চাকাকারী স্টিমুলেন্ট দেয়, দেহরক্ষী আর ড্রাইভারকে অল্পমাত্রায় আর দ্বিগুণ মাত্রা ভ্লাদিমির চেরনভকে। বুকের উপর থেকে সে ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকায় এবং চোখ পিটপট করার ফাঁকে ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখে। তার সামনে ঠিক উল্টো দিকে তার দু'জন লোককে বসিয়ে রাখা হয়েছে, দু'জনেরই চোখ আতঙ্কে বড়বড় হয়ে আছে। ইয়াকভ, ইব্রাহিম, খালিদ আর মিখাইল তাদের পেছনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইব্রাহিমের হাতে একটা .৪৫ ক্যালিবারের গ্লক পিস্তল যার ব্যারেলের সাথে সাইলেন্সার পেঁচিয়ে লাগান রয়েছে। তার ডান হাতে হিথরো বিমানবন্দরের আগমনী হলে দাঁড়িয়ে থাকা এক লোকের ছবি। ইব্রাহিম আড়চোখে ইয়াকভের দিকে তাকাতে সে চেরনভের মাথার নিচের অংশে, মুখের উপরে আটকানো প্যাকিং টেপ খুলে ফেলে। টেপের সাথে অনেকটা চুল উঠে আসতে চেরনভ ব্যাথায় চেঁচিয়ে উঠে। ইব্রাহিম গ্লকের বাট দিয়ে তার ললাটে জোরে আঘাত করে এবং মুখ বন্ধ রাখতে বলে। বাম চোখের উপর দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পরতে শুরু করলে চেরনভ মুখ বন্ধ রাখে।

“ভ্লাদিমির তুমি কি জানো আমি কে?”

“আমি বাপের জন্মও তোমাকে দেখিনি। তুমি যেই হও, আমার মনে হয় তোমাদের কোথাও একটা ভুল হয়েছে—”

“ভ্লাদিমির আমাদের ভুল হয়নি। আমার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখো। আমি নিশ্চিত তুমি এটা আগেও দেখেছ।”

“না, কখনও না।”

“আমাদের গুরুটা, তোমার আর আমার, মোটেই আশাব্যঞ্জক হচ্ছে না। তুমি আমাকে মিথ্যা বলছ। তুমি যদি মিথ্যা কথা বলতেই থাকো তাহলে এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না। আমাকে সত্যি কথা বলো, ভ্লাদিমির তাহলে তুমি আর তোমার লোকেরা বেঁচে থাকার একটা সুযোগ পাবে।”

“আমি তোমাকে সত্যি কথাই বলছি! আমি আগে কখনও তোমার চেহারা দেখিনি।”
 “এমনকি কোন ছবিও না? সেটা কিভাবে সম্ভব, তারা নিশ্চয় তোমাকে আমার ছবি
 অন্তত দিয়েছে।”

“কারা দেবে?”

“আমাকে খুঁজে বের করার জন্য কমরেড জিরলভের কাছে সাহায্য চাইতে যারা
 এসেছিল।”

“এই লোকের নামই আমি কখনও শুনিনি। আমি একজন আইনসঙ্গত নিরাপত্তা
 বিশেষজ্ঞ। আমাকে আর আমার লোকদের এই মুহূর্তে মুক্তি না দিলে ফলাফল ভাল
 হবে না বলে দিচ্ছি। নতুবা—”

“নতুবা কি করবে, ভ্লাদিমির?”

চেরনভ কথা হারিয়ে ফেলে।

“ভ্লাদিমির তোমার সামনে একটাই সুযোগ রয়েছে। খুব অল্প সময়ের জন্য সুযোগটা
 থাকবে। আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো আর তুমি আমাকে সত্যি কথা
 বলবে।” ইব্রাহিম চেরনভের মুখের সামনে তার হাতের ছবিটা ধরে। “আমাকে
 কেবল বলো এই লোকটাকে আমি কোথায় পাবো?”

“আমি জীবনেও একে দেখিনি।”

“ভ্লাদিমির, তুমি নিশ্চিত এটাই তোমার উত্তর?”

“এটাই সত্যি।”

ইব্রাহিম হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে চেরনভের ড্রাইভারের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়।
 ইব্রাহিমকে তার নাম বলা হয়েছিল। সে অবশ্য ইতোমধ্যে সেটা ভুলে গিয়েছে।
 তার নামটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না। সে যেখানে যাচ্ছে সেখানে তার নাম দরকার
 হবে না। চেরনভ, ইব্রাহিমের ত্রুট অভিব্যক্তি দেখে ভাবে যে সে নির্ঘাত ভাঁওতা
 দিচ্ছে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে রাশানরা অরি শমসেরের দ্বাদশ বিধান সম্পর্কে
 কিছুই শোনেনি। গুস্তাদের মতো আমরা আমাদের অস্ত্র আন্দোলিত করে কখনও
 মিথ্যা হুমকি দেবো না। আমরা আমাদের অস্ত্র কেবল একটা কারণেই বের করবো।
 ইব্রাহিম লোকটার মাথার পেছনে পিস্তলটা ঠেকিয়ে নলের মুখটা সামান্য নিচের
 দিকে নামায়। তারপরে চেরনভের চোখে চোখ রেখে সে পুরো অবজ্ঞায় ট্রিগারে চাপ
 দেয়।

৪৬. হ্যতে-স্যাভোয়, ফ্রান্স

সাইলেন্সার সম্বন্ধে একটা জনপ্রিয় কিন্তু ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে। তারা কোন অস্ত্রকে আসলেই শব্দহীন করে না, বিশেষ করে সেটা যদি হয় .৪৫ ক্যালিবারের গুলক। একটা বীভৎস ভোঁতা শব্দ করে হলো—টিপড রাউন্ড ড্রাইভারের মাথায় প্রবেশ করে এবং চোয়াল আর গালের বেশির ভাগ অংশ সাপে নিয়ে মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে। গুলি করার সময়ে যদি পিস্তলের নলটা যদি ভূমি সমান্তরালে থাকতো তাহলে গুলিটা হয়ত ভ্লাদিমির চেরনভকেও বিদ্ধ করতো। নলটা নিচের দিকে থাকায় গুলিটা এখন নিরীহ ভঙ্গিতে মেঝেতে বিদ্ধ হয়। অবশ্য চেরনভ পুরোপুরি রক্ষা পেয়েছে সেটাও বলা যাবে না। তার পেয়াল দেহে এখন রক্ত, মস্তিষ্কের দলা আর হাড়ের টুকরো ছিটকে এসে বিচিত্র নক্সার জন্ম দিয়েছে। কয়েক সেকেন্ড পরে এর সাথে যুক্ত হয় তার নিজের পাকস্থলী থেকে উঠে আসা খাবারের অবশিষ্টাংশ: কয়েক ঘণ্টা আগে লেস আমুরেসে লুডমিলা আকুলোভার সাথে উপভোগ করা উপাদেয় ডিনার। লক্ষণ ভালই বলতে হবে। চেরনভ নিজে হয়ত মৃত্যু আর হিংসার সগুদাগর কিন্তু রক্তের সামান্য উপস্থিতি তাকে অসুস্থ করে তুলেছে। ভাগ্য সহায় হলে সে শীঘ্রই হয়ত পরাজয় মেনে নেবে। ইব্রাহিম তার হাতে ধরা ছবিটা আবার চেরনভের মুখের সামনে নিয়ে এসে একই প্রশ্ন করে: “এই লোকটা কে আর আমি তাকে কোথায় খুঁজে পাবো?” মুশকিল হল, চেরনভ এবারও একই উত্তর দেয়।

“ভ্লাদিমির, আমি নিশ্চিত তুমি জলমগ্নতার কথা শুনেছ। আমরা একটা ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি যখন দ্রুত কোনো তথ্য আমাদের প্রয়োজন হয়।” ইব্রাহিম মেঝেতে জ্বলতে থাকা আগুনের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। “আমরা একে বলি অগ্নিস্নান।” সে আবার চেরনভের দিকে তাকায়। “ভ্লাদিমির তুমি কখনও কোনো লোককে অগ্নিস্নান করতে দেখেছ?”

চেরনভ যখন উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকে, ইব্রাহিম অন্যদের দিকে একবার তাকায়। খালিদ আর ইয়াকভ দ্বিতীয় দেহরক্ষীকে দশম থেকে শক্ত করে ধরে এবং চেয়ারের সাথে বাঁধা অবস্থায় মুখ সামনে রেখে তাকে আগুনে ঠেলে দেয়। দশ সেকেন্ড পরে তারা তাকে আগুন থেকে আঁড়ি তুলে আনে। আগুন থেকে বের হলে দেখা যায় তার মাথা থেকে ধোঁয়া উঠছে এবং মুখ কালো হয়ে গিয়েছে আর ফোঁকা পড়েছে। যন্ত্রণায় তার পশুর মতো গোঙানি কারো কানে গিয়েছে বলে মনে হয় না।

চেরনভের ঠিক উল্টো দিকে তারা তাকে এনে বসিয়ে দেয়, যাতে রাশানটা নিজের অনমনীয়তার ভয়াবহ ফলাফল দেখতে পায়। ইব্রাহিম এবার গ্লকের ব্যারেল দেহরক্ষীর মাথার পেছনে রেখে তার যন্ত্রণার উপশম ঘটায়। চেরনভ, এখন রক্তে একেবারে সিক্ত হয়ে আতঙ্কিত চোখে তার সামনে পড়ে থাকা দুই মৃতদেহের দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকে। মিখাইল তার মুখে ডাষ্ট টেপের লাগাম পড়িয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে গালের উপরে একটা চড় বসিয়ে দেয়। ইব্রাহিম তার হাতের ছবিটা চেরনভের কোলের উপরে রেখে দিয়ে বলে যে পাঁচ মিনিট পরে সে আবার আসবে।

সে চার মিনিট উনষাট সেকেন্ডের মাথায় ফিরে এসে চেরনভের মুখ থেকে টেপ টেনে তুলে। সে তাকে এবার একটা কঠিন পছন্দ দেয়। এক পেশাদারের সাথে আরেক পেশাদারের মতো আন্তরিক পরিবেশে তারা আলোচনা করবে বা চেরনভ তার সদ্য মৃত দেহরক্ষীর মতো অগ্নিস্নান করবে। ইব্রাহিম তাকে আরেকটা জিনিস বলে যে দেহরক্ষীর মতো তাকে দ্রুত ঝলসানো হবে না। ধীরে ধীরে ঝলসানো হবে তাকে। প্রতিবারে একটা করে অঙ্গ। আর যন্ত্রণা নিবারণের জন্য মাথার পেছনে কোনো বুলেটের বরাভয় সে লাভ করবে না।

তার উত্তরের জন্য ইব্রাহিমকে খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয় না। দশ সেকেন্ড। এর বেশি না। চেরনভ জানায় সে কথা বলতে আগ্রহী। চেরনভ আরো জানায় যে সে দুঃখিত। চেরনভ আরো জানায় সে সাহায্য করতে চায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৪৭. হাতে-স্যাভোয়, ফ্রান্স

তারা তাকে তার কাপড় ফিরিয়ে দেয় এবং উদ্বেগ প্রশমনের জন্য আলপ্রাজম দেয়। হাত খোলা অবস্থায় একটা ভদ্রগোছের চেয়ারে সে বসার অনুমতি পায়, অবশ্য চেয়ারটা এমন ভঙ্গিতে রাখা হয়েছে যে সে না চাইলেও নিজের দুই মৃত কর্মচারীর লাশ তাকে দেখতে হবে, অঙ্গতর ভাণ করলে তার কপালে কি দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে সেটাই নির্মমভাবে মনে করিয়ে দিতে। কয়েক ঘণ্টা পরে লাশ দুটো পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে। ভ্লাদিমির চেরনভও তাদের সাথে একই ভাগ্য বরণ করবে। একটা বিষয়ের উপরে নির্ভর করছে তার মৃত্যু কিভাবে হবে, যন্ত্রণাহীন নাকি তুঙ্গস্পর্শী যন্ত্রণায়: সততার সাথে ইব্রাহিমের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

আলপ্রাজমের প্রভাবে আরেকটা বাড়তি সুবিধা হয় চেরনভের জিহ্বার জড়তা কেটে যায় এবং ইব্রাহিমকে খুব বেশি একটা কষ্ট করতে হয় না তাকে দিয়ে কথা বলান শুরু করতে। ইতালিতে ইব্রাহিমের ভিলার কাছে সংঘটিত অপারেশনের প্রশংসা করে সে নিজের বয়ান দেওয়া শুরু করে। “কেজিবির পক্ষে এর চেয়ে ভালভাবে কাজটা করা সম্ভব ছিল না,” সে মন্তব্য করে, তার কণ্ঠস্বরে কোনো ধরনের আক্ষেপের ছোয়া অনুভব করা যায় না।

“আমি তোমার সাথে একমত হতে পারছি না বলে দুঃখিত।”

“ইব্রাহিম, তুমি নিজেই এইমাত্র ঠাণ্ডা মাথায় দুজনকে খুন করেছ। আমার প্রাক্তন সংস্থার সাথে তুলনা করার কোনো অধিকার তোমার নেই।”

“তুমি আমার নাম জানো?”

চেরনভের মুখে একটা দুর্বল হাসি ফুটে উঠে। “আমি কি একটা সিগারেট পেতে পারি?”

“সিগারেট তোমার স্বাস্থ্যের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।”

“নাকি আমি ধরে নেব যে, দোষী ব্যক্তিকে সিগারেট দেয়ার রীতি তোমাদের নেই।”

“ভ্লাদিমির যা জানতে চাই বলে দাও আমি তা জানলে তোমাকে বেঁচে থাকার একটা সুযোগ দেবো।”

“আজ রাতে আমি যা দেখেছি তারপরেও? তুমি আমাকে নিশ্চয়ই এতটা বোকা মনে করনি, আবরার?”

“ভ্রাদিমির, বোকা মনে করিনি—কেবল কেজিবির এক প্রাক্তন ঠগী যে জঞ্জালের স্বপের ভেতর থেকে কোনমতে নিজেকে বের করে আনতে জানে। কিন্তু আমরা কি ভদ্রভাবে আমাদের আলোচনাটা চালিয়ে যেতে পারি না? তুমি আমাকে মাত্র বলতে চেয়েছো ছবির লোকটার সাথে তোমার প্রথম কোথায় দেখা হয়েছে।” একটা নিরবতা, তাবপরে, “যে লোকটা কমরেড জিরলভ নামে পরিচিত।”

চেরনভের রক্তের মাঝে প্রবাহিত মাদকদ্রব্যের মিশ্রণ তাকে পুরো ব্যাপারটা অস্বীকার করার মতো মানসিক দৃঢ়তা অর্জনে বাধা দেয়। অথবা এমনও হতে পারে ইব্রাহিম কেজিবির অন্ধকারের কুশীলবদের ভিতরে সবচেয়ে নিভৃতাচারীর সাংকেতিক নাম জানে দেখে সে নিজের বিস্ময় গোপন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

“পঁচানব্বই কি ছিয়ানব্বই সালের কথা আমার তখন ছোট একটা নিরাপত্তা প্রদানকারী সংস্থা রয়েছে। ইভান কারকভ বা ভিক্টর ওরলাভদের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য আমার তখনও হয়নি কিন্তু তারপরেও আমার দিন ভালই কেটে যাচ্ছিল। কমরেড জিরলভ একটা শাঁসালো প্রস্তাব নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করে। মস্কোতে তার নামের একটা খ্যাতি রয়েছে। নিজের গ্রাহকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখাটা দিন দিন তার জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালনের জন্য তার একজনকে প্রয়োজন—যে অনেকটা বুকিং এজেন্টের দায়িত্ব পালন করবে, যদি তুমি রাজি হও। অন্যথায় সে নিজের পরিশ্রমের সুফল ভোগ করার জন্য বেশি দিন বেঁচে থাকবে না।”

“আর তুমি তাই একটা নির্ধারিত কমিশনের বিনিময়ে অবশ্যই এই লোকটার হয়ে কাজ করতে রাজি হলে।”

“দশ শতাংশ। কেউ যখন কোনো কাজ করতে চায় তারা সরাসরি আমার কাছে আসে আর আমি তাদের হয়ে জিরলভকে প্রস্তাবটা জানাই। সে যদি কাজটা করতে রাজি হয় তবে সে নিজের পারিশ্রমিকের পরিমাণটা আমাকে জানায়। আমি তখন মস্কোর সাথে দেখা করে বাকি খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে ফেলি। টাকাপয়সা সব আমার মাধ্যমেই হাতবদল হয়। আমি আমার পরামর্শ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের আড়াল ব্যবহার করে কমরেড জিরলভকে তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক পাঠিয়ে দেই। তোমার হয়ত বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে কিন্তু হত্যা আর অপহরণের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের জন্য সে আবার আয়করও দিয়ে থাকে।”

“এটা কেবল রাশিয়াতেই সম্ভব।”

“আবরার তখন সময়টাই ছিল অদ্ভুত। আজ এক্ষণে বসে আমাদের বিরুদ্ধে রায় দেয়াটা সহজ কিন্তু তোমরা চোখের পলকে নিজের দেশ নিজের টাকা সবকিছু ভোজবাজির মতো উবে যেতে দেখোনি। মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যা করতে হয় তাই করেছে। জঙ্গলের আইন যাকে বলে। সত্যিকার অর্থে।”

“ভাদিমির দুগ্ধের কাহিনী শোনার কোন ইচ্ছা আমার নেই। রাশান মাফিয়ায় তুমি আর তোমার মতো আরো অনেক ঠাণ্ডাডের কারণে দেশটা জ্বলে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু আমি তোমার সাথে একমত হতে পারছি না। তুমি আমাকে কমরেড জিরলভ সম্বন্ধে বলো। তুমি আমাকে বরং তার আসল নামটা বলো।”

“আমার আসলেই একটা সিগারেট দরকার।”

“কিছু চাওয়ার মতো পরিস্থিতিতে তুমি নেই।”

“আবরার প্লিজ। গতরাতে আমার ওভারকোটের পকেটে এক প্যাকেট ছিল। যদি তোমাদের খুব একটা সমস্যা না হয় তাহলে আমি এখন একটা চাই। আমি শপথ করে বলছি আমি কোন চালাকি করার চেষ্টা করবো না।”

ইব্রাহিম ইয়াকভের দিকে তাকায়। সিগারেট আনবার পরে দেখা যায় সেটা জ্বালিয়ে আনা হয়েছে। চেরনভ সিগারেটে একটা লম্বা দম দিয়ে তারপরে ইব্রাহিম যে নামটা শুনতে চাইছে তাকে সেটা বলে। তার নাম পেট্রোভ। আস্তন ডিমিট্রিভিচ পেট্রোভ।

চেরনভ সেই সাথে আরো যোগ করে, নামটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না। পেট্রোভ বহু বছর ধরে এই নামটা ব্যবহার করে না। পূর্ব বার্লিনে নিয়োজিত এক কেজিবি কর্নেলের সন্তান, স্নায়ু যুদ্ধের অন্ধকারতম দিনগুলোতে জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকে তার জন্ম হয়েছিল। সেই একমাত্র ছেলে, যাকে জার্মান ছেলেদের সাথে খেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং সেই কারণে একদম ছেলেবেলা থেকেই সে দুটো ভাষাতেই অনর্গল কথা বলতে পারে। বস্তুতপক্ষে পেট্রোভের জার্মান এতটাই চৌকষ যে পূর্ব বার্লিনের রাস্তায় সে ধরা না পড়ে অনায়াসে নিজেকে স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে চালিয়ে দিতে পারতো। কেজিবি স্কুলে পড়াশোনা করার জন্য তাকে সোভিয়েট ইউনিয়নে না এনে তাকে ডিডিআরের স্কুলে ভর্তি হবার অনুমতি দিয়ে তার ভাষাগত দক্ষতাকে নিরবে উৎসাহ দিয়ে গিয়েছে। পূর্ব বার্লিনের এক জিমনেসিয়াম থেকে সম্মান সহ স্নাতক পাস করার পরে সে বিখ্যাত লিপজিইগ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন নিয়ে পড়াশোনা করে। কিছুদিনের জন্য পেট্রোভ আরও উচ্চতর ডিগ্রী বা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে নিজের ভবিষ্যৎ পেশা হিসেবে নেবার কথা চিন্তাভাবনা করে। কিন্তু মস্কো কেন্দ্র তার বিষয়ে অন্য কিছু আগে থেকেই ভেবে রেখেছে।

স্নাতক ডিগ্রী লাভের কিছু দিনের মধ্যেই তাকে মস্কো ডেকে পাঠান হয় এবং কেজিবিতে চাকরি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। খুব অল্প সংখ্যক তরুণই এমন লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কথা চিন্তা করবে আর পেট্রোভ নিজে কেজিবি'র বর্ধিত পরিবারের সদস্য হিসেবে তেমন কোনো ভাবনা প্রশ্ন দেওয়ার কথা চিন্তাই করে না। ইয়াসেনেভোতে অবস্থিত কেজিবি'র রেড ব্যানার প্রতিষ্ঠানে

দুই বছর প্রশিক্ষণ লাভের পরে তার সাক্ষাতিক নাম কমরেড জিরলভ ঠিক করা হয় এবং তাকে পুনরায় পূর্ব বার্লিনে ফেরত পাঠান হয়। এক মাস পরে, পশ্চিম জার্মানির গোয়েন্দা সংস্থার অভ্যন্তরে অবস্থানকারী সোভিয়েট গুপ্তচরের সহায়তায় সে লৌহ যবনিকা অতিক্রম করে এবং পশ্চিম জার্মানির হামবুর্গ শহরে নিজে একজন “অবৈধ” এজেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রথম ডিরেকটরেটের অভ্যন্তরে নির্বাচিত একদল সিনিয়র জেনারেলরাই কেবল পেট্রোভের অস্তিত্বে কথা জানতো। ন্যাটোর মিত্র দেশসমূহ বা আমেরিকার বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনার দায়িত্ব তাকে কখনও দেওয়া হত না বরং সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ যেসব অভিবাসী, স্বপক্ষত্যাগীদের ভাবা হত তাকে তাদের বিরুদ্ধে গুপ্তযুদ্ধের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রায় ডজনখানেক ভূয়া পাসপোর্ট আর টাকার অফুরন্ত সরবরাহ কাজে লাগিয়ে সে তার শিকারদের খুঁজে বের করে এবং নিখুঁতভাবে তাদের সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা তৈরি করে। বিষ আর অন্যসব মারাত্মক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত তার ব্যবহৃত কিছু উপাদান সাথে সাথে মৃত্যু ডেকে আনবে আবার কোনো কোনো উপাদানের প্রাণঘাতী রূপ প্রকাশ পেতে এক থেকে দু’মাস সময় লেগে যেতে পারে। নিজে একজন কেমিস্ট হবার কারণে পেট্রোভ নিজের ব্যবহৃত বিষ নিজেই তৈরি করে সেটা প্রয়োগের অঙ্গও প্রস্তুত করতো। তার প্রিয় উপকরণ ছিল ডান হাতের একটা আংটি যা সাহায্যে তার শিকারের দেহে খুব সামান্য মাত্রায় মারাত্মক স্নায়বিক বিষ প্রবেশ করান হত। পিঠে একটা চাপড় বা স্বাগত করমর্দনই তাদের জন্য প্রাণঘাতী বলে প্রতীয়মান হত।

“তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ পেট্রোভ সোভিয়েট ইউনিয়নের পতন খুব ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। অভিবাসী বা বিশ্বাসঘাতকদের হত্যা করার ব্যাপারে সে কখনও বিবেকের দংশন অনুভব করেনি। সে ছিল একজন প্রকৃত বিশ্বাসী।”

“কেজিবি তাকে যেসব ভূয়া পাসপোর্ট দিয়েছিল সেগুলোর কি হয়েছে?”

“সব তার কাছেই আছে। সে যখন পশ্চিমে চলে আসে তখন সেগুলো তার বেশ কাজে লাগে।”

“আর তুমিও তার সাথে এসে যোগ দাও।”

“সত্যি বলতে কি প্রথমে আমিই আসি। আমার দু’একমাস পরে পেট্রোভ আসে আর আমাদের বন্ধুত্বের সূচনা হয়। ব্যবসার তখন রমরমা অবস্থা। হুড়মুড় করে রাশানরা পশ্চিম ইউরোপে এসে তখন ভীড় করেছে আর তারা তাদের সাথে করে নিয়ে আসে পুরান সব ধ্যান ধারণা। কয়েক মাসের ভিতরে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে অনেক মক্কেলকে আমরা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হই।”

“আর প্রতীয়মান হয় যে ইভান কারকভ তোমাদের সেরা মক্কেলদের একজন।”

উত্তর দেবার আগে রাশানটা একটা ইতস্তত করে তারপরে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। “ইভান তাকে বিশ্বাস করতো। তাদের দুজনের বাবাই কেজিবিতে চাকরি করেছে আর তারা নিজেরও কেজিবি’র লোক।”

“ইভানের সাথে কি তোমার সরাসরি যোগাযোগ ছিল?”

“কখনই ছিল না। আমি চিনি কেবল আরকেডে মেডভেডেভকে।”

“আর আরকেডে মারা যাবার পরে?”

“ইভান আরেকজনকে দায়িত্ব দিয়েছিল। লোকটা নিজেকে মালিনেস্কি বলে পরিচয় দেয়।”

“তারিখটার কথা তোমার মনে আছে?”

“গত বছর অক্টোবরের কোন একটা দিন?”

“ইভানের মিসাইল কেলেকারির কথা ফাঁস হয়ে যাবার পরে?”

“অবশ্যই তারপরে।”

“তোমরা কি জেনেভায় দেখা করেছিলে?”

“সে আশঙ্কা করেছিল জেনেভায় আমার উপরে নজর রাখা হয়েছে। সে ভিয়েনায় দেখা করতে চায়।”

“সে তোমাকে একটা কাজের প্রস্তাব দেয়?”

“আসলে দুটো কাজের প্রস্তাব। কঠিন কাজ। টাকার পরিমাণও তাই বিশাল।”

“প্রথম কাজ খেঁগরী বুলগানভ?”

“ঠিক ধরেছ।”

“আর দ্বিতীয় কাজের বিষয়বস্তু আমি?”

“না, না, আবরার তুমি কেন হবে। দ্বিতীয় কাজটা ছিল তোমার স্ত্রীকে অপহরণ করা।”

৪৮. হাতে-স্যাভোয়, ফ্রান্স

ইব্রাহিম টের পায় ক্রোধের একটা ঝাপটা এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। তার ইচ্ছা করে এক ঘুষিতে রাশানটার মুখটা গুড়িয়ে দেয়। লোকটাকে তার এতজোরে আঘাত করতে ইচ্ছা করে যাতে সে আর কখনও উঠে দাঁড়াতে না পারে। সে এসব কিছু না করে কেবল শুদ্ধ হয়ে বসে থাকে। কাঁধের পেছনে পড়ে থাকা দুটো মৃতদেহ আব গ্লুক হাতে নিয়ে সে চেরনভকে গ্রেগরী অপহরণের পুরো কাহিনী বর্ণনা করতে বলে।

“সারা জীবনে এমন কাজের সুযোগ একবারই আসে— নিদেনপক্ষে পেট্রোভ সেভাবেই ব্যাপারটা দেখেছিল। ইভান চেয়েছিল বুলগানভকে লন্ডন থেকে তুলে রাশিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। তার চেয়েও বড় কথা পুরো ব্যাপারটা এমনভাবে সাজাতে হবে যেন সবাই ভাবে বুলগানভ স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে গিয়েছে। অন্যথায় ক্রেমলিনে ইভানের সমর্থকরা তাকে কাজটা করার অনুমতি দেবে না। লিটভিনেনকোকে বিষ প্রয়োগের পরে ব্রিটেনের সাথে যেমন কূটনৈতিক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সেরকম আরেকটা পরিস্থিতির উদ্ভব হোক সেটা তারা চায়নি।”

“টাকার পরিমাণ কত ছিল?”

“বিশ মিলিয়ন আর খরচ আলাদা যার পরিমাণও নেহাত কম ছিল না। পেট্রোভ কেজিবিতে থাকার সময়ে এমন কাজ করেছে। সে একদল দক্ষ লোক সংগ্রহ করে এবং অনেক যত্ন নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। পুরো বিষয়টা নির্ভর করছিল বুলগানভকে আপোষে গাড়িতে উঠতে বাধ্য করার উপরে। শক্তি প্রয়োগ করে কাজ করা সম্ভব না বিশেষ করে যখন সিসিটিভি ক্যামেরা কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। আর তাই সে চালাকি করে বুলগানভের প্রাক্তন-স্ত্রীকে বিষয়টার সাথে জড়িত করে।”

“তার সাথে যারা কাজ করে তাদের সম্বন্ধে আমাকে বলো।”

“সবাই প্রাক্তন-কেজিবি। আর পেট্রোভের মতো তারা সবাই যার যার কাজে সেরা।”

“কে তাদের বেতন দেয়?”

“পেট্রোভ নিজের অংশ থেকে তাদের পাওনা পরিশোধ করে। আমি শুনেছি এ বিষয়ে সে দারুণ উদার। নিজের অধীনস্থদের সাথে তার কখনও টাকা-পয়সার ব্যাপারে ঝামেলা হয়নি।”

চেরনভ সিগারেটটার ফিল্টার পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলে। শেষ একটা টান দিয়ে সে ফিল্টারটা ফেলার জায়গা খোঁজে। ইয়াকভ চেরনভের হাত থেকে পোড়া ফিল্টারটা নিয়ে টুসকি দিয়ে আগুনে ফেলে দেয়। ইব্রাহিম তার আরেকটা সিগারেটের অনুরোধ পাত্তা না দিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করা শুরু করে।

“কয়েক রাত আগে অক্সফোর্ডে এক সাংবাদিককে লক্ষ্য করে কেউ একজন এলোপাথাড়ি গুলি করেছে।”

“তুমি কি ওলগা সুকোভার কথা বলছ?”

“আমি তার কথাই বলছি। আর আমার মনে হয় না পেট্রোভ নিজে সেদিন রাতে সেখানে উপস্থিত ছিল।”

“সে যদি নিজে উপস্থিত থাকতো তাহলে ওলগা কোনভাবেই প্রাণে বেঁচে যেতো না। পুরোটাই একটা আনাড়ি কাজ। সে তার কয়েকজন সহযোগীকে পাঠিয়েছিল কাজটা করতে।”

“পেট্রোভ কোথায় ছিল?”

“সে তখন ইতালিতে তোমার স্ত্রীকে অপহরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।”

ক্রোধের আরেকটা ঝাপটা ইব্রাহিম টের পায়। সে নিজেকে প্রশমিত করে এবং পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে।

“সে আমাদের কিভাবে খুঁজে বের করেছিল?”

“সে খুঁজে বের করবে কেন? সেটা এসভিআর করেছে। তারা গুজব শুনেছিল যে তুমি সম্ভবত ইতালিতে আত্মগোপন করে আছো এবং তারা ইতালির গোয়েন্দা সংস্থার অভ্যন্তরে নিজেদের লোকদের কাজে লাগায়। একটা সময়ে ঠিকই তোমার অবস্থান একজন ফাঁস করে দেয়।”

“তুমি কি তার নাম জানো?”

“প্রশ্নটা বোকার মতো করা হল না?”

ইব্রাহিম তাকে এ বিষয়ে আর কোনো প্রশ্ন করে না। সে জানে রাশান্টা সত্যি কথাই বলছে।

“আমার সম্বন্ধে তোমরা কি ধরনের তথ্য জানতে পেরেছিলে?”

“তোমার আসল নাম আর যেখানে তুমি অবস্থান করছিলে সেই এস্টেটের অবস্থান।”

“তোমরা হামলা করতে এতবেশি সময় কেন নিয়েছিলে?”

“মক্কেলের সেটাই অভিপ্রায় ছিল। বুলগানভের অপহরণ যদি ঠিকমত সম্পন্ন হয় তখনই কেবল তোমার স্ত্রীকে অপহরণ করার বিষয়টা গতি লাভ করবে আর মক্কেলের কাছ থেকে চূড়ান্ত আদেশ পাবার পরেই সেটা সম্পন্ন করা হবে।”

“তোমাদের চূড়ান্ত আদেশ কখন দেওয়া হয়?”

“বুলগানভকে অপহরণের ঠিক এক সপ্তাহ পরে।”

“আদেশটা কি মালিনেন্স্কির কাছ থেকে এসেছিল?”

“না, এবার আদেশটা এসেছিল স্বয়ং তার কাছ থেকে। ইভান জেনেভায় আমার অফিসে ফোন করেছিল। খুব অল্প কথায় সে আমাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় যে পেট্রোভ এবার দ্বিতীয় লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হতে পারে।” চেরনভ দম নেবার জন্য থামে। “আবরার আমি তোমার স্ত্রীর একটা ছবি দেখেছিলাম। অসাধারণ সুন্দরী এক মহিলা। আমি দুঃখিত আমরা তাকে অপহরণ করেছি কিন্তু ব্যবসার সাথে তো আর আপোষ করা যায় না।”

গ্লকের বাঁট দিয়ে ইব্রাহিম এবার চেরনভের কপালে গায়ের সব শক্তি দিয়ে আঘাত করলে, চোখের উপরের ক্ষতস্থানের বন্ধ মুখ আবার খুলে যায়।

“পেট্রোভ এখন কোথায়?”

“আমি জানি না।”

ইব্রাহিম এক দৃষ্টিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকে। “ভ্লাদিমির, আমাদের চুক্তির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে।”

“আবরার তুমি ইচ্ছা করলে আমার গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে দেখতে পারো কিন্তু তারপরেও আমি তোমাকে বলতে পারবো না সে কোথায় আছে। আমি জানি না সে কোথায় বাস করে আর সে কখন কোথায় থাকে সেটাও আমি বলতে পারবো না।”

“তুমি তার সাথে কিভাবে যোগাযোগ কর?”

“আমি তার সাথে যোগাযোগ করি না। সে আমার সাথে যোগাযোগ করে।”

“কিভাবে?”

“টেলিফোনে। কিন্তু ভুলেও তাকে অনুসরণ করার কথা ভাবতে যেয়ো না। সে অনবরত ফোন বদল করে আর কখনও বেশিদিন একটা ফোন ব্যবহার করে না।”

“টাকা-পয়সার ব্যাপারে কি কথা হয়েছিল?”

“মস্কোর সেইসব দিনের মতই। মস্কোল আমাকে টাকা দেয়। আমি তাকে তার অংশ বুঝিয়ে দেই।”

“রিজেসী সিকিউরিটির মাধ্যমে তুমি কি টাকা পাচার কর?”

“ইউরোপের লোকেরা এসবের ধার ধারে না। তারা নগদ টাকা দেয়।”

“টাকাটা তুমি কোথায় পৌঁছে দাও?”

“সুইটজারল্যান্ডে আমাদের দু’জনের নামে বেশ কয়েকটা নাম্বারড একাউন্ট রয়েছে। আমি সেফ-ডিপোজিট ব্যাল্সে টাকা রেখে দেই সে তার সময়মত টাকা তুলে নিয়ে যায়।”

“শেষবাব কখন তুমি ব্যাল্সে টাকা রেখেছো?”

চেরনভ কোন কথা বলে না। ইব্রাহিম আগুনের দিকে তাকিয়ে শীতল কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্নটা করে।

“গতকালের আগের দিন আমি জুরিখে পাঁচ মিলিয়ন ইউরো জমা দিয়েছি।”

“কখন?”

“ব্যাংক বন্ধ হবার ঠিক আগে আগে। ব্যাংক যখন খালি থাকে আমি তখনই যাই।”

“ব্যাংকের নামটা কি?”

“বেকার এন্ড ফুহল।”

ইব্রাহিম ব্যাংকটা চেনে। ঠিকানাও জানে। সে ঠিকানাটা জানতে চায় কেবল নিশ্চিত হতে যে চেরনভ মিথ্যা কথা বলছে না। রাশানটা ঠিক ঠিকানাই বলে। ২৬ তালস্ট্রাসে বেকার এন্ড ফুহল অবস্থিত।”

“একাউন্ট নাম্বার?”

“নয়-সাত-তিন-আট-তিন-ছয়-দুই-চার।”

“আবার বল।”

চেরনভ আবার বলে। কোন ভুল হয়না।

“পাসওয়ার্ড?”

“বালজাক।”

“কি কাব্যিক ব্যাপার।”

“পেট্রোভের পছন্দ। সে পড়তে ভালবাসে। আমি নিজে অবশ্য পড়ার সময় পাই না।” রাশান এবার ইব্রাহিমের হাতের পিস্তলের দিকে তাকায়। “আমার মনে হয় আর পাবও না।”

অ্যানেসী হ্রদের উপরে অবস্থিত ভিলায় শেষবারের মত একটা পিস্তলের আওয়াজ শোনা যায়। ইব্রাহিম অবশ্য শব্দটা শুনতে পায়নি। গুলিটা যখন করা হয়, ইব্রাহিম সেই সময়ে ভোরের ধূসর আলোয় উপত্যকার বুক চিরে দ্রুত এগিয়ে চলা রেনল্ট স্টেশন ওয়াগনে খালিদ ওবায়দুল্লাহর পাশে চুপচাপ বসে রয়েছে। তারা হোটেল ব্রিস্টল থেকে সারাহ্ বেনক্রফটকে তুলে নেওয়ার জন্য জেনেভায় কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি করে, তারপরে সোজা জুরিখের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৪৯.

ডাচার সেলারে অবস্থিত কামরাটা বাইরের পৃথিবী থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন না। উঁচুতে এক কোণে শতবর্ষের ঝুলকালিতে ঢাকা পড়া একটা ক্ষুদ্র জানালা রয়েছে এবং বাইরের দিকটা বরফে পুরোপুরি ঢাকা পড়েছে। প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য, যখন সূর্য একটা বিশেষ কোণে অবস্থান করে, বরফ তখন লালচে বর্ণ ধারণ করে এবং কামরার ভিতরটা তখন খুবই আবছা একটা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠে। তারা ভাবে যে সূর্যোদয় হচ্ছে কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না। ইভান তাদের স্বাধীনতার সাথে সাথে সময়ের ধারণাও কেড়ে নিয়েছে।

মরিয়ম আলোকিত প্রতিটি মুহূর্ত প্রাণ ভরে উপভোগ করে যদিও এর ফলে সে বাধ্য হয় গ্রেগরীর ক্ষতবিক্ষত মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে থাকতে। ক্ষতচিহ্ন, কালশিটে, বিকৃতভাবে ফুলে থাকার কারণে মাঝে মাঝে তাকে মানুষ বলে মনেই হয় না। সে তার সাধ্যমত গ্রেগরীর যত্ন নিতে চেষ্টা করে এবং একবার সাহস করে সে ইভানের নিয়োজিত দেহরক্ষীদের কাছে ব্যাভেজ আর ব্যাথা নিবারক ওষুধও চেয়েছে। গ্রেগরীকে তার বর্তমান অবস্থায় আনতে বেচারাদের উপর দিয়ে অনেক ধকল গিয়েছে এবং নতুন বন্দি মলম আর গজ দিয়ে তাদের এত পরিশ্রমের বারোটা বাজাবে সেটা তারা হতে দিতে পারে না।

তাদের হাতে সবসময়ে হাতকড়া আর পায়ে শেকল বাঁধা রয়েছে। তাদের শোবার জন্য কোন রকম বালিশ বা কম্বল দেওয়া হয়নি এমনকি কনকনে শীতের রাতে কোন ধরনের উষ্ণতারও বন্দোবস্ত করা হয়নি। প্রতিদিন দু'বার তাদের সামান্য খাবার দেওয়া হয়— শুকনো রুটি, কয়েক ফালি চর্বিযুক্ত সসেজ, ফ্রিজের কাপে পাতলা লিকারের চা এবং প্রতিদিন দু'বার তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন আর দুর্গন্ধময় টয়লেটে নিয়ে যাওয়া হয়। শীতল কংক্রিটের মেঝেতে পাশাপাশি শুয়ে রাতের পর রাত তারা কাটিয়ে দেয়। প্রথম দিন রাতে, মরিয়ম স্বপ্নে দেখে যে সে তুষারাবৃত বার্চ বনের শেষ না হওয়া বিস্তারে একটা বাচ্চাছোকাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অনেক কষ্টে সে জেগে উঠে চোখ খুলে দেখে গ্রেগরী তার সাধ্যমত তাকে আরাম দেবার চেষ্টা করছে। পরের দিন রাতে নিজের দু'পাশের মাঝে উষ্ণ তরলের একটা ধারা তার ঘুম ভাঙায়। এইবার সে কোন ভাবেই তাকে সান্ত্বনা দিতে পারেনি। সে এইমাত্র ইব্রাহিমের সন্তানতে হারিয়েছে।

ইভানের মাইক্রোফোনের ব্যাপারে সতর্ক থাকার কারণে তারা গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে আলোচনা করে না। অবশেষে তাদের একত্রে অতিবাহিত তৃতীয় দিন আলোর সংক্ষিপ্ত উপস্থিতির সময়ে গ্রেগরী জানতে চায় মরিয়মকে কিভাবে অপহরণ করা হয়েছে। উত্তর দেবার আগে সে এক মুহূর্ত ভাবে, তারপরে সতর্কতার সাথে বাস্তব পরিস্থিতির একটা সংশোধিত ভাষ্য সে তাকে বলে। সে তাকে বলে ইতালির একটা রাস্তা থেকে তাকে অপহরণ করা হয়েছে এবং আরো বলে যে দু'জন তরুণ যাদের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছিল মরিয়মকে রক্ষা করতে গিয়ে মারা গিয়েছে। সে অবশ্য উল্লেখ করতে ভুলে যায় যে তাকে অপহরণ করার আগের তিনদিন সে কোমো হ্রদের কাছে অবস্থিত লজে গ্রেগরীর প্রাক্তন স্ত্রী ইরিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময়ে উপস্থিত ছিল। বা মরিয়ম তাকে বলে না যে সে জানে কিভাবে গ্রেগরীর অপহরণে অংশ নেবার জন্য ইভানের লোকেরা ইরিনাকে প্ররোচিত করেছে। বা এও বলে না যে ইব্রাহিমের দলের সবাই ইরিনাকে এতটাই পছন্দ করেছিল যে ডিব্রিফিং-এর পরে তাকে পুনরায় মস্কো ফেরত পাঠাতে তাদের সবারই খারাপ লেগেছে। মরিয়মের বুক ফেটে যায় গ্রেগরীকে এসব বলার জন্য কিন্তু ইভানও শোনার জন্য কান পেতে রয়েছে ভেবে সে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখে।

গ্রেগরী যখন নিজের বিড়ম্বনার কথা বলে, সে কোনো কিছুই বাদ দেয় না। কয়েক দিন আগেই লোক কোমোতে মরিয়ম যা শুনে এসেছে সেটাই গ্রেগরী তাকে নিজের ভাষ্যে বলে কেবল একটাই পার্থক্য আয়নার অন্যপাশ থেকে দেখেছে। রাশিদুল নামে এক লোকের সাথে দাবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার জন্য সেদিন সে বাসা থেকে বের হয়েছিল। লোকটা এতটাই সমাজতন্ত্রী যে রাশিয়ার দুর্ভাগ্যের জন্য পশ্চিমের উপরে প্রতিশোধ নিতে চায়। সে ওয়াটারসাইড ক্যাফেতে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করার সময়ে খেয়াল করে একজন পুরুষ আর মহিলা তাকে অনুসরণ করছে। সে ধরে নেয় তারা এমআই৫ এর নিযুক্ত প্রহরী আর সে তাই নিরাপদে এগিয়ে যেতে পারে। কয়েক মুহূর্ত পরেই অবশ্য সে মত পরিবর্তন করে যখন আরেক রাশানকে সে হ্যারো রোডে তাকে শ্যাডো করতে দেখে। এরপরেই সে এক ভদ্রমহিলাকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে— যে কষ্টের ভিতরে ছাতা বা মাথায় টুপি না দিয়ে বাইরে বের হয়েছে এবং বুঝতে পারে একেই সে কয়েক মিনিট আগেই দেখেছে। সে ভয় পায় যে সে বোধহয় খুব হতে চলেছে এবং ক্ষণিকের জন্য হ্যারো রোড বরাবর ঝেড়ে একটা দৌড় দেয়ার কথা চিন্তা করে। তারপরে দৃশ্যপটে মার্সিডিজটা এসে উপস্থিত হয়। এবং গাড়ির দরজাটা খুলে যায়...

“আমার প্রাক্তন স্ত্রীর মাথায় যে লোকটা পিস্তল ধরে রেখেছিল আমি তাকে চিনতে পারি। লোকটার নাম পেট্রোভ। এই লোকের সাথে যাদেরই টঙ্কর লেগেছে তাদের

প্রায় সবাই মারা গিয়েছে। আমাকে বলা হয় যে আমি যদি সহযোগিতা করি তাহলে ইরিনা একটা ব্যাতিক্রম হিসেবে বিবেচিত হবে। আমি তাদের কথা অনুযায়ী সব কিছু করি। কিন্তু বন্দি অবস্থায় কয়েকদিন কাটাবার পরে, আমাকে যখন লুবিয়ান্সার সেলারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, একটা যে লোক যে একসময়ে আমার বন্ধু ছিল আমাকে বলে ইরিনা মারা গিয়েছে। সে বলে ইভান তাকে হত্যা করে নামহীন একটা কবরে সমাধিস্থ করেছে। সে বলে এরপরে আমার পালা।”

ঠিক সেই সময়ে বরফের রঙ জানালার উপর থেকে মিলিয়ে যেতে শুরু করে এবং কক্ষটার মাঝে আবার অন্ধকার তার রাজ্যপাটের দখল বুঝে নেয়। মরিয়ম নিরবে কাঁদতে থাকে। সে মরিয়ম হয়ে গ্রেগরীকে বলতে চায় যে তার স্ত্রী এখনও বেঁচে আছে। সে কিছুই বলতে পারে না। ইভান আড়ি পেতে রয়েছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৫০. জুরিখ

শমসের পুরো ব্যাপারটা মিটে যাবার পরে কনরাড বেকারকে ইব্রাহিমের একমাত্র সৌভাগ্যের স্মারক বলে উল্লেখ করে। বাকি সবকিছু ইব্রাহিমকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বা রক্তের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু বেকারের ব্যাপারটা আলাদা। বেকারকে তার কাছে অনেকটা উপহারের আদলে হাজির করা হয়েছে। তার ব্যাংক সুইস অর্থনীতির ক্যাথিড্রালগুলোর একটার ভিতরে পড়ে না যাদের আবছা অবয়বকে প্যারাডেপ্লাটজের উপরে ঝুকে থাকতে বা বাহনহফস্ট্রাসের সাবলীল বঁকেও তাদের দেখা যায় না। এটা একটা ব্যক্তিগত চ্যাপেল, একটা স্থান যেখানে ব্যাঙ্কের ক্লায়েন্টরা অনিয়মিত প্রার্থনা করতে পারে বা গোপনে নিজেদের পাপের কথা স্বীকার করতে পারবে। সুইস আইন অনুযায়ী এইসব ব্যাঙ্ক ডিপোজিটের জন্য অনুরোধ করতে পারবে না। তারা চাইলে নিজেদের ব্যাংক বলতে পারবে কিন্তু তার সেজন্য বাধ্য না। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান কয়েক ডজন অফিসার আর বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে অন্যরা গুটিকয়েকজন দিয়েই কাজ চালিয়ে নেয়। বেকার এন্ড ফুহল দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত। তালস্ট্রাসের একটা নির্জন রুকে পুরান বিষণ্ণ দর্শন অফিস ভবনের নিচতলায় এটা অবস্থিত। প্রবেশ পথে একটা ছোট পিতলের ফলকে নাম লেখা রয়েছে এবং সহজেই চোখ এড়িয়ে যেতে পারে আর কনরাড বেকারের সেটাই অভিপ্রায়। সকাল সাতটার সময়ে প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ভেস্টিবিউলে সে অপেক্ষা করছিল, টাক মাথার ছোটখাট একটা চরিত্র মাটির নিচে দিন কাটাবার কারণে যার ভেতরে একটা বিবর্ণ ভাব ফুটে রয়েছে। বরাবরের মতই আজও তার পরনে বিমর্ষ কালো রঙের স্যুট এবং কফিনবাহকের জামা স্মানানসই ধূসর টাই। তার চোখ, আলো সহ্য করতে পারে না বলে গাড়ি কান্ট্রির একজোড়া চশমার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। সংক্ষিপ্ত কর্মদর্শনের কারণে একটাই বুঝে শুনে অপমান করা।

“কি অনভিপ্রেত একটা চমক। হোর ইব্রাহিম আপনি হুয়াং কি মনে করে জুরিখে এসেছেন?”

“ব্যবসার কারণে।”

“চমৎকার, আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন।”

আর একটাও শব্দ উচ্চারণ না করে লোকটা ঘুরে দাঁড়ায় এবং পুরু কার্পেট দিয়ে মোড়ান প্যাসেজ দিয়ে তাকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। তারা পরিমিত

ভঙ্গিতে সজ্জিত আর প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা অফিস কামরায় প্রবেশ করে। বেকার তার ডেস্কের দিকে মন্থর পায়ে হেঁটে এগিয়ে যায় এবং অনিশ্চিত ভঙ্গিতে এক্সিকিউটিভ লেদার চেয়ারে থিতু হয়ে বসে ভাবখানা এমন যেন এই প্রথমবার সে চেয়ারটায় বসছে। সে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ইব্রাহিমের দিকে তাকিয়ে থাকে তারপরে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ডেস্কের উপরে রাখা ফাইলের পাতা উল্টাতে থাকে।

“হোর শমসের আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে ভবিষ্যতে আমাদের ভিতরে আর কোনো ধরনের যোগাযোগ থাকবে না। আমি চুক্তির আমার অংশ পালন করেছি এবং আমি আশা করবো যে আপনি আপনার অংশ পালন করবেন।”

“কনরাড তোমার সাহায্য আমার প্রয়োজন।”

“আর আপনি ঠিক কি ধরনের সাহায্য আমার কাছ থেকে আশা করছেন, হোর ইব্রাহিম? আপনি কি চান যে গাজা উপত্যকায় হামাস লক্ষ্যবস্তুতে চিরুণি তল্লাশি পরিচালনার সময়ে আমি আপনাকে সহযোগিতা করবো? নাকি আপনি সম্ভবত আশা করছেন আমি ইরানের আণবিক স্থাপনা ধ্বংস করতে আপনাকে সহায়তা করবো?”

“এতটা আবেগপ্রবণ হবার প্রয়োজন নেই।”

“কে আবেগপ্রবণ হয়েছে? আমার কপাল ভাল তাই আমি এখনও বেঁচে আছি।” বেকার তার ছোটছোট হাতের পাঞ্জা ভাঁজ করে সাবধানে ডেস্কের উপরে নামিয়ে রাখে। “আমি শারীরিক আর মানসিকভাবে দুর্বল একজন ব্যক্তি, হোর ইব্রাহিম। আর আমি সেটা স্বীকার করতে মোটেই লজ্জিত নই। বা আমার বলতে লজ্জা নেই যে ভিয়েনায় আপনাব সাথে আমার শেষ অভিযানের কথা আমার কাছে এখনও দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়।”

মরিয়ম অপহৃত হবার পরে এই প্রথম ইব্রাহিম না হেসে পারে না। তার এমন কি এখন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে দণ্ডের এখন পর্যন্ত দক্ষতার সাথে সবচেয়ে বড় ধরনের যে অভ্যুত্থান সম্পন্ন করেছে সেটায় এই ছোটখাট দেখতে সুইস ব্যাংকার কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে: নাজি যুদ্ধাপরাধী এরিখ রাদিককে গ্রেফতার। কৌশলগতভাবে, বেকারের কর্মকাণ্ড সুইটজারল্যান্ডের অলজনিয়াম ব্যাংকিং সংক্রান্ত গোপনীয়তা ভঙ্গ করেছে। বস্তুতপক্ষে রাদিককে গ্রেফতারের ব্যাপারে তার ভূমিকা যদি কখনও ফাঁস হয়, সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে বা কপাল খারাপ হলে সে আর্থিকভাবে ধ্বংসও হতে পারে। এসব কারণে ইব্রাহিম আশাবাদী যে বেকার গ্রহণযোগ্য মাত্রায় প্রতিবাদ জানালেও শেষ পর্যন্ত সহযোগিতা কবতে রাজি হবে। সহযোগিতা না করে তার কোনো উপায় নেই।”

“আমরা জানতে পেরেছি যে আমাদের আগ্রহ রয়েছে এমন একটা নাম্বারড একাউন্টের আপনি অধিকারী। এই একাউন্টের সাথে সম্পৃক্ত একটা সেফ-

ডিপোজিট বক্স অতীব গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা বিষয়ের সাথে জড়িত। ব্যাপারটার সাথে জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না।”

“আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সুইটজারল্যান্ডের ব্যাংকিং আইন অনুসারে আপনার কাছে এই তথ্যটা প্রকাশ করাটা একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।”

ইব্রাহিম গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। “কনরাড, কি দুঃখজনক হবে বিষয়টা।”

“হের ইব্রাহিম, আপনি কি বলতে চাইছেন?”

“কখনও যদি ফাঁস হয়ে যায় যে অতীতে আমরা একসাথে কাজ করেছি।”

“হের ইব্রাহিম, আপনি এখন সস্তা চাঁদাবাজদের মতো আচরণ করছেন।”

“চাঁদাবাজ মানছি কিন্তু সস্তা মোটেই না।”

“আর একজন চাঁদাবাজকে টাকা দেয়ার অর্থই হল সে বারবার আরো বেশি টাকার জন্য ফিরে আসবে।”

“কনরাড আমি কি একাউন্ট নাম্বারটা বলবো?”

“যদি আপনি একান্তই বলতে চান।”

ইব্রাহিম দ্রুত নাম্বারটা আউরে যায়। বেকার সেটা লেখার প্রয়োজনও মনে করে না।

“পাসওয়ার্ড?” সে জানতে চায়।

“বালজাক।”

“আর একাউন্টটা কার নামে?”

“জেনেভার রিজেন্সী সিকিউরিটি সার্ভিসের ভ্লাদিমির চেরনভ। আমরা ঠিক জানি না সে প্রাইমারী একাউন্ট হোল্ডার নাকি কেবল সিগনেটরী।”

ব্যাংকার স্থবির হয়ে বসে থাকে।

“কনরাড তোমার কি রেকর্ড দেখার প্রয়োজন নেই?”

তার আসলেও প্রয়োজন নেই। “ভ্লাদিমির চেরনভ এই একাউন্টের প্রাথমিক নাম। সেফ-ডিপোজিট বাক্স আরো একজন খুলতে পারে।”

আন্তন পেট্রোভের একটা ছবি ইব্রাহিম তার দিকে এগিয়ে দেয়। “এই লোকটা?” বেকার মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

“তার যদি এক্সেস থাকে, আমি ধরে নিতে পারি তোমার কাছে রক্ষিত ফাইলে তার একটা নামও আছে।”

“আমার কাছে একটা নাম আছে। আমি জানি না সেটা সঠিক কিনা...”

“আমি কি নামটা জানতে পারি?”

“সে নিজেকে উলফ বলে পরিচয় দেয়। ওটো উলফ।”

“জার্মান ভাষী?”

“অর্নগল বলতে পারে।”

“বাচনভসি?”

“সে খুব বেশি একটা কথা বলে না কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি ব্যাটা পূর্বদিক থেকে এসেছে।”

“ফাইলে তার কোন ঠিকানা বা টেলিফোন নাম্বার আছে?”

“সেটা আছে। কিন্তু আমার মনে হয় না সেটাও সঠিক?”

“কিন্তু সেফ-ডিপোজিট বাক্সে তুমি তাকে এক্সেস দিতে বাধ্য তাই না?”

বেকার প্রশ্নটার উত্তর দেয় না। ইব্রাহিম ছবিটা সরিয়ে নেয়।

“আমি যতদূর জানি ভ্লাদিমির দুদিন আগে বাক্সে কিছু একটা রেখে গিয়েছে।”

“সঠিকভাবে বললে বলতে হয়, হ্যের চেরনভ দুদিন আগে সেফ-ডিপোজিট বাক্স এক্সেস করেছেন। তিনি সেখানে কিছু রেখেছেন না নিয়ে গিয়েছেন সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। আমরা আমাদের মক্কেলদের ভল্টরুমে অবস্থানের সময় সম্পূর্ণ বিনিমুক্ততা প্রদান করে থাকি।”

“গোপন ক্যামেরার মাধ্যমে আপনি যখন তার উপরে নজর রাখেন সেই সময়টা ছাড়া, অবশ্যই। সে বাক্সে টাকা রেখে গিয়েছে তাই না?”

“সত্যি বলতে টাকার অঙ্কটা বিশাল।”

“সেটা নেওয়ার জন্য উলফ এসেছিল?”

“এখনও না।”

ইব্রাহিমের হৃৎপিণ্ড একটা বিট মিস করে।

“চেরনভ বাক্স ভর্তি করে যাবার পরে সে সাধারণত কতদিন অপেক্ষা করে?”

“আমি তাকে আজকে এখানে আশা করছি। আজ না আসলে আগামীকাল অবশ্যই আসবে। টাকা ফেলে রাখার মতো লোক সে নয়।”

“আমি ভল্ট রুমটা একবার দেখতে চাই।”

“আমার মনে হয় না সেটা সম্ভব।”

“কনরাড এসব ঝামেলা করার মতো সময় আমার হাতে নেই।”

বাইরের দরজাটা ইস্পাতের তৈরি আর সেটায় ক্যাপ্টেনের হুইলের মতো একটা বৃত্তাকার অর্গল সংযুক্ত রয়েছে। ভেতরে আরেকটা দরজা রয়েছে, এটাও ইস্পাতের তৈরি, অভঙ্গুর কাচের তৈরি একটা ছোট জানালা রয়েছে এটায়। বেকার ব্যাখ্যা করে যে বাইরের দরজাটা কেবল রাতের বেলা বন্ধ করা হয়, দৈনিক কার্যসময়ে ভেতরের দরজাটা ব্যবহৃত হয়।

“একজন মক্কেল যখন বাক্স দেখতে চায়, তখনকার নিয়মগুলো আমাকে খুলে বোলো।”

‘তালস্ট্রাসের সদর দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার পরে, একাউন্ট হোল্ডার অভ্যর্থনাকারীর কাছে নাম লেখে। অভ্যর্থনাকারী এরপরে সেই ক্লায়েন্টকে আমার

একান্ত সচিবের কাছে পাঠায়। নাম্বারড একাউন্টের বিষয়টা কেবল আমিই দেখাশোনা করি। ক্লায়েন্টকে অবশ্যই দুটো তথ্য সরবরাহ করতে হবে।”

“নাম্বার আর সেটার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পাসওয়ার্ড?”

বেকার তার টাকমাথা নাড়ে। “বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরোটাই একটা আনুষ্ঠানিকতা কারণ আমি আমার সব মক্কেলদের দেখামাত্র চিনতে পারি। আমি লগবুকে একটা এন্ট্রি দিয়ে তারপরে তাদের সাথে করে ভল্ট রুমে নিয়ে আসি। বাস্তব খুলতে দুটো চাবি প্রয়োজন, একটা আমার আরেকটা মক্কেলের। সাধারণত আমি বাস্তবটা নিয়ে টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখি। আমি এরপরে ভল্ট রুম ত্যাগ করি।”

“আপনি বের হয়ে আসার সময়ে দরজাটা পেছনে বন্ধ করে দেন?”

“অবশ্যই।”

“এবং দরজায় তালা দেন?”

“কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া।”

“আপনি আর ক্লায়েন্ট কি একা ভল্টে প্রবেশ করে থাকেন?”

“কখনও না। আমার সাথে সবসময়ে আমাদের নিয়োজিত নিরাপত্তা রক্ষী থাকে।”

“আপনার সাথে সাথে নিরাপত্তা রক্ষীও কি রুম থেকে বের হয়ে আসে?”

“হ্যাঁ।”

“ক্লায়েন্টের কাজ শেষ হয়ে যাবার পরে কি হয়?”

“গুপ্তকের সুইচে চাপ দিয়ে সে প্রহরীকে ডেকে পাঠায়।”

“তালস্ট্রাসে ছাড়া ব্যাংকে প্রবেশের আর কোনো পথ আছে?”

“একটা সার্ভিস দরজা আছে যেটা দিয়ে পেছনের গলি আর পার্কিং এরিয়ায় যাওয়া যায়। ভবনের অন্য ভাড়াটীদের সাথে ভাগাভাগি করে আমরা জায়গাটা ব্যবহার করে থাকি। পুরো এলাকাটা ভাগ করা রয়েছে।”

ইব্রাহিম তার চারপাশে চকচক করতে থাকা মরিচা নিরোধক ইস্পাতের বাস্তবগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তারপরে বেকারের দিকে তাকায়। কাস্টমারের উজ্জ্বল ফ্লুরোসেন্ট আলো বেকারের চশমার কালো কাঁচে প্রতিফলিত হয়ে তার কুতকুতে কালো চোখ অদৃশ্য করে ফেলেছে।”

“কনরাড তোমার সাহায্য আমার সহযোগিতা আমার প্রয়োজন হবে। বিশাল সহযোগিতা।”

“হ্যের ইব্রাহিম আমি যেহেতু আমার ব্যাংকটা খোঁজাতে চাই না, বলেন আমি আপনার কি খেদমত করতে পারি?”

“তোমার নিরাপত্তা রক্ষী আর একান্ত সচিবকে ডেকে পাঠাও। তাদের আগামী কয়েকদিন ছুটি নিতে বলো।”

“আমি ধরে নিচ্ছি আপনি তাদের বদলে অন্য লোক নিয়োগ দেবেন?”

“কনরাড আমি তোমাকে বিপদে ফেলতে চাই না।”

“আমার পরিচিত এমন কেউ?”

“একান্ত সচিবকে তুমি চিনবে না। কিন্তু তুমি হয়ত নিরাপত্তা রক্ষীর কথা আরেক জনের স্মৃতি থেকে মনে করতে পারবে।”

“আমি ধরে নিচ্ছি আপনি হ্যের ল্যাঙ্গের কথা বলছেন?”

“কনরাড তোমার স্মৃতিশক্তি প্রশংসনীয়।”

“সেটা সত্যি। কিন্তু এটাও সত্যি যে অস্কার ল্যাঙ্গের মত লোকদের সহজে ভোলা যায় না।”

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৫১. জুরিখ

ঘড়িতে আটটা বাজার পরপরই ইব্রাহিম ব্যাংক ত্যাগ করে এবং বাহনহফস্ট্রাসেতে অবস্থিত একটা ব্যস্ত ক্যাফেতে যায়। ক্যাফের পেছনে একটা ছোট টেবিলে, বিষণ্ণ দর্শন সুইস অর্থলগ্নীকারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায়, গাঁদাগাঁদি করে খালিদ ওবায়দুল্লা আর সারাহ্ বেনক্রফটকে বসে থাকতে দেখা যায়। সারাহ্‌র সামনে কফির কাপ; খালিদ নিষ্ঠার সাথে তার সামনে রাখা প্লেটের স্ক্রাম্বলড এগ আর টোস্টের সদ্যবহার করছে। একটা খালি চেয়ারে বসতে বসতে খাবারের গন্ধে ইব্রাহিমের পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠে। বেশ কয়েক দিন পরে আবার তার খাবারের রুচি ফিরে এসেছে।

“আমরা চলে আসার এক ঘণ্টা পরে পরিষ্কার করার লোক এসেছিল,” খালিদ হিব্রতে বিড়বিড় করে বলে। “মৃতদেহগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং তারা এখন পুরো বাড়িটা ভাল করে ঘষামাজা করছে।”

“তাদের ভাল করে বলে দেবে লাশগুলো যেন কখনওই কেউ খুঁজে না পায়। আমি চাই না ইভান জানতে পারুক চেরনভকে ধরাছোয়ার বাইরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।”

“ইভান এসবের কিছুই জানতে পারবে না। এমন কি পেট্রোভের কানেও কিছু যাবে না।” খালিদ টোস্টের উপরে ডিমের একটা স্তূপ রেখে জার্মান থেকে আবার হিব্রতে কথা বলতে শুরু করে, তার কথায় ভেনিসের সামান্য টান খেয়াল করে শুনলে বোঝা যায়। “আমার পুরান বন্ধু হ্যের বেকার কেমন আছে?”

“সে তার শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে।”

“সে কি সাহায্য করতে আগ্রহী?”

“আগ্রহী একটা শক্তিশালী শব্দ, মোট কথা আমাদের কাজ হয়েছে।”

ইব্রাহিম, বেকার এন্ড ফুহল এর ক্লায়েন্টরা কিভাবে সেখানের সেফ-ডিপোজিট ব্যাল্কে জিনিস গচ্ছিত রাখে, জার্মান ভাষায় দ্রুত সেসব নিয়ম ব্যাখ্যা করে। ব্রিফিং শেষ হতে সে ইশারায় ওয়েটারকে ডেকে কক্ষি দিতে বলে। তারপরে সে খালিদের সামনের প্লেট সরিয়ে নেবার জন্য অনুরোধ করে। প্লেটটা সরিয়ে ফেলার আগে খালিদ মরিয়া হয়ে শেষ এক টুকরো টোস্টের কণা ছিনিয়ে নেয়।

“একান্ত সচিবের চাকরিটা তুমি কাকে দিবে বলে ঠিক করেছ?”

“মেয়েটাকে জার্মান, ইংরেজি আর ফরাসিতে অনর্গল কথা বলায় পারদর্শী হতে হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের হাতে কেবল একজন প্রার্থীই আছে।”

খালিদ দ্রুত একবার সারাহর দিকে তাকায়। “তাকে ব্যাংকে পাঠাবার আগে আমার মনে হয় ল্যাঙ্গলীর সাথে আমাদের একবার কথা বলে নেওয়া উচিত।”

“কার্টার আমার দরকারে তাকে যেকোন কাজের দায়িত্ব দেবার কর্তৃত্ব আমাকে দিয়েছে। তাছাড়া গতরাতে জেনেভায় আমি তাকে ইতোমধ্যেই কার্যকরী ভূমিকায় ব্যবহার করেছি।”

“আর তাকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য ক্ষুদ্র প্রেমিকার ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছে। এবার তাকে কেজিবি’র প্রাক্তন এক আততায়ীর আক্ষরিক অর্থেই ঘাড়ের উপরে নিঃশ্বাস ফেলার দায়িত্ব দেবার কথা ভাবছি।”

সারাহ্ এতক্ষণে প্রথমবারের মত কথা বলে। “খালিদ, আমি ব্যাপারটা সামলাতে পারবো।”

“তুমি একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছে। গত গ্রীষ্মে সেইন্ট-ট্রোপেজে তার বাসার ঘটনার পরে ইভানের কাছে তোমার ছবি রয়েছে। আর এটা খুবই সম্ভব যে তার বন্ধু পেট্রোভকে তোমার ছবি দেখিয়েছে।”

“আমি একটা কালো পরচুলা আর কয়েক পদের নকল চমশা নিয়ে এসেছি। আমি সেগুলো পরার পবে আমার নিজেরই নিজেকে চিনতে কষ্ট হয়েছে। যারা আমাকে সামনাসামনি কখনও দেখেনি তাদেরতো আমাকে চেনার প্রশ্নই উঠে না।”

খালিদকে তারপরেও সন্দিহান দেখায়। “ইব্রাহিম আমাদের আরেকটা বিষয় ভেবে দেখতে হবে।”

“সেটা কি?”

“তার অস্ত্র ব্যবহারের দক্ষতা। আরো বিশদভাবে বললে, তার অস্ত্র প্রশিক্ষণের ঘাটতি।”

“আমি তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। তার এজেন্সিও দিয়েছে।”

“না, তুমি কেবল তাকে বেসিক জিনিসগুলো কেবল দেখিয়ে দিয়েছিলে। আর তাব এজেন্সি তাকে সন্ত্রাস প্রতিরোধ কেন্দ্রে ডেস্কে দায়িত্ব নেবার জন্য তৈরি করেছে। ল্যাঙ্গলীতে আজকাল গুলির আওয়াজ খুব একটা শোনা যায় না।”

সারাহ্ বেগতিক দেখে নিজের পিঠ বাঁচাতে যুক্তির অবতারণা করে। “খালিদ, আমি পিস্তল চালাতে পারবো।”

“ডিনা আর রিমোনার মতো কখনও না। তারা দুজনেই সেনাবাহিনী থেকে এসেছে। আর ব্যাংকের ভেতরে পরিস্থিতি নাজুক হয়ে উঠলে...”

“তারা গুলি করতে ইতস্তত করবে না।”

খালিদ কোন উত্তর দেয় না।

“খালিদ, আমিও ইতস্তত করবো না।”

“তুমি সে ব্যাপারে নিশ্চিত?”

“আমি নিশ্চিত।”

ওয়েটার ইব্রাহিমের কফি দিয়ে যায়। খালিদ তার দিকে চিনির একটা প্যাকেট এগিয়ে দেয়।

“আমার মনে হয় আমরা একান্ত সচিবের পদের জন্য প্রার্থী পেয়ে গিয়েছি।”

“তাই নাকি।”

“নিরাপত্তা রক্ষীর দায়িত্ব কাকে দেওয়ার কথা ভেবেছ?”

“ভাষাগত দক্ষতা এক্ষেত্রেও একই: ইংরেজি, ফরাসি আর জার্মান। আর সেই সাথে তাকে একটু দর্শনীয় স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।”

“সেক্ষেত্রে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়: আমি আর তুমি। আর পেট্রোভ যে তোমার চেহারা চেনে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ না থাকায়, ব্যাংকের আশেপাশে তুমি যেতে পারছ না।”

“যদি তুমি না চাও—”

“আমি কাজটা করবো।” খালিদ দ্রুত বলে উঠে। “আমি ব্যাপারটা দেখছি।”

“খালিদ, তুমি আমার চেনা সবচেয়ে শক্তিশালী লোক।”

“রাশিয়ান বিশ্বের সামনে আমি দুঃখপোষ্য শিশু।”

“তার সাথে কর্মমর্দনের ঝামেলায় না গেলেই আর কোন সমস্যা নেই। আর মনে রাখবে, তুমি একলা নও। তুমি যে মুহূর্তে পেট্রোভকে ভল্টে প্রবেশ করতে দেবে, সারাহ্ আমাদের সংকেত দেবে আর আমরা ব্যাংকে প্রবেশ করবো। তুমি আবার দরজা খুলে তাকে বের হয়ে আসবার সুযোগ দিলে, সে একটা ভীড়ের মাঝে নিজেকে দেখতে পাবে।”

“আমরা তাকে কোথায় নিয়ে যাবো?”

“পেছনের দরজা দিয়ে বের করে এনে একটা অপেক্ষমান ভ্যানে^১ আমরা তাকে গন্তব্যে পৌঁছান পর্যন্ত সুবোধ হয়ে থাকতে উৎসাহী করে তুলতে^২ স্বল্পমাত্রায় কোন কিছু দেবো।”

খালিদ হঠাৎ কবে নিজের পোশাকের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠে। ইব্রাহিমের মতো তার পরনেও সোয়েটার আর লেদারের কোট।

“আরেকটু ভদ্রস্থ কাপড়চোপড় আমার দরকার হবে।” সে গালে হাত ঘষে।

“আমাকে শেভও করতে হবে।”

“তুমি বাহ্নহফস্ট্রাসেতে প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করতে পারবে। কিন্তু খালিদ যা করার তাড়াতাড়ি কর আমি চাই না নতুন চাকরির প্রথমদিনই তুমি দেরী করে যাও।”

ঝানু এজেন্টদের ভেতরে একটা কথা প্রচলিত আছে যে দণ্ডের ফিল্ড এজেন্টের জীবন মানে ক্রমাগত ভ্রমণ, বোধবুদ্ধি ভোঁতা করে দেয়ার মত একঘেয়েমি, চরম আতঙ্কের পরম মাত্রায় মাঝে মাঝে যার রেশ কেটে যায়। আর তারপরে আবার অপেক্ষার পালা শুরু হয়। কোন প্লেন বা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা। সংবাদবাহকের জন্য অপেক্ষা। রাতের খুনোখুনির পালা শেষ হতে পরের দিনের সূর্য উঠার জন্য অপেক্ষা। জুরিখে সেফ-ডিপোজিট বাক্সে রক্ষিত পাঁচ মিলিয়ন ইউরো সংগ্রহ করতে আসবে বলে রাশান আততায়ীর জন্য অপেক্ষা। ইব্রাহিমের জন্য অপেক্ষার সময়টা আরও বেশি কষ্টকর কারণ গ্যালারীতে ছবি আঁকার মতো এসময়ে তার ভাবনার মাঝে নানা অবয়ব উঁকি দিতে থাকে। অবয়বগুলো তার স্বাভাবিক ধৈর্যের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। তারা তাকে অস্থির করে তুলে। তারা তাকে আতঙ্কিত করে ফেলে। আর তারা তার নিরাবেগ অভিব্যক্তি দফারফা করে ফেলে যা বাইশ বছরের ইব্রাহিমের মাঝে দেখে শমসের তার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। তাদের ঘৃণা কোরো না, ব্ল্যাক সেন্টেম্বরের সন্ত্রাসীদের সম্বন্ধে শমসের বলেছিল। তাদের কেবল হত্যা করবে, যাতে তারা পুনরায় হত্যা করতে না পারে। ইব্রাহিম তাই করেছে। সে এখনও সেটাই করতে চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। সে ইভানকে ঘৃণা করে। সে ইভানের মত ঘৃণা আর কাউকে কখনও করেনি।

নজরদারির অন্তহীন দিনগুলো অবশ্য ঘটনাবিহীন কাটে না আর বেশিরভাগ সময়ে সেটার মাত্রা হাস্যরসাত্মক। বেকার আর ফুহলে পৌছাবার কয়েক মিনিটের ভিতরে খালিদ যে দুটো ট্রান্সমিটার সেখানে স্থাপন করেছে সে দুটোই হল হাস্যরসের প্রধান উৎস। জুরিখের একটা চাকরিপ্রদানকারী সংস্থা থেকে পাঠান মিস. আইরিন মূর নামে এক আকর্ষণীয় সুন্দরী আমেরিকান হের বেকারের জন্য কফির কাপ নিয়ে তার অফিস কক্ষে প্রবেশ করতে পুরো দলটা কান খাড়া করে অপেক্ষা করে। মিস. মূর সময় নষ্ট না করে হের বেকারের কাছ থেকে ডিকটেশন নিতে আরম্ভ করে। এবং হের বেকারের হয়ে ফোন রিসিভ করে। নিজের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে হের বেকারের সম্ভব অসম্ভব সব প্রশংসা হাসি মুখে শুনে। আর দক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে হের বেকারের সাথে জুরিখসী দেখা যায় এমন একটা রেস্টোরাঁয় ডিনারের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে। হের বেকার আর অস্কার ল্যঙ্গ যখন পুনরায় নিজেদের ভিতরে তাদের পুরাতন পরিচয় ঝালিয়ে নিতে থাকে তখন বাতাসে বিদ্যমান জমাট অস্বস্তি যেন তারা পরিষ্কার শুনতে পায়। হের বেকার যখন হের ল্যঙ্গকে ভল্ট খোলা আর বন্ধ করার বিষয়ে নানা খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা বলে তখনও তারা কান পেতে রাখে। আর সেদিনই বিকেলবেলা তারা শুনতে পায় হের বেকার জেদ্দা থেকে আগত ধনাঢ্য ব্যবসায়ী শেখ আল-হাম্মাদি তার সেফ-ডিপোজিট বাক্সে কিছু রাখতে চাইলে ভল্ট দ্রুত খুলে দিতে ব্যর্থ হওয়ায় হের ল্যঙ্গকে তিরস্কার করেছে। হাতে

আসা সুযোগ নষ্ট না কবে তারা মিস.মুরকে শেখ হাম্মাদির ফাইলের বিষয়বস্তু টুকে রাখতে বলে। তারপরে সাবধানের মার নেই ভেবে শেখ সাহেব ব্যাংক থেকে বের হয়ে যাবার সময়ে তার বেশ কিছু ছবিও তুলে রাখে।

ত্রিশ মিনিট পরে, বেকার এন্ড ফুহল লাইট নিভিয়ে দিয়ে দিনের সমাপ্তি ঘোষণা করে। নিরাপত্তা রক্ষী আর একান্ত সচিব হ্যের বেকারকে শুভরাত্রি জানিয়ে নিজেদের পৃথক গন্তব্যে রওয়ানা হয়, হ্যের ল্যাক্স বামে বারেন্থাসের উদ্দেশ্যে আর মিস. মুর ডানে ব্রেইচওয়েগের দিকে। লাভোনের সাথে রাস্তার পাশে একটা পার্ক করে রাখা গাড়িতে অপেক্ষারত ইব্রাহিম নিজের হতাশা গোপন করতে পারে না। “আমরা আবার আগামীকাল ফিরে আসবো,” লাভোন তার সাধ্যমত সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা কবে বলে। “দরকার হলে তারপরের দিনও যদি প্রয়োজন হয়।” কিন্তু ইব্রাহিমের মতো লাভোনও ভাল করেই জানে তাদের হাতে সময় বড় কম। ইভান কেবল তাদের বাহাত্তর ঘণ্টা সময় দিয়েছে। জুরিখে আর একটা দিন তারা অপেক্ষা করতে পারবে।

ইব্রাহিম তার দলের সবাইকে তাদের নিজনিজ হোটেল কক্ষে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বলে। তার নিজের যদিও ঘুমান প্রয়োজন সে তার নিজের বেলায় নিজের পরামর্শ পালন করার কোন গরজ দেখায় না বরং সন্তর্পণে তালস্ট্রাসে বরাবর পার্ক করে রাখা সার্ভেলেন্স ভ্যানের পেছনে উঠে পড়ে। সেখানে বাকি রাতটা সে একা একা কাটিয়ে দেয়, সে স্থির দৃষ্টিতে বেকার এন্ড ফুহলের প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে থাকে, ইভানের কেজিবি থেকে আগত ভাই, তার প্রেরিত আততায়ীর জন্য অপেক্ষা করে। নব্বই-এর দশকের মস্কোতে তারা যখন একটা অস্থির সময়ের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করছিল যখন আইনের শাসন বলে কিছু অবশিষ্ট ছিল না আর শীর্ষে ওঠার জন্য ইভান তখন হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করতো না ইভানের সেই পুরাতন সময়ের বন্ধু। এমন একটা মানুষের পক্ষেই কেবল জানা সম্ভব ইভান কোথায় নিজের সৃষ্ট রক্তপাতের দাগ লুকিয়ে রেখেছে। কে বলতে পারে? এই লোকটা হয়ত নিজেও সেখানে রক্তপাত ঘটিয়েছে।

পরের দিন সকালবেলা নয়টা বাজার কয়েক মিনিট আগে, সারাহ ম্মার খালিদ কাজে যোগ দিতে এসে পৌছে। ইয়শি ভানে প্রবেশ করে ইব্রাহিমের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেয় এবং আবারও শুরু হয় একঘেয়ে অপেক্ষার পাল্লা। তাকিয়ে থাকা। অপেক্ষা করা। অপেক্ষা করা সবসময়ে... সেদিন বিকেলে চারটার সামান্য পরে ইব্রাহিম নিজেকে মিখায়েলের সাথে একটা ক্যাবোনে বসে প্যারেডপ্লাজার দিকে তাকিয়ে থাকা অবস্থায় আবিষ্কার করে। মিখায়েল ইব্রাহিমকে অনুরোধ করে কিছু মুখে দেবার জন্য। “আর না বলার চেষ্টাও করবে না। তোমাকে একেবারে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। আর তাছাড়া আমরা যখন পেট্রোভকে মোকাবেলা করবো তখন তোমার শক্তি আমাদের দরকার হবে।”

“আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ব্যাটা আসবে না।”

“আর পাঁচ মিলিয়ন ইউরো ফেলে রাখবে? সে আসবে ইব্রাহিম। তাকে আসতেই হবে।”

“তুমি কিভাবে এত নিশ্চিত হচ্ছ?”

“চেরনভ আসতো দিনের শেষবেলায় আর পেট্রোভও আসবে দেখো ঠিক একই সময়ে। দিনেব আলোতে এসব রাশান ঠগীরা কোন কিছু করে না। তারা অন্ধকারের আড়াল পছন্দ করে। আমাব কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো আমি তাদের তোমার চেয়ে ভাল চিনি। এসব বেজন্মার সাথেই আমি বেড়ে উঠেছি।”

জানালার পাশে একটা উঁচু কাউন্টার বরাবর তারা পাশাপাশি বসে রয়েছে। বাইরে ব্যস্ত রাস্তায় মাত্র আলো জ্বলতে শুরু করেছে এবং বাহ্নহোফস্ট্রাসে দিয়ে সর্পিলা গতিতে ট্রামগুলো আসা যাওয়া করে। মিখায়েল আগুল দিয়ে অস্থিরভাবে টেবিলে উদ্বেগের বোল তুলে।

“মিখায়েল, তোমার যন্ত্রসংগীত আমার মাথা ধরিয়ে দিলো।”

“সরি, বস।” তার আগুল স্তব্ধ হয়ে যায়।

“তুমি কোনো কিছু নিয়ে অস্বস্তিবোধ করছ?”

“এক রাশান খুনি তোমার স্ত্রীকে অপহরণের জন্য প্রদেয় পারিশ্রমিক সংগ্রহ করতে আসবে বলে ধরে নিয়ে আমরা অপেক্ষা করছি এটা ছাড়া আর কোনো কিছু আমাদের বিব্রত করছে কিনা? না। ইব্রাহিম, আমি কোন কিছু নিয়েই বিব্রত নই।”

“সারাহকে ব্যাংকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তোমার মনে কোন দ্বিধা কাজ করছে?”

“অবশ্যই না। কাজটার জন্য সেই উপযুক্ত।”

“মিখায়েল আমি তোমাকে কেন এতকিছু জিজ্ঞেস করছি জানো। কারণ আমি চাই আমার কোন সিদ্ধান্ত তোমার পছন্দ না হলে তুমি সেটা নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করবে। আমাদের দলটা এভাবেই সবসময়ে কাজ করে এসেছে। আমরা সবকিছু নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করি।”

“কোন কিছু নিয়ে আমার মনে দ্বন্দ্ব তৈরি হলে আমি সেটা অবশ্যই আলোচনা করতাম।”

“গুনে খুশী হলাম, মিখায়েল কারণ সারাহর সাথে তেঁমের একটা আলাদা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে বলে অনেক কিছু বদলে গিয়েছে ভাবতেই আমার খারাপ লাগতো।” মিখায়েল কোন কথা না বলে কফির কাপে চুমুক দেয়। সময় ক্ষেপণের একটা প্রয়াস।

“ইব্রাহিম একটা কথা বলি, মন দিয়ে শুনবে আশা করি, কিন্তু—”

“কিন্তু কি?”

“আমার ধারণা তুমি রেগে যাবে।”

“কেন?”

“ইব্রাহিম, এসময়ে আমাকে এসব কথা বলতে বাধ্য কোরো না। এটা সময় না।”

“এটাই উপযুক্ত সময়।”

মিখায়েল কফির কাপটা কাউন্টারের উপরে নামিয়ে রাখে। “আল-বাকারি অভিযানের জন্য আমরা যখন সারাহকে মনোনীত করি শুরু থেকেই আমাদের সবার কাছে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে তোমার জন্য তার ভেতরে একটা অনুভূতি কাজ করে। আর সত্যি বলতে—”

“সত্যি বলতে কি?”

“আমরা ভেবেছিলাম তোমার ভেতরেও বোধহয় তার জন্য একই অনুভূতি রয়েছে।”

“সেটা মোটেই সত্যি না। কখনও সত্যি ছিলও না।”

“ঠিক আছে, ইব্রাহিম, তুমি যা বলবে।”

ওয়েটার এসে ইব্রাহিমের সামনে স্যান্ডউইচের প্লেট নামিয়ে রাখে। সে সাথে সাথে প্লেটটা দূরে সরিয়ে দেয়।

“ইব্রাহিম, খেয়ে নাও। তোমাকে খেতে হবে।”

ইব্রাহিম স্যান্ডউইচের একটা কোণা ভেঙে নেয়। “মিখায়েল তুমি কি তার প্রেমে পড়েছ?”

“তুমি কোন উত্তরটা শুনতে চাও?”

“সত্যি কথাটা শুনতেই পছন্দ করবো।”

“হ্যাঁ ইব্রাহিম, আমি তাকে ভীষণ ভালবাসি। অনেক বেশিই ভালবাসি।”

“সেরকম কোন কিছুই অস্তিত্ব নেই। মিখায়েল আমার একটা কথা কেবল মনে রাখবে। তাকে সবসময়ে আগলে রাখবে। আমেরিকায় গিয়ে জীবন শুরু করো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই পেশা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নাও। দেরী হয়ে যাবার আগেই ...”

সে তার ভাবনাটা শেষ করে না। মিখায়েল আবার তার আঙ্গুলে বোল তুলতে আরম্ভ করে।

“তোমার কি মনে হয় ব্যাটা আসবে?”

“সে আসবে।”

“দু’দিন ধরে অপেক্ষা করছি। এই অপেক্ষার পালাটা আমার কাছে অসহ্য লাগছে।”

“মিখায়েল তোমাকে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।”

“তুমি এত নিশ্চিত হয়ে কিভাবে বলছ?”

“বলছি কারণ আন্তন পেট্রোভ এইমাত্র আমাদের অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে গিয়েছে।”

৫২. জুরিখ

তার পরনে কালো বোতামবিহীন টগল কোট, ধূসর স্কার্ফ, তারের-ফ্রেমের বিশাল চশমা আর মাথার চ্যাপ্টা টুপিটা কপালের উপরে টেনে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিস্ময়কর ব্যাপার হল এই স্থূল ছদ্মবেশ ইব্রাহিমকে বাড়তি সুবিধা দান করেছে। হিথরো বিমানবন্দরে ক্রোজসার্কিট ক্যামেরায় তোলা সার্ভেলেন্স ছবিগুলোর দিকে যেখানে চশমা আর ফেডোরা পরিহিত চওড়া চোয়ালের একটা লোকের টুকরো টুকরো ঝলকের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকেছে। সেই লোকটা এখন বেখাপ্পা দর্শন একজোড়া অ্যাটাচি কেস হাতে নিয়ে ক্যাকের সামনের প্যারেডপ্লাজা দিয়ে হেঁটে গিয়েছে। এই লোকটাই সেই লোক যে এখন বাক ঘুরে তালস্ট্রাসের দিকে যাচ্ছে। ইব্রাহিম তার হাতের মাইকটা সাবধানে মুখের কাছে তুলে এনে সারাহ আর খালিদকে সতর্ক করে দিয়ে বলে যে পেট্রোভ ব্যাংকের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। তার কথা বলা শেষ হতে হতে মিখায়েল উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে। ইব্রাহিম টেবিলের উপরে টাকার একটা গোছা রেখে দিয়ে মিখায়েলকে অনুসরণ করে। “তুমি বিল না দিয়ে চলে এসেছ,” সে বলে। “পাওনা পরিশোধ না করে দৌড়ে বের হয়ে আসলে সুইস ভায়ারা আবার দারুণ ক্ষেপে যায়।”

পেট্রোভ ব্যাংকের সামনে দিয়ে দু'বার হেঁটে গিয়ে ব্যাংক বন্ধ হবার ঠিক তিন মিনিট আগে প্রবেশ দ্বারের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়। ক্লায়েন্টের আগমন ঘোষণাকারী গুঞ্জকের বোতামে চাপ দিয়ে সে নিজেকে হোর ওট্টো উলফ বলে পরিচয় দিলে তাকে সাথে সাথে ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। অভ্যর্থনাকারী অনতিবিলম্বে মিস. আইরিন মুরকে, হোর বেকারের অস্থায়ী একান্ত সচিবকে, ফোনে তার উপস্থিতির কথা জানালে ক্লায়েন্টকে তখনই ভিতরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। বাইরে, তালস্ট্রাসের উপরে, দু'জন করে চারজন মানুষ দ্রুত নির্ধারিত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে: ইয়াকভ আর ওসেদ একপ্রান্তে এবং মিখায়েল আর ইব্রাহিম অন্যপ্রান্তে। মিখায়েল আপন মনে গুনগুন করতে থাকে। ইব্রাহিম সেটা শুনতে পায়নি। ইব্রাহিমের সমস্ত মনোযোগ তার কানে সাড়া তোলা কণ্ঠস্বরের প্রতি, সারাহ বেনক্রফটের কণ্ঠস্বর, পৃথিবীর অন্যতম বিপজ্জনক লোকটাকে সে তখন স্বাগত জানাচ্ছে। “হোর উলফ, আপনি অনুগ্রহ করে দাঁড়িয়ে না থেকে আসন

গ্রহণ করেন,” সে চোস্ত জার্মানে কথাগুলো বলে। “হ্যের বেকার কিছুক্ষণের ভেতরেই আপনার সাথে এসে যোগ দেবেন।”

চেয়ারের ঠিক পাশে মেঝের উপরে সে তার হাতে ধরা অ্যাটাচি কেস দুটো নামিয়ে রাখে, কোটের গৌজ আলগা করে এবং চামড়ার দাস্তানা খুলে রাখে। বাম হাতের আঙ্গুলে কোন আংটি দেখা যায় না। ডান হাতের তৃতীয় আঙ্গুলে, যেখানে সাধারণ রাশানরা ওয়েডিং ব্যান্ড পরিধান করে থাকে, সেখানে গাঢ় বর্ণের পাথর বসান একটা ভারী আংটি রয়েছে দেখা যায়। আমেরিকা হলে আংটিটাকে কোন সামরিক ইউনিটের বা শিক্ষাবর্ষের স্মারক আংটি হিসেবে ভুল করা হত। সারাহ তার নির্ধারিত ডেস্কে বসে চেপ্টা করে আংটিটার দিকে না তাকাতো।

“আমি কি আপনার কোটটা রেখে আসবো?”

“না, দরকার নেই।”

“কিছু দিতে বলবো? চা বা কফি?”

সে মাথা নেড়ে নিষেধ করে এবং মাথার টুপি বা কোট না খুলেই বসে থাকে। “তুমি হ্যের বেকারের পুরান একান্ত সচিব না।”

“সে অসুস্থ।”

“আশা করি, মারাত্মক কিছু হয়নি।”

“না, ভাইরাস আক্রমণ।”

“আজকে অনেক লোক দেখছি। আমি এখানে তোমাকে আগে কখনও দেখিনি।”

“আমি অস্থায়ী ভিত্তিতে এসেছি।”

“তুমি স্থানীয় নও।”

“ঠিক ধরেছ, আমেরিকান।”

“তুমি বেশ ভাল জার্মান বলো। হাক্সা সুইস বাচন ভগ্নিও খেয়াল করলে শোনা যায়।”

“আমি যখন ছোট ছিলাম তখন কয়েক বছর এখানকার স্কুলে পড়াশোনা করেছিলাম।”

“কোন স্কুলে?”

নিজের অফিস কামরার দরজায় হ্যের বেকার এসে উপস্থিত হতে সারাহর উত্তর বাধাপ্রাপ্ত হয়। পেট্রোভও উঠে দাঁড়ায়।

“তোমার সেক্রেটারী সুইটজারল্যান্ডে যে স্কুলে পড়েছে আমাকে মাত্র সেটার নাম বলতে যাচ্ছিল।”

“জেনেভার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল।”

“স্কুলটার দারুণ সুনাম রয়েছে।” সে নিজের ডান হাত বাড়িয়ে দেয়। “আপনার সাথে কথা বলে ভাল লাগল, মিস...” তার কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায়।

“মূর।” সারাহ বাড়িয়ে ধরা হাতটা শক্ত করে আকড়ে ধরে। “আইরিন মূর।” পেট্রোভ সারাহর হাত ছেড়ে দিয়ে বেকারের অফিস কক্ষে প্রবেশ করে। ত্রিশ সেকেন্ড পরে, আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে, দু’জন পুনরায় অফিস থেকে বের হয়ে এসে একসাথে ভল্ট রুমের দিকে এগিয়ে যায়। সারাহ তার ডেস্কে রাখা লুকান মাইক্রোফোনে ইব্রাহিমকে খবরটা জানায় এবং বুকে ডেস্কের নিচে রাখা তার হ্যান্ডব্যাগের চেইন খুলে। পিস্তলটা উপরেই রাখা, ব্যারেল নিচের দিকে মুখ করে বাঁটটার উপরের দিক উন্মুক্ত হয়ে আছে। সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে এবং সামনের বাজার বেজে উঠার জন্য অপেক্ষা করে। পেট্রোভের আংটি তার আঙুলের যে স্থানটায় স্পর্শ করেছিল সেই জায়গাটা চুলকাতে শুরু করে। সে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে বলে এসব তার মনের ভুল। তার কিছু হয়নি।

আন্তন পেট্রোভকে সাথে নিয়ে বেকার যখন ভল্ট রুমের সামনে এসে হাজির হয় দেখে খালিদ ওবায়দুল্লা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। হিথরো বিমানবন্দরের সার্ভেলেন্সের তোলা ছবিগুলো রাশান বদমাশটার আকৃতির প্রতি মোটেই সুবিচার করেনি। ব্যাটা ছয় ফিটের উপরে লম্বা, চওড়া কাঁধ আর পেশল শরীরের একটা দানব। তাকে স্পষ্টতই অস্বস্তিতে ভুগতে দেখা যায়। খালিদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে বেকারকে জিজ্ঞেস করে, “নিয়মিত নিরাপত্তা রক্ষীর আজ আবার কি হয়েছে?”

কোনো ধরনের দ্বিধাবোধ না করে ব্যাংকার উত্তর দেয়। “আমরা তাকে বরখাস্ত করেছি। আমি দুঃখিত আমি এর বেশি আর কিছু বলতে অপারগ। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন বিষয়টার সাথে আমার মক্কেলদের বা আপনার সম্পত্তির প্রশ্ন জড়িত নয়।”

“শুনে আশ্বস্ত হলাম।” সে এখনও খালিদের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নেয়নি। “অবশ্য স্বীকার করতেই হবে দারুণ কাকতালীয় একটা ব্যাপার। নতুন একান্ত সচিব এবং নতুন নিরাপত্তা রক্ষী।”

বেকার এবারও দ্রুত উত্তর দেয়। “আমি দুঃখিত কেবল পরিবর্তনই একমাত্র নিয়মিত ব্যাপার সেটা আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।”

খালিদ ভল্ট রুমে প্রবেশের দ্বিতীয় দরজাটা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়। রাশানটা তখনও যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে তার দৃষ্টি ব্যাংকার আর নিরাপত্তা রক্ষীর উপরে অস্থির ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা করছে। পেট্রোভ নিশ্চিতভাবেই কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছে এবং ভেতরে প্রবেশ করার কোনো আগ্রহ দেখায় না। খালিদ ভাবে পাঁচ মিলিয়ন নগদ ইউরো কি তাকে প্ররোচিত করার জন্য যথেষ্ট। উত্তরের জন্য অবশ্য তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না।

“হের বেকার আপনাকে ঝামেলায় ফেলার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু আমি মত পরিবর্তন করেছি। আমি আবার অন্য কোনো সময় আসব।”

বেকারকে দেখে বোঝা যায় সে স্পষ্টতই অবাক হয়েছে। এক মুহূর্তের জন্য, খালিদের ভয় হয় ব্যাটা বোধহয় বাড়াবাড়ি করে ফেলবে আর রাশানকে তার সিদ্ধান্ত আরেকবার বিবেচনা করে দেখার কথা বলে বসবে। বেকার অবশ্য সেসব কিছুই করতে যায় না, সে প্রধান খিদমতগারের মতো কাঠখোঁটা ভঙ্গিতে একপাশে সরে দাঁড়ায় এবং ফিরতি পথের দিকে ইঙ্গিত করে।

“যেমন আপনার অভিরুচি।”

পেট্রোভ খালিদের দিকে সতর্ক চোখে তাকিয়ে থাকে তারপরে ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডোর বরাবর হাঁটতে শুরু করে। খালিদ দ্রুত নিজের সম্ভাব্য করণীয়গুলো বিবেচনা করে দেখতে থাকে। রাশান বদমাশটা যদি কোনমতে একবার ব্যাংকের বাইরে বের হতে পারে তাহলে দলটার সামনে কেবল দুটো পথই তখন খোলা থাকবে: জুরিখের ব্যস্ত রাস্তা থেকে তাকে তুলে নেয়া মোটেই অনুকূল পরিস্থিতি না— অথবা তাকে পরবর্তী গন্তব্য পর্যন্ত অনুসরণ করা। এসব ঝামেলায় না গিয়ে ব্যাটাকে বেকার এন্ড ফুহলের ভেতরেই পেড়ে ফেলতে হবে তার মানে যদি হয় যে তাকে কাজটা একাই করতে হবে তারপরেও।

খালিদের কেবল সামান্য একটা সুবিধা আছে, সেটা হল পেট্রোভ পিঠ ঘুরিয়েছে— আর সেটাই সে গ্রহণ করে। বেকারকে বাম হাতের ঝাপটায় একপাশে সরিয়ে দিয়ে, সে ডান হাত দিয়ে রাশিয়ান আততায়ীর গলায় চাকুর মতো আঘাত করে। সাধারণ লোক হলে এই একটা আঘাতেই মারা যেতো কিন্তু পেট্রোভ সেখানে কেবল হেঁচট খায়। ভারসাম্য ফিরে পেতে, সে তার দুহাতে ধরা অ্যাটাচিকেস ফেলে দিয়ে আর তার বাম হাত কোটের নিচে পৌঁছে যায়। খালিদের মুখোমুখি হবার জন্য যখন সে ঘুরে দাঁড়ায় ততক্ষণে তার পিস্তল বের হয়ে আসছে। খালিদ রাশানটার বাম হাতের কজি ধরে সেটাকে গায়ের সব শক্তি দিয়ে দেয়ালের গায়ে ঠুকে দেয়। তারপরে সে তার মাথা ঘোরায়ে এবং পাগলের মতো তার বাম হাতটা খুঁজতে থাকে। সেটা খুঁজে পেতে অবশ্য খুব একটা কষ্ট হয় না। প্রসারিত আঙ্গুলে খুনি আংটিটা স্পষ্ট দেখা যায় খালিদের গলার লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। খালিদ কজিটা ধরে আটকে রাখে। তুমি মোটেও একলা নও, ইব্রাহিম বলেছিল। শালার পরিকল্পনামাফিক এই জন্যে যদি সে কিছু করতে পারলো।

সারাহ খুব দ্রুত আর পরপর দুটো দুটো আওয়াজ শুনতে পায়: যন্ত্রণায় একটা লোক আতর্জন করতে থাকে তারপরে একটা ভারী ধাতব শব্দ। কয়েক সেকেন্ড পরে সে তৃতীয় আওয়াজটা শুনতে পায়: ইন্টারকমের আওয়াজ। ইব্রাহিম অন্যদের নিয়ে

ব্যাংকের প্রবেশপথের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের ভেতরে প্রবেশ করতে আর ভল্ট রুমে পৌছাতে কমপক্ষে ত্রিশ সেকেন্ড সময় লাগবে। এই ত্রিশ সেকেন্ড খালিদকে একাকী পেশাদার রুশ আততায়ীর হাত থেকে বেঁচে থাকার লড়াই করতে হবে।

খালিদ আমি মোটেই ইতস্তত করবো না।

তুমি এই ব্যাপারে নিশ্চিত?

আমি নিশ্চিত।

সারাহ বুকে ডেস্কের নিচে রাখা হ্যান্ডব্যাগ থেকে পিস্তলটা টেনে বের করে। প্রথম রাউন্ড চেম্বারে প্রবেশ করানর ফাঁকে সে উঠে দাঁড়ায় এবং করিডোর দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে।

তৃতীয় রিঙের সময় অভ্যর্থনাকারী অবশেষে উত্তর দেয়।

“আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?”

“আমার নাম হেইনরিক কিভার। হ্যের বেকার আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।”

“একটু অপেক্ষা করেন।”

অপেক্ষার মুহূর্ত যেন শেষ হতে চায় না।

“হ্যের কিভার?”

“হ্যা?”

“আমি দুগ্ধিত হ্যের বেকারের ফোন কেউ ধরছে না। আপনি অনুগ্রহ করে একটু অপেক্ষা করবেন?”

“আমরা কি ভিতরে ঢুকে অপেক্ষা করতে পারি? বাইরে বেশ ঠাণ্ডা।”

“আমি দুগ্ধিত সেটা ব্যাংকের নীতি বহির্ভূত। আমি নিশ্চিত হ্যের বেকার কিছুক্ষণের ভিতরেই আপনার সাথে দেখা করবেন।”

“ধন্যবাদ।”

ইব্রাহিম মিখায়েলের দিকে আড়চোখে তাকায়। “আমার ধারণা ভিতরে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে।”

“আমরা এখন কি করবো?”

“জুরিখ ব্যাংকে জোর করে প্রবেশ করার কোনো সুযোগ জানা না থাকলে অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় দেখছি না আপাতত।”

ভল্টের দিকে এগিয়ে যাওয়া করিডোরে প্রবেশের পরে সারাহ চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখে তার জন্য অস্ত্র ব্যবহারের নিবিড় প্রশিক্ষণ কোনো কাজে আসতো না: এক সুইস ব্যাংকার আতঙ্কে সিটিয়ে রয়েছে, দু'জন বিশালদেহী মানুষ পরস্পরকে

দি ডিফেক্টর

খুন করার আন্তরিক অভিপ্রায়ে মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত। খালিদ দেয়ালের সাথে পেট্রোভকে আটকে ফেলে রুশ আততায়ীর হাত দুটো নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। পেট্রোভের বাম হাতে একটা পিস্তল দেখা যায়। তার ডান হাতে কিছু নেই, কিন্তু আঙ্গুলগুলো প্রসারিত কবে হাতের থাবার আকৃতি বৃদ্ধি করে সে চেষ্টা করছে খালিদের গলা আকড়ে ধরতে।

আংটিটা!

স্টাইলাসের একটা স্পর্শই চূড়ান্ত পরিণতি ডেকে আনবে। একটা স্পর্শ আর খালিদের ভবলীলা কয়েক মিনিটে সাজ হবে।

পিস্তল ধরা অবস্থায় দু'হাত প্রসারিত করে সে ব্যাংকারকে এড়িয়ে যায় এবং যুদ্ধমান দুই লোকের দিকে এগোতে থাকে। পেট্রোভ সাথে সাথে তার এগিয়ে আসাটা খেয়াল করে এবং বাম হাতে ধরা পিস্তল তার দিকে তাক করতে চেষ্টা করে। খালিদ দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে রুশ আততায়ীর হাত মুচড়ে সেটা দেয়ালের গায়ে ঠেসে ধরে যাতে ব্যারেলটার মুখ ছাদের দিকে নিশানা খোঁজে।

“সারাহ ব্যাটাকে গুলি করো! গুলি করো, হা করে কেবল দাঁড়িয়ে থেকো না!”

সারাহ সামনের দিকে দুই পা এগিয়ে গিয়ে হাতের পিস্তলটা পেট্রোভের বাম কোমড়ে চেপে ধরে। খালিদ আমি ইতস্তত করবো না... সে করেও না। এক মুহূর্তের জন্যও না। গুলি রুশটার কোমড়ের হাড় গুড়িয়ে দিতে তার পা দুমড়ে যেতে চায়। তার বাম হাত অবশ্য তখনও পিস্তলটা কোনমতে ধরে থাকে। ডান হাত খালিদের গলা লক্ষ্য করে ছোবল দিতে চায়।

“সারাহ আবার! আবার গুলি করো!”

সারাহ এবার পেট্রোভের বাম কাঁধে পিস্তলটা ঠেসে ধরে এবং ট্রিগারে চাপ দেয়। রুশটার বাম হাত নেতিয়ে পড়তে সে এবার দ্রুত তার হাতের পিস্তলটা ছিনিয়ে নেয়। খালিদ নিজের ডান হাত মুক্ত করতে পেরেই সেটা মুঠো করে এবং পেট্রোভের মুখে স্নেজহামারের মতো তিনবার আঘাত করে। শেষ দুটো অপ্রয়োজনীয় বলে পরে প্রতিয়মান হয়। প্রথম আঘাতের পরেই রুশ আততায়ীর পা তার দেহের ভার নিতে অস্বীকার করে।

৫৩. বারজেন, সুইজারল্যান্ড

জার্মান সীমান্ত থেকে তিন মাইল দূরে, একটা সংকীর্ণ গাছ কাটার উপত্যকার, ছোট শহর বারজেন অবস্থিত, সুইজারল্যান্ডের উত্তরপ্রান্তের শেষ শহর হবার কারণে শহরটার একটা বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। এক গ্যাস স্টেশন আর শহর অতিক্রমকারী পর্যটকদের ভীড়ে সবসময় জমজমাট। একটা ছোট মার্কেট ছাড়া এখানে আর কিছু নেই। মার্কেটের বাইরের পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে থাকা একটা অডিতে অপেক্ষারত দু'জনকে কেউ খেয়াল করেছে বলে মনে হয় না। অপেক্ষারত একজনের মাথার চুল হালকা হয়ে এসেছে আর হাতে ধরা একটা কাগজের কাপ থেকে সে কফি পা, করছে। আরেকজনের চোখের রং পাল্লার মতো সবুজ এবং সামনের মোটরগুয়ে দিয়ে চলাচলকারী গাড়ির স্রোতের দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে, সাদা আলো মানে জুরিখ আর লাল আলো মানে জার্মান সীমান্ত। অপেক্ষা করা...সবসময়ে অপেক্ষা করা... গ্লেন বা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা। সংবাদ বহনকারীর জন্য অপেক্ষা। রাতের হত্যাকাণ্ডের পরে সূর্যোদয়ের অপেক্ষা। এবং এখন আহত এক রুশ আততায়ীকে বহনকারী একটা ভ্যানের জন্য অপেক্ষা।

“ব্যাংকের ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে খোলামকুচির মতো টাকা খরচ হবে,” এলি লাভোন বলে।

“বেকার ব্যাপারটা চেপে রাখবে। চেপে না গিয়ে তার কোন পথও নেই।”

“সে যদি ধামাচাপা দিতে না পারে?”

“তাহলে আমরা পরে ফিরে এসে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করবো।”

“একটাই আশার কথা সুইসরা শেষ পর্যন্ত সভ্য পৃথিবীর সাথে যোগ দিয়েছে এবং সীমান্ত ফাঁড়িগুলো সরিয়ে ফেলেছে। পুরান দিনের কথা মনে আছে, ইব্রাহিম? আসা যাবার পথে তারা কি বিরক্ত করতো।”

“এলি, আমার সব মনে আছে।”

“আমি বলতে পারবো না কতবার এমন হয়েছে যে আমি গাড়িতে বসে আছি আর সুইস ছেলেগুলো আমার গাড়ি তোলপাড় করে কি যেন খুঁজছে। আজকাল তারা তোমার দিকে ঠিকমত ফিরেও তাকায় না। তিনদিনে এটা আমাদের চতুর্থ রুশ কিন্তু কেউ কিছু আঁচও করতে পারেনি।”

“আমরা এক হিসেবে তাদের উপকারই করছি।”

“এভাবে যদি আমরা উপকার করতে থাকি তাহলে সুইজারল্যান্ড অচিরেই রুশ শূন্য হয়ে পড়বে।”

“আমি ঠিক সেটাই বলতে চাইছি।”

ঠিক সেই সময়ে একটা ভ্যান পার্কিং লটে প্রবেশ করে। ইব্রাহিম অডি থেকে নেমে ভ্যানের দিকে এগিয়ে যায়। পেছনের দরজা ঠেলে সরিয়ে সে ভেতরের মেঝেতে সারাহ আর খালিদকে বসে থাকতে দেখে। তাদের মাঝে একটা স্ট্রোচারে পেট্রোভকে শোয়ান।

“কি অবস্থা তার?”

“এখনও অচেতন।”

“পালস?”

“ঠিক আছে।”

“রক্তক্ষরণ কেমন?”

“খুব বেশি হচ্ছে না। সারাহর গুলি বোধহয় তার শিরা পুড়িয়ে দিয়েছে।”

“জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে কিং সল বুলেভার্ড থেকে একজন ডাক্তার পাঠান হচ্ছে। সে কি ততক্ষণ টিকে থাকবে?”

“সে ভালই থাকবে।” খালিদ একটা ছোট প্লাস্টিকের ব্যাগ ইব্রাহিমের দিকে এগিয়ে দেয়। “এখানে তোমার জন্য একটা স্মারক রয়েছে।”

ব্যাগটার ভেতরে পেট্রোভের আংটিটা রয়েছে। ইব্রাহিম সতর্কতার সাথে ব্যাগটা কোর্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখে এবং সারাহকে ভ্যান থেকে নেমে আসতে ইঙ্গিত করে। সে তাকে অডির পেছনের সীটে বসতে সাহায্য করে তারপরে নিজে স্টিয়ারিং এর পেছনে বসে। পাঁচ মিনিট পরে, দুটো গাড়িকেই নিরাপদে অদৃশ্য সীমান্ত রেখা অতিক্রম করে উত্তর জার্মানির দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। সারাহ গাড়িতে আরো কিছুক্ষণ নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। তারপরে সে আস্তে করে মাথাটা জানালার কাঁচে হেলান দিয়ে ফোঁপাতে আরম্ভ করে।

“সারাহ তুমি ঠিক কাজই করেছ। তুমি খালিদের জীবন বাঁচিয়েছ।”

“আমি জীবনেও কাউকে কখনও গুলি করিনি।”

“সত্যি?”

“ইব্রাহিম, ফাজলামো কোরো না। আমার খুব খারাপ লাগছে।”

“বেশিক্ষণ খারাপ লাগবে না, দেখে নিও।”

“কতক্ষণ?”

“একটা সময়ে আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।”

“আমার মনে হচ্ছে আমি অসুস্থ হয়ে পড়বো।”

“আমি কি গাড়ি থামাবো?”

“না, সেটা না করলেও চলবে।”

“তুমি নিশ্চিত।”

“আমি জানি না।”

“আমি তাহলে এমনই গাড়িটা একটু থামাই।”

“তোমার বোধহয় তাই করা উচিত।”

ইব্রাহিম রাস্তার একপাশে গাড়িটা থামায় এবং সারাহর দেহ কুকড়ে যেতে তার দিকে এগিয়ে যায়।

“ইব্রাহিম আমি তোমার জন্য কাজটা করেছি।”

“সারাহ, আমি জানি।”

“আমি মরিয়মের জন্য কথা ভেবে কোন দ্বিধা করিনি।”

“আমি জানি।”

“আর কতক্ষণ আমার এমন খারাপ লাগবে?”

“বেশিক্ষণ না।”

“কতক্ষণ ইব্রাহিম সত্যি করে বলো।”

সারাহ আবার কাঁপতে শুরু করতে সে পরম মমতায় তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়।
বেশিক্ষণ না, সে মনে মনে ভাবে। এসো আজীবন অশান্তি ভোগ করি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

চতুর্থ পর্ব: পুনরুত্থানের সোপান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৫৪. জার্মানির উত্তরাঞ্চল

প্রতিটি সেফ হাউজের পেছনে একটা গল্প রয়েছে। কোন সেলসম্যান যে বাইরে গাইরেই থাকে আর কদাচিত বাসায় আসে। বড়লোক দম্পতি যারা এক জায়গায় বেশিদিন বসবাস করে না। অভিযান প্রিয় কোন ব্যক্তি যে ছবি তোলার নেশায় দূরদূরান্তের এলাকায় ভ্রমণ কবে। প্রতিবেশী আর বাড়ির মালিককে এসব গল্পই বলা হয়। এসব মিথ্যাই মধ্যরাতে পকেটে চাবি নিয়ে স্বল্প-সময়ের বাসিন্দা আর অতিথিদের আগমনের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে।

ডেনিশ সীমান্তের কাছে অবস্থিত ভিলারও একটা গল্প আছে, যদিও গল্পের খানিকটা অংশ সত্যি বটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে রোজনথাল নামে এক পরিবার ভিলাটার মালিক ছিল। হলোকাস্টে পরিবারের একটা অল্পবয়সী মেয়ে ছাড়া বাকি সবাই মারা যায়, ১৯৫০ দশকের মাঝামাঝি ইসরায়েলে অভিবাসন করার পরে সে তার পারিবারিক ভিলাটা দপ্তরকে উইল মারফত দান করে। সাইট ২২এক্সবি নামে পরিচিত ভিলাটা দপ্তরের তাবদ সম্পত্তির ভিতরে সবচেয়ে মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত গুরুত্বপূর্ণ আর সংবেদনশীল অভিযানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্য এটা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। ইব্রাহিমের বিশ্বাস দুটো গুলির আঘাত আর মাথা ভর্তি গোপন তথ্য গিজগিজ করতে থাকা রুশ আততায়ীর ব্যাপারটা দুটো শর্তই পূরণ করে। দপ্তরও তাব সাথে একমত হয়। তারা তাকে ভিলার চাবি দেয় আর ভাড়ার যাতে পরিপূর্ণ থাকে সেটা নিশ্চিত করে।

পশ্চিম জাটল্যান্ডের ধূ ধূ সমভূমির মাঝে একটা মেঠোপথ থেকে একশ গজ ভেতরে নিঃসঙ্গ ভবনটা অবস্থিত। সময়ের আচড় বেশ ভালই স্পষ্ট। দেয়ালো বেশ ভালই ময়লা জমেছে, জানালার শাটার ভাঙা আর রঙ না করার কারণে ফাটল ধরেছে এবং উত্তরের সাগর থেকে ধেয়ে আসা বড় কোন ঝড়ের সময়ে ছাদ থেকে পানি চুইয়ে পড়ে। ভেতরেও একই অবস্থা: ধূলো আর মাকড়সার জাল, ঘরগুলো ভালমত গোছান নেই আর মাস্কাতার আমলের আসবাবপত্র আর উপকরণ।

কক্ষগুলো ঘুরে বেড়ান ইব্রাহিম আর লাভোনের জন্য অনেকটা অতীতে ফিরে যাবার মতো। দপ্তরের পুরান লোকদের কাছে প্রান্তিক শমসের নামে পরিচিত বাসাটা অপারেশন ইস্তবরের অভিষাপের সময় পরিকল্পনা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। অনেক মানুষের ভাগ্য এখানে নির্ধারিত হয়েছে তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। দোতলার একটা কক্ষে লাভোন আর ইব্রাহিম থাকতো। তখনকার মত

এখনও পাশাপাশি দুটো সিঙ্গেল খাট আর মাঝে একটা নাইটস্ট্যান্ড ছাড়া ঘরটায় আর কিছু নেই। ইব্রাহিম এসে ঘরটার দরজার সামনে দাঁড়াতে তার স্মৃতিতে একটা দৃশ্য ভেসে উঠে: অন্ধকারে হস্তারক আর প্রহরী জেগে রয়েছে একজন ক্লাস্তির কারণে আর অন্যজন চোখের সামনে ভাসতে থাকা রক্তাক্ত দৃশ্যপটের জন্য জেগে থাকে। খালি বাসাটায় রক্ষিত প্রাচীন ট্রান্সজিস্টর রেডিওটা আজও টেবিলের উপরে রাখা আছে। বাইরের পৃথিবীর সাথে তাদের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের খবর, অবমাননায় আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ বা গ্রীষ্মের রাতে তাদের জন্য সংগীতের মূর্ছনা রেডিওটা বাজিয়ে শোনায়। সাধারণ মানুষ যেমন সঙ্গীত পছন্দ করে। অরি শমসেরের পক্ষে সন্ত্রাসীদের যারা হত্যা করে না তারা যে সঙ্গীত পছন্দ করে।

ইব্রাহিম তার পুরান বিছানায় নিজের ব্যাগটা ছুড়ে দেয়— জানালার পাশে অবস্থিত বিছানাটা এবং সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা সেলারের দিকে হাঁটা দেয়। পাথরের নগ্ন মেঝেতে আস্তন পেট্রোভের দেহটা চিৎ করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। খালিদ, ইয়াকভ আর মিখায়েল তার চারপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার হাত আর পা এখনও বাঁধা যদিও তার যে শারীরিক অবস্থা তাতে সেটার খুব একটা দরকার নেই। পেট্রোভের ত্বক রক্তপাতের কারণে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, কপাল ঘামে ভেজা আর খালিদ তার চোয়ালে যেখানে ঘুষি মেরেছিল সেখানটা ফুলে বিকৃত হয়ে আছে। রুশটার জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা প্রয়োজন। সে কথা বললেই সেটা পাবে। ইব্রাহিম তার কোমর আর কাঁধের গুলি দুটো বের করেনি যাতে তারা তার দেহকে সেপসিসে বিষাক্ত করে তুলতে পারে। মৃত্যু হবে ধীর, যন্ত্রণাদায়ক আর ঘোরের ভিতরে। এমন মৃত্যুই তার প্রাপ্য এবং ইব্রাহিম তাকে সেটা দিতেই বেশি আগ্রহী। সে হাটু ভেঙে রুশটার পাশে বসে এবং জার্মানে কথা বলে।

“আমার মনে হয় এটা তোমার।”

সে নিজের পকেট থেকে প্লাস্টিকের ব্যাগটা বের করে খালিদ সুইস স্টাইল স্টোকে তাকে যেটা দিয়েছিল। পেট্রোভের আংটিটা এখনও ভেতরে রয়েছে। ইব্রাহিম আংটিটা বের করে আর পাথরটা শক্ত কবে চেপে ধরে। আংটিটার নিচে থেকে একটা ছোট স্টাইলাস বের হয় গ্রামোফোনের পিনের চেয়ে যেটা বড় হবে না। ইব্রাহিম সেটা পরীক্ষা করে দেখার ভাণ করে তারপরে হঠাৎ সেটা পেট্রোভের মুখের কাছে নিয়ে আসে। রুশটা ভয়ে গুটিয়ে যায়, পাগলের মতো মাথা নাড়তে থাকে।

“আস্তন কি হয়েছে? এটা কেবল একটা আংটি।”
ইব্রাহিম আস্তনের গলার নরম ত্বকের আরো কাছে সেটা নিয়ে আসে। রুশটা এখন আতঙ্কে কাঁপছে। ইব্রাহিম আবার পাথরটা চাপ দেয় আর সুইটো নিরাপদে আংটির ভেতবে ঢুকে যায়। সে আংটিটা ব্যাগে ঢুকিয়ে সেটা খালিদের হাতে দেয়।

“পূর্ণ প্রকাশের স্বার্থে আমরা এমন উপকরণ নিয়ে কাজ করেছি। কিন্তু তোমাকে সত্যি কথাটা জানিয়ে রাখি, আমি কখনও বিশ্বের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম না। তোমার মতো নীচ লোকদের পক্ষেই সেটা সম্ভব, আস্তন। আমি হত্যা করার জন্য সবসময়ে এটা পছন্দ করেছি।”

সে কোমর থেকে .৪৫ ক্যালিবারের গুলকটা বের করে এবং সেটা পেট্রোভের মুখের দিকে তাক করে। ব্যারেলের শেষ প্রান্তে সাইলেন্সার লাগান নেই আর এখানে সেটার প্রয়োজনও নেই।

“আস্তন, এক মিটার। এভাবেই আমি খুন করতে পছন্দ করি। এক মিটার দূরত্বে। কারণ আমি তাহলে আমার শত্রুর চোখ দেখতে পাই সে মারা যাবার আগে। ভিশায়া মেরা: শান্তির সর্বোচ্চ মাত্রা।” ইব্রাহিম পিস্তলের ব্যারেলটা রুশের চিবুকে ছোঁয়ায়। “নিশানাবিহীন একটা সমাধি। চেনার অযোগ্য একটা লাশ।”

ইব্রাহিম পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে পেট্রোভের শার্টের সামনের অংশটা খুলে ফেলে। কাঁধের ক্ষতটার অবস্থা ভাল না: হাড়ের টুকরো, কাপড়ে কণা দেখা যায়। কোন সন্দেহ নেই কোমরেরও একই অবস্থা। ইব্রাহিম শার্টটা বন্ধ করে এবং সরাসরি পেট্রোভের চোখের দিকে তাকায়।

“তুমি এখানে এসেছ কারণ তোমার বন্ধু ভ্লাদিমির চেরনভ তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাকে আমাদের আঘাত করতে হয়নি। বস্তুতপক্ষে তাকে কোন ধরনের হুমকিও দিতে হয়নি। আমরা তাকে কিছু টাকা দিয়েছি আর বিনিময়ে আমরা যা জানতে চাই সে সবকিছু আমাদের বলেছে। আস্তন এবার তোমার পালা। তুমি যদি সহযোগিতা কর তোমাকে চিকিৎসা সুবিধা দেওয়া হবে আর ভাল আচরণ করা হবে। যদি অন্য রকম ইচ্ছা থাকে...”

ইব্রাহিম ব্যারেলটা আবার তার কাঁধের কাছে নিয়ে এসে ক্ষতস্থানে রেখে মোচড় দেয়। আস্তনের চিৎকার সেলারের পাথুরে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তোলে। রুশটা অজ্ঞান হয়ে যাবার আগেই অবশ্য ইব্রাহিম পিস্তলের ব্যারেলটা সরিয়ে নেয়।

“আস্তন আমরা পরস্পরকে বুঝতে পেরেছি?”

রুশটা পাগলের মতো মাথা নাড়ে।

“আমি যদি তোমার সামনে বেশিক্ষণ থাকি তাহলে তোমাকে আমি খালি হাতেই পিটিয়ে মেরে ফেলবো।” সে খালিদের দিকে তাকায়। “জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্বটা আমি আমার বন্ধুকে দিয়ে যাচ্ছি। জুরিখে তুমি যেহেতু তাকে খুন করতে চেষ্টা করেছিলে, সেটাই ভাল হবে। তোমার কি মনে হয় আস্তন?”

রুশটা কোন কথা বলে না।

ইব্রাহিম উঠে দাঁড়ায় এবং আর একটাও কথা না বলে উপরে উঠে আসে। বসার ঘরে দলের বাকি সদস্যরা ক্লাস্তির নানা মাত্রায় কাঁহিল হয়ে বসে রয়েছে। দলের

নতুন সদস্যের উপরে তার সাথে সাথে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, পেট্রোভের ক্ষতস্থানের চিকিৎসার জন্য কিং সল বুলেভার্ড থেকে যে ডাক্তারকে পাঠান হয়েছে। দণ্ডের ভাষায় তাকে বলা হয় সায়ান, স্বেচ্ছাসেবক সাহায্যকারী। ইব্রাহিম তাকে চিনতে পারে। প্যারিসে বসবাসকারী এক ইহুদি যে একবার ইব্রাহিমের হাতের আঘাতের চিকিৎসা করেছিল।

“রোগীর কি অবস্থা?” ডাক্তার ফরাসিতে জানতে চায়।

“সে মোটেই কোন রোগী নয়,” ইব্রাহিম একই ভাষায় উত্তর দেয়। “সে কেজিবির একটা গুন্ডা।”

“তারপবেও সে একজন মানুষ।”

“তার সাথে তোমার দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমি বিষয়টা নিয়ে কোনো ধরনের মন্তব্য করতে চাই না।”

“সেটা কখন সম্ভব?”

“আমি ঠিক বলতে পারছি না।”

“আমাকে ক্ষতস্থানের বর্ণনা দাও।”

ইব্রাহিম বর্ণনা দেয়।

“কতক্ষণ আগে আঘাত করা হয়েছে?”

ইব্রাহিম তার হাতঘড়ির দিকে তাকায়। “প্রায় আট ঘন্টা আগে।”

“বুলেটগুলো বের করতে হবে, নতুবা—”

“আমি যখন বলবো তখনই বুলেটগুলো বের করা হবে।”

“মসিয়ে, আমি একটা শপথ নিয়েছি। আমি তোমার হয়ে কাজ করছি বলে আমি সেই শপথের বরখেলাপ করতে পারি না।”

“আমিও একটা শপথ নিয়েছি। আর আজ রাতে আমার শপথ তোমার শপথের উপরে প্রাধান্য লাভ করবে।”

ইব্রাহিম ঘুরে দাঁড়িয়ে উপরের তলায় নিজের ঘরের দিকে রওয়ানা দেয়। সে বিছানায় টানটান হয়ে শোয় কিন্তু প্রতিবারই চোখ বন্ধ করার সাথে সাথে সে কেবল রক্ত দেখতে পায়। নিজের ভাবনা থেকে ছবিগুলো দূর করতে ব্যর্থ হয়ে সে হাত বাড়িয়ে পরিচিত রেডিওর ডায়াল ঘুরায়। উগ্র কণ্ঠের এক জার্মান মহিলা তাকে গুড সন্ধ্যা জানায় এবং খবর পড়তে শুরু করে। চ্যাম্পেল রাশিয়া আর ইউরোপের ভিতরে আলোচনা আর সহযোগিতার নতুন যুগ শুরু করার প্রস্তাব দিয়েছেন। মস্কোতে আসন্ন জি-আট সম্মেলনে তিনি তার প্রস্তাব বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

ভোরের দিকে জুর কমার মতো, পেট্রোভ ভাঙতে শুরু করে। সত্যের পথে সে অবশ্য সরাসরি হেঁটে যায় না, অবশ্য ইব্রাহিম সেটা তার কাছ থেকে আশাও

করেনি। সে তাদের বিভ্রান্তির কানাগলি আর প্রতারণার বন্ধগলিতে পরিচালিত করতে চেষ্টা করে। এবং সে যদিও কেবল টাকার বিনিময়ে কাজ করে তারপরেও সে রাশিয়ান আর সেখানে তার পৃষ্ঠপোষক, ইভান কারকভের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা থেকে বিরত থাকতে আশ্রয় চেষ্টা করে। পুরোটা সময় খালিদ কঠোর কিন্তু ধৈর্য ধারণ করে। বাড়তি যত্ন বা হুমকি দেওয়া এই পরিস্থিতিতে অর্থহীন। পেট্রোভ ইতোমধ্যেই যথেষ্ট যত্ন সহ্য করেছে। তারা কেবল তাকে সংজ্ঞাহীন হওয়া থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে। দুটো বুলেটের ক্ষত আর ভাঙা চোয়াল বাকি কাজ করে।

অবশেষে ক্লাস্তি আর সংক্রমণের আক্রমণে পর্যুদস্ত রুশ আততায়ী হাল ছেড়ে দেয়। সে তাদের বলে মস্কোর উত্তরপূর্ব দিকে ভ্রাদিমিরস্কায়া ওবলাস্টে একটা ডাচা আছে। ডাচাটা নির্জন, সুরক্ষিত আর গোপন স্থানে অবস্থিত। সেখানে চারটা ঝর্ণা এসে একটা বিশাল জলাভূমির সৃষ্টি করেছে। সেখানে একটা বিশাল বার্চ গাছের বনাঞ্চল রয়েছে। ইভানের কারাগার এখানেই অবস্থিত। পৃথিবীর বুকে ইভানের সৃষ্ট নরক। সাধারণ বাণিজ্যিক সফটওয়্যার ব্যবহার করেই খালিদ ভূখন্ডটা চিহ্নিত করতে পারে। পেট্রোভের বর্ণনার সাথে স্ক্রীনের ইমেজটা পুরোপুরি মিলে যায়। সে ডাক্তারকে ডেকে পাঠিয়ে উপরে উঠে আসে ইব্রাহিমকে ব্রিফ করার জন্য।

গোড়ালি আড়াআড়িভাবে রেখে, গলার নিচে দুহাতের আঙ্গুল পরস্পরকে আকড়ে ধরা অবস্থায় সে অন্ধকারে শুয়েছিল। খবরটা শুনে সে তড়িৎ উঠে বসে এবং পা মাটিতে নামিয়ে আনে। তারপরে সে তার নিরাপদ পিডিএ ব্যবহার করে পৃথিবীর তিনপ্রান্তে তিনটি নিরাপদ ফ্ল্যাশ ট্রান্সমিশন প্রেরণ করে: কিং সল বুলেভার্ড, টমাস হাউজ আর ল্যান্সলী। সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা পরে সে একা হ্যামবুর্গের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। দুপুর দুইটায় সে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইট ৯৬৯ এ আরোহন করে এবং বিকেল ৩:১৫ মিনিটে তাকে এমআই৫ এর একটা সিডানের পেছনের সিটে বসা অবস্থায় লন্ডনের কেন্দ্র অভিমুখে এগিয়ে যেতে দেখা যায়।

৫৫. মেফেয়ার, লন্ডন

৯/১১ এর আক্রমণের পরবর্তী অন্ধকার দিনগুলোতে এসভেনর স্কয়ারে অবস্থিত আমেরিকান দূতাবাসকে রূপান্তরিত করে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটা চক্ষুশূলে পরিণত করা হয়েছিল। ভবনটার পুরো পরিধি জুড়ে রাতারাতি ব্যারিকেড আর ব্লাস্টওয়ালের একটা বিন্যাস গজিয়ে উঠে আর লন্ডনবাসীরা চরম বিরক্তির সাথে লক্ষ্য করে দূতাবাসের দেয়াল বরাবর একদা ব্যস্ত সড়ক পাকাপোক্তভাবে গাড়ি চলাচলের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু জনগণের চোখের আড়ালে আরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়, যার ভিতরে অন্যতম স্কয়ারের অনেক নিচে সিআইএ'র একটা বর্ধিতাংশ নির্মাণ। ল্যান্ডলীতে অবস্থিত গ্লোবাল অপস সেন্টারের সাথে সংযুক্ত বর্ধিতাংশটা মধ্যপ্রাচ্য আর ইউরোপে অভিযান পরিচালনার অগ্রগামী নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে এবং এতটাই গোপন যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মন্ত্রী আর নিরাপত্তা কর্মকর্তা ছাড়া আর কেউ এর অস্তিত্বের কথাই জানে না। গত গ্রীষ্মকালে একবার পরিদর্শনে এসে গ্রাহাম সিম্যুর এমআই৫ আর এমআই৬ এর প্রাথমিক অপস ক্রমের আকৃতি খর্ব করা হয়েছে দেখে বেশ বিমর্ষ বোধ করেছিল। সে ভাবে আমেরিকানদের ভাবসাবই আলাদা। ইসলামি সন্তাসবাদের হুমকির মুখোমুখি হয়ে ব্যাটারা নিজেদের জন্য একটা গর্ত খুঁড়ে সেটা উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন খেলনা ভর্তি করেছে। আর বসে ভাবছে কেন তারা লড়াইয়ে হারছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আটটার পরপরই সিম্যুর পৌছায় আর সাথে সাথে তাকে পথ দেখিয়ে “ফিসবোলে” নিয়ে আসা হয় শব্দনিরোধক কাঁচে আবৃত দেয়ালের একটা নিরাপদ সম্মেলন কক্ষ। টেবিলের এক পাশে অরি শমসের আর ইব্রাহিম বসে রয়েছে; কামরার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যাড্রিয়ান কার্টার, তার হাতে একটা লেজার পয়েন্টার। আমেরিকার গোয়েন্দা উপগ্রহের তোলা একটা ছবি প্রজেকশন স্ক্রীনে দেখা যায় যেখানে রাশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের ভূপ্রকৃতি ফুটে উঠেছে। সেখানে ক্রেমলিনের ট্রিনিটি টাওয়ার থেকে ঠিক একশ আঠাশ মাইল উল্টর-পূর্ব দিকে একটা ছোট ডাচা দেখা যায়। ডাচাটার বাইরে পার্ক কক্ষ দুটো রেঞ্চ রোভারের উপরে কার্টারের লাল বিন্দু সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গাড়ি দুটোর পাশে দুজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

“আমাদের ফটো বিশ্লেষকদের ধারণা ডাচার পেছনের অংশে আরও নিরাপত্তা রক্ষী রয়েছে”— লাল বিন্দুটা তিনবার আন্দোলিত হয়— “এখানে, এখানে আর এখানে।

তারা আরও বলেছে যে গাড়িগুলো আসা যাওয়ার ভিতরে রয়েছে। দুদিন আগে পুরো এলাকায় কয়েক ইঞ্চি তুষারপাত হয়েছে। কিন্তু এই ছবিতে নতুন টায়ারের ছাপ দেখা যাচ্ছে।”

“ছবিটা কখন তোলা হয়েছে?”

“দুপুরবেলা। বিশেষক দূরদিকেই গমনকারী টায়ারের নিশানা দেখতে পেয়েছে।”

“প্রহরী পরিবর্তন?”

“আমারও তাই মনে হয়। বা বাড়তি প্রহরী নিয়োগ।”

“যোগাযোগ ব্যবস্থার কি অবস্থা?”

“ডাচাটা ইলেকট্রিফায়েড কিন্তু এনএসআই সেখানে কোন ল্যান্ডলাইন টেলিফোন সনাক্ত করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। তারা নিশ্চিত সেখান থেকে স্যাট ফোন ব্যবহৃত হচ্ছে। তারা নিয়মিত সেলুলার ট্রান্সমিশনও সনাক্ত করছে।”

“তারা কি সেগুলোতে আড়ি পাততে পারবে?”

“আপাতত সে চেষ্টাই করা হচ্ছে?”

“সম্পত্তিটা সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানতে পেরেছি?”

“মস্কোতে অবস্থিত একটা হোল্ডিং কোম্পানি এটা নিয়ন্ত্রণ করছে।”

“আর হোল্ডিং কোম্পানি কার নিয়ন্ত্রণে?”

“তোমার কি মনে হয়?”

“ইভান কারকভ?”

সে আর বলতে, “কার্টার বলে।

“সে জমিটা কবে কিনেছে?”

“নক্সইয়ের গোড়ার দিকে, সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের ঠিক পরপরই।”

“মস্কো থেকে একশ মাইল দূরে জলাভূমি আর বার্চবন কি মনে করে ইভান কিনতে যাবে?”

“সে সম্ভবত নামমাত্র মূল্যে জমিটা পেয়েছিল।”

“সে ততদিনেই কুমীরের মতো ধনী। এত জমি থাকতে এখানে কেন?”

“সিআইএ আর এনএসএ’র অনেক ক্ষমতা থাকতে পারে কিন্তু ইব্রাহিম ইভানের মনে কথা পড়াটা তাদের সাধের বাইরে।”

“সম্পত্তিটা কত বড়?”

“কয়েকশ একর।”

“সে এখানে কি করছে?”

“আপাতদৃষ্টিতে কিছুই না।”

ইব্রাহিম আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং ক্রীনের কাছে হেঁটে যায়। সে ক্রীনের সামনে নিরবে দাঁড়িয়ে থাকে, হাত খুঁতনিতে রাখা, মাথাটা একদিকে কাত করা অনেকটা

যেন ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ডাচা থেকে দুইশ গজ দূরে জঙ্গলের একটা অংশের দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে। পুরো বনটা যদিও বরফাবৃত, উপর থেকে তোলা ছবিতে তিনটা সমান্তরাল খন্দের উপস্থিতি ঠিকই নজরে পড়ে টপোগ্রাফিতে, প্রত্যেকটার মোটামুটি একই দৈর্ঘ্য। খন্দ তিনটা এতটাই বিন্যস্ত যে কোনমতেই প্রাকৃতিকভাবে তাদের সৃষ্টি হয়নি। কার্টার ইব্রাহিমের পরবর্তী প্রশ্নটা ঠিকই আঁচ করতে পারে।

“খন্দগুলোর প্রকৃতি বিশ্লেষকরা এখনও নির্ণয় করতে পারেনি। আপাতত ধারণা করা হচ্ছে কোন ধরনের নির্মাণ প্রকল্প হতে পারে। তারা আরো কিছু একই ধরনের খন্দ কাছেই দেখতে পেয়েছে।”

“কোন ছবি আছে?”

কার্টার কনসোলার একটা বোতাম চাপ দেয়। পরবর্তী ছবিতে বার্চ গাছের নিচে প্রায় ঢাকা পড়া আরও তিনটা সমান্তরাল খন্দ ফুটে উঠে। ইব্রাহিম শমসেরের দিকে অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তারপরে নিজের আসনে ফিরে আসে। কার্টার নিজের লেজার পয়েন্টার বন্ধ করে সেটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখে।

“যানবাহন আর অগণিত প্রহরীদের উপস্থিতি থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার ডাচাতে গুরুত্বপূর্ণ কেউ অবস্থান করছে। হতে পারে গ্রেগরী আর মরিয়ম সেখানে আছে...” কার্টার কথা শেষ না করেই থেমে যায়। “আমার মনে হয় নিশ্চিত ভাবে জানতে হলে আমাদের মাটিতে চোখ দিতে হবে। প্রশ্নটা হল তুমি একজন রুশ আততায়ী আর ওস্তাদ অপহরণকারীর কথার উপর নির্ভর করে সেখানে আদৌ যেতে চাও কিনা?” কার্টারের দৃষ্টি সবার মুখের উপরে পর্যায়ক্রমে ঘুরতে থাকে। “পেট্রোভকে তোমরা এত দ্রুত কিভাবে গর্ত থেকে বের করলে সে ব্যাপারে আমার মনে হয় না তোমরা কেউ আরেকটু বিষদভাবে বর্ণনা করবে?”

প্রশ্নটা নিরবতার একটা দেয়ালে মুখ খুবড়ে পড়ে। কার্টার ইব্রাহিমের দিকে তাকায়।

“আমি কি ধরে নেব যে সারাহ কোন ধরনের অপরাধ সংঘটনে অংশ নিয়েছিল?”

“বেশ কয়েকটা আসলে।”

“সে এখন কোথায়?”

“আমি এই মুহূর্তে সেটা বলতে তোমাকে বাধ্য নই।”

“আমি ধবে নিচ্ছি সে পেট্রোভের সাথে আছে।”

ইব্রাহিম সম্মতি জানায়।

“আমি তাকে ফিরে পেতে চাই। আমি পেট্রোভকেও চাই— যখন তাকে আব তোমার প্রয়োজন হবে না। সে হয়ত আমাকে কয়েকটা অমীমাংসিত তদন্ত সমাপ্ত করতে সহযোগিতা করতে পারবে।”

কর্তার আবার স্যাটেলাইটের প্রেরিত ছবির দিকে তাকায়। “আমার মনে হয় তোমার সামনে দুটো পথ খোলা আছে। প্রথমত, ক্রেমলিনে গিয়ে রুশ প্রেসিডেন্টকে ইভানের সম্পৃক্ততার প্রমাণ দেখিয়ে তাকে হস্তক্ষেপ করতে রাজি করান।”

শমসের প্রশ্নটার উত্তর দেয়। “রাশানরা বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদের সাহায্য করার কোন অভিপ্রায় তাদের নেই। আর তাছাড়া ক্রেমলিনে সাহায্যের জন্য যাওয়া আর ইভানের কাছে যাওয়া একই কথা। আমরা যদি বিষয়টা রাশান প্রেসিডেন্টকে জানাই—”

“রাশান প্রেসিডেন্ট বিষয়টা ইভানকে জানাবে।” ইব্রাহিম কথার মাঝে বলে উঠে। “আর ইভান আমার স্ত্রী আর শ্রেণীর স্রোত পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে ফেলবে।”

কর্তার মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করে। “আমার ধারণা আমাদের সামনে কেবল দ্বিতীয় পথটাই তাহলে খোলা থাকছে: রাশিয়ায় গিয়ে নিজে তাদের নিয়ে আসবে। সত্যি কথা বলতে প্রেসিডেন্ট আর আমি ধারণা করেছি তুমি এটাই পছন্দ করবে। আর তিনি তোমাকে বেশ ভাল ধরনের সাহায্য করতে আগ্রহী।”

শমসের দুটো শব্দ উচ্চারণ করে। “কাচোল ভ’লাভান।”

কর্তার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে। “অরি, মার্জনা করবে। তোমার মতোই আমি অনেকগুলো ভাষাতেই কথা বলতে পারি কিন্তু মুশকিল হল হিব্রু তার ভেতর পড়ে না।”

“কাচোল ভ’লাভান,” ইব্রাহিম পুনরাবৃত্তি করে। “কথাটার মানে ‘নীল আর সাদা’ ইসরায়েলের পতাকার রং। কিন্তু অরি শমসেরের মত ডায়নোসরদের কাছে এর মানে আরো অনেক কিছু। যার মানে আমরা নিজেরাই নিজেদের কাজ সামলাতে পারি এবং আমাদের নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যদের সাহায্যের উপরে নির্ভর করি না।”

‘এই সমস্যাটা কিন্তু সত্যিই তোমাদের নিজেদের তৈরি করা না?’ ইব্রাহিম ইভানের নামেলায় জড়িয়েছিল কারণ আমরা তোমাদের অনুরোধ করেছিলাম। প্রেসিডেন্ট মনে করেন যা ঘটেছে তার জন্য আমাদের উপরে কিছুটা হলেও দায়িত্ব বর্তায়। আর প্রেসিডেন্ট নিজের বন্ধুদের খেয়াল রাখতে পছন্দ করেন।”

প্রেসিডেন্ট কি ধরনের সাহায্যের কথা বলছেন?”

সঙ্গত কারণে আমরা তোমাদের মূল উদ্ধার কার্জের ব্যাপারে কোন ধরনের সাহায্য করতে পারবো না। আমেরিকা আর রাশিয়া এখনও কয়েক হাজার আণবিক সাইল যেহেতু পরস্পরের দিকে তাক করছে তাই রাশিয়ার মাটিতে আমরা রস্পেরের সাথে বন্দুক যুদ্ধে লিপ্ত হই ব্যাপারটা ঠিক দৃষ্টিনন্দন কোন দৃশ্যের বতারণা করবে না। কিন্তু আমরা তোমাদের অন্যভাবে সাহায্য করতে পারি। যার

শুরু হতে পারে যে আমরা তোমাকে রাশিয়ায় এমনভাবে পৌঁছে দিতে পারি যে তোমাকে লুবিয়ান্সের সেলারে ফিরে যেতে হয় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে না।”

“এবং?”

“আমরা তোমাকে আবার সেখান থেকে একইভাবে বের করে আনতেও পারবো। অবশ্যই সাথে সদ্য মুক্তি লাভ করা বন্দিরাও তখন থাকবে।”

“কিভাবে?”

কার্টার টেবিলের উপরে একটা আমেরিকান পাসপোর্ট বের করে রাখে। পাসপোর্টটা নীল রঙের বদলে লালচে রঙের আর সেটার উপরে সরকারী শব্দটা ছাপা রয়েছে।

“ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টের একধাপ নিচের পাসপোর্ট এটা। তুমি হয়ত পরিপূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে না কিন্তু রাশানরা তোমাকে ধরার আগে নিশ্চিতভাবেই দ্বিতীয়বার ভাবতে বাধ্য হবে।”

ইব্রাহিম পাসপোর্টটা খুলে। ভেতরে তথ্যের পাতা খালি কোন ছবি নেই, কেবল একটা নাম: অ্যারন ডেভিস।

“মি.ডেভিস কি করেন?”

“হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাডভান্স অফিসে সে কাজ করে। আর তুমি তো জানই জরুরি জি-আট সম্মেলনে যোগ দিতে প্রেসিডেন্ট বৃহস্পতি আর শুক্রবার মস্কোতে থাকবেন। হোয়াইট হাউস অ্যাডভান্স দলের প্রায় সব সদস্যই ইতোমধ্যে সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। আমি দলে শেষ মুহূর্তে আরেকজন সদস্য বৃদ্ধির বন্দোবস্ত করেছি।”

“অ্যারন ডেভিস?”

কার্টার মাথা নাড়ে।

“সে কিভাবে সেখানে পৌঁছাবে?”

“গাড়ি বিমানে।”

“ঠিক বুঝতে পারলাম না।”

“সি-১৭ গ্লোবমাস্টার যেটাতে করে প্রেসিডেন্টের লিমোজিন নিয়ে যাওয়া হবে সেটার অনানুষ্ঠানিক নাম। সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের একটা বিশাল দলও বিমানটা বহন করবে। আয়ারল্যান্ডের শ্যাননে রিফুয়েলিং এর সময়ে অ্যারন ডেভিস বিমানে আরোহন করবে। ছয় ঘণ্টা পরে সে শেরেমেতাইয়েভো বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। আমেরিকান দূতাবাসের একটা গাড়ি সেখান থেকে তাকে হোটেল মেট্রোপলে নিয়ে যাবে।”

“আর বের হয়ে আসবার পথ?”

“বিপরীত দিকে একই রুটে। শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা, সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে রাশান প্রেসিডেন্ট একটা আনুষ্ঠানিক ভোজসভার আয়োজন করবেন। প্রেসিডেন্ট

ভোজনসভা শেষে তার প্রতিনিধি দলের অবশিষ্টাংশ এবং সফররত হোয়াইট হাউস প্রেস সদস্যদের সাথে করে ওয়াশিংটন ফিরে আসবেন। মেট্রোপল থেকে বাস ছাড়বে ঠিক রাত দশটার সময়। তারা সোজা শেরেমেতইয়েভোর টারম্যাকে গিয়ে সেখান থেকে গেনে উঠবে। মরিয়ম আর গ্রেগরীর জন্য আমরা ভূয়া পাসপোর্ট তৈরি রাখবো যদি প্রয়োজন পড়ে সেজন্য। কিন্তু বাস্তবতা হল রাশানরা সম্ভবত পাসপোর্ট দেখতেও চাইবে না।”

“আমি মস্কো পৌঁছাব কখন?”

“সকাল চারটার সামান্য পরেই গাড়িবহনকারী বিমানটা শেরেমেতইয়েভোর অবতরণ করবে। আমার হিসেবে অনুযায়ী তুমি রাশিয়ার মাটিতে বিয়াল্লিশ ঘণ্টা সময় পাবে। মরিয়ম আর গ্রেগরীকে ঐ ডাচা থেকে কোনভাবে বের করে শুক্রবার রাত দশটার আগে হোটেল মেট্রোপলে পৌঁছাবে।”

“ইভানের অস্ত্রধারীদের হাতে খুন বা গ্রেফতার না হয়ে।”

“আমি এই ব্যাপারে তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারছি না। তোমার অবশ্য আরো একটা সমস্যা রয়েছে যার সমাধান আগে করতে হবে। ইভানের প্রেরিত দূত আগামীকাল দুপুরে প্যারিসে তাদের দাবীর ব্যাপারে তোমার কাছে একটা উত্তর আশা করছে। তুমি যদি তাকে সময়সীমা কয়েকদিন পিছিয়ে দেবার জন্য রাজি করতে না পারো...”

কার্টার নিজের ভাবনাটা শেষ করার সাহস পায় না। ইব্রাহিমই তার হয়ে সেটা করে দেয়।

“পুরো আলোচনাটাই অ্যাকাডেমিক।”

“আমি সেটা জানি।”

গাছের আড়ালে ডাচার ছবির দিকে ইব্রাহিম তাকিয়ে থাকে। তারপরে দেয়ালে সাজান টাইম জোনের ঘড়ির দিকে তাকায়। তারপরে সে চোখ বন্ধ করে। এবং সবকিছু চোখের সামনে দেখতে পায়।

ক্যানভাসের উপরে তৈলরঙে তিনতোরেরস্তোর আঁকা একটা বিশাল তৈলচিত্রের পর্যায়ক্রমের মতো মনে হয়। ভেনিসে একটা ছোট গির্জার মূল অংশে তৈলচিত্রগুলো পাশাপাশি সাজান রয়েছে এবং হলুদ বার্গিশে ধুলো জমে কালো হয়ে পড়েছে। ইব্রাহিম তার ভাবনায় ধীরে ধীরে ছবিগুলো অতিক্রম করে মরিয়ম তার পাশে, কনুইয়ের উপরে তার স্তনের মৃদু চাপ অনুভব করে। তার লম্বা চুল ইব্রাহিমের ঘাড়ের পাশে আলতো করে ছুয়ে যায়। কার্টারের সহযোগিতা সত্ত্বেও মরিয়ম আর গ্রেগরীকে ডাচা থেকে জীবন্ত বের আনা একটা দুঃস্বপ্ন বলে প্রতীয়মান হবে। ইভান তার নিজের ঘরের সুবিধায় তাকে মোকাবেলা করবে। সব সুবিধা তার পক্ষে কাজ

ড্যানিয়েল সিলভা

করবে। ইব্রাহিম যদি না কোনভাবে পুরো পরিস্থিতিটা উল্টে দিতে পারে তবেই...
বিভ্রান্তির একটা কুয়াশা...

ইব্রাহিম ইভানকে অপ্রস্তুত করে তুলবে। হামলার সময়ে ইভানকে অন্য কোনো কিছু নিয়ে ব্যস্ত রাখতে হবে। এবং তার চেয়েও বড় কথা আগামী চারদিন ইভানকে রাজি করাতে হবে সে যেন মরিয়ম আর গ্রেগরীকে হত্যা না করে। আর সেটার জন্য কার্টারের কাছে শেষ আরেকটা সহযোগিতা তার দরকার হবে। আসলে একটা না দুটো।

সে চোখ পিটপিট কবে ভেনিসের দৃশ্য মুছে ফেলে এবং পুনরায় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকার ডাচার দিকে তাকায়। হ্যাঁ, সে আবার ভাবে কার্টারের কাছে সে দুটো জিনিস চাইবে কিন্তু সে দুটো দেবার মালিক কার্টার না। কেবল একজন মা তাদের সমর্পণ করতে পারবে। আর তাই কার্টারের বরাভয়ে সে বর্ধিত ভবনের একটা জনশূন্য কক্ষে প্রবেশ করে আলতো করে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। অ্যাডিরোনডেক পর্বতে অবস্থিত লজটার নাম্বারে সে ডায়াল করে। এবং সে ইলেনা কারকভকে অনুরোধ করে তার একান্ত আপন দুটো জিনিস সে তাকে ধার দিতে পারবে কিনা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৫৬. প্যারিস

ঘটনার অব্যবহিত পরে, এই মাত্রার ঘটনার সংঘটিত হলে অনিবার্য যে পোস্টমর্টেম আর পূর্ণবিন্যাসের সময়ে একটা বিষয়ে প্রবলভাবে আলোচিত হয় এমন একটা ঘটনার জন্য দায়ী চরিত্রগুলো কারা। অংশগ্রহণকারী একজনের কাছে তার মন্তব্য জানতে চাওয়া হয়নি অবশ্য জানতে চাওয়া হলেও সে কিছুই বলতো না। লোকটা এমনিতেও কম কথা বলে আর এমন একটা লোক যে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতেই পছন্দ করে। তাব নাম রামি আর একটা জাতীয় সম্পদকে আগলে রাখার দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে, মেমুনেহ। গত বিশ বছর ধরে রামি বুড়ো লোকটার পাশে রয়েছে। সে শমসেরের আরেক ছেলে, যে বাসায় থাকে ইব্রাহিম আর খালিদ যখন বিশ্বব্যাপী বীরের খেতাবে দৌড়ে বেড়ায়। সেই বুড়ো লোকটা সিগারেটের বাস্কের খেয়াল রাখে আর তার জিপ্সোতে ফুয়েল ভরে রাখে। তিবেরিয়াসের বারান্দায় বসে সে রাতের পর রাত বুড়ো লোকটার অসংখ্যবার বলা গল্প শুনে ভান করে যেন সেটা প্রথমবারের মতো শুনছে। আর সেই বুড়ো লোকটার ঠিক বিশ পা পেছনে থেকে পরের দিন বিকেল চারটার সময় প্যারিসে জারডিন ডেস তুলেরিসে প্রবেশ করে।

সেগেই করোভিনের ঠিক যেখানে অপেক্ষা করার কথা সেখানেই শমসের তাকে দেখতে পায়, জেউ ডি পউমের কাছে একটা কাঠের বেঞ্চি শিরদাড়া সোজা করে বসে অপেক্ষা করছে। সে তার ওভারকোটের নিচে একটা ভারী উলের স্কার্ফ পরে আছে এবং এমন একটা সিগারেটের মোথা তার হাতে ধরা যা তার জাতীয়তার ব্যাপারে কোন সংশয়ের অবকাশ রাখেনি। শমসের তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সে নিজের বামহাত ধীরে ধীরে তুলে হাতঘড়ির দিকে তাকায়।

“অরি, তোমার দু’মিনিট দেবী হয়েছে। তোমার কাছে এটা অপেক্ষাশীল।”

“হেঁটে আসতে গিয়ে আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি সময় লেগেছে।”

“বুল শিট।” করোভিন তার হাত নামিয়ে নেয়। “তোমার জানা উচিত ধৈর্য। ইভান ধৈর্যের জন্য খুব একটা বিখ্যাত না। আর সেজন্যই সে প্রথম চীফ ডিরেকটরেটের অধীনে কখনও কাজ করতে চায়নি। এসকিগনাজের জন্য তার মেজাজকে বরাবরই উচ্চও বলে ধরে নেয়া হয়েছে। আমরা তাকে পঞ্চম ডিরেকটরেটে বদলী করতে বাধ্য হই যেখানে তার মেজাজ ভাল কাজে ব্যবহৃত হবে।”

“মানে তুমি বলতে চাইছ মাথা ফাটাতে?”

করোভিন অস্পষ্ট ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাকায়। “কাউকে না কাউকে তো কাজটা করতে হবে।”

“তার বাবা নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে আশাহত হয়েছিল।”

“ইভান? সে ছিল একমাত্র সন্তান। তাকে... প্রচণ্ড আদরে মানুষ করা হয়েছে।”

“সেটা দেখাই যাচ্ছে।”

শমসের তার ওভারকোটের পকেট থেকে রূপালি রঙের একটা কেস বের করে এবং সময় নিয়ে সিগারেট জ্বালায়। করোভিন বিরক্ত হয়ে আরেকবার আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে তাকায়।

“অরি, আমার বোধহয় একটা বিষয় তোমার পরিষ্কার বলে দেওয়া উচিত। আমাদের দেওয়া শেষ সময়সীমা অনেক বেশি হাইপোথেটিক্যাল। ইভান আমার কাছ থেকে খবর শোনার আশা করে আছে। সে যদি অচিরেই কোন খবর না পায় তাহলে সমূহ সম্ভাবনা আছে তোমার এজেন্টকে মাথার পেছনে একটা বুলেটের গর্ত নিয়ে কোথায় কেউ খুঁজে পাবে।”

“সের্গেই নিতান্ত আহাম্মকি হবে ব্যাপারটা। তুমি ভাল করেই জানো সে যদি আমার এজেন্টকে হত্যা করে তাহলে সে নিজের সন্তানদের ফিরে পাবার একমাত্র সুযোগটাও হারাবে।”

করোভিন ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে শমসেরের দিকে তাকায়। “অরি, তুমি কি বললে? তুমি কি বলতে চাইছ আমেরিকানরা ইভানের ছেলেমেয়েদের রাশিয়ায় ফেরত পাঠাতে সম্মত হয়েছে?”

“না, সের্গেই আমেরিকানরা না। ইলেনার নিজের সিদ্ধান্ত। তুমি হয়ত বুঝতে পারবে, সিদ্ধান্তটা নিতে তার প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছে কিন্তু সে তার স্বামীর কারণে আরও রক্তপাত হোক সেটা চায় না।” শমসের চুপ করে দম নেবার জন্য। “আর সে তার ছেলেমেয়েদের খুব ভাল করেই জানে তারা যে মুহূর্তে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পারবে সেই মুহূর্তে রাশিয়া ত্যাগ করে তার কাছে ফিরে আসবে।”

বয়সের কারণে করোভিন আজকাল আর নিজের মনের ভাব গোপন রাখতে পারে না। প্যারিসের বিকেলে সে একরাশ ধোঁয়া উগরে দেয় এবং সদ্য শোনা খবরটার কারণে নিজের বিস্ময় একেবারেই গোপন করতে পারে না।

“সের্গেই কি হয়েছে? তুমি আমাকে বলেছিলে ইভান তার ছেলেমেয়েদের ফেরত চায়।” শমসের সতর্ক চোখে রাশান গুপ্তচরের দিকে তাকিয়ে থাকে। “আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তুমি তোমার প্রস্তাবের ব্যাপারে আন্তরিক ছিলে না।”

“অরি, উদ্ভট মন্তব্য কোরো না। আমি অবাক হয়েছি তুমি সত্যিই অসম্ভব সম্ভব করেছ দেখে।”

“আমি ভেবেছিলাম অনেক আগেই তুমি বুঝে গিয়েছ যে আমাকে মোটেই ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই।”

চারপাশের উদ্যান অন্ধকারের আগমনে হারিয়ে যেতে শুরু করে। শমসের চারপাশে তাকিয়ে দেখার মতো কিছু না পেয়ে পুনরায় করোভিনের দিকে নিজের দৃষ্টি ফেরায়।

“সেগেই আমরা কি এখানে একা?”

“আমরা একা।”

“কেউ আমাদের কথা শুনছে?”

“কেউ না।”

“তুমি নিশ্চিত?”

“কারো সে সাহস হবে না। আমার বয়স হতে পারে কিন্তু আমি এখনও করোভিন।”

“আর আমি এখনও শমসের। এখন মন দিয়ে আমার কথা শোনো কারণ আমি দ্বিতীয়বার বলবো না। বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন সময় দুপুর ঠিক দুইটার সময় আমেরিকায় অবস্থিত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত যেন এ্যাভুজ এয়ার ফোর্স বেসের মূল প্রবেশ পথের পাশে নিজে উপস্থিত থাকে। সেখানে বেস সিকিউরিটি আর সিআইএ এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের একদল কর্মকর্তা তার সাথে দেখা করবে। তারা তাকে ভিআইপি লাউঞ্জে নিয়ে যাবে সেখানে সে কয়েক মিনিট অ্যানা আর নিকোলাই কারকভের সাথে কাটাবার সুযোগ পাবে।” শমসের দম নিতে থামে। “সেগেই আমার কথা বুঝতে পেরেছ?”

“দুইটার সময়, বৃহস্পতিবার, এ্যাভুজ এয়ার ফোর্স বেস।”

“সাক্ষাৎকার শেষে বাচ্চারা একটা বোয়িং ৭৫৭ এর সামরিক সংস্করণ সি-৩২এ আরোহন করবে। শুক্রবার সকাল ঠিক নয়টার সময় সেটা রাশিয়ায় অবতরণ করবে। কোনোকোভোর বাইরে অবস্থিত বিমানঘাঁটি আমেরিকানরা ব্যবহার করতে চায়। সেগেই তুমি বুঝতে পেরেছ আমি কোন ঘাঁটিটার কথা বলছি? এটা সেই পুরান বিমান ঘাঁটি যেটাকে জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে যখন তোমাদের বিমান বাহিনী কিভাবে বিমান চালনা করতে হয় সেটা ভুলে গিয়েছিল।” করোভিন তার নিয়ে আসা আরেকটা রাশান সিগারেট ধরায় এবং ধীরে ধীরে দেয়াশলাই ফু দিয়ে নিভায়। “সকাল নয়টা। কোনোকোভো বিমানবন্দর।”

“ইলেনা চায় না তার ছেলেমেয়েরা বিমান থেকে নেমে কোন আগন্তুককে সামনে দেখুক। সে বারবার বলে দিয়েছে ইভান নিজে যেন বিমান বন্দরে এসে বাচ্চাদের স্বাগত জানায়। ইভান যদি সেখানে উপস্থিত না থাকে বাচ্চারা তাহলে বিমান থেকে নামবে না। সেগেই আমরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি বিষয়টা।”

“ইভান না আসলে, বাচ্চারা বিমান থেকে নামবে না।”

“সকাল ৯:০৫ মিনিটের সময়ে বিমান দরজা খোলা রেখে অপেক্ষা করবে। মস্কোর ইসরায়েলী দূতাবাসে প্রবেশ পথের সামনে যদি আমার এজেন্টকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তাহলে বাচ্চারা বিমান থেকে নেমে আসবে। সেখানে সে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে তুরা পুনরায় ইঞ্জিন চালু করবে আর ফিরে যাবে। আর হ্যাঁ বিমানটার সাথে মোটেই জোর খাটাবার কথা ভাবতেও যেও না। সেটা আমেরিকার ভূখণ্ড। শুক্রবার সকাল ঠিক নয়টার সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং গ্রুপ আটের অন্য সদস্যদের সাথে ক্রেমলিনে প্রাতঃরাশে বসে আলোচনা শুরু করেছেন। সেগেই আমরা চাই না যে কোন কারণে তাদের মুড নষ্ট হোক, তাই না?”

“অরি, আমাদের প্রেসিডেন্ট সম্বন্ধে তোমার যা ইচ্ছা বলতে পারো কিন্তু তিনি আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।”

“সেটা যদি সত্যি হয়, তাহলে তিনি ইভানকে কেন বিশ্বের সবচেয়ে ঝঞ্ঝাবিস্ফুট এলাকায় রাশিয়ান অস্ত্র বিক্রি করার সুযোগ দিয়েছেন? আর কেন তিনি ইভানকে আমার একজন এজেন্ট অপহরণ করে তার বিনিময়ে নিজের বাচ্চাদের ফিরে পাবার সুযোগ দিয়েছেন?” নিরবতা দ্বারা চারপাশ ভারী হয়ে উঠলে শমসের আবার বলে, “সেগেই আমার মনে হয় পুরো ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত টাকার হিসেবে এসে পর্যবসিত হবে? ইভানের কাছে তোমাদের প্রেসিডেন্ট কত টাকা দাবী করেছেন? গ্রেগরী আর আমার এজেন্টকে অপহরণের সুবিধা লাভের জন্য ইভানকে কত টাকা খরচ করতে হয়েছে?”

“আমাদের প্রেসিডেন্ট জনগণের সেবক। তার ব্যক্তিগত সম্পদের যেসব গল্প শোনা যায় সব মিথ্যা কথা এবং রাশিয়াকে হয়ে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমের প্রচারণা আর আমাদের দুর্বল রাখার অভিপ্রায়।”

“সেগেই তোমার বয়স হয়েছে।”

করোভিন মন্তব্যটা এড়িয়ে যায়। “তোমার হারিয়ে যাওয়া এজেন্টের ব্যাপারে ইভানের কোনো হাত নেই। আমার মনে হয় আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় আমি ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম।”

“ওহ হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে। কিন্তু আমি এবার তোমাকে কিছু একটা পরিষ্কার বোঝাতে চাই। শুক্রবার সকাল নয়টায় আমার এজেন্ট যদি নিরাপদে সুস্থ দেহে ফিরে না আসে আমি ধরে নেবো তুমি আর তোমার মকেলের নিয়ত ভাল না। আর আমি ভীষণ ত্রুষ্ক হব।”

“ইভান আমার মকেল না। আমি একজন বার্তাবাহক।”

“না তুমি মোটেও তা নও। তুমি করোভিন।” প্যালেন ডি লা কনকর্ডের চারপাশে হিংস্রভাবে চলাচল করতে থাকা গাড়ির বহরের দিকে শমসের তাকিয়ে দেখে। “ইতান আমার যে এজেন্টকে আটকে রেখেছে তার পরিচয় সম্বন্ধে কি তুমি জানো?”

“আমি খুব সামান্যই জানি।”

শমসের মুখে অপ্রসন্ন হাসি ফুটে উঠে। “সেগেই তুমি একসময়ে তুখোড় পোকার বেলতে। তুমি খুব ভাল করেই তাব পরিচয় জানো। আর ভাল করেই তার স্বামীকে চেনো। আর তার মানে তুমি খুব ভাল করেই জানো তাকে মুক্তি না দিলে কি ঘটতে পারে।”

শমসের তার হাতের সিগারেটের অবশিষ্টাংশ খোয়া বাঁধানো ফুটপাথে ফেলে দেয়। “কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির যাতে অবকাশ না থাকে সেজন্য আমি তোমাকে সেটা একবার বলে দিতে চাই। ইতান যদি তাকে হত্যা করে আমি তাহলে ক্রেমলিনকে সেজন্য দায়ী করবো। এবং আমি আমার দপ্তরকে তোমাদের উপরে লেলিয়ে দেবো। রাশিয়ার কোনো গোয়েন্দা কর্মকর্তা পৃথিবীর কোথায় শান্তিতে থাকতে পারবে না তাদের সবসময়ে মনে হবে কেউ তাদের ঘাড়ের উপরে নিঃশ্বাস ফেলছে।” শমসের করোভিনের বাহু আলতো করে স্পর্শ করে। “সেগেই আমার কথা বুঝতে পেরেছ।”

“অরি, জলের মত পরিষ্কার।”

“ভাল। আর একটা কথা। আমি গ্রেগরী বুলগানভকেও ফেরত চাই। আর বলতে এসো না যে সে আমার মাথা ব্যাথা না।”

করোভিন এক মুহূর্ত ইতস্তত করে তারপরে বলে, “দেখি আমরা কি করতে পারি।”

“দুপুর দুইটা। বৃহস্পতিবার, অ্যাড্জু এয়ারফোর্স বেস। শুক্রবার সকাল নয়টা কোনাকোভো বিমানঘাটি। শুক্রবার সকাল নয়টা মস্কোতে আমাদের দূতাবাসের সামনে আমার এজেন্ট যেন উপস্থিত থাকে। সেগেই আমাকে হতাশ করো না। তুমি সেরকম কিছু করলে জেনে রাখো বৃথাই অনেকগুলো প্রাণ নষ্ট হবে।”

শমসের আর একটা কথাও না বলে উঠে দাঁড়ায় এবং লুভোর দিকে হাঁটতে শুরু করে রামি এখন সভর্ক ভঙ্গিতে তার পাশেই রয়েছে। দেহরক্ষী এই মাত্র কি আলোচিত হল সেটা শুনতে পায়নি কিন্তু একটা বিষয়ে সচেতন। বুড়ো লোকটার নিয়ন্ত্রণে এখনও সবকিছু রয়েছে। আর সে এই মাত্র সেগেই করোভিনের ভিতরে বিশ্বাস আরোপ করে এসেছে।

৫৭. শ্যানন বিমানবন্দ, আয়ারল্যান্ড

হোয়াইট হাউস অফিসের প্রেসিডেন্টের অগ্রগামী দলের সদস্য অ্যারন ডেভিসের নামটা তাদের কাছে অপরিচিত না। তাদের দেওয়া আদেশ অবশ্য দ্ব্যর্থহীন। শ্যাননে রিফুয়েলিং এর সময়ে তারা তাকে বিমানে তুলে নেবে এবং কোন ধরনের ঝামেলা ছাড়াই মস্কো পৌঁছে দেবে। উড্ডয়নের কালে তার সাথে কেউ কোন ধরনের কথা বলতে চেষ্টা করবে না। সে খুব একটা কথা বলতে পছন্দ করে না। তারা কেন জানতে চায় না। তারা সবাই গোয়েন্দা কর্মকর্তা।

তার আসল নাম বা সে কোন দেশের বাসিন্দা তাদের কখনও জানানো হয়নি। তারা কখনও জানতে পারবে না যে তাদের সাথে ভ্রমণকারী রহস্যময় যাত্রী একজন কিংবদন্তী বা সে গত আটচল্লিশ ঘণ্টা কেনসিংটনে অবস্থিত ইসরায়েলী দূতাবাস আর গ্রসভেনর স্কোয়ারের মাঝে পাগলের মত দৌড়াদৌড়ি করে সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটা অগ্রবর্তী কাজে লগ্নে ব্যস্ত ছিল। তাকে যদিও ক্লান্ত আর পরিশ্রান্ত দেখায় পরবর্তীতে যারা এই সময়ে ইব্রাহিমকে দেখেছে সবাই তার তখনকার অসাধারণ শৈখের কথা স্মরণ করতে পেরেছে। তারা বলেছে একবারের জন্যও সে মেজাজ খারাপ করেনি। একবারের জন্যও ক্লান্তির কোনো ছাপ তার ভেতরে ফুটে উঠেনি। তার দল, দু'সপ্তাহ ধরে মাঠে অতিবাহিত করার কারণে শারীরিকভাবে ক্লান্ত, ইব্রাহিমের শান্ত কিন্তু অনবরত চাপের প্রতি বিদ্যুৎ বেগে সাড়া দিয়ে চলে। ইলেনা কারকভের সাথে কথা বলার কেবল বারো ঘণ্টা পরে দলের অর্ধেক সদস্য মস্কো পৌঁছে যায়, গলায় পরিচয়পত্র ঝুলছে কাভার নিশ্চিহ্ন। দলের বাকিরা সেদিন রাতেই তাদের সাথে যোগ দেয় স্পেশাল অপসের প্রধান খালিদ ওবায়দুল্লাও তাঁদের ভেতর রয়েছে। পৃথিবীর আর কোন গোয়েন্দা সংস্থা শত্রুভাবাপন্ন দেশে এত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা প্রেরণের কথা চিন্তাও করবে না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে দপ্তরের মত আর কোনো গোয়েন্দা সংস্থার অস্তিত্বও নেই।

সেই রাতেই করোভিনের সাথে কথা বলার সময়টুকু ছাড়া পুরোটা সময় শমসের ইব্রাহিমের সাথেই থাকে। ইভান অস্তির হয়ে উঠেছে। পুরো বিষয়টা সম্পর্কেই ইভান ক্রমশ সন্দেহান হয়ে পড়েছে। সে বুঝতে পারছে না কেন শুক্রবার পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে বাচ্চাদের ফিরে পাওয়ার জন্য। “সে এখনই বিষয়টা শেষ করতে চায়,” করোভিন বলে। “সে বিষয়টা একেবারে মিটিয়ে ফেলতে চায়। সে তার পুরান বন্ধুকে বলে না যে সে ইতোমধ্যে এটা জানে-বা এনএসএ সৌজন্যের

পরাক্রান্ত দেখিয়ে তাকে আসল রেকর্ডিং আর সাথে একটা ট্রান্সক্রিপট দিয়েছে। সে বরং রাশানকে আশ্বস্ত করে যে উদযীব হবার কিছু নেই। ইলেনা তাব ছেলেমেয়েদের যাত্রার জন্য প্রস্তুত করতে একটু সময় চেয়েছে এবং সেই সাথে নিজেকেও এই আসন্ন বিদায় উপলক্ষ্যে। “ইভানের মতো একটা জানোয়ারো বুঝতে পারবে ব্যাপারটা তাব জন্য কতটা কষ্টকর।” সময়সূচির ব্যাপারে শমসের বলে দেয় যে কোন ধরনের হেরফের বরদাস্ত করা হবে না: অ্যাড্জুজে দুপুর দুইটা, কোনাকোভোয় সকাল নয়টা, মস্কোর ইসরায়েলী দূতাবাস সকাল নয়টা। ইভান না আসলে বাচ্চারা প্লেন থেকে নামবে না। মরিয়মের কিছু হলে বিশ্বব্যাপী রাশান গোয়েন্দাদের বিরুদ্ধে অঘোষিত লড়াই শুরু হবে। “সেইগেই আরেকটা ব্যাপার—আমরা থ্রেগরীকেও ফেরত চাই।”

সে যদিও গোপন করতে চেষ্টা করে কিন্তু প্যারিসের বৈঠকটা শমসেরকে বেশ কাহিল করে ফেলে। ইব্রাহিমের গ্যামবিট ইভানকে আসলেও বিভ্রান্ত করে ফেলেছে। কিন্তু সেই সাথে সে এটাকে একটা ফাঁদ হিসেবে সন্দেহ করছে। ইব্রাহিম কয়েক মিনিটের বেশি সময় পাবে না। তাদের দ্রুত আর নির্মমভাবে যা করার করতে হবে। এই কথাগুলোই বৃহস্পতিবার রাতে শ্যাননের বৃষ্টিস্নাত টারম্যাকে সিআইএ’র একটা গাড়ির পেছনের সীটে বসে থাকা অবস্থায় শমসের ইব্রাহিমকে বলেছিল।

ইব্রাহিমের ব্যাগ সীটের উপরে তাদের মাঝে রাখা, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল সি-১৭ গ্লোবমাস্টারের আবছা অবয়বের দিকে তাকিয়ে রয়েছে যা কিছুক্ষণের ভিতরেই তাকে মস্কো পৌঁছে দেবে। শমসের হাপরের মত ধোয়া নির্গত করছে—সিআইএ’র ড্রাইভার তাকে যদিও অনেকবারই সিগারেট নিভিয়ে ফেলতে অনুরোধ করেছে—এবং পুরো অভিযানটা শেষবারের মতো আরেকবার ঝালিয়ে দেখছে। ইব্রাহিম ক্লাস্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেলেও ধৈর্য নিয়ে তার কথা শুনছে। তার নিজের চেয়েও শমসেরের জন্য বিফ্রিংটা বেশি জরুরি। আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টা সিআইএ’র বর্ধিত ভবনে মেমুনেহকে অসহায়ভাবে কাটাতে হবে। ইব্রাহিমকে সরাসরি কিছু বলার এটাই শেষ সুযোগ এবং সে কোনো ধরনের ক্ষমাপ্রার্থনা ছাড়াই সেটা গ্রহণ করে। আর ইব্রাহিম তাকে সেই সুযোগ কৃতজ্ঞতা দিয়ে দেয় কারণ গাড়ি থেকে নেমে বিমানে উঠার আগে বুড়ো লোকটার কণ্ঠস্বর শেষবারের মতো শোনা তার জন্য জরুরি। কণ্ঠস্বরটা তাকে সাহস জোগায়, ভরসা দেয়। তাকে বিশ্বাস জোগায় যে অভিযানটা সফল হবে, যদিও বাকি সুবিকিছু এর ব্যর্থতার ব্যাপারে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে।

“একবার তাদের গাড়িতে তুলে নেবার পরে আর থামবে না। প্রয়োজনে মৃত্যুর দাবানল বইয়ে দেবে। আমি আবার বলছি প্রয়োজন হলে সবাইকে খুন করবে। আমরা জঞ্জাল পরে পরিষ্কার করবো। আমরা সেটা সব সময়ে করে থাকি।”

ঠিক এমন সময়ে গাড়ির জানালায় কেউ টাকা দেয়। সিআইএ'র এসকর্ট জানায় যে প্লেন উড্ডয়নের জন্য প্রস্তুত। ইব্রাহিম শমসেরের গালে চুমু দেয় এবং তাকে ধূমপান কমাতে অনুরোধ করে। তারপরে আর একটা কথাও না বলে সে ব্যাগটা নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে বৃষ্টির ভেতরে সি-১৭ এর দিকে এগিয়ে যায়।

আপাতত সে একজন আমেরিকান, যদিও তার বাচনভঙ্গি তাদের মতো নয়। তার সাথে একটা আমেরিকান স্যুটকেস তাকে আমেরিকায় তৈরি কাপড় ভর্তি। একটা আমেরিকান সেল ফোন যাতে সব নাম্বারই আমেরিকার। একটা আমেরিকান ব্ল্যাক-বেরী যাতে সব আমেরিকান ই-মেইল। তার কাছে আরেকটা পিডিএ রয়েছে যার ফিচারগুলো সাধারণ মোবাইলে পাওয়া যায় না কিন্তু সেটা আরেকজনের। জেজরেল উপত্যকায় বসবাসকারী একটা ছেলের। ব্ল্যাক সেন্টেম্বর নামে একদল প্যালেস্টাইন সন্ত্রাসীদের উদ্ভব ছেলেটাকে চিত্রকর হতে দেয়নি। সে স্মৃতির আবর্তে হারিয়ে যাওয়া এক চিত্রকলা। সে এখন হোয়াইট হাউসের প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাডভাইসার অ্যারন ডেভিস এবং তার পকেট ভর্তি পরিচয়পত্র রয়েছে সেটা প্রমাণ করার জন্য। সে আমেরিকানদের মতো ভাবে, তাদের মতই স্বপ্ন দেখে। সে আদতেই এখন একজন আমেরিকান যদিও সে তাদের মত করে ভাষাটা বলতে পারে না। আর একটা ব্যাপার সে তাদের ভঙ্গিতে হাঁটতেও পারে না।

ভেতরে প্রবেশের পরে দেখা যায় একটা না দুইটা প্রেসিডেন্সিয়াল লিমোজিন সাথে একটা আর্মাড এসইউভি রয়েছে কার্গো প্লেনটায়। সিক্রেট সার্ভিস দলটার প্রধান একজন মহিলা; সেই পথ দেখিয়ে ইব্রাহিমকে বিমানের মাঝে একটা সীটে নিয়ে আসে এবং শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে গায়ে দেয়ার জন্য একটা পার্কা হাতে ধরিয়ে দেয়। তাকে অবাক করে দিয়ে, সে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারে অবশ্য বিমানে উপস্থিত অন্য এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলে মন্তব্য রাশিয়ার আকাশসীমায় প্রবেশ করার সময় সে ঘুমের ভিতরেই নড়েচড়ে উঠেছিল। প্লেন অবতরণের ঠিক পনের মিনিট আগে সে ঘুম থেকে জেগে উঠে আর প্লেনটা শেরেমেভোভোর দিকে অবতরণ করবে শুরু করলে তার ভাবনায় মরিয়ম ফিরে আসে। তাকে কিভাবে রাশিয়ায় নিয়ে আসা হয়েছিল। তার কি হাত-পা বাঁধা ছিল? মুখে কাপড় গুঁজে রাখা হয়েছিল? সে কি সচেতন ছিল? তাকে কি ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। প্লেনের চাকা মাটি স্পর্শ করতে সে এসব প্রশ্ন মন থেকে সরিয়ে দেওয়া। সে নিজেকে বলে মরিয়ম বলে কেউ নেই। ইভান বলেও কারো অস্তিত্ব নেই। কেবল অ্যারন ডেভিস রয়েছে, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কর্মচারী, আমেরিকার স্বপ্নে বিশ্বাসী যে কয়েক মিনিট পরেই রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের সাথে প্রথমবারের মতো মিলিত হবে।

অন্ধকার টারম্যাকে তারা অপেক্ষা করছে, ইব্রাহিম অন্যান্য সিক্রেট সার্ভিস দলের সদস্যদের সাথে নেমে আসতে দেখে অপেক্ষমান লোকগুলো শীতের প্রকোপ থেকে

বাঁচতে পা মাটিতে ঠুকছে। রাশিয়ান কর্তৃপক্ষের সাথে আমেরিকান দূতাবাসের দুজন কর্মকর্তা দাঁড়িয়ে রয়েছে যাদের একজন ডিপ্লোমেটিক কাভারের আড়ালে অঘোষিত সিআইএ কর্মকর্তা। রাশানরা ইব্রাহিমকে উষ্ণ করমর্দনে স্বাগত জানায় তার পাসপোর্টের দিকে একবার কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে আগমনী সিল বসিয়ে দেয়। ইব্রাহিম তাদের প্রত্যেককে আমেরিকার শুভেচ্ছার ক্ষুদ্র স্মারক উপহার দেয়: হোয়াইট হাউস কাফ লিঙ্ক। পাঁচ মিনিট পরে তাকে দূতাবাসের একটা গাড়ির পেছনে বসে থাকতে দেখা যায়, গাড়িটা লেলিনথ্রাদস্কি প্রসপেক্ট দিয়ে শহরের কেন্দ্রের দিকে ছুটে চলেছে।

রাশিয়ারদের কাছে আকৃতি সবসময়ে একটা বিষয় এবং সেখানে সময় কাটালে দেখা যাবে সবকিছুই বিশালাকৃতি: সবচেয়ে বড় দেশ, সবচেয়ে বড় ঘণ্টা, সবচেয়ে বড় সুইমিং পুল। লেলিনথ্রাদস্কি যদি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সড়ক নাও হয় তবে অনায়াসে কুণ্ডসিত সড়কগুলোর একটা হতে পারবে— যত্রতত্র গড়ে উঠা ভঙ্গুর অ্যাপার্টমেন্ট ভবন আর স্টালিনের স্বেচ্ছাচারিতা, অগণিত নিয়ন সাইন আব পেশাবের মতো রঙের স্ট্রীটল্যাম্প আলোকিত হয়ে রয়েছে। প্রসপেক্টে পুজিবাদ আর সাম্যবাদ দারুন লড়াইয়ে অবতীর্ণ আর ফলাফল একটা শহরে দুঃস্থপ্ন। জি-আটের ব্যানারগুলো রাশানরা এমনভাবে সেখানে ঝুলিয়ে রেখেছে যা অনেকটা সতর্কবাণীর মত আন্দোলিত হয় যেন বলতে চায় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে না সংশোধন করলে তাদের ভাগ্যে দুর্ভোগ রয়েছে।

ক্রেমলিনের নিকটবর্তী হলে ইব্রাহিম টের পায় তার পেটের মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠছে। ডায়নামো স্টেডিয়াম অতিক্রমের সময় সিআইএ'র কর্মকর্তা বার্চ বনে অবস্থিত ডাচার একটা স্যাটেলাইট ছবি তার হাতে ধরিয়ে দেয়। দুটোর বদলে এখন সেখানে তিনটা রেঞ্চ রোভার দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং বাইরে চারজন লোককে স্পষ্টতই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ইব্রাহিম আরো একবার বাস্টার কাছে অবস্থিত তিনটা সমান্তরাল খন্ডের দিকে তাকায়। তার কাছে মনে হয় শেষ বারের তুলনায় সেখানে কোন একটা পরিবর্তন হয়েছে। একটা খন্ডের শেষ প্রান্ত কালো হয়ে রয়েছে যেন সেখানের বরফ কোন কারণে খোঁড়া হয়েছে।

ইব্রাহিম ছবিটা সিআইএ'র লোককে ফিরিয়ে দিতে দিতে তারা ট্রেনারস্কায়া স্ট্রীটে প্রবেশ করে। তাদের ঠিক সামনেই ক্রেমলিনে ক্রিমার আর্সেনাল টাওয়ার উঠে গিয়েছে এর উপরে শোভা পাওয়া লাল তারকার সাথে মস্কোর সব বারে উপচে পড়া একটা ডাচ বিয়ারের সাথেই যেন আজকাল এর বেশি মিল রয়েছে। ইব্রাহিমের গাড়ির জানালায় গ্যালাক্সি ট্রাভেলসের অঙ্ককারাচ্ছন্ন জানালা ভেসে উঠে, তারপরে সংকীর্ণ পথটা যেখানে ভিক্টর ওরলাভের বন্ধু আনাতোলি ইরিনাকে ডিনারে নিয়ে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল।

ইরিনার অফিসের একশ গজ সামনে, ট্রেভারস্কায়া সড়কটা বারো লেন বিশিষ্ট অকহোটনী রায়াদ স্ট্রীটে বিলীন হয়ে যায়। তারা বাম দিকে বাঁক নিয়ে দ্যুমা, হাউস অব ইউনিয়ন আর বলশয় থিয়েটার অতিক্রম করে। পরবর্তী দর্শনীয় স্থাপত্য সে ঠিক তাদের সামনে লুবিয়াঙ্কা স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হলুদ পাথরের একটা আলোকিত দুর্গ-কেজিবির প্রাক্তন সদরদপ্তর, বর্তমানে এর দেশী উত্তরাধিকারী এফএসবি'র সদরদপ্তর। অন্য কোন দেশে হলে ভবনটাকে গুড়িয়ে ফেলে দিনের আলোতে এর বীভৎস স্মৃতিগুলো উন্মোচিত করা হত। রাশিয়ায় সেরকম কিছু হয় না। তারা কেবল একটা নতুন স্মারক ঝুলিয়ে দিয়েছে আর ভয়ঙ্কর সিক্রেটগুলো আরো গভীরে কবর দিয়েছে যাতে কেউ তাদের কখনও খুঁজে না পায়।

লুবিয়াঙ্কার ঢালের ঠিক নিচেই ট্রেটোলিন প্রসপেক্ট, যেখানে বিখ্যাত হোটেল মেট্রোপল অবস্থিত। ব্যাগ হাতে নিয়ে ইব্রাহিম এমন ভাবে সুসজ্জিত প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে যেন সেই হোটেলের মালিক, অবশ্য আমেরিকানরা এভাবেই হোটеле প্রবেশ করে থাকে। নির্জন আর নিরব, লবির আসল সাজসজ্জা যথেষ্ট বিশ্বস্ততার সাথে ফিরিয়ে আনা হয়েছে- বাস্তবিকই, ইব্রাহিম যেন লেনিন আর তার সঙ্গপাদদের কফি আর কেক খেতে খেতে লাল আতঙ্ক ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করতে দেখে। চেক-ইন-কাউন্টারে কোন অতিথি নেই তারপরেও ইব্রাহিমকে অনন্ত কাল অপেক্ষা করতে হয় তারপরে ক্রুশ্চেভের এক অবিকল প্রেতাত্মা তাকে সামনে এগিয়ে আসতে বলে। বিশাল রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ করার পরে ইব্রাহিম বেল বয়ের উদাসীন আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে এবং নিজেই উপরের তলায় নিজের রুমে উঠে আসে। বিকেল পাঁচটা বাজতে চলেছে। সে জানালার সামনে থুতনিত হাত রেখে মাথাটা একটু কাত করে দাঁড়িয়ে থাকে এবং রেড স্কোয়ারে সূর্যোদয়ের জন্য প্রতীক্ষা করে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৫৮. মস্কো

শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে আর্থিক কষ্ট দেখা দিতে, রাশিয়ার চেয়ে দ্রুত আর ব্যাপকভাবে কোন দেশ তাতে আক্রান্ত হয়নি। জ্বালানী তেলের উর্দ্ধগতি, নতুন শতকের প্রথম বছরে রাশিয়ার অর্থনীতি মাথায় বিম ধরানো গতিতে প্রবৃদ্ধি লাভ করে অবশ্য তেলের মূল্য হ্রাসের সাথে সাথে অর্থনীতির অতিরিক্ত মেদ ঝরে পরতেও সময় লাগে না। তার স্টক মার্কেটের যাচ্ছেতাই দশা হয়, ব্যাংকিং ব্যবস্থার দফারফা হয়ে যায় এবং দেশটার একটা শান্তশিষ্ট জনসাধারণ ত্রাণের জন্য হন্যে হয়ে উঠে। পশ্চিমের পররাষ্ট্র আর গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অভ্যন্তরে একটা ভীতি কাজ করতে শুরু করে যে রাশিয়া সম্ভবত শীতল যুদ্ধের পূর্ববর্তী প্রেক্ষাপটে আরও ব্যাপকভাবে ফিরে যাবে— বেশ কয়েকজন প্রধান ইউরোপীয় নেতা এই মনোভাব পোষণ করতে থাকে যারা রাশিয়ার উপরে তাদের প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহের জন্য অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। নেতৃবৃন্দ এ কারণেই এই তীব্র শীতের মাঝে মস্কোতে জি-আট রাষ্ট্রসমূহের একটা জরুরি সম্মেলন আয়োজন করেছেন। তারা মনে করেন, মাস্তা নটাকে সম্মান দেখালে সে হয়তো নিজের আচরণ পরিবর্তন করতে আগ্রহী হবে। নিদেনপক্ষে তারা সেটাই আশা করছেন।

জি-আটের অন্য কোন সদস্য রাষ্ট্রে সম্মেলনটা অনুষ্ঠিত হলে সেদেশের মিডিয়ায় নেতৃবৃন্দ আর তাদের প্রতিনিধি দলের আগমন তেমন একটা আলোড়ন সৃষ্টি করত না। কিন্তু সম্মেলনটা রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে আর রাশিয়া, যে যাই বলুক না কেন, মোটেই একটা স্বাভাবিক রাষ্ট্র না। এদেশের সংবাদপত্র হয় রাষ্ট্রের অধিকারে বা তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলো প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমানগুলো ইম্পাটের মতো ধূসর আকাশের বুক চিরে গেরমেতইয়েভোর টারম্যাকে নেমে আসতে লাইভ সম্প্রচার শুরু করে। রাশান সাংবাদিকদের ব্যাখ্যা করতে শোনা যায় পশ্চিমের নেতৃবৃন্দ মস্কো এসেছেন কারণ রাশান প্রেসিডেন্ট তাদের ব্যক্তিগতভাবে ডেকে পাঠিয়েছেন। সাংবাদিকরা সাবধান করে দেয় যে বিশ্বব্যাপী একটা অস্থিরতা ঘনিয়ে উঠছে এবং কেবল রাশিয়া সেটা থেকে বিশ্বকে বাঁচাতে পারে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে অবশ্যম্ভাবী কারণেই ভিন্নভাবে তুলনা করা হয়। তাকে বহনকারী বিমান দিগন্তে দেখা দিতে বেশ কয়েকজন রুশ কর্মকর্তা আর সাংবাদিক

ক্যামেরার সামনে পায়চারি করতে করতে তাকে তার ভাবৎ দোষত্রুটির জন্য সমালোচনা করতে শুরু করে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা আমেরিকার সৃষ্ট, তারা দারুণ রোষে ঘোষণা করে। লোভ আর লালসার নতুন মাত্রা আমেরিকানরা তৈরি করেছে আর আমেরিকা সারা পৃথিবীকে রসাতলে নিয়ে যাবার পায়তারা শুরু করেছে। আমেরিকার সৌভাগ্যের সূর্য অস্তমিত হতে শুরু করেছে। আব অচিরেই সবাই তাদের হাত থেকে নিস্তার লাভ করবে।

হোটেল মেট্রোপলের সেলুন আর রেস্তোরাঁয় সামান্যই ভিন্নমত খুঁজে পায়। মধ্যরাতের আগেই আমলা আর সাংবাদিকে জায়গাটা ভীড় হয়ে যায়। সবাই গর্বের সাথে নিজেদের গলায় ঝোলান তাদের নিজ নিজ সরকারি জি-আটের পরিচয় পত্র প্রদর্শিত করে ভাবটা অনেকটা এমন যে নাইলনের ফিতার মাথায় ঝুলতে থাকা প্লাস্টিকের টুকরোটা তাদের ক্ষমতা আর সম্মানের ভেতরের চক্রে প্রবেশের সুযোগ করে দেবে। ইব্রাহিমের পরিচয় পত্রের রং নীল, যার মানে সাধারণ মানুষের অগম্য স্থানেও তার প্রবেশাধিকার রয়েছে। পরিচয়পত্রটা গলায় ঝুলিয়ে সে হোটেল মেট্রোপলের বিখ্যাত রেস্তোরাঁর খিলানাকৃতি কাঁচের ছাদের নিচে বসে হাক্কা প্রাতরাশ সেরে নেয়, নাস্তার পুরোটা সময় সে তার হাতের ব্ল্যাকবেরী ঢালের স্তম্ভ আন্দোলিত করতে থাকে। রেস্তোরাঁ থেকে বের হবার মুখে একদল ফরাসি সাংবাদিক তাকে ছেকে ধরে আমেরিকার নতুন উদ্দীপক পরিকল্পনা সম্বন্ধে তারা তার মন্তব্য জানতে চায়। ইব্রাহিম যদিও প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া এড়িয়ে যায় কিন্তু ফরাসিরা তাকে তাদের মাতৃভাষায় সাবলীল ভঙ্গিতে কথা বলতে দেখে স্পষ্টতই মুগ্ধ হয়।

লবিতে, ইব্রাহিম কয়েকজন আমেরিকান সাংবাদিককে দ্বিট্রালিন প্রসপেক্টের প্রবেশ মুখে জটলা করতে দেখে সে দ্রুত পেছনের দরজা দিয়ে রেভোলিউশন স্কোয়ারে উঠে আসে। গ্রীষ্মকালে উন্মুক্ত স্থানটা নানা অস্থায়ী বিপণীতে ভর্তি হয়ে উঠে যেখানে ফারের টুপি আর বাস্কের ভিতরে অবস্থিত ছোট পুতুল থেকে শুরু করে স্ট্যালিন আর লেনিনের মতো খুনিদের আবক্ষ মূর্তি পাওয়া সম্ভব। এখন শীতের মাঝামাঝি কেবল সাহসী লোকদেরই এখানে ঘুরতে দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয় হল পুরো এলাকাটা বরফ বা তুষার মুক্ত। বাতাস যখন খানিক সময়ের জন্য পড়ে আসে ইব্রাহিম তখন ডাইসারের একটা বলক নাকে অনুভব করে যার সাহায্যে রাশানটা এই অসম্ভব সম্ভব করেছে। তার মনে পড়ে মিশায়নের কাছে সে গুনেছিল বটে রাশানরা তাদের ফুটপাথে আর রাস্তায় শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে থাকে। এক জোড়া জুতা এক সপ্তাহে গলিয়ে দিতে পারে এমন শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থ। এমনকি কুকুরও এর উপর দিয়ে হাঁটতে চায় না। বসন্তের সময় কয়েকমাস খোলা পড়ে থাকার কারণে তার খেয়ে যাবার ফলে রাস্তার পাশে রাখা

ট্রামে অনেক সময় আশুন ধরে যায়। ছোটবেলায় মিখায়েলরা এভাবেই বসন্তের আগমন উদযাপন করে থাকতো- জ্বলন্ত ট্রামের আশুনে।

ইব্রাহিম পুনরুদ্ধান তোরণের কাছে এলি লাভোনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। লাভোন তার ডান হাতে একটা ব্রীফকেস ধরে রেখেছে যার মানে মেট্রোপল ত্যাগ করার সময়ে ইব্রাহিমকে কেউ অনুসরণ করেনি। মস্কোর রীতি... তোরণের ছায়াঢাকা খিলানের নিচে দিয়ে ইব্রাহিম বাম দিকে এগিয়ে যায় এবং বিশাল রেড স্কোয়ারে প্রবেশ করে। ত্রাণকর্তার স্তম্ভের পাদদেশের নিচে ভারী কোট আর ফারের টুপি পরে খালিদ ওবায়দুল্লাহ দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্তম্ভের কালো-আর-সোনালি ডায়ালে সময় দেখা যায় ১১:২৩ মিনিট। খালিদ ভাণ করে সে তার হাতঘড়ির সময় ঠিক করছে।

“শেরেমেতইয়েভোতে কোন সমস্যা হয়েছিল?”

“কোন সমস্যা হয়নি।”

“আর হোটলে?”

“সেখানেও কোন সমস্যা হয়নি।”

“বেশ।” খালিদ পকেটে হাত ঢুকায়। “মি.ডেভিস আমরা তাহলে এবার একটু হাঁটতে পারি। আমরা হাঁটলেই বোধহয় ভাল করবো।”

মাথা নিচু করে, কামড় বসান বাতাসের বিরুদ্ধে কাঁধ একটু কুঁজো করে সেন্ট. বাসিলের দিকে তারা হাঁটতে শুরু করে। খালিদ যতটা কম সময় ইব্রাহিমের সাথে কাটাতে চায়। সে সময় নষ্ট না করে কাজের কথা শুরু করে।

“আমরা গতকাল রাতে এলাকায় গিয়েছিলাম নিজেদের চোখে রেকি করতে।”

“আমরা বলতে কারা?”

“মিখায়েল আর মস্কো স্টেশনের শিমুয়েল পিলেড।” সে বলে তারপরে একটু থেমে যোগ করে, “আর আমি।”

ইব্রাহিম তার দিকে আড়চোখে তাকায়। “খালিদ তোমাকে এখানে ত্রাণকর্তার কাজে পাঠান হয়েছে। শমসের স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে কোন ধরনের প্রত্যক্ষ অভিযানে তুমি অংশ নেবে না। গ্রেফতার হবার জন্য তোমার বয়স অনেক বেশি।”

“আচ্ছা দেখা যাক ব্যাপারটা আমি সঠিক ভাবে বুঝতে পেরেছি কিনা। সুইস ব্যাঙ্কে আমি এক রুশ আততায়ীর সাথে মারামারি করতে পারি কিন্তু একটা জঙ্গলে আমি সামান্য হাঁটতে যেতে পারি না।”

“খালিদ ব্যাপারটা কি আদতেই তাই ছিল? জঙ্গলের ভিতরে হেঁটে বেড়ান।”

“ঠিক তা নয়। রাস্তা থেকে এক কিলোমিটার ভিতরে ডাচাটা অবস্থিত। যে রাস্তাটা সেদিকে এগিয়ে গিয়েছে তার দুপাশে বার্চবনের জঙ্গল। খুবই সংকীর্ণ রাস্তাটা। কেবল একটা গাড়ি কোনমতে যেতে পারবে।”

“সেখানে কোনো গেট আছে?”

“কোনো গেট নেই কিন্তু রাস্তাটায় কিছুক্ষণ পরপর রেঞ্জরোভার নিয়ে প্রহরী দাঁড়িয়ে রয়েছে।”

“ডাচার কত কাছে তোমরা গিয়েছিলে?”

“যতটা কাছে গেলে দেখা যায় যে ইভান সবসময়ে দু’জন প্রহরী বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এবং একটা ওয়্যারলেস ক্যামেরা স্থাপনের মতো নিকটে আমরা গিয়েছিলাম।”

“সংকেত কেমন পাচ্ছ?”

“খারাপ না। ছয়ফিটের উপরে বরফ না পরলে কোন সমস্যা হবে না। আমরা সামনের দরজায় চোখ রাখতে পারবো যার মানে কেউ ভিতরে প্রবেশ করলে বা বের হলে আমরা দেখতে পাবো।”

“ক্যামেরা মনিটর করছে কে?”

“শিমুয়েল আর মস্কো স্টেশনের আরেকটা মেয়ে।”

“তারা কোথায় রয়েছে?”

“ডাচার কাছেই একটা শহরে সস্তা একটা হোটেলে তারা আস্তানা গেড়ে বসে আছে। তারা প্রেমিক প্রেমিকার ভাণ করছে। আপাতদৃষ্টিতে মেয়েটার স্বামী তাকে প্রায়ই মারধোর করে আর শিমুয়েল তাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চায়। গল্পটাতোঁ তুমি জানই, ইব্রাহিম।”

“স্যাটেলাইট ছবিতে ডাচার পেছনে প্রহরীর অবস্থান দেখা গিয়েছে।”

“আমরা তাদেবও দেখেছি। তারা সব সময়ে পেছনে কমপক্ষে তিনজন প্রহরী মোতায়েন রাখে। তারা স্থির দাঁড়িয়ে থাকে একগজ পরপর। নাইট-ভিশন দিয়ে তাদের খুঁজে পেতে আমাদের কোনো কষ্টই হয়নি। দিনের আলোয়”— খালিদ ভারী কাঁধ ঝাকিয়ে বলে— “পাখি মারার মতো বেচারাদের মেয়ে ফেলা সম্ভব। অন্ধকার থাকতে থাকতে আমাদের যেতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে নয়টা বাজার আগেই বরফে যেন জমে না যায়।”

তারা সেন্ট. বাসিল অতিক্রম করে আসে এবং ক্রেমলিনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দিকে এগিয়ে যায়। তাদের ঠিক সামনে মস্কো নদী জমে পুসর-সাদা বরফে আবৃত হয়ে আছে। খালিদ ইব্রাহিমকে ডানে ঠেলা দেয় এবং তীর রক্ষাকারী বাঁধ বরাবর তাকে নিয়ে আসে। বাতাস এখন তাদের পিছের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। বিরক্ত চোখে তাকিয়ে থাকা দুজন মস্কো মিলিশিয়াকে অতিক্রম করার পরে ইব্রাহিম জানতে চায় খালিদ ডাচাতে এমন কিছু দেখেছে যার ফলে পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন করতে হতে পারে। খালিদ মাথা নাড়ে।

“বন্দুকের কি অবস্থা?”

“দূতাবাসের অজ্ঞাগারে সবকিছুই আছে। কেবল আমাকে বলে দাও তোমার কি প্রয়োজন।”

“একটা বেয়েটা ৯২ এমএম আর একটা মিনি-উজি, দুটোই সাইলেন্সার সহ।”

“তুমি নিশ্চিত মিনিতে কাজ হবে?”

“ডাচার ভেতরে জায়গা খুব কম পাওয়া যাবে।”

তারা আরো দুজন মিলিশিয়াকে অতিক্রম করে। তাদের ডানে প্রাচীন দুর্গপ্রাসাদের লাল দেয়ালের অনেক উপরে কারুকার্যময় সাদা-আর-হলুদ রঙের বিশাল ক্রেমলিন প্রাসাদের পার্শ্বদেশ ভাসতে দেখা যায় যেখানে এই মুহূর্তে জি-আট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

“রেঞ্জ রোভারের কি অবস্থা?”

“গত রাতে আমরা গাড়িটা হাতে পেয়েছি।”

“কালো?”

“অবশ্যই। ইভানের লোকেরা কেবল কালো রেঞ্জ রোভার ব্যবহার করে।”

“তুমি কোথা থেকে পেলো গাড়িটা?”

“উত্তর মস্কোতে অবস্থিত এক ডিলারের কাছ থেকে। শমসেরের মাথার একটা তার ছিঁড়ে যাবে যখন সে দামটা দেখবে।”

“সাইসেল প্লেট?”

“সেটার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।”

“মেট্রোপল থেকে কতক্ষণ সময় লাগবে যেতে?”

“সাধারণ পরিস্থিতি বড়জোর আড়াই ঘণ্টা। এখানে...মিখায়েল তোমাকে ঠিক রাত দুটার সময় তুলে নিতে চায়। যাতে পথে কোন সমস্যা না হয় সেজন্য।”

তারা ক্রেমলিনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পৌঁছায়। নদীর অপর পাড়ে একটা অতিকায় ধূসর বর্ণের অ্যাপার্টমেন্ট ভবন দাঁড়িয়ে রয়েছে যার মাথায় একটা ঘূর্ণায়মান মার্সেডিস বেঞ্চার তারকা চিহ্ন শোভা পাচ্ছে। বাঁধের উপর অবস্থিত বাসি হিসেবে পরিচিত ভবনটা ১৯৩১ সালে স্ট্যালিন তৈরি করেছিল সোভিয়েট প্রাসাদ হিসেবে যেখানে নোমেনক্ল্যাচারের সম্ভ্রান্ত সদস্যরা বাস করবে। সেই টেররের ভীতিকর দিনগুলোতে সে প্রাসাদটাকে আতঙ্কের প্রাসাদে রূপান্তরিত করেছিল। প্রায় আটশ লোককে, ভবনটার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোককে বিছানা থেকে তুলে মস্কোর চারপাশে ঘিরে থাকা অসংখ্য বধ্যভূমির একটায় নিয়ে গিয়ে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। তাদের শাস্তি দেবার ধারা দুশত সবসময়ে একই; রাতভর অকথ্য নির্ধাতন, মাথার পেছনে একটা গুলি আর দ্রুত কোনমতে খোড়া গণকবরে লাশটা চাপা দেয়া। রক্তাক্ত ইতিহাস সত্ত্বেও বাঁধের উপরে অবস্থিত বাসিটাকে আজ মস্কোর সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ঠিকানা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নয় তলায় ইভান কারকভের

একটা বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদগুলোর ভিতরে এটা অন্যতম।

ইব্রাহিম খালিদের দিকে তাকিয়ে দেখে সে অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ধারে রাস্তার পাশে একটা ছোট পার্কের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বোলোতনায়া স্কোয়ার, দণ্ডের ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত বির্তকের জন্ম যেখানে হয়েছিল।

“সেদিন রাতে তোমার হাত ভেঙে দেয়াই আমার উচিত ছিল। এসব আজ কিছুই হয়না যদি আমি তোমাকে হিচড়ে গাড়িতে তুলে নেই আর তোমাকে সহ দলের বাকি সবাইকে নিয়ে মস্কো ত্যাগ করি।”

“খালিদ কথাটা সত্যি। এসব তাহলে কিছুই ঘটে না। আমরা তাহলে কখনও ইভানের মিসাইল খুঁজে পেতাম না। এবং ইলেনা কারকোভ মারা যেতো।”

খালিদ মন্তব্যটা পান্ডা দেয় না। “আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আমরা আবার সেখানেই ফিরে এসেছি। আমি পণ করেছিলাম এই হতচ্ছাড়া শহরে আর জন্মও পা দেবো না।” সে আড়চোখে ইব্রাহিমের দিকে তাকায়। “ঈশ্বরের দিব্যি ইভানকে এত জায়গা থাকতে এখানেই কেন এপার্টমেন্ট কিনতে হবে। কান পাতলে চিৎকারটা যেন এখনও শোনা যাবে।”

“ইলেনা আমাকে একবার বলেছিল তার স্বামী পাড় স্ট্যালিনিষ্ট। জুকোভায় ইভানের বাসা যে জমিটার উপরে সেটার মালিক একসময়ে স্ট্যালিনের মেয়ে ছিল। আর সে যখন ক্রেমলিনের কাছে আরেকটা বাড়ি কেনার কথা বিবেচনা করে সে বাঁধের উপরে বাড়ির চেয়ে উপযুক্ত আর কিছু খুঁজে পায়নি। ইভানের অ্যাপার্টমেন্টের আসল মালিক ছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ আমলা। স্ট্যালিনের খয়েরখাদের ধারণা হয় লোকটা জার্মানির গুপ্তচর। তারা তাকে বুটোভো নিয়ে যায় এবং মাথার পেছনে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেয়। আপাতদৃষ্টিতে গল্পটা বলতে ইভান পছন্দই করে।”

খালিদ শান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। “কেউ কেউ ভালো রান্নাঘর কিংবা সুন্দর দৃশ্য পছন্দ করে। কিন্তু ইভানের এমন জায়গা পছন্দ যার একটা রক্তাক্ত ইতিহাস রয়েছে।”

“আমাদের ইভান তার কোন তুলনা হয় না।”

“এই জন্যই বোধহয় সে মস্কোর ঠিক বাইরে কয়েকশ একর বার্চবন আর জলাভূমি কিনেছে।”

হ্যাঁ, ইব্রাহিম ভাবে হয়ত সেটাই কারণ। সে ক্রেমলিন রক্ষাকারী বাঁধের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় দেখে এলি লাভোন এগিয়ে আসছে ব্রিককেস তখনও ডান হাতেই ধরা রয়েছে। লাভোন তাদের অতিক্রম করার সময়ে সে ইব্রাহিমের পিঠে আলতো করে একটা চাপড় দেয়। যার মানে তাদের আলোচনা অনেকক্ষণ ধরে চলছে। খালিদ হাতের দাস্তানা খুলে হাতটা বাড়িয়ে ধরে।

“মেট্রোপলে ফিরে যাও। চূপচাপ অপেক্ষা করো। আর কোন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি করতে যেও না। আমরা তাকে ঠিকই ফিরিয়ে আনবো।”
ইব্রাহিম খালিদের হাতটা ধরে আন্দোলিত করে এবং ঘুরে দাঁড়িয়ে পুনরুত্থান তোরণের দিকে হাঁটা দেয়।

খালিদ অবশ্য ব্যাপারটা জানে না, সেদিন রাতে হোটেল মেট্রোপলে নিজের রুমে ফিরে যাবার আদেশ ইব্রাহিম অমান্য করেছিল এবং সে সেখানে না গিয়ে ট্রেভারস্কায়া স্ট্রিটের দিকে হাঁটা ধরে। ৬ নম্বরের অফিস ভবনগুলোর সামনে সে দাঁড়ায়, গ্যালাক্সি ট্রাভেলসের জানালার পোস্টারগুলো দেখে। একটা পোস্টারে একজোড়া রুশ দম্পত্তিকে কার্চিভেলের ফির ঢালে শ্যাম্পেন লাঞ্চ খেতে দেখা যায়, আরেকটায় দুজন রুপসী নারীকে কোটে ডি অ্যাথুরের সৈকতে রৌদ্রস্নান করতে দেখা যায়। ইরিনা বুলগানোভার, রুশ স্বপক্ষত্যাগী গ্রেগরী বুলগানভের প্রাক্তন স্ত্রী, বিড়ম্বনার বোধহয় কোন শেষ নেই, কানে টেলিফোন দিয়ে বেচারী নিজের ডেস্কে বসে রয়েছে। ইব্রাহিম তাকে অনেক কিছু বলতে চায় কিন্তু বলতে পারে না। এখনও সময় হয়নি। আর তাই সে সেখানে একলা দাঁড়িয়ে থাকে, ঘোলাটে কাঁচের আড়াল থেকে দেখে। সে ভাবে, বাস্তবতা একটা মানসিক পরিস্থিতি। তুমি যা চাও সেটাই আসলে বাস্তবতা।

৫৯. গ্রসভেনর স্কোয়ার, লন্ডন

কোন অভিযানের পূর্বে একেবারে শেষ সময়ে চাপের মুখে অবিচল থেকে যে সুনাম ইব্রাহিম অর্জন করেছে দুর্ভাগ্যজনকভাবে শমসেরকে কোন মতেই একই সুনামের দাবিদার বলা যাবে না। লন্ডনে ফিরে এসে, কেনসিংটনে ইসরায়েলের দূতাবাসে সে নিজের জন্য একটা আস্তানা তৈরি করে এবং সেখান থিতু হয়ে তেল আভিভ থেকে ল্যান্সলী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় তার খবরদারি শুরু করে। শমসেরেব হুমকির ধামকিতে বিপর্যস্ত কিং সল বুলেভার্ডের অপস ডেস্কের কর্মকর্তারা এতটাই ব্যাতিব্যস্ত হয়ে উঠে যে বেচারারা নিজেদের মধ্যে লটারির বন্দোবস্ত করে যে তার কলের মুখোমুখি হবার পরবর্তী দুর্ভাগ্য কার হবে। কেবল অ্যাড্রিয়ান কার্টারই তার আচরণের ব্যাপারে কোন ধরনের অস্বস্তি প্রকাশ করে না। নিজে একজন ফিল্ডম্যান হবার কারণে সে আরেকজন ফিল্ডম্যানের অসহায়তা উপলব্ধি করতে পারে। উদ্ধার পরিকল্পনা ইব্রাহিমের নিজের; শমসেরের কেবল এখানে সেখানে দু'একটা তার টানা আব লিভার নাড়ান ছাড়া বস্ত্রতপক্ষে আর কিছুই করার নেই। আর তারপরেও সে সেজন্য কার্টার আর তার এজেন্সির উপরে ভীষণভাবে নির্ভরশীল। পুরো ব্যাপারটাই শমসেরের কাচোল ভ'লাভান মূল নীতির উপরে বিশ্বাসের পরিপন্থী। নিজের পরামর্শ খাটলে, বুড়ো লোকটা বনের ভিতরে অবস্থিত ইভানের ডাচায় নিজে হেঁটে যেতো এবং কাজটা নিজে দাঁড়িয়ে তদারক করতো। আর কেবল আহাম্মক হলেই তার বিরুদ্ধে বাজি ধরতে যাবে। “সে এমন কাজ করেছে যার কল্পনাও তোমরা করতে পারবে না,” কার্টার শমসেরের পক্ষে সাফাই দেয়। “আর সেসবের প্রামাণিক স্মারক রয়েছে তার সারা দেহে।”

সেদিন সন্ধ্যা ছয়টার সময়, অভিযান শুরু করার জন্য শমসের স্কোয়ারে অবস্থিত আমেরিকান দূতাবাসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এক সিআইএ'র এক যুবতী কর্মকর্তা, নতুন দেখতে একটা মেয়ে যাকে দেখে মনে হলে এই মাত্র বাইরে থেকে জুনিয়র ইয়ার সম্পন্ন করে এসেছে, তাকে আপার ক্রকস স্ট্রীটে স্বাগত জানায়। সে তাকে পথ দেখিয়ে মেরিন গার্ডদের পার করে আশেপাশে তাকে একটা নিরাপদ লিফটে উঠিয়ে বর্ধিতাংশের কোর্টরে নিয়ে আসে। অ্যাড্রিয়ান কার্টার আর গ্রাহাম সিমুর আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল অ্যাফিথিয়েটারের মতো দেখতে অপস সেন্টারের উপরের দিকে তারা ইতোমধ্যে আসন গ্রহণ করেছে। কার্টারের ডান পাশে শমসের আসন গ্রহণ করে এবং কক্ষের সামনের দিকে অবস্থিত একটা বিশাল

ক্লীনের দিকে তাকায়। সেখানে ওয়াশিংটন ডি.সির বাইরে একটা বিমানবন্দরের টার্মিনাসে দুটো প্লেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। দুটো প্লেনই অ্যান্ড্রুজ এয়ারকোর্স বেসের ৮৯তম এয়ারলিফট উইং এর কার্গো প্লেন। দুটো তেল ভর্তি অবস্থায় উড্ডয়নের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে।

ঠিক সাতটার সময় কার্গোর ফোন বেজে উঠে। সে দ্রুত রিসিভারটা কানে ঠেকায় এবং কয়েক সেকেন্ড নিরবে অপরাপ্তের কথা শুনে রিসিভারটা নামিয়ে রাখে।

“সে গেটের বাইরে এসে হাজির হয়েছে। ভদ্রমহোদয়গণ মনে হচ্ছে আমাদের অভিযান শুরু হয়েছে।”

ওয়াশিংটনে এমন একটা সময় ছিল যখন সেখানের সব সাংবাদিক আর সরকারি আমলা আমেরিকায় অবস্থানরত সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের নাম ভালমতই জানতো। আজকাল যাদের নিতান্তই প্রয়োজন পড়ে তারা ছাড়া আর স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রেসের লোকজন ছাড়া আর কেউ কনস্টানটিন ট্রেটইয়াকভের নাম শুনেছে বলে মনে হয় না। যদিও সাবলীল ভাবে ইংরেজিতে কথা বলতে সক্ষম, রুশ ফেডারেশনের রাষ্ট্রদূত কদাচিৎ টিভির পর্দায় হাজির হয় এবং কখনও এমন কোন পার্টির আয়োজন করে না যেখানে যোগ দিতে লোকজন উনুখ হয়ে থাকবে। যে শহরে একসময়ে মস্কোর প্রতিনিধিকে প্রায় রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মান দেওয়া হত সেই একই শহরে সে একজন ভুলে যাওয়া মানুষ। ওয়াশিংটনে একজন মানুষের পক্ষে যতটা অপাংক্তেয় হওয়া সম্ভব ট্রেটইয়াকভের দুর্দশা তার চেয়েও ব্যাপক। সে শহরে মোটামুটি অপ্রাসঙ্গিক।

রাষ্ট্রদূতের সরকারি পরিচয়পত্রে তাকে একজন “আমেরিকা বিশেষজ্ঞ” বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং ক্যারিয়ার ডিপ্লোম্যাট যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিমা পদে সাফল্যের সাথে কাজ করে এসেছে। পরিচয় পত্রে একটা বিষয় উল্লেখ করা হয়নি যে অসলোতে থাকার সময়ে তহবিল তহরুরের দায়ে তার ক্যারিয়ারের প্রায় বারোটা বাজতে বসেছিল। আরো উল্লেখ করা হয়নি যে সে প্রায়ই অতিরিক্ত মাত্রায় মদপান করে থাকে। বা আরো উল্লেখ করা হয়নি যে তার একভাই এসইউভি’র পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত এবং আরেকভাই ক্রেমলিনে রুশ প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ চক্র সিলোভিকির সদস্য। এসব বিরূপ তথ্য অবশ্য সিআইএ’র ডোশিয়ারে রয়েছে যার একটা কপি এড ফিল্ডিংকে দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড্রুজ প্রান্তের অপারেশন তদারকির কাজে তার সহায়ক হবে ভেবে। সিআইএ’র নিরাপত্তা কর্মকর্তার কাছে ফাইলটা দারুন উপভোগ্য প্রতিপন্ন হয়। স্নায়ুযুদ্ধের অন্ধকার দিনগুলোতে সে এজেন্সিতে যোগ দিয়েছিল এবং বিশ্বব্যাপী গোপন যুদ্ধক্ষেত্রে সোভিয়েট আর তার মিত্রদের সাথে কয়েক যুগ লড়াইয়ে নিবৃত্ত থেকেছে। রাষ্ট্রদূতের ফাইলে এক তাকিয়ে সে নিশ্চিত হয় তার পেশাদার জীবনের ত্যাগ স্বীকার ব্যর্থ হয়নি।

৮৯তম এয়ারলিফট উইং -এর স্মারকের নিচে সে দাঁড়িয়ে ছিল যখন ট্রেটইয়াকভকে বহনকারী গাড়িবহর এসে যাত্রীছাউনির বাইরে থামে। রাজধানী এলাকার সবচেয়ে সুরক্ষিত স্থাপনাসমূহের একটার ভিতরে রাষ্ট্রদূত এখন অবস্থান করছেন তারপরেও তাকে আগলে রেখেছে তার নিজস্ব তিনস্তর বিশিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা: তার নিজস্ব রাশান দেহরক্ষী বাহিনী, ডিপ্লোম্যাটিক সিকিউরিটি এজেন্টদের একটা দল এবং অ্যাড্জুট বেসের নিরাপত্তার দায়িত্বে রত একাধিক কর্মকর্তা। লিমোজিনের পেছনের আসন থেকে নামতে ফিল্ডিং এক নিমিষে রাষ্ট্রদূতকে আলাদা করে চিনতে পারে— ডোশিয়ারে ট্রেটইয়াকভের একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি আর বেশ কয়েকটা সার্ভেলেন্স ছবি দেওয়া রয়েছে— কিন্তু ফিল্ডিং তার প্রস্তুতির বারোটা বাজিয়ে দিয়ে ট্রেটইয়াকভের বদলে তার অধীনস্থ দায়িত্বপালনকারী অন্য কর্মকর্তার দিকে এগিয়ে যায়। রাষ্ট্রদূতের একান্ত সচিব ফিল্ডিংকে গুধরে দিয়ে ট্রেটইয়াকভের দিকে ইঙ্গিত করে, যার মুখে আমেরিকান কর্মকর্তার অনভিজ্ঞ আচরণ দেখে কান পর্যন্ত হাসি ফুটে উঠেছে। ফিল্ডিং রাষ্ট্রদূতের সাথে করমর্দন করে নিজেকে টম হ্যারিস নামে পরিচয় দেয়। আপাতদৃষ্টিতে জনাব হ্যারিসের অ্যাড্জুটে রাষ্ট্রদূতের সাথে করমর্দন ছাড়া আর কোন কাজ নেই।

“জনাব. রাষ্ট্রদূত আপনি হয়ত আন্দাজ করতে পারবেন, কারকভ ছেলেমেয়েরা সামান্য নার্ভাস হয়ে আছে। মিসেস. কারকভ আপনাকে একলা কোন নিরাপত্তা কর্মী ছাড়া তাদের সাথে দেখা করতে বলেছে।”

“মি. হ্যারিস বাচ্চারা কেন নার্ভাস বোধ করবে? তারা তাদের মাতৃভূমি রাশিয়া ফিরে যাচ্ছে।”

“মি.রাষ্ট্রদূত আপনি কি একলা তাদের সাথে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন বলে আমরা ধরে নেবো? কারণ সেক্ষেত্রে ব্যাপারটার এখানে ইতি ঘটবে।”

রাষ্ট্রদূত তার চিবুক সামান্য উঁচু করে তাকায়। “না, মি.হ্যারিস আমি সেটা বলতে চাইনি।”

“বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত। আমি ভাবতে চাই না যে ইভান কারকভ কখনও জানতে পারুক যে প্রটোকলের স্বার্থে আপনি বাচ্চাদের দেশে ফিরে যাবার পুরো প্রক্রিয়াটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিলেন।”

“মি.হ্যারিস আপনার কণ্ঠস্বর সংযত করবেন।”

ফিল্ডিং -এর কোন আগ্রহই নেই নিজের কণ্ঠস্বর সংযত করার ব্যাপারে। বস্তুতপক্ষে সে মাত্র তার খেলা শুরু করেছে।

“আমি ধরে নিচ্ছি আপনি কারকভ বাচ্চাদের ছবি আগেই দেখেছেন।”

রাষ্ট্রদূত মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

“আপনি নিশ্চিত তাদের দেখা মাত্র আপনি চিনতে পারবেন?”

“দেখামাত্র।”

“তাহলে ঠিক আছে। কারণ আপনি কোনভাবেই বাচ্চাদের দিকে এগিয়ে যেতে বা তাদের স্পর্শ করতে পারবেন না। আপনি তাদের দুটো প্রশ্ন করতে পারবেন তারবেশি না। মি. রাষ্ট্রদূত শর্তগুলো আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে।”

মেনে না নিয়ে আমার আর কোন পথ আছে?”

“আপাতত নেই বলেই মনে হচ্ছে।”

“আমিও তাই ভেবেছি।”

“এবার অনুগ্রহ করে দুহাত দুপাশে প্রসারিত করে দুপা ফাঁক করে দাঁড়ান।”

“আমাকে কেন এসব করতে হবে?”

“কারণ বাচ্চাদের কাছে যেতে দেবার আগে আমি আপনাকে তত্ত্বাশি করতে চাই।”

“স্পর্ধার একটা সীমা থাকা উচিত।”

“আমি ভাবতে চাই না ইভান কারকভ কখনও জানতে পারুক—”

রাষ্ট্রদূত জোকের মুখে লবণ পরার মতো হাত আর পা প্রসারিত করে দাঁড়ায়। ফিল্ডিং যথেষ্ট সময় নিয়ে তত্ত্বাশি চালায় এবং খেয়াল রাখে অভিজ্ঞতাটা যতটা সম্ভব অপমানজনক আর অবমাননাকর হয়। তত্ত্বাশি শেষ হতে সে জীবাণুনাশক দিয়ে হাত ধুয়ে নেয়।

“কোন স্পর্শ করা চলবে না আর দুটো প্রশ্ন। মি. রাষ্ট্রদূত আমরা নিজেদের পরিষ্কার বোঝাতে পেরেছি?”

“হ্যাঁ, মি. হ্যারিস আমরা ভালমতই নিজেদের খোলাসা করতে পেরেছি।”

“অনুগ্রহ করে আমাকে অনুসরণ করেন।”

বেশ ছোট একটা ঘর, দেয়ালে স্থাপনার গৌরবময় অতীতের নানা ছবি ঝুলান রয়েছে: ঐতিহাসিক যাত্রার প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি, বহুব ছরের বন্দি দশা কাটিয়ে দেশে ফিরে আসা যুদ্ধবন্দির দল, পতাকামোড়ান কফিন আমেরিকার মাটিতে শেষ বিশ্রামের জন্য নিয়ে আসা হচ্ছে। সেদিন দুপুরে আলোকচিত্রীর দল উপস্থিত থাকলে তারা একটা বিষণ্ণ মুহূর্তের ছবি ধারণ করতে পারতো: একজন মা শেষবারের মতো সম্ভবত নিজের সন্তানদের জড়িয়ে রেখেছে। অবশ্য কোন আলোকচিত্রী উপস্থিত ছিল না কারণ মা আর তার দুই ছেলেমেয়ে সেখানে উপস্থিত নেই অন্তত সরকারি নথিপত্রের ভাষ্য তাই। দুটো উড়ান যা শীঘ্রই এই পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করবে তাদেরও কোন উল্লেখ কোথাও নেই এবং কন্ট্রোল টাওয়ারের লগবুকেও কেউ কখনও এই উড়ান দুটির কোন উল্লেখ দেখতে পাবে না।

কালো ভিনাইলের একটা কাউচে তারা একসাথে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে। ইলেনার পরনে নীল জিন্স আর একটা শেরলিং কোট সে দুই সন্তানের মাঝে বসে দু’হাতে

দুজনকে জড়িয়ে রেখেছে। দুইজনেই তার কলারে মুখ ঠুঁজে রয়েছে এবং রুশ রাষ্ট্রদূত কামরায় প্রবেশের পরেও তারা সেভাবেই অনেকক্ষণ বসে থাকে। ইলেনা রাষ্ট্রদূতের দিকে ইচ্ছে করেই তাকায় না। তার ঠোট অ্যানার কপালে ছুয়ে রয়েছে দৃষ্টি পায়ের কাছের ধূসর কার্পেটের উপর নিবন্ধ।

“মিসেস. কারকভ আমার শুভেচ্ছা নেবেন,” রাশান ভাষায় রাষ্ট্রদূত সম্ভাষণ জানায়। ইলেনা উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করে না। রাষ্ট্রদূত এবার ফিল্ডিং-এর দিকে তাকায়। ইংরেজিতে সে এবার বলে, “আমাকে তাদের মুখ দেখতে হবে। অন্যথায় আমি নিশ্চিত করে বলতে পারবো না এরাই ইভানের ছেলেমেয়ে।”

“মি. রাষ্ট্রদূত তুমি কেবল দুটো প্রশ্ন করতে পারবে। তাদের বল মুখ তুলে তাকাতে। কিন্তু মোলায়েমভাবে তাদের সাথে কথা বলবে। অন্যথায় আমি হয়ত অসন্তুষ্ট হব।”

রাষ্ট্রদূত তার সামনে বসে থাকা বিপর্যস্ত পরিবারের দিকে তাকায়। রাশান ভাষায় সে জানতে চায়, “বাচ্চারা একটু আমার দিকে তাকাতে, যাতে আমি তোমাদের দেখতে পাই।”

বাচ্চারা কাঁঠ হয়ে থাকে।

“ইংরেজিতে তাদের বলে দেখো” ফিল্ডিং পরামর্শ দেয়।

ট্রেটইয়াকভ ফিল্ডিং এর পরামর্শ মতো কাজ করে। এইবার বাচ্চারা মুখ তুলে তাকায় তাদের চেহারায় বিদ্রোহের ছাপ স্পষ্ট ফুটে আছে দেখা যায়। ট্রেটইয়াকভ সন্তুষ্টির সাথে দেখে যে বাচ্চা দুটো আসলেই অ্যানা আর নিকোলাই কারকভ।

“তোমাদের বাবা তোমাদের সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছেন। তোমরা কি দেশে ফিরতে পেরে উত্তেজিত বোধ করছ?”

“না,” অ্যানা স্পষ্ট ভাষায় বলে।

“না,” নিকোলাইও বোনের সাথে সুর মেলায়। “আমরা এখানে আমাদের মায়ের সাথে থাকতে চাই।”

“তোমাদের মায়েরও হয়ত দেশে ফিরে যাওয়া উচিত।”

ইলেনা প্রথমবারের মতো ট্রেটইয়াকভের দিকে তাকায়। তারপরে তার দৃষ্টি ফিল্ডিং-এর দিকে ঘুরে। “মি. হ্যারিস ভাড়াটেকে দয়া করে আমার সামনে থেকে নিয়ে যান। ওকে দেখেই আমার গা গুলিয়ে বমি পাচ্ছে।”

ফিল্ডিং রাষ্ট্রদূতকে বেস অপসের ভবনে যাবার দরজার দিকে নিয়ে যায়। পর্যবেক্ষণ ডেকে দাঁড়িয়ে তারা অপেক্ষা করে এর ভেতরে বাচ্চারা নিরাপত্তা কর্মীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় যাত্রী ছাউনি থেকে বের হয়ে আসে। টারম্যাকের উপর দিয়ে দলটা ধীর গতিতে এগিয়ে যায় এবং সি-৩২এর যাত্রী আরোহনের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়। ইলেনা কারকভ দশ মিনিট পরে বের হয়ে আসে, বাচ্চাদের ছাড়া

তাকে স্পষ্টতই বিচলিত দেখা যায়। বিমান বাহিনীর জনৈক কর্মকর্তার হাত ধরে সে অপেক্ষমান গালফস্ট্রীমের দিকে এগিয়ে যায় এবং কেবিনে প্রবেশ করে।

“জনাব, রাষ্ট্রদূত আপনার গর্বিত হওয়া উচিত” ফিল্ডিং বলে।

“বাবার কাছ থেকে তাদের আলাদা করার অধিকার কারো নেই।”

সি-৩২ এর কেবিনের দরজা এবার বন্ধ করে দেওয়া হয়। আরোহনকারী সিঁড়ি ধীরে ধীরে সরিয়ে নেয়া হয় জ্বালানী আর রসদপত্রের ট্রাকও সরে আসে। পাঁচ মিনিট পরে বিমানটাকে ওয়াশিংটনের মেরীল্যান্ড শহরতলীর উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখা যায়। ফিল্ডিং বিমানটাকে মেঘের আড়ালে হারিয়ে যেতে দেখে এবং কুপিত দৃষ্টিতে সামনে দাঁড়ান রাষ্ট্রদূতের দিকে তাকায়।

“সকাল নয়টা কনাকোভো বিমানক্ষেত্র। মনে রাখবেন ইভান নিজে না আসলে বাচ্চারা বিমান থেকে নামবে না। জনাব, রাষ্ট্রদূত আমরা পরস্পরকে বুঝতে পেরেছি।”

“সে সেখানে থাকবে।”

“আপনি এবার বিদায় নিতে পারেন। আর আমি যদি আপনার সাথে কর্মমর্দন না করি তো সেজন্য আমাকে মার্জনা করবেন। আমার নিজেকে কেমন অপরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে।”

এড ফিল্ডিং পর্যবেক্ষণ ডেকে দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ না রাষ্ট্রদূত তার দলবল নিয়ে নিরাপদে বেস ত্যাগ করে তারপরে সে অপেক্ষমান গালফস্ট্রীম বিমানে আরোহন করে। ইলেনা কারকড নিজের আসনে সিটবেল্ট বেধে জনশূন্য টারম্যাকের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

“আমাদের কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে?”

“বেশিক্ষণ না ইলেনা। তুমি ঠিক আছো তো?”

“এড আমি ভালই আছি। চল এবার বাসায় ফেরা যাক।”

৬০. হোটেল মেট্রোপল, মস্কো

হোটেল মেট্রোপলে নিজের রুমের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে ইব্রাহিমকে মস্কো সময় রাত ১০:৪৫ মিনিটে বিমানের উড্ডয়নের সংবাদ জানানো হয়। টেভারস্কায়া স্ট্রীট থেকে তার অভিযান শেষ করে ফিরে আসার পর থেকে সে মাঝে মাঝেই সেখানে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দশ ঘণ্টা পায়চারি করা আর দুশ্চিন্তায় নিজেকে কাহিল করে তোলা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। মানসপটে পুরো অভিযানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাজারবার দেখা ছাড়া এই দশ ঘণ্টা তার আর কিছুই করার নেই। দশ ঘণ্টা ইভানের কথা ভাবা ছাড়া আর কিছু করার নেই। সে কল্পনা করতে চেষ্টা করে তার শত্রু আজকের রাতটা কিভাবে কাটাচ্ছে। রাতটা কি সে তার কচি বৌয়ের সাথে নিভৃত্তে যাপন করবে। নাকি পুরো বিষয়টা উদযাপনের আয়োজন করা হয়েছে: রোআউট। ইভান আর তার সঙ্গপাঙ্গের দল শব্দটা বড় কোন অস্ত্র বিক্রির চুক্তি সম্পাদনের পরে আয়োজিত পার্টির ক্ষেত্রে উল্লেখ করে থাকে। যত বড় চুক্তি ততবড় রোআউট।

বাচ্চাদের বহনকারী প্লেন রাশিয়া অভিমুখে যাত্রা শুরু করতে, ইব্রাহিমের মনে হয় তার স্নায়ু যেন পিয়ানোর তারে পরিণত হয়েছে। সে তার হৃৎপিণ্ডের গতি হ্রাস করতে চেষ্টা করে কিন্তু তার দেহ তার আদেশ শুনতে অপারগতা প্রকাশ করে। সে চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম নিতে চেষ্টা করলে বার্চবনের মাঝে ছোট ডাচাটার ছবির কেবল চোখের সামনে ভাসতে দেখে। এবং সেই কামরাটা যেখানে নিশ্চিতভাবে মরিয়ম আর গ্রেগরীকে শিকল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। এবং চারটা স্রোতস্বিনী যা একটা বিশাল জলাভূমিতে এসে মিলিত হয়েছে। আর বনের মাঝে অবস্থিত সমান্তরাল খন্দগুলো।

আমার স্বামী একজন পাড় স্ট্যালিনিষ্ট... স্ট্যালিনের প্রতি ভালবাসা তার ভূ-সম্পত্তি ক্রয়ের বিষয়টাকে প্রভাবিত করেছে।

একটা নিরাপদ পিডিএ তাকে সময় কাটাতে সাহায্য করে। সেটা তাকে বলে যে খালিদ, ইয়াকভ আর ওবেদ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। সেটা তাকে আরো বলে যে গোপন ক্যামেরায় ডাচার কোন পরিবর্তন বা ইভানের সৈন্য মোতায়েন পরিলক্ষিত হয়নি। সেটা তাকে আরো জানায় ঈশ্বরের কৃপায় জলাভূমির উপরে ভারী কুয়াশার সৃষ্টি হয়েছে তাদের আগমনে ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য। এবং শেষ পর্যন্ত রাত ১:৪৮ মিনিটে পিডিএ তাকে জানায় যে এবার যাত্রা করার সময় হয়েছে।

ইব্রাহিম অনেক আগেই কাপড় পরে নিয়েছে আর এতক্ষণ পরতের পর পরত রক্ষাকারী কাপড়ের আড়ালে বসে বসে ঘামছিল। সে নিজেকে বাধ্য করে কামরায় অতিরিক্ত কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে তারপরে লাইট বন্ধ করে সে সন্তর্পণে করিডোরে বেরিয়ে আসে। লবির ঘড়িতে যখন সময় রাত ২:০০ দেখায় সে লিফট থেকে বের হয়ে আসে এবং ক্রুশ্চেভের প্রেতাত্মার দিকে রুঢ় ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে তাকে অতিক্রম করে। রেঞ্জ রোভারটা মিট্রালনি প্রসপেক্টে ইঞ্জিন চালু অবস্থায় অপেক্ষা করছে। পাহাড়ের চড়াই বেয়ে তারা এফএসবির সদরদপ্তর অভিমুখে তারা এগিয়ে যাবার সময়ে মিখায়েল অস্থির ভঙ্গিতে আঙ্গুল দিয়ে তাল ঠুকতে থাকে।

“মিখায়েল তুমি ঠিক আছ?”

“বস, এর চেয়ে ভাল কখনও ছিলাম না।”

“তুমি নিশ্চয়ই নার্সাসবোধ করছ না তাই না?”

“আমি কেন নার্সাসবোধ করবো? লুবিয়াঙ্কার আশপাশে থাকতে আমার বেশ লাগে আমি যখন ছোট ছিলাম কেজিবি আমার বাবাকে ছয়মাস সেখানে আট রেখেছিল। ইব্রাহিম আমি কি কখনও তোমাকে গল্পটা বলেছি?”

সে বলেছে।

“তুমি বন্দুক ঠিকমত নিয়েছ?”

“মস্কো দখল করতে পারবো।”

“রেডিও?”

“অবশ্যই।”

“স্যাটফোন?”

“ইব্রাহিম, মাফ করে দেওয়া যায় না।”

“কফি?”

“দুই ফ্লাস্ক। একটা আমাদের জন্য আরেকটা তাদের জন্য।”

“বোল্ট কাটারের কথা মনে আছে?”

“আমাদের দুজনের জন্য একটা করে। যদি দরকার হয় তাই জানি।”

“দরকার হয় মানে?”

“আমাদের একজন যদি আহত হই সেজন্য বলছিলাম।”

“ইতানের রক্ষীবাহিনী ছাড়া আজ রাতে আর কেউ আহত হবে না।”

“বস, আপনার কথা শিরোধার্য।”

মিখায়েল আবার তাল ঠোকা শুরু করে।

“তুমি কি সারাটা পথ তাল ঠুকতে ঠুকতে যাবে বলে ঠিক করেছ?”

“আমি চেষ্টা করছি বিরত থাকতে।”

“সেটাই চেষ্টা করো। তোমার সঙ্গীত সাধনায় আমার মাথা ধরে যাচ্ছে।”

মস্কো শহর যেন তাদের আটকে রাখবে বলে বন্ধপরিকর। লুব্য়ান্কা থেকে একেএডি রিঙ রোডে উঠতে তাদের ত্রিশ মিনিট সময় লাগে: এই ত্রিশ মিনিট ট্রাফিক জ্যাম, সিগন্যাল বাতি নষ্ট, রাস্তায় ভাঙা গর্ত, অপরাধ সংগঠনের স্থান আর মিলিশিয়াদের সৃষ্ট ব্যাখ্যাভীত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে লাগে। “আর এখন রাজে রাত দুইটা,” মিখায়েল হতাশা গোপন করতে না পেরে বলে। “সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে এখানের কি অবস্থা হয় কল্পনা করতে পারো, যখন মস্কোর অর্ধেক লোক একই সাথে বাসায় ফিরবে বলে রাস্তায় রয়েছে।”

“আমরা যদি এভাবে এগোতে থাকি তাহলে আর কল্পনার দরকার হবে না।”

তারা শহর থেকে বের হয়ে আসতে অ্যাপার্টমেন্টের সারি হাঙ্কা হয়ে আসে আর তার স্থানে মাইলের পর মাইল ধরে বিস্তৃত রেল ইয়ার্ড আর ধোয়া উঠতে থাকা কারখানা দখল করে নেয়। কারখানাগুলো অবশ্য ইব্রাহিমের দেখা সবচেয়ে বড় কারখানা— অতিকায় সব চুল্লী দিয়ে ধোয়া উঠছে আর কোথাও কোন আলো জ্বলতে দেখা যায় না। একটা মালবাহী ট্রেন গড়গড় আওয়াজ করতে করতে বিপরীত দিকে ছুটে যায়। ট্রেন অতিক্রম করতে যেন বহুযুগ সময় লাগে। ইব্রাহিম ভাবে কম করে হলেও পাঁচ মাইল লম্বা হবে ট্রেনটা। বা না হলেও একশ মাইল। আর যাই হোক পৃথিবীর বহুতম মালবাহী ট্রেন নিঃসন্দেহে।

তারা এম-৭ বরাবর এগিয়ে চলেছে। রাস্তাটা রাশিয়ার বিশাল মধ্যাঞ্চল সেই একেবারে তাতারসূন পর্যন্ত চলে গিয়েছে। আর কারো যদি অভিযানে শব্দ থাকে, মিখায়েল বলে, তাহলে সে উলায় ট্রান্স-সাইবেরিয়ান ধরে সোজা মঙ্গোলিয়া আর চীন যেতে পারবে। “চীন ইব্রাহিম বুঝতে পারছেো গাড়ি চালিয়ে চীনে যাওয়া।”

ইব্রাহিম আসলে বুঝতে পারছে। এলাকারটার বিশাল বিস্তৃতিতে সবকিছুই সম্ভব: মাথার উপরে ভাসতে থাকা অন্তহীন কালো আকাশের মাঝে মাঝে শক্ত সাদা তারার মেলা, বিশাল বরফাবৃত সমভূমিতে ঝিমাতে থাকা শহর আর গ্রাম আর অসহনীয় শীত। কোনো কোনো গ্রামে সে পেঁয়াজের মত গম্বুজ চমকতে দেখে। ইডানে নায়ক রাশিয়ার চার্চের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। ১৯৩১ সালে কাগানোভিচকে আদেশ দিয়েছিল মস্কোর ক্রাইস্ট দ্যা সোভিয়ার ক্যাথিড্রাল ডিনামাইট দিয়ে ওড়িয়ে দেয়ার জন্য— কারণ হল তার ক্রেমলিনের অ্যাপার্টমেন্টের দৃশ্যপটে চার্চটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে— আর গ্রামের দিকের চার্চগুলোকে সে আস্তাবল আর শস্যাগারে রূপান্তরিত করেছিল। কিছু কিছু ইতোমধ্যে সংস্কার করা হয়েছে। বাকিগুলো চিরতরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা রাশিয়ার একটা কলঙ্কিত অধ্যায়। মস্কোর বিস্ত আর বৈভব গ্রামাঞ্চলের বন্ধনা আর দারিদ্রের সাথে সম্পূরক অবস্থান তৈরি করেছে। মস্কোতে টাকা উড়ে, গ্রামাঞ্চলে অনুপস্থিত গভর্ণর আর মাঝে মাঝে ক্রেমলিন থেকে আগত কোন উর্দিপরা কর্মকর্তা। বড় শহরে বিস্ত

অর্জনের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে তারা সেসব স্থান ত্যাগ করেছে। সর্বশ্ব হারাবার দলে নাম লিখিয়েছে কেউ কেউ। গ্রামে মদ খাওয়া আর মস্কোর বিপ্লবশালীদের গাল দেওয়া আর কিছুই করার নেই।

তারা পরপর অবস্থিত কয়েকটা শহরের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে শেষেরটার অবস্থা আগেরটার চেয়ে বিপর্যস্ত: লাকিনস্ক, ডেমিডোভো, ভোরসা। সামনে রয়েছে ওবলাস্টের রাজধানী ভ্লাদিমির। সেখানের পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট কুমারী মেরীর স্মরণে নির্মিত ক্যাথিড্রাল রাশিয়ার বাকি সব ক্যাথিড্রালের জন্য নমুনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে—যেসব ক্যাথিড্রাল স্ট্যালিন হয় ধ্বংস করেছে বা শূকরের খোয়াড়ে পরিণত করেছিল। মিখায়েল তাকে বলে ভ্লাদিমিরের আশপাশে গত পঁচিশ হাজার বছর ধরে মানুষ বসবাস করছে, জেজরেল উপত্যকা থেকে আগত বালকের জন্যেও একটা চমকপ্রদ পরিসংখ্যান। পঁচিশ হাজার বছর, শহরের পশ্চিম প্রান্তের দিকে অবস্থিত ভগ্নস্বপ্নে পরিণত হওয়া কারখানাগুলোর দিকে তাকিয়ে ইব্রাহিম ভাবে। লোকগুলো কেন এসেছিল? তারা এখানে অবস্থানই বা কেন করেছে?

সিটে হেলান দিয়ে একটু আরাম করে বসতে চেষ্টা করতে শেষবার সে যখন রাশিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভিতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল সেই দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠে: ওলগা আর ইলেনা পেছনের সীটে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছে, স্টিয়ারিংয়ের পেছনে গ্রেগরী বসে আছে। ইব্রাহিম আমাকে কেবল একটা প্রতিশ্রুতি দাও... সেদফায় একটাই সান্ত্বনা ছিল তারা রাশিয়া ছেড়ে বের হয়ে যাচ্ছিল এবারের মত সোজা তার উদরে প্রবেশ করছিলো না। মিখায়েল রেডিওতে একটা সংবাদে চ্যানেল খুঁজে পায় আর গাড়ি চালাবার সাথে সাথে ধারাবাহ্য দেওয়া শুরু করে। জি-আট সম্মেলনের প্রথম দিনটা ভালই কেটেছে অন্তত রাশান প্রেসিডেন্টের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলতে গেলে, পুরো আয়োজনের যা মূল লক্ষ্য। তারপরে আকাশে জলবায়ুর খামখেয়ালিপনার কারণে সম্ভবত সে বিবিসি'র ইংরেজি চ্যানেল খুঁজে পায়। শোনা যায় জিম্বাবুয়েতে একটা রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় বিমান দুর্ঘটনায় প্রচুর হতাহত হয়েছে। আর আফগানিস্তানে তালিবানরা কাবুলের উপরে বেশ বড় ধরনের একটা আক্রমণ পরিচালনা করেছে। কোনো সন্দেহ নেই ইভানের সরবরাহ করা অস্ত্র ব্যবহার করে।

“এখান থেকে আফগানিস্তানে গাড়ি নিয়ে যাওয়া সম্ভব?”
 “অবশ্যই,” মিখায়েল বলে। সে তারপরে রাস্তার বাঁশ্বার আর দূরত্ব বলতে আরম্ভ করে আর গত পঁচিশ বছর ধরে মানুষ বসতির কেন্দ্রস্থল ভ্লাদিমির আরো একবার অন্ধকারের আড়ালে হারিয়ে যায়।

তারা যতক্ষণ সম্ভব বিবিসি শোনে তারপরে চ্যানেলটা শ্রবণের অযোগ্য হয়ে পড়ে। মিখায়েল রেডিও বন্ধ কবে আর স্টিয়ারিংয়ে আবারও আগুল দিয়ে তাল ঠুকতে শুরু করে।

“মিখায়েল তুমি কোন কিছু নিয়ে চিন্তিত?”

“আমাদের মনে হয় বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা উচিত। কয়েকশ বার যদি আমরা পুরো ব্যাপারটা আলোচনা করতে পারতাম তাহলে আমি একটু নিশ্চিত বোধ করতে পারতাম।”

“এটা তোমার স্বভাব না। আমি তোমাকে অনেকবেশী আস্তাবান দেখতে চাই।”

“ইব্রাহিম তোমার স্ত্রী ওখানে আটকে আছে। আমি পছন্দ করি না এমন কিছু ঘটতে পারে ভাবতেই আমার—”

“তোমার কিছু হবে না। কিন্তু তারপরেও যদি তুমি আরো হাজারবার ব্যাপারটা আলোচনা করতে চাও...” দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া বরফাবৃত ভূপ্রকৃতির দিকে তাকিয়ে তার কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায়। “এমন না যে আমাদের সামনে এরচেয়ে ভাল কোন পথ রয়েছে।”

অভিযানের বিষয় আলোচনা শুরু করতে মিখায়েলের কণ্ঠস্বর একটু চাপা শোনায়। সে বলে, মূল কথা হল গতি। শত্রুদের দ্রুত কাবু করে ফেলতে হবে তাদের। অপরিচিত কারো মুখোমুখি হলে একজন সেক্টি সবসময়ে মুহূর্তের জন্য হলেও ইতস্তত করবে। সেই মুহূর্তটাই তাদের প্রয়োজন। তারা দ্রুত আর নির্মমভাবে তাদের মোকাবেলা করবে। “আরেকটা বিষয় পিস্তল ব্যবহার করা যাবে না,” মিখায়েল বলে। “পিস্তলবাজি কাউবয় আর মাস্তানদের জন্য।”

মিখায়েল কোনটাই নয়। সে সায়েরেট মটকেল, পৃথিবীর অভিজাত সেনাবাহিনী ইউনিটের একটা। সায়েরেট এমন সব অভিযান সম্পন্ন করেছে অন্যান্য ইউনিট কেবল যার কল্পনা করতে পারে। এনটেবে আর সাবেনার কাজ দুটো তাদের করা আব তারচেয়েও কঠিন কাজ যার কথা কেউ কখনও কাগজে পড়েনি। হামাস, ইসলামিক জেহাদ আর আল-আকসা শহীদদের কাফেলার সন্ত্রাসী পালেরগোদাদের মৃত্যুর মুখে পাঠিয়েছে মিখায়েল। সে এমনকি লেবাননের সীমান্ত অতিক্রম করে সেখানে হেজবোল্লার সদস্যদের খুন করেছে। শরণার্থী শিবির আর জনবহুল শহরে সম্পন্ন নারকীয়সব অভিযান। একটা অভিযানও ব্যর্থ হয়নি। মিখায়েলের নিশানা এড়িয়ে একজনও সন্ত্রাসী আজ বেঁচে নেই। তারমতো লোকের কাছে বার্ষিকের আড়ালে একটা ছোট ডাচা কোনো ব্যাপারই না। ইতানের প্রকল্পের সবাই বিশেষ বাহিনীর সদস্য: আলফা গ্রুপ আর ওএমওএন। তারা যে দলের সদস্য হয়ে থাকুক মিখায়েল তাদের কথা উল্লেখ করার সময়ে অতীতকাল ব্যবহার করে। তার কাছে তারা ইতোমধ্যেই মৃত। নিরবতা, দ্রুতগতি আর সময় নির্ধারণ হলো সাফল্যের মূল মন্ত্র।

নিরবতা, দ্রুতগতি আর সময় নির্ধারণ... শমসেরের পবিত্র ট্রিনিট্রি।

মিখায়েলের মতো ইব্রাহিম পশ্চিম তীর বা গাজা উপত্যকায় কখনও গুপ্তহত্যায় অংশ নেয়নি এবং বেশির ভাগ সময়েই সে আরব দুনিয়ায় খুনখারাবির বিষয়টা এড়িয়ে

গিয়েছে। একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিল আবু-জিহাদ, পিএলওতে ইয়াসির আরাফাতের পরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদাধিকারী খলিল আল-ওয়াজিরের ছদ্মনাম। অন্যসব সায়ারেটের গোপন নিয়োগেরমতো, মিখায়েল তার প্রশিক্ষণের সময়ে অভিযানের অভিযানটার আগাপাশতলা পর্যালোচনা করেছে কিন্তু সে কখনও ইব্রাহিম অভিযানের দিনের রাতের কথা জিজ্ঞেস করেনি। জনশূন্য রাস্তা দিয়ে ঝড়ের বেগে এগিয়ে যেতে যেতে এখন সে তাকে জিজ্ঞেস করে। আর ইব্রাহিমও তার কথা রাখে, যদিও পরে সে এজন্য আক্ষেপ করেছে।

আবু জিহাদ... এখনও নামটা স্মরণ করতেই ইব্রাহিমের ঘাড়ের পেছনে একটা শীতল স্রোত বয়ে যায়। ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসের কথা, ফিলিস্তিনি দুর্ভোগের এই স্মরক তিউনিসে সমুদ্রতীরে একটা বিশাল ভিলায় রাজসিক ভঙ্গিতে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিল। ইব্রাহিম নিজে ভিলা আর তার আশপাশের এলাকা রেকী করে এবং নেগেভ মরুভূমিতে সেটার ছব্ব্ব একটা নকল তৈরি করে অভিযানের আগে সেটায় বেশ কয়েক সপ্তাহ অনুশীলন করে। হামলার দিন রাতে, সে একটা রবারের ডিঙি নৌকা নিয়ে তীরে পৌছায় এবং অপেক্ষমান একটা ড্যানে গিয়ে উঠে। দশ মিনিটের ভিতরে পুরো ব্যাপারটা শেষ হয়। ভিলার বাইরে একজন মাত্র প্রহরী ছিল, মার্সিডিসের স্টিয়ারিংর পেছনে বসে কিমাচ্ছিল। সাইলেন্সার লাগান ব্যারেটা দিয়ে সে লোকটা কানে গুলি করে। তারপরে তার সাথে আসা সায়ারেট সঙ্গীর সহায়তায় সে বিশেষ এক ধরনের বিস্ফোরকের সাহায্যে সামনের দরজার কজা উড়িয়ে দেয় যা থেকে হাততালির বেশি আওয়াজ হয় না। সামনের হলে দ্বিতীয় আরেকজন প্রহরীকে হত্যা করে ইব্রাহিম দ্রুত আবু জিহাদের স্টাডিতে উঠে আসে। ইব্রাহিম এত সন্তর্পণে উঠে এসেছিল যে পিএলও'র মাস্টারমাইন্ড কোন শব্দই শুনতে পায়নি। সে তার ডেস্কে বসে ইনতিফাদার একটা ভিডিও দেখার সময়ে মারা যায়।

নিরবতা, দ্রুতগতি আর সময় নির্ধারণ... শমসেরের পবিত্র ট্রিনিটি।

“এবং তারপরে?” মিখায়েল চাপা কণ্ঠে জানতে চায়।

তারপরে... ইব্রাহিমের দুঃস্বপ্নের একটা দৃশ্য।

স্টাডি থেকে বের হয়ে আসার সময়ে ইব্রাহিম একেবারে পড়বি তো পড় আবু জিহাদের স্ত্রীর সামনে গিয়ে পড়ে। সে তার বুকের কাছে একটা বাচ্চা ছেলেকে আতঙ্কে আকড়ে ধরে রয়েছে এবং আরেক হাতে তার কিশোরী মেয়ের বাহু জড়িয়ে রেখেছে। ইব্রাহিম মহিলার দিকে তাকিয়ে আরবিত চিৎকার করে উঠে: “নিজের ঘরে যাও!” তারপরে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে কোমল কণ্ঠে বলে: “যাও এবং গিয়ে তোমার মায়ের যত্ন নাও।”

ঘটনার পড়ে খুব কম রাতই কেটেছে যেদিন সেই মেয়েটার মুখ তার মনে পড়েনি। এবং সে এখনও তাকে দেখতে পায়, যখন তারা মূল সড়ক থেকে নেমে ওবলাস্টের

উত্তরে শেষপ্রান্তের দিকে এগিয়ে যায়। ইব্রাহিম মাঝে মাঝে ভাবতে চেষ্টা করে মেয়েটা পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে টের পেলে সে গুলি করতো কিনা। এবং মাঝে মাঝে বিষণ্ণ মুহূর্তে সে ভাবে এরপরে তার ভাগ্যে যত বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার সবই নিজ পরিবারের সামনে একজন লোককে খুন করার কারণে ঈশ্বরের অভিশাপ কিনা। এখন আগেও অসংখ্যবার সে যা করেছে, মেয়েটাকে আলতো করে স্মৃতির পাতা থেকে সরিয়ে দেয় এবং তাকিয়ে দেখে মিখায়েল আরেকটা বাঁক নিতে যাচ্ছে এদফা পাইন আর ফারের একটা ঘন বনের দিকে। হেডলাইট নিভিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হয়।

“সম্পত্তিটা এখান থেকে কত দূরে?”

“দুই মাইল।”

“গাড়ি নিয়ে যেতে কতক্ষণ লাগবে?”

“পাঁচ মিনিট। আমরা ধীরে সুস্থে যাব।”

“মিখায়েল তুমি নিশ্চিত? সময়টাই এখানে আসল কথা।”

“আমি আগে দু’বার গিয়েছি। আমি নিশ্চিত।”

কনসোলার উপরে মিখায়েল তার আঙুল দিয়ে আবার তাল ঠুকতে শুরু করে। ইব্রাহিম এবারের মতো তাকে উপেক্ষা করে এবং ঘড়ির দিকে তাকায়: ৬:২৫। অপেক্ষার পালা...দিনের হত্যাযজ্ঞ শুরু হবার আগে সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করা। মরিয়মকে আবার আকড়ে ধরার জন্য প্রতিক্ষা। আবু জিহাদের সন্তান ক্ষমা করবে সেজন্য অপেক্ষা করা। সে নিজের জন্য এক কাপ কফি ঢেলে নেয় আর অস্ত্রগুলো শেষবারের মতো পরীক্ষা করে।

৬:২৬...৬:২৭...৬:২৮...

বরফের স্তরে সূর্যের আলো আগুন ধরিয়ে দেয়। মরিয়ম জানে না এখন সূর্যোদয় নাকি সূর্যাস্ত হচ্ছে। কিন্তু আলো এসে ত্রৈলোক্যের ঘুমন্ত মুখের উপরে পড়তে, মৃত্যুর একটা শঙ্কা তাকে পেয়ে বসে, এত প্রবল সেই অনুভূতি মনে হয় যেন জীর বুকের উপরে কেউ একটা পাথর রেখে দিয়েছে। সে ছিটকিনি খোলার শব্দ শুনতে পায় এবং তাকিয়ে দেখে দুধের মতো সাদা ত্বক আর স্বচ্ছ চোখের মেয়েটা ভেতরে প্রবেশ করেছে। মেয়েটা তাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছে। বাসি রুটি, ঠাণ্ডা সসেজ আর কাগজের কাপে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া চা। মরিয়ম নিশ্চিত বলতে পারবে না, সকালের না রাতের খাবার। খাবার রেখে দিয়ে মেয়েটা দরজা বন্ধ করে চলে যায়। মরিয়ম শিকল বাঁধা হাতে চায়ের কাপটা ধরে এবং উজ্জ্বল হয়ে থাকা বরফের স্তরের দিকে তাকায়। বরাবরের মতই আলোটা কয়েক মিনিট স্থায়ী হয়। তারপরে আলোর আভা নিভে আসে এবং কামরাটা পুনরায় আরো একবার নিকষ অন্ধকারে ছেয়ে যায়।

৬১. কোনাকোভো, রাশিয়া.

রাশিয়ার নিজের মতোই কোনাকোভো বিমানঘাঁটিটা দু'দুবার পরাজিত হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পরপরই বিমানবাহিনী ঘাঁটিটা পরিত্যাগ করে, ব্যবসায়ী আর সুশীল সমাজের নেতাদের একটা সংঘটন ঘাঁটিটার দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে সেটা পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কার্গো পরিবহনের ক্ষেত্রে ঘাঁটিটা সাফল্য লাভ করে কিন্তু রাশিয়ার খনিজ তেলের সাথে সাথে দ্বিতীয়বারের মতো তার সমৃদ্ধির সর্বনাশ হয়। আজকাল সপ্তাহে বারোটাও কম উড়ান ঘাঁটিটা থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং মূলত বাতিল হয়ে যাওয়া আন্তোনভ, ইলিউশিন আর টুপোলভ রাখার ঘাঁটি হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানকার বারো হাজার ফুট দীর্ঘ রানওয়ে আশপাশের এলাকার ভিতরে দীর্ঘতম এবং রাশিয়ার তুলনায় ঘাঁটিটার রানার আর লাইট সুবিধা ভালই বলতে হবে, যার মানে বেশির ভাগ সময়ে সেগুলো কার্যকর থাকে।

সেদিন শুক্রবার সকালে সবকিছুই ঠিকঠাক কাজ করছিল আর রানওয়ে এবং টারম্যাকের বরফ পরিষ্কার রাখতে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়েছে। আর সেটার সঙ্গত কারণও ছিল। কন্ট্রোল টাওয়ারকে ক্রেমলিন থেকে বলা হয়েছিল সকাল ঠিক নয়টার সময় আমেরিকার বিমান বাহিনীর একটা সি-৩২ কার্গো বিমান অবতরণ করবে। আর তার চেয়েও বড় কথা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আর কাস্টমসের একদল হোমরাচোমরা বিমানটাকে স্বাগত জানাতে আর আগমনী প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে উপস্থিত থাকবে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে আগমনকারী যাত্রীদের পরিচয় জানানো হয়নি আর তারা খুব ভাল করেই জানে জোর করে কোনো লাভ হবে না। ক্রেমলিন যেখানে জড়িত সেখানে কেউ বাড়তি কোন প্রশ্ন করে না। যদিও এফএসবিকে কেউ নিজের দরজায় কড়া নাড়তে দেখতে চায়।

আটটার ঠিক পরপরই মস্কোর প্রতিনিধি দল এসে পৌঁছায় এবং তীব্র বাতাসের ভিতরে টারম্যাকের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে এমন সময় দক্ষিণে ভারী আকাশের প্রেক্ষাপটে একসারি আলো জ্বলে উঠতে দেখা যায়। উপস্থিত কয়েকজন কর্মকর্তা আলোটাকে আমেরিকান প্লেনের আলো ভেবে প্রথমে ভুল করে যা অসম্ভব কারণ সি-৩২ তখনও কয়েকশ মাইল দূরে আর সেটা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে না পশ্চিম দিক থেকে অবতরণ করার কথা। আলোগুলো আরো কাছে আসতে এবার শীতল বাতাসে রোটরের আওয়াজ ভেসে আসে। মোট তিনটি হেলিকপ্টার আর দূর থেকে

দেখেই বোঝা যায় সেগুলো মোটেই রাশিয়ায় নির্মিত না। কন্ট্রোল টাওয়ারের কেউ সেগুলোকে বিশেষভাবে নির্মিত বলে ৪২৭এস বলে চিনতে পারে। প্রতিনিধি দলের একজন বলে যে সেটাই সম্ভব। ইভান কারকভ হয়ত অস্ত্রের একটা বিশাল চালান রাশিয়ার জুও পড়া পুনে চাপিয়ে দিবে কিন্তু তার পরিবারের ব্যাপার যেখানে জড়িত সে কেবল আমেরিকায় নির্মিত বিমানেই ভ্রমণ করে থাকে।

হেলিকাপ্টারগুলো টারম্যাকে এসে অবতরণ করে এবং একে একে তিনটিরই ইঞ্জিন বন্ধ হয়। দু'পাশের দুই হেলিকাপ্টার থেকে নিরাপত্তা রক্ষীদের একটা দল নেমে আসে যা কেবল রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথেই তুলনীয়: প্রত্যেকেই বিশালদেহী, পরিপাটি পোশাক পরিহিত, দাঁত পর্যন্ত অস্ত্রে সজ্জিত আর পেরেকের মতো শক্ত। তৃতীয় হেলিকাপ্টারের চারপাশে একটা বেষ্টনী তৈরি করার পরে, একজন সামনে এগিয়ে এসে কেবিনের দরজা খুলে দেয়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করাব পরেও কেউ বের হয়ে আসে না। তারপরে স্লাভ তারুণ্যের নিখুঁত একটা মুখ সোনালি চুলের অবয়বে ঝলমল করছে ভেতর থেকে বেড়িয়ে আসে। কন্ট্রোল টাওয়ার আর উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সাথে সাথে প্রতিকৃতিটা চিনতে পারে। অসংখ্য ম্যাগাজিন আর বিলবোর্ডের কাভারে মেয়েটার ছবি ছাপা হয়েছে, অবশ্য এখন তার পরনে যা কাপড় রয়েছে তার চেয়ে অনেক কম আবরণের বাহুল্যে। মেয়েটার নাম একসময়ে ছিল ইয়েকাতেরিনা মাজুরভ। এখন তাকে সবাই ইয়েকাতেরিনা কারকভ নামেই চেনে। নিখুঁত প্রসাধনও তার চেহারার চাপা উত্তেজনা প্রশমিত করতে পারেনি। মার্জিত দর্শন বুট পায়ে টারম্যাকে নেমে এসেই সে দেহরক্ষীদের একজনকে কড়া ভাষায় কিছু একটা বলে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটা শোনা যায় না। মস্কো থেকে আগত প্রতিনিধি দলের একজন দেখিয়ে দেয় যে ইয়েকাতেরিনার উদ্দেশ্য মার্জনা করে দেওয়া যেতে পারে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে দুটো সন্তানের মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে অথচ সে নিজেই এখনও বড়জোর কিশোরী।

হেলিকাপ্টার থেকে বের হয়ে আসা সুবিন্যস্ত ফিটফাট দেখতে দ্বিভাষী লোকটার পরনে একটা গাঢ় রঙে ওভারকোট তার মুখ দেখে বোঝা যায় রাশিয়ার অভ্যন্তরভাগে গভীর থেকে তার পূর্বপুরুষেরা এসেছিল। তার কানে একটা সেলফোন ধরা রয়েছে এবং বোঝাই যায় গুরুত্বপূর্ণ কোন আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছে। কন্ট্রোল টাওয়ার বা মস্কো থেকে আগত প্রতিনিধি দলের কেউ তাকে চিনতে পারে না। অবশ্য তাতে মোটেও অবাক হবার কিছু নেই। ইয়েকাতেরিনার মতো এই লোকটার ছবি কখনও খবরের কাগজে ছাপা হয়নি এবং শিলোভিকির নিষিদ্ধ জগত আর ওলিগার্চের বাইরে খুব কম লোকই তার নাম জানে। তার নাম ওলেগ রুডেনস্কো, কেজিবি'র প্রাক্তন কর্নেল বর্তমানে ইভানের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। অবশ্য রুডেনস্কোও স্বীকার করে

যে খেতাবটা নিতান্তই সাম্মানিক। ইভানই সব সিদ্ধান্ত নেয়; রুডেনকো কেবল সময়মত সেটা পালনের ব্যবস্থা করে থাকে। সেজন্যই কানের কাছে সেলফোন শক্ত করে ধরা রয়েছে আর হাবভাবে একটা গম্ভীর অভিব্যক্তি ফুটে আছে।

রুডেনকো আর তৃতীয় আরোহী অবতরণের মাঝে চুরাশি সেকেন্ডের একটা বিশাল ব্যবধান বর্তমান থাকে, কন্ট্রোল টাওয়ারের কর্মকর্তা সেটা হিসেবে কবে দেখে। অসীম ক্ষমতাস্বত্ব দেখতে একটা প্রতিকৃতি, লম্বায় কিছুটা খাটো দেখতে, উঁচু হয়ে থাকা চোয়ালের হাড়, মুষ্ঠিযোদ্ধার মতো দেখতে কপাল আর ইম্পাতের তারের মতো দেখতে রুক্ষ চুল ভর্তি মাথা। একজন কর্মকর্তা তাকে দেহরক্ষী হিসেবে ভুল করে, অবশ্য এমন ভুল সচরাচর হয়েই থাকে আর ভুলটা অবশ্য সে উপভোগই করে। কিন্তু লোকটার পরনের নিখুঁত ছাটের ব্রিটিশ ওভারকোট অবশ্য এমন ভাবনা সাথে সাথেই নাকচ করে দেয়। আর বিশেষ করে যেভাবে তার পায়ের হাতে বানানো ইংলিশ জুতার উপরে ট্রাউজার ভাঁজ হয়ে থাকে। আর সেই সাথে তার উপস্থিতিতে তার দেহরক্ষীর দল যেভাবে সম্ভ্রম হয়ে উঠে। আর বাম হাতে বাঁধা সূর্য-গোলকের চাকতির মতো দেখতে সোনার ঘড়ি। মস্কো থেকে আগত প্রতিনিধি দলের একজন বিড়বিড় করে বলে তাকে ভাল করে দেখে রাখো। ইভান বরিসোভিচ! বিতর্ক, শ্রেফতারী পরোয়ানা আর পশ্চিমের অভিযোগ: তাদের যে কেউ এসব কৃতজ্ঞচিন্তে গ্রহণ করতে প্রস্তুত যদি তারা একদিনের জন্য হলেও ইভান বরিসোভিচের মতো জীবন যাপন করতে পারে। তার লিমোজিন আর হেলিকপ্টারে উঠতে পারলে যে কেউ বর্তে যাবে। কিন্তু ইভান বরিসোভিচের ক্র কুচকানো কেন? আজ একটা খুশীর দিন। আজ আমেরিকা থেকে তার ছেলেমেয়েরা ফিরে আসছে।

টারম্যাকের উপর দিয়ে একপাশে ইয়েকাতেরিনা আর অন্যপাশে রুডেনকোকে নিয়ে সে হেঁটে যায়, দেহরক্ষীর দল চারপাশে ঘিরে থাকে। প্রতিনিধি দলের প্রধান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এগিয়ে এসে মাঝ পথে তার সাথে মিলিত হয়। তাদের ভিতরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয় আর কোনভাবেই সেটাকে প্রীতিকর বলা যাবে না। আলোচনা শেষে সবাই নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে যায়। প্রতিমন্ত্রীকে পরে কেউ ইভান কি বলেছিল জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতে অস্বীকার করেন। কথাগুলো মোটেই উদ্ভ্রমসমাজে বলার উপযুক্ত না।

ভাল করে দেখো! দেখো ইভান বরিসোভিচ! সুন্দরী, অল্পবয়সী স্ত্রী, নয়নাভিরাম আমেরিকান হেলিকপ্টার আর টাকার পাহাড়। আর সবকিছুর আড়ালে সে এখনও কেজিবি'র একটা পাতা। একজন কেজিবি'র পাতা যার পরনে নয়নাভিরাম ইংলিশ স্যুট।

ওলেগ রুডেনকোর মতো এ্যাড্রিয়ান কার্টারের কানেও সেই মুহূর্তে একটা টেলিফোনের রিসিভার ধরা ছিল, ল্যান্সলীর গ্লোবাল অপস সেন্টারের সাথে সংযুক্ত

একটা নিরাপদ ল্যান্ডলাইনের রিসিভার। শমসেরের কানেও একটা ফোন ধরা রয়েছে অবশ্য তার ফোনটা কিং সল বুসেভার্ডের অপারেশনস ডেস্কের সাথে সংযুক্ত। সিগারেট ধরাবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা দমন করার ফাঁকে তিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। বর্ধিতাংশে ধূমপান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আর এখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কথা বলাও নিষেধ কারণ কার্টার গত কয়েক মিনিটে একটা কথাও বলেনি।

“তো অ্যাড্রিয়ান? সে সেখানে পৌঁছেছে না পৌঁছায়নি?”

কার্টার প্রবলভাবে নিজের মাথা নাড়ে। “স্পটার এই মাত্র নিশ্চিত করেছে ইভানের পাখিরা মাটিতে অবতরণ করেছে।”

“বিমান পৌঁছাতে সেখানে কতক্ষণ লাগবে?”

“সাত মিনিট।”

শমসের মস্কো সময় নির্দেশক ঘড়ির দিকে তাকায়: ৮:৫৩ মিনিট।

“তারা অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছে তাই না?”

“অরি, কোন সমস্যা নেই।”

“অ্যাড্রিয়ান তাদের বল ঠিক ৯:০৫ মিনিটে যেন জ্যামার চালু করে। এক সেকেন্ড আগেও না এক সেকেন্ড পরেও না।”

“অরি দৃষ্টিস্তা কোরো না। ইভান কোন ফোনকল পাবে না। কারও ফোনই কাজ করবে না।”

শমসের আবার ঘড়ির দিকে তাকায়: ৮:৫৪ মিনিট।

নিরবতা, দ্রুতগতি, সময় নির্ধারণ...

তাদের এখন কেবল ভাগ্যের সামান্য সহায়তা দরকার হবে।

শমসেরের ভাবনা যদি খালিদ ওবায়দুল্লাহ তখন জানতে পারতো সে তাহলে নিশ্চিতভাবেই দপ্তরের আগুবাঁকটা তাকে গুলিয়ে দিত যে ভাগ্য সবসময় অর্জিত হয় কখন আপতিত হয় না। সে কাজটা করতো কারণ সেই মুহূর্তে সে তার নাম লেখা একটা পিস্তল হাতে নিয়ে মুখ বরফে গুঁজে ডাচার একশ গজ পেছনে নিশ্চলভাবে গুলে রয়েছে। তার অবস্থান থেকে পঞ্চাশ গজ ডানে, ঠিক একইভাবে অবস্থান করেছে ইয়াকভ। আর তার পঞ্চাশ গজ বামে রয়েছে ওবেদ। তাদের প্রত্যেকের সামনে একজন করে রুশ প্রহরী দাঁড়িয়ে রয়েছে। বার্চ বনের ভিতরে হামাগুড়ি দিয়ে এসে খালিদ আর সঙ্গীরা অবস্থান গ্রহণের পরে পাঁচ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ের ভিতরে দু’দুবার প্রহরী বদল হয়েছে। অবশ্য মেহমান দলটা সেরকম সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই ধরনের অভিযানের পক্ষে অপ্রতুল কাপড়চোপড় পরিহিত হবার কারণে বেচারী খালিদ শীতে থরথর করে কাঁপছে। সে

ভাবে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করে যে ইয়াকভ আর ওবেদও তার মত শীতে কষ্ট পাচ্ছে যদিও গত কয়েক ঘণ্টা কারো সাথেই তার কথা হয়নি। সকাল থেকেই তারা রেডিওর ব্যাপারে নিশ্চিত নিরবতা পালন করছে।

খালিদ নিজের জন্য দুঃখবোধ করতে প্ররোচিত হয়, কিন্তু তার মন সেটা পাস্তা দেয় না। ঠাণ্ডার প্রকোপ যখনই তার হাড়ে কামড় বসাতে শুরু করে, সে শোয়াহর সময় তার লোকেরা ঘেট্টো আর ক্যাম্পে তার লোকেরা প্রবল শীতের যে প্রকোপ সহ্য করেছে সেসব কথা নিজেকে মনে করিয়ে দেয়। ইব্রাহিমের মতো খালিদও নিজের অস্তিত্বের জন্য আরেক জনের কাছে ঋণী যে সেসব শীতের সময়গুলোতে বেঁচে থাকার ইচ্ছা আর সাহস সংগ্রহ করতে পেরেছিল- তাদের প্রপিতামহ যারা নাৎসি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঁচ বছর কাটিয়েছিল। পাঁচটা বছর বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম আহার খেয়ে কাটিয়েছিল। পাঁচ বছর শীতের মাঝে ঘুমিয়েছে। তার দাদার জন্যই খালিদ দপ্তরে যোগ দিয়েছিল। তার দাদার কারণেই সে এখন বরফে মুখ গুঁজে বার্ষবনের ভিতরে অবস্থিত একটা ডাচার একশ গজ পেছনে গুয়ে রয়েছে। তার সামনে দণ্ডায়মান রাশানটা অল্প কিছুক্ষণ পরেই মারা যাবে। খালিদ যদিও ইব্রাহিম বা মিখায়েলের মতো দক্ষ না কিন্তু সে সেনাবাহিনীতে অবশ্য পালনীয় সময় অতিবাহিত করেছে আর এজেন্সিতে অস্ত্র চালনার ব্যাপারে নিবিড় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। ইয়াকভ আব ওবেদের ক্ষেত্রেও একটা কথা প্রযোজ্য। তাদের কাছে পঞ্চাশ গজ কোন দূরত্বই না, হোক না সাইলেন্সার লাগান রয়েছে পিস্তলে বা হাত ঠাণ্ডায় জমে আছে। আর দেহে আঘাত করার মতো বিলাসিতা তাদের পোষাবে না। কেবল মাথায় গুলি করতে হবে। রেডিওতে কেউ যেন কোনো মৃত্যুর আগে কোন সতর্ক বার্তা পাঠাতে না পারে।

খালিদ তার বাম হাতের কজি নিজের দিকে কয়েক ডিগ্রী ঘুরিয়ে আনে এবং ডিজিটাল ডায়ালের দিকে তাকায়: ৮:৫৯ মিনিট। আরও ছয় মিনিট ঠাণ্ডার মাঝে কাটাতে হবে। সে তার আঙুলের জড়তা কাটাতে চেষ্টা করে আর কক্ষের ক্ষুদ্রাকৃতি ইয়ারপিসে ইব্রাহিমের কণ্ঠস্বর শোনার অপেক্ষা থাকে।

গ্রেট ফ্রেমলিন প্যালেসের কার্যক্রমের সেন্ট. জর্জ'স হল টিক নয়টা বাজার সাথে সাথে জি-আট সম্মেলনের দ্বিতীয় আর শেষ অধিবেশন শুরু হয়। বরাবরের মতই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সময়মত এসে উপস্থিত হয় এবং প্রাতরাশের টেবিলে নিজের জন্য নির্ধারিত আসন গ্রহণ করে। ভ্যাংগাই বলতে হবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আজ তার ডান পাশে এসে বসে। রাশান প্রেসিডেন্ট বিপরীত দিকে জার্মান চ্যান্সেলর আর ইতালিয়ান প্রধানমন্ত্রীর মাঝে বসে, পশ্চিম ইউরোপে তার দুই মিত্রভাবাপন্ন দেশ। তার মনোযোগ অবশ্য স্পষ্টতই টেবিলের অ্যাংলো-আমেরিকান

অংশের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। রুশ জনগণের চোখে নিজেকে নির্মম আর কঠোর প্রতিপন্ন করতে সে নিজের চোখে মুখে যে ভাব ফুটিয়ে তুলে ঠিক সেই চোখে সে ইংরেজি-ভাষী উভয় নেতার দিকে তাকিয়ে থাকে। “

“তোমার কি মনে হয় সে বিষয়টা জানে?” ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জানতে চায়।”

“তুমি কি ঠাট্টা করছ? সে সব জানে।”

“কাজ হবে বলে মনে হয়?”

“আমরা শীঘ্রই সেটা জানতে পারবো।”

“আমি কেবল চাই যে সেই মহিলার যেন কোনো ক্ষতি না হয়।”

প্রেসিডেন্ট তার কফির কাপে চুমুক দেয়। “কোন মহিলার কথা বলছ?”

স্ট্যালিন কখনও জামোসস্কাভায়ায় কখনও পুরোপুরি নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারেনি। ক্রেমলিনের ঠিক দক্ষিণে শহরের পুরাতন অংশে তার প্রিয় রাস্তাগুলোকে কুখ্যাত সোভিয়েট পুনর্বিন্যাসের বিভীষিকার হাত থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে আজও সাবেকি কালের অতিকায় ভবন আর পেঁয়াজের মতো গম্বুজযুক্ত চার্চ দেখতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলেই বলশায়া ওরডিনকা ৫৬-তে ইসরায়েলের দূতাবাস অবস্থিত। দু’পাশে দূতাবাসের দু’জন শিন বেট রক্ষী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রিমোনা সিকিউরিটি গেটের ঠিক ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিল। খালিদ ওবায়দুল্লাহর মতো কেবল একটা বিষয়েই তার দৃষ্টি আপতিত রয়েছে: একটা এস-ক্লাস মার্সেডিজ সিডান যা ঠিক নয়টার সময় দূতাবাসের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

আর্মার প্লেট আর বুলেট নিরোধক কাঁচের জন্য, চাকার উপরে গাড়িটা যেন ঝুকে রয়েছে। কাঁচগুলো কালো করা যার ফলে রিমোনা ভিতরের যাত্রী আসনে কে বসে রয়েছে দেখতে পায় না। সে কেবল চালকের খুতনি আর স্টিয়ারিং-এর রাখা তার হাত দুটো দেখতে পায়।

রিমোনা তার নিরাপদ সেলফোনটা কানের কাছে তুলে আনে এবং কিং সল বুলেভার্ডের অপস ডেস্কের হটগোল গুনতে পায়। তারপরে ডেস্ক অফিসার তথ্যের জন্য অনুরোধ জানায়। “বিমান অবতরণ করেছে। আমাদের জানাও সে কি দূতাবাসের সামনে পৌঁছেছে? আমাদের জানাও যে তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ।” রিমোনা আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। সে কালো কাঁচ দেওয়া একটা মার্সেডিজ দেখতে পাচ্ছে। আর সে স্টিয়ারিং-এর উপরে এক জোড়া হাত দেখতে পাচ্ছে। তাবপরে সে মানস চোখে রেখা রেখারে আরো দু’জন দেবদূতকে অপেক্ষা করতে দেখে। দু’জন দেবদূত যারা মরিয়ম মার্সেডিজ থেকে বের হয়ে না আসলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে।

৬২. এসভেনর স্কোয়ার, লন্ডন

কোথাও কোনো ছবি নেই কেবল নিরাপদ ফোনে দূরগত কণ্ঠস্বর শোনা যায় আর বিলবোর্ড আকৃতির কমিউনিকেশন স্ক্রীনে শব্দগুলো ঝলসে উঠে দপদপ করতে থাকে। মস্কো সময় ঠিক সকাল নয়টায়, শমসের স্ক্রীন দেখে জানতে পারে বাচ্চাদের বহনকারী বিমান নিরাপদে অবতরণ করেছে এবং এই মুহূর্তে সেটা ট্যাক্সি করে কন্ট্রোল টাওয়ারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ৯:০৩ মিনিটের সময়, জানতে পারে গ্রাউন্ড ক্রু-রা আর যান্ত্রিক যাত্রী অবতরণ সিঁড়ি প্লেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড পরে কিং সল বুলেভার্ডের টেলিফোন ট্রান্সমিশন তাকে জানায় “জওয়া”-দণ্ডের দেওয়া ইব্রাহিম আর মিখায়েলের সাক্ষেতিক নাম- লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর অবশেষে, সকাল ৯:০৪ মিনিটে অ্যাড্রিয়ান তাকে জানায় যে বিমানের সামনের কেবিনের দরজা খোলা হয়েছে।

“ইভান কোথায়?”

“প্লেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।”

“সে কি একা?”

“পুরো দলবল তার সাথে রয়েছে। স্ত্রী, পেশীশক্তি আর ঠগীর দল।”

“তুমি কি গুলেগ রুডেনকোর কথা বলতে চাইছ?”

কার্টার মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। “সে তার সেলফোনে এই মুহূর্তে কথা বলছে।”

“বেশিক্ষণ যেন সে কথা বলতে না পারে।”

“অরি, সে নিয়ে চিন্তা করো না।”

শমসের ঘড়ির দিকে তাকায়: ৯:০৪:১৭ সেকেন্ড। কানে ধরা টেলিফোনের রিসিভারটা আরো শক্ত করে আকড়ে ধরে সে দূতাবাসের গেটের বাইরে পার্ক করা গাড়ির সম্বন্ধে কিং সল বুলেভার্ডের কাছে সর্বশেষ পরিস্থিতির কথা জানতে চায়। ডেস্ক অফিসার তাকে জানায় পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে।

“আমাদের বোধহয় এবার বিষয়টা নিয়ে চাপ দেওয়া উচিত,” শমসের বলে।

“কিভাবে, বস?”

“আমার ভাগ্নী বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বল পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে।”

শমসের গুনতে পায় ডেস্ক অফিসার আদেশটা রিলে করছে। তারপরে সে স্ক্রীনে ভেসে উঠা ম্যাসেজের দিকে তাকায়: প্লেনের দরজা খোলা হয়েছে...করণীয় পরামর্শ চাওয়া হচ্ছে...

রিমোনা খুব সাবধান। খুব সাবধান।

“মেমুনেহ তোমাকে বলেছে বিষয়টা নিয়ে চাপ দিতে।”

“কিভাবে মেমুনেহ সে বিষয়ে কোন পরামর্শ দিয়েছে?”

“সে তোমাকে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে বলেছে।”

“সত্যি?”

আঙ্কল অরি, তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ।

রিমোনা মার্সেডিজের দিকে তাকিয়ে থাকে। একই খুতনি। স্টিয়ারিং এর উপরে সেই হাত। কিন্তু এবার আঙ্গুলগুলোয় গতি সঞ্চারিত হয়। নার্ভাস ভঙ্গিতে তাল ঠুকছে।

সে তোমাকে পরিস্থিতি অনুযায়ী...

কিন্তু কিভাবে? অভিযান-পূর্ববর্তী বিক্রিং -এর সময়ে খালিদ ওবায়দুল্লাহ একটা বিষয়ের উপরে বারবার জোর দিয়েছিল: কোন পরিস্থিতিতেই তারা ইতানকে দণ্ডের আরেকজন এজেন্ট বিশেষ করে কোন মহিলাকে অপহরণের সুযোগ দেবে না। রিমোনা পুরোটা সময় দূতাবাসের ভিতরে অবস্থান করবে কারণ কৌশলগত কারণে সেটা ইসরায়েলের ভূখণ্ড। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হল পনের সেকেন্ডের ভিতরে গেটের পেছনে নিরাপদে দাঁড়িয়ে থেকে বিষয়টা নিয়ে বলপ্রয়োগের কোনো অবকাশ নেই। গাড়িটার দিকে এগিয়ে গিয়েই সে কেবল সেটা করতে পারে। আর সেটা করতে হলে তাকে ইসরায়েলের সীমানা অতিক্রম করে রাশিয়ায় প্রবেশ করতে হবে। সে তার হাতঘড়ির দিকে তাকায় তারপরে শিন বেট নিরাপত্তা রক্ষীদের একজনের দিকে ঘুরে তাকায়।

“দরজা খোলো।”

“আমাদের দরজা বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে।”

“তোমরা জানো আমার চাচা কে হয়?”

“রিমোনা সবাই আপনার চাচাকে চেনে।”

“তাহলে অপেক্ষা করছ কেন?”

নিরাপত্তা রক্ষী এবার তার কথামত কাজ করে এবং লিখিত অলিখিত সমস্ত কূটনৈতিক বিধানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনপূর্বক অস্ত্রের করে রিমোনার পেছন পেছন বলশায়া ওরডিনকায় প্রবেশ করে। রিমোনা কোন ধরনের দ্বিধা প্রদর্শন না করে মার্সেডিজের পেছনের দরজার দিকে এগিয়ে যায় এবং ভারী বুলেটপ্রুফ কাঁচের উপরে দু’হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ভেতরে তাকায়। কোন উত্তর না পেয়ে সে কাঁচের উপরে দুবার টোকা দেয়। এবার কাঁচ নেমে যায়। মরিয়ম না ভেতরে সুসজ্জিত একজন রাশান ভারী আবহাওয়ার ভিতরে চোখে সানগ্লাস দিয়ে বসে রয়েছে। তার

হাতে দুটো জিনিস ধরা: এক হাতে ম্যাকারভ পিস্তল আর অন্য হাতে একটা খাম। সে পিস্তলটা ব্যবহার করে শিন বেট নিরাপত্তা রক্ষীকে শান্ত রাখতে। রিমোনার দিকে সে খামটা এগিয়ে দেয়। কাঁচটা আবার উঠতে শুরু করতে রাশান লোকটাকে হাসতে দেখা যায়। গাড়িটা তারপরেই ছমড়ি খেয়ে সামনে বাড়ে তুষারাবৃত রাস্তায় তার চাকা পিছলায় এবং অবশেষে বাক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

রিমোনার প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় যে খামটা সে মাটিতে ছুড়ে ফেলে। কিন্তু সেটা না করে সতর্ক চোখে খামটার দিকে তাকিয়ে তার মুখটা ছিঁড়ে ফেলে। ভেতরে একটা সোনার আংটি দেখতে পায়। আংটিটা রিমোনা চেনে। তেলআভিভের এক জুয়েলারের কাছ থেকে আংটিটা কেনার সময়ে সে ইব্রাহিমের সাথেই ছিল। ইব্রাহিম যখন আংটিটা মরিয়মের আঙ্গুলে পরিয়ে দেয় সেদিন তার চাচার বাসার গ্যালিলি সাগরের দিকে মুখ করা বারান্দায় সেও উপস্থিত ছিল। সে তার নিরাপদ সেলফোনটা কানের কাছে নিয়ে এই মাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনাটা অপারেশন ডেস্ককে জানায়। তারপরে সিকিউরিটি গেটের পেছনে ইসরায়েলের মাটিতে ফিরে আসার ফাঁকে বিয়ের আংটিটায় খোদাই করা লেখাটা পড়তে সে অশ্রু সংবরণ করতে পারে না।

চিরদিন, ইব্রাহিম।

দূতাবাস থেকে প্রাপ্ত সংবাদ তাদের এতদিনের লালিত শঙ্কাকেই সত্য প্রমাণিত করে: যে মরিয়মকে মুক্তি দেবার অভিপ্রায় ইভানের কখনও ছিল না। শমসের সাথে সাথে হিব্রুতে চারটা শব্দ উচ্চারণ করে: “জন্তুকে কানান পাঠাও।” তারপরে সে অ্যাড্রিয়ান কার্টারের দিকে তাকিয়ে বলে, “এবার সময় হয়েছে।”

কার্টার তার ফোনের দিকে হাত বাড়ায়। “জ্যামার চালু কর। আর ইভানকে নোটটা দাও।”

ডিসপ্লে স্ক্রীন থেকে তাকে লক্ষ্য করে জ্বলতে নিভতে থাকা মেসেজের দিকে শমসের তাকিয়ে থাকে। তার আদেশের কারণে কিং সল বুলেভার্ডে কমতৎপরতা আর শব্দের একটা ঝড় সৃষ্টি করেছে। এবার, বিশৃঙ্খলার ভিতরে সে শান্ত আবেগহীন দুটো পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। প্রথম কণ্ঠস্বরটা খালিদ ওবায়দুল্লাহর, সে জানায় ডাচার পেছনের প্রহরীরা অস্থির হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটা ইব্রাহিমের। সে বলে, জন্তুয়া লক্ষ্যবস্তু থেকে ত্রিশ সেকেন্ড দূরে রয়েছে। জন্তুয়া শীঘ্রই শয়তানের ডেরায় হানা দিতে যাচ্ছে।

ইব্রাহিম আর শমসের কেউই অবশ্য দেখতে পায় না যে শয়তানের ধৈর্য দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। সে যাত্রী অবতরণের যান্ত্রিক সিঁড়ির পাদদেশে দাঁড়িয়ে রয়েছে,

তার গদারমত হাত কোমরে রাখা, পায়ের উপরে দেহের ভর অনবরত বদল করছে। কারকভকে যারা চেনে তারা ঠিকই বুঝতে পারবে সে তার গুরু স্ট্যালিনের কাছ থেকে এই কৌতূহলী ভঙ্গিটা রপ্ত করেছে। তারা আরও বলবে যে এবার মানে মানে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, কারণ ইভান যখন গোড়ালি আর বুড়ো আঙ্গুলের উপরে দুলতে আরম্ভ করে সাধারণত সেটার মানে যে একটা বিস্ফোরণ আসন্ন।

তার ক্রোধের কারণ আমেরিকার সি-৩২ কার্গো বিমানের দরজাটা। কালো পোশাক পরিহিত ভারী অস্ত্র সজ্জিত দুজন লোক বেব হয়ে আসা ছাড়া গত এক মিনিটে সেখানে আর কোন হেলদোল দেখা যাচ্ছে না। ৯:০৫ মিনিটের পরে তার ক্রোধ নতুন মাত্রা লাভ করে যখন ইভানের ডান পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওলেগ রুডেনকো জানায় যে তার সেলফোন কাজ করছে না। সে প্লেনের কমিউনিকেশন সিস্টেমকে এজন্য দোষারোপ করে, যা আংশিক সত্য। ইভান অবশ্য স্পষ্টতই বিভ্রান্ত বোধ করে।

এই সময়ে ক্ষণিকের জন্য সে বিষয়টা নিজের হাতে নিতে চেষ্টা করে। নিজের দেহরক্ষীদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে কেবিনের দরজা লক্ষ্য করে উঠতে শুরু করে। সে তৃতীয় ধাপেই জমে যায় যখন সিআইএ'র প্যারামিলিটারিদের একজন হাতের সাবমেশিনগান তার দিকে তাক করে নিখুঁত রাশান ভাষায় নেমে যেতে অনুরোধ করে। টারম্যাকে অনেকগুলো হাত ওভারকোটের ভিতরে প্রবেশ করে এবং কন্ট্রোল টাওয়ারে আমাদের পরিচিত অফিসার পরে দাবি করে যে সে দু'একজনকে অস্ত্র বের করতেও দেখেছে। ক্রুদ্ধ আর অপমানিত, ইভান অবশ্য কথা অনুযায়ী কাজ করে এবং সিঁড়ির পাদদেশে নেমে আসে। এবং সেখানে টানটান উত্তেজনায় সে আরো দু'মিনিট কাটায়, হাত কোমরে রেখে সি-৩২ কার্গো বিমানের দরজায় কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুজনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অবশেষে সিআইএ'র লোক দুজন সরে দাঁড়ালে সেখানে ইভান কোর্সে বাঁচাকে দেখতে পায় না বরং পাইলট এসে দাঁড়ায়। সে একটা নোট ধরে রয়েছে। কেবল হাতের ইশারায় সে রাশান গ্রাউন্ড ক্রুদের একজন উপরে ডাকে এবং ইংলিশ ওভারকোট পরিহিত ক্রুদ্ধ লোকটাকে দেখিয়ে দিয়ে তাকে নোটটা দিতে বলে। ইভানের হাতে নোটটা পৌছাবার আগেই বিমানের দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রায়ই এন্ড হুইটনির জোড়া ইঞ্জিন গর্জে উঠে। প্লেনটা ট্যাক্সি শুরু করতে, বিমানে যারা উপস্থিত ছিল তারা সবাই ইভান কারকভের অভ্যুত্থান চোখে দেখতে পায়-ওলিগার্স, অস্ত্র ব্যবসায়ী, খুনি আর দুই সন্তোষের পিতা- কাগজটা মুঠো করে একটা বলে পরিণত করে সেটা বিতৃষ্ণায় মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে।

অন্য কোন লোক হলে এই পরিস্থিতিকে পরাজয় মেনে নিতো। কিন্তু ইভান তাদের কাতারে পড়ে না। বস্তুতপক্ষে বিমানের ক্রুরা শেষ যে দৃশ্যটা দেখে সেটা হল ইভান

ওলেগ রুডেনকোর সেলফোনটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সেটা বিমান লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারছে। ফোনটা ফিউজালেঞ্জের তলদেশে নির্বীষ ভঙ্গিতে আগাত করে এবং শতধা বিভক্ত হয়ে টারম্যাকে আছড়ে পড়ে। দৃশ্যটা দেখে কয়েকজন ক্রু হেসে উঠে। তারা যদি জানত যে এরপরে কি ঘটতে চলেছে তবে মোটেই হাসতো না। এবার রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। আর খোলামকুটির মত মানুষ মারা পড়বে।

শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে সি-৩২ বিমানের ইঞ্জিন থেকে প্রবাহিত বাতাসের টেউ কাগজের বলটা রুশ প্রতিনিধি দলের দিকে নিয়ে গিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সেটা প্রতিমন্ত্রীর পায়ের কাছে গিয়ে আটতে যায়। এক মুহূর্তের জন্য সে বলটার বিস্মৃতির অতলে যাত্রা ব্যাহত করবে না বলে ঠিক করে কিন্তু তার আমলাতান্ত্রিক কৌতূহল তাকে সেটা করতে দেয় না। আর যাই হোক চিঠিটা এক ধরনের সরকারী নথিতো বটে।

ইভানের অমিত শক্তিশালী হাতের পাঞ্জা কাগজটা মুড়িয়ে একটা গলফ বলের আকৃতিতে পরিণত করেছে এবং প্রতিমন্ত্রীর কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে কাগজটা খুলে সেটার ভাঁজ সমান করতে। কাগজের একেবারে উপরে ৮৯তম এয়ারলিফট উইং এর সরকারি লেটারহেড ছাপা রয়েছে দেখা যায়। তার ঠিক নিচেই ইংরেজিতে কয়েকটা লাইন লেখা, বোঝাই যায় সেটা কোন বাচ্চা ছেলে আবেগের বশবর্তী হয়ে লিখেছে। প্রথম লাইনটা পড়ার পরে প্রতিমন্ত্রী আর পড়বে না বলে ঠিক করে। কিন্তু আরো একবার দায়িত্ববোধের কাছে স্বদীক্ষা পরাভব মানে।

আমরা রাশিয়ায় বাস করতে চাই না।

আমরা ইয়েকাতেরিনার সাথে থাকতে চাই না।

আমরা আমেরিকায় আমাদের বাসায় ফিরে যেতে চাই।

আমরা আমাদের মায়ের সাথে থাকতে চাই।

আমরা তোমাকে ঘৃণা করি।

বিদায়।

প্রতিমন্ত্রী চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে যে ইভান তার হেলিকপ্টারে আরোহন করেছে। তাকে দেখো! ঐ দেখো ইভান বরিসোভিচ! তার সবকিছুই আছে: টাকার পাহাড়, সুপারমডেল স্ত্রী। সবকিছু কেবল নিজের সন্তানদের জলবাসা ছাড়া। তাকে দেখো! ইভান বরিসোভিচ তুমি তুচ্ছ একটা মানুষ। অস্বস্তিজনক।

৬৩. ভাদিমিরস্কায়া ওবলাস্ট, রাশিয়া

প্রবেশ পথের মুখে অবস্থিত সতর্কবাণীটা সোভিয়েট যুগের। জারদের সময়কাল থেকেই রাস্তার দুপাশে বার্চবন রয়েছে। সংকীর্ণ পথটার উপরে চল্লিশ গজ সামনে একটা রেঞ্জ রোভার দাঁড়িয়ে রয়েছে যার সামনের সীটে দু'জন রুশ প্রহরী বসে রয়েছে। মিখায়েল তার হাতের ফ্যাশলাইট জ্বালায়। রেঞ্জ রোভারের ভিতরে কোন হেলদোল দেখা যায় না।

মিখায়েল দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে আসে। তার পরনে খুতনি পর্যন্ত চেন টেনে দেওয়া একটা ধূসর রঙের ভারী পারকা আর মাথার কালো উলের টুপিটা টেনে অনেকটা নিচে নামান। এখনকার জন্য সে কেবলই আরেকজন রাশান। ইভানের আরেকজন বংশব্দ। আলফা গ্রুপের পোড় খাওয়া সদস্য যাদের তিরিঙ্গে মেজাজের কথা সবাই জানে। তাপমাত্রা যখন শূন্যের দশ ডিগ্রী নিচে তখন বিশেষ করে গাড়ি থেকে নামতে চায় না এমন একজন।

মাথা নিচের দিকে দিয়ে দুহাত পকেটে ঢুকান অবস্থায় সে রেঞ্জ রোভারের চালকের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। জানালার কাঁচ নেমে যায়। মিখায়েলের পিস্তল ভোজবাজির মতো তার হাতে বের হয়ে আসে।

তীব্র আলোর ছয়টা ঝলকানি। শব্দ সামান্যই শোনা যায়।

ইব্রাহিম তার ঠোঁটের কাছে অবস্থিত মাইকে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে। মিখায়েল চালকের প্রাণহীন দেহটা এড়িয়ে স্টিয়ারিং পুরো ডানে কাটে এবং গিয়ার বদলে পার্ক থেকে ড্রাইভে নিয়ে যায়। রেঞ্জ রোভারটা অনায়াসে রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে একটা বার্চ গাছের গায়ে গিয়ে আটকে যায়। মিখায়েল এবার ইঞ্জিন বন্ধ করে এবং চাবিটা বের করে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে। কয়েক সেকেন্ড পরে তাকে আবার ইব্রাহিমের পাশে বসে থাকতে দেখা যায় ডাচার সামনের দিক লক্ষ্য করে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে।

ঠিক সেই সময়ে, ডাচার পেছনের অংশে তিনজন লোক তিনটা লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা করে। তারপরে খালিদ ইশারা করা মাত্র, তিনজন তিনটা গুলি করে।

উজ্জ্বল আলোর তিনটা ঝলকানি। এবারও কোন ত্রুহল উদ্বেককারী কোন শব্দ হয় না। বার্চগাছের আড়াল ব্যবহার করে তারা সামনের দিকে এগিয়ে আসে এবং তাদের শিকারের উপরে ঝুকে দাঁড়ায়। অস্ত্র কোষবদ্ধ করে। রেডিও বন্ধ করে দেয়। খালিদ

ফিসফিস করে তার ঠোঁটের কাছে স্থাপিত মাইকে কথা বলে। টার্গেট নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। পেছনের সীমানা এখন নিরাপদ।

সেখান থেকে ঠিক একশ আটাশ মাইল পূর্ব দিকে মস্কোর ট্রেভারস্কায়া স্ট্রীটে, স্বপক্ষত্যাগী গ্রেগরী বুলগানভের প্রাক্তন স্ত্রী, ইরিনা বুলগানোভা, গ্যালাক্সি ট্রাভেলসের দরজা খুলে, বন্ধ চিহ্নটা পাল্টে ওপেন করে দেয়। সে ভাবে, সাত মিনিট দেরী হয়েছে। সেটা অবশ্য কোন ব্যাপার না। ব্যবসার দক্ষারফা হয়ে গিয়েছে— গ্যালাক্সির একসময়ের কাব্যপ্রেমী জেনারেল ম্যানেজারের ভাষায়, মস্কো নদীর চেয়েও কঠিন শৃঙ্খলে আটকা পড়েছে। বড়দিনের ছুটির লালবাতি জ্বলে গিয়েছে। বসন্তকালীন স্কি মণ্ডসুমের কোন অস্তিত্বই নেই। আজকাল ওলিগারচরাও টাকা যক্ষের মতো আগলে বসে রয়েছে। মানে যেটুকু টিকে আছে আরকি।

জানালায় পাশে ইরিনা নিজের ডেস্কে থিতু হয়ে বসে এবং আশ্রয় চেষ্টা করে নিজের ভেতরে ব্যস্ত একটা ভাব ফুটিয়ে তুলতে। গ্যালাক্সিতে ছাটাইয়ের কথা চলছে। কমিশন হ্রাস। এমনকি সরাসরি বরখাস্ত। ধন্যবাদ, পুজিবাদ! হয়ত এত কিছু পরে লেগিনই ঠিক ছিল। নিদেনপক্ষে সে অনিশ্চয়তা দূর করতে পেরেছিল। সমাজতন্ত্রের অধীনে রুশরা গরিব ছিল আর তাই থাকতো। সঙ্গতিপূর্ণ বলে একটা কথা রয়েছে। স্বয়ংক্রিয় প্রবেশ ঘরের শব্দে ইরিনার ভাবনায় ছেদ পড়ে। চোখ তুলে তাকিয়ে সে ছোটখাট দেখতে একজনকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেখে: পরনে ভারী ওভারকোট, উলের স্কার্ফ, ফিডোরা, ইয়ারমাফ আর ডানহাতে একটা ব্রিফকেস ধরা রয়েছে। ট্রেভারস্কায়া স্ট্রীটে তারমত দেখতে, উলের আর ফারের চলমান স্বপ্ন, কাউকে আলাদা করে চেনা অসম্ভব ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। স্ট্যালিনও যদি তার গরম কাপড় পড়ে এখন দিয়ে হেঁটে যায় তাহলে তাকেও কেউ খেয়াল করবে না।

লোকটা তার স্কার্ফটা আলাদা করে এবং মাথার টুপিটা নামালে মাথার হাল্কা হয়ে আসা উসকোখুসকো চুল বের হয়ে পড়ে। ইরিনা সাথে সাথে তাকে চিনতে পারে। তার জীবনের সবচেয়ে জঘন্যতম রাতে এই লোকটাই তার সাথে ভাল ব্যবহার করেছিল। আর এই মুহূর্তে সে তার ডেস্কের দিকেই এগিয়ে আসছে, এক হাতে টুপি আর অন্য হাতে ব্রিফকেস ধরা অবস্থায়। ইরিনা এবার কোনমতে বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ায়। হাসছে। তার শীতল বাচ্চাদের মত হাত ধরে আন্তরিকভাবে ঝাকায়। বসতে অনুরোধ করে। জানতে চায় সে কিভাবে তাকে সাহায্য করতে পারে।

“আমি একটা ভ্রমণের বিষয়ে আলোচনা করতে চাই,” সে চোস্ত রাশানে বলে।

“আপনি কোথায় যেতে চান?”

“পশ্চিমে।”

ড্যানিয়েল সিলভা

“আরেকটু নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব?”

“আমি দুঃখিত এই মুহূর্তে সেটা সম্ভব না।”

“আপনি কতদিন থাকতে চান?”

“অনির্দিষ্টকালের জন্য।”

“আপনার ভ্রমণসঙ্গী কতজন?”

“সেটাও এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব না। ভাগ্য ভাল হলে আমাদের একটা বিশাল দলই হবে।”

“আপনি কবে নাগাদ যাত্রা করতে চান?”

“আজ সন্ধ্যাবেলা।”

“আমি আপনাকে ঠিক কিভাবে সাহায্য করতে পারি?”

“আমার হয়ে আপনি আপনার সুপারভাইজারকে বলবেন আপনি কফি খেতে যাচ্ছেন। অবশ্যই মনে করে আপনার মূল্যবান সবকিছু সাথে নেবেন আশা করি। কারণ আপনি আর এখানে ফিরে আসবেন না। কখনও।”

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG

৬৪. ভাদিমিরস্কায়া ওবলাস্ট, রাশিয়া

একটা রাশিয়ান ডাচা অনেক ধরনেরই হতে পারে। প্রাসাদোপম কাঠের বাসা। মুলা মার পিয়াজের ক্ষেত দিয়ে ঘেরা কোন টুলশেড। সংকীর্ণ রাস্তাটার শেষ প্রান্তে যেটা অবস্থিত সেটা এই দুটোর মাঝামাঝি কিছু একটা। ডাচাটা নিচু আর মজবুত, দ্বাহাজের মতো নিরেট আর স্পষ্টতই বোঝা যায় বলশেভিক শ্রমিকদের তৈরি। গাচাটায় কোন বারান্দা বা সিঁড়ি নেই কেবল মধ্যে খানে একটা দরজা রয়েছে বরফের উপরে বহুল ব্যবহৃত নিচু হয়ে যাওয়া একটা খাঁজের মতো পথ দিয়ে সেখানে পৌছান যায়। দরজার দু'পাশে কাঁচের জানালা রয়েছে। জানালার ফ্রেমগুলো একসময় গাঢ় সবুজ রঙের ছিল। এখন সেগুলো ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। দু'পাশের জানালার উপরেই পাতলা পর্দা ঝুলছে। মিখায়েল রেঞ্জ রোভারটা পার্ক করে ইঞ্জিন বন্ধ করার ফাঁকে ডানপাশের পর্দা নড়তে দেখে।

“চাবিটা নিয়ে নিও।”

“তুমি নিশ্চিত?”

“নিয়ে নাও।”

মিখায়েল চাবিটা বের করে বুকের কাছে একটা ছোট পকেটে রেখে চেন টেনে দেয়। ইব্রাহিম দাঁড়িয়ে থাকা দুই প্রহরীর দিকে তাকায়। ডাচা থেকে দশ ফিট দূরে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে বন্দুক বুকের কাছে আড়াআড়িভাবে রাখা। তাদের অবস্থান ইব্রাহিমকে একটু চিন্তায় ফেলে দেয়। তাকে সামান্য উপরের দিকে তাক করে গুলি করতে হবে যাতে খুলি থেকে বের হবার সময় গুলির আঘাতে পেছনে অবস্থিত জানালার কাঁচের কোনো ক্ষতি না হয়। মিখায়েল সিলিন্ডারের মতো দেখতে থার্মোস ফ্লাস্কটা বের করার ফাঁকে ইব্রাহিম এসব হিসাব করে ফেলে। সে যখন বাইশ বছরের বালক তখন থেকেই এসব হিসাব সে কষে আসছে। আর একটা সিদ্ধান্ত কেবল নিতে হবে। কোন হাত ব্যবহার করবে? বাম না ডান হাত? সে সব্যসাচীর মতো দু'হাতেই গুলি করতে পারে। রোভারের যাত্রী আসন থেকে যেহেতু নামছে সেহেতু সে ডান হাতে গুলি করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাইলেই পিস্তল বের করার সময়ে মাইলসারের ফেভারে বাধা প্রাপ্ত হবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

“ইব্রাহিম তুমি নিশ্চিত যে দু'জনকেই সামলাতে পারবে?”

“দু'জনকেই।”

“কারণ আমি বামের জনের ব্যবস্থা করতে পারি।”

“দয়া করে পাছাটা গাড়ি থেকে বের করো।”

মিখায়েল আরো একবার দরজা খুলে গাড়ি থেকে নামে। এইবার ইব্রাহিমও একই কাজ করে, পারকার সামনের জিপার খোলা, বেরেটা তার ট্রাউজারের ভাঁজের সমান্তরালে ধরা। মিখায়েল থার্মোসটা উঁচু করে ধরে রাশান ভাষায় তুবড়ি ছুটিয়ে প্রহরীদের দিকে এগিয়ে যায়। গরম কফির ব্যাপারে কিছু একটা বলে। মস্কোর যানজটের ব্যাপারে কিছু একটা। ইতানের যুদ্ধংদেহী মনোভাবের কথাও বোধহয় বলে। ইব্রাহিম ঠিক বুঝতে পাবে না। সে অবশ্য খুব একটা বোঝার চেষ্টাও করে না। রোভারের সামনে ডানদিকের চাকার কাছেই একটা স্থানের দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে যেখানে সে এক হাঁটুর উপরে বসে দু’জন রাশানের তবলীলা সাজ করতে চলেছে।

প্রহরী এখন আর মিখায়েলের দিকে না তাকিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কাঁধ ঝাকায়। মাথা নাড়ে।

আর ইব্রাহিম তার নির্ধারিত স্থানে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে।

আলোর আরো দুটো ঝলসানি। আরো দু’জন রাশান বেঘোরে মারা পড়ে।

কোন শব্দ হয় না। জানালার কাঁচও ভাঙে না।

মিখায়েল থার্মোসটা দরজার কাছে নামিয়ে রেখে দ্রুত কয়েক পা পিছিয়ে আসে।

বার্চবন এবার দুলে উঠে।

নিরবতা বিদীর্ণ হয়ে যায়।

ডাচার পেছনের দিকে তিনজন মানুষ একসাথে উঠে দাঁড়ায় এবং গাছের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসে। খালিদ তাদের মাথা নিচু করে রাখতে বলে। বাতাসে শীঘ্রই সীসার বিষাক্ত উপস্থিতি অনুভূত হবে।

হাত বাঁধা, পায়ে শেকল জড়ান অবস্থায় মরিয়ম এক ঝটকায় উঠে বসে, নিকষ কালো অন্ধকারে উপর থেকে ধুলো আর জঞ্জাল বৃষ্টির মতো বর্ষে পড়ে। কাঠের তক্তার উপরে হাতুড়ির মতো পায়ের শব্দ সে উপর থেকে ভেসে আসতে শুনে। তারপরে চাপা গুলির শব্দ। তারপর চিৎকার।

“গ্রেগরী কেউ আসছে!”

আরো গুলির শব্দ। আরো চিৎকার।

“গ্রেগরী উঠে দাঁড়াও! তুমি কি দাঁড়াতে পারবে?”

“আমি বলতে পারছি না।”

মরিয়ম একটা গোঙানির শব্দ শুনতে পায়।

“মরিয়ম অনেক বেশি ভাঙা হাড়। আর শক্তিও অল্প।”

সে অন্ধকারে হাত বাঁধা অবস্থায় খুঁজতে চেষ্টা করে।

“গ্রেগরী আমার হাত ধরো। আমরা একসাথে চেষ্টা করে দেখি।”

কয়েক সেকেন্ড পরে আবছা অন্ধকারে তারা পরস্পরকে খুঁজে পায়।

“গ্রেগরী টানো! আমাকে টেনে তোলো।”

মরিয়মের হাত ধরে নিজেকে টেনে তোলার ফাঁকে সে যন্ত্রণায় আবারও গুঁড়িয়ে উঠে। যে মুহূর্তে পায়ের গোড়ালির উপরে তার দেহের ওজন কেন্দ্রীভূত হয় সে নিজের পা সোজা করে আর উঠে দাঁড়ায়। তারপরে গুলির শব্দের মাঝে সে আরেকটা শব্দ শুনতে পায়: দুধ-সাদা ত্বক আর স্বচ্ছ চোখের সেই মেয়েটা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছে। মরিয়ম ধীরে ধীরে বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে যায়, সতর্ক থাকে যেন শিকলের উপরে হুমড়ি খেয়ে না পড়ে এবং একপাশে গুটিসুটি মেরে অপেক্ষা করে। সে জানে না সে কি করবে কিন্তু একটা বিষয়ে সে নিশ্চিত। সে এভাবে কিছুতেই মারা যাবে না। অন্তত লড়াই না করে।

একটা ফোনও কাজ করছে না দেখা যায়। ইয়েকাতেরিনার ফোন কাজ করে না। বেলে অবস্থিত বিল্ট-ইন ফোনও কাজ করে না। আর নিরাপত্তা রক্ষীদের একজনেরও ফোন কাজ করে না। একটা ফোনও ঠিক নেই। বাচ্চাদের বহনকারী কার্গো বিমান উড্ডয়নের আগে কোন ফোনই কাজ করে না। তারপরে আবার সব ফোন সচল হয়। ইভান ক্রেমলিনে ফোন করে আর প্রেসিডেন্টের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর সাথে কথা বলে। ওলেগ রুডেনকো ড্যাচায় তার লোকদের সাথে বেশ কয়েকবার ফোন করে কিন্তু সেখানে কেউ ফোন ধরে না। সে ঘড়িতে সময় দেখে: ৯:০৮ মিনিট। যেকোন সময় প্রহরী বদল হবে। রুডেনকো বয়স্ক একজনের নাম্বারে ফোন করে ফোনটা কানের কাছে নিয়ে আসে।

বজ্রপাতের মতো কানে তালা ধরিয়ে দেওয়া আর আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিস্ফোরণের সমন্বয় তাদের হয়ে আসল কাজটা করে দেয়। ইব্রাহিম আর মিখাইল এরপরে কেবল আলাগা সুতোগুলো জোড়া দেয়।

প্রথম আলাগা সুতো হল জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকা প্রহরী। ভেতরে প্রবেশের সাথে সাথে ইব্রাহিম তার মিনি-উজি থেকে দ্রুত এক পশলা গুলি বর্ষণ করে তাকে গুঁড়িয়ে দেয়।

বিস্ফোরণের আগে আরো দুজন প্রহরী প্রাতঃপ্রশেষ করছিলো। তারা এখন হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে পরে রয়েছে অল্প দূরত্ব ছাড়া অবস্থায়। ইব্রাহিম তাদের উজি দিয়ে যথাবিহিত খাতির করে রান্নাঘরে প্রবেশ করে যেখানে চতুর্থ আরেকজন চা তৈরি করছিল। বুকে নির্বিচারে গুলিবিদ্ধ হবার আগে সেই কেবল এক রাউন্ড গুলি করার সুযোগ পায়।

ডাচার ডান পাশ এখন সুরক্ষিত।

কয়েকফিট দূরে মিখায়েলের সাফল্যও ঈর্ষণীয়। বিস্ফোরিত দরজার নিচ দিয়ে ইব্রাহিমের পেছন পেছন প্রবেশের সাথে সাথে সে ডাচার মেইন হলে দু'জন বিভ্রান্ত প্রহরীকে দেখতে পায়। প্রথম দফা গুলি করার আগে ইব্রাহিম সহজাত প্রবৃত্তির বশে নিচু হতে মিখায়েলের গুলির লাইন পরিষ্কার হয়ে যায়। মিখায়েল সুযোগটা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করে আর ইব্রাহিমের মাথার কয়েক ইঞ্চি উপর দিয়ে হলঘর অভিমুখে নিয়ন্ত্রিত ভঙ্গিতে এক পশলা গুলি করে। তারপরে সে সাথে সাথে বসার ঘরের দিকে তাকায়। দরজায় স্থাপিত বোমা বিস্ফোরিত হবার সময় ইভানের একজন প্রহরী টিভিতে খেলা দেখছিলো। সে বেচারা এখন ধুলোবালির জঞ্জালের ভিতরে পাগলের মতো নিজের অস্ত্র খুঁজছে। মিখায়েল তাকে অস্ত্র খোঁজার কষ্ট থেকে দ্রুত মুক্তি দেয়।

“মেয়েটা কোথায়?” মৃত্যুপথযাত্রী রাশানের কাছে সে জানতে চায়।

“সেলারে।”

“ভাল ছেলে।”

মিখায়েল এবার তার মুখে গুলি করে। ডাচার বাম পাশও এবার নিরাপদ।

তারা এবার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

অন্ধকারাচ্ছন্ন সেলের এক কোণে গুটিসুটি মেরে সরে যাবার সময় মরিয়ম পরপর তিনটা শব্দ শুনতে পায়: প্রথমটা প্যাডলক খোলার শব্দ, তারপরে ডেডবোল্ট সরে যাবার শব্দ আর সবশেষে আর্গল সরাবার। জঞ্জালের ভিতরে একটা ঘষটানোর শব্দ তুলে ভারী ধাতব দরজাটা খুলে যেতে সেলের ভিতরে আলোর একটা দুর্বল চতুর্ভুজ সৃষ্টি হয় আর তার আভায়ে থ্রেগরীকে আলোকিত করে তুলে। এরপরে দু'হাতে ধরা একটা ৯এমএম ম্যাকারভ পিস্তল ভেতরে প্রবেশ করে। মরিয়মের অনাগত সন্তানকে যে ঘুমের ওষুধ দিয়ে দিয়ে হত্যা করেছে সেই হত্যাকারীর হাত। মরিয়মের দিক থেকে পিস্তলটা সামান্য ঘুরে গিয়ে থ্রেগরীকে নিশানা করে। তার ক্ষতবিক্ষত মুখে ভয়ের কোন চিহ্ন ফুটে উঠে না। সে ব্যথায় এতটাই কাতর যে মৃত্যুর বিভীষিকা তাকে স্পর্শই করে না। মরিয়ম তার হাত লড়াই করে। ছায়ার ভেতর থেকে লাফিয়ে বের হয়ে এসে সে মেয়েটার কপাল আকড়ে ধরে পেছন দিকে মুচড়ে দেয়। গুলি বের হয় যায়; কংক্রিটের বন্ধ কামরায় শব্দটা কামানের আওয়াজের মতো শোনায। তারপরে আবার একবার গুলি হয়। তারপরে তৃতীয়বার। মরিয়ম হাত ছাড়ে না। তার অনাগত সন্তানকে হত্যা করার দায়ে, থ্রেগরীকে নির্যাতন করার দায়ে মরিয়ম বাঘিনীর মতো লড়তে থাকে।

ইব্রাহিমের জন্যও।

ইভান কারকব লোকটার অসংখ্য পরিচয় আর তার চেয়েও বেশি সিক্রেট রয়েছে। ইয়েকেতারিনা, তার প্রাক্তন রক্ষিতা আর বর্তমানের পতিভক্ত স্ত্রীর চেয়ে সেটা ভাল করে আর কেউ জানে না। তার আগে ইলেনার মতো সেও বোকার মতো একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। তার প্রতিটি ইচ্ছা পূরণের বিনিময়ে সে কোনো প্রশ্ন করবে না। ইভানের ব্যবসার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। ইভানের বন্ধু আর ঘনিষ্ঠজনদের ব্যাপারেও নির্বাক থাকতে হবে। প্রশ্ন করা চলবে না কেন ইলেনা বাচ্চাদের ফেরত পাঠাতে রাজি হয়েছে। আর এখন বাচ্চারা কেন বিমান থেকে নামতে রাজি হয়নি সেই প্রশ্নও করা যাবে না। এসবের বদলে ইভান তাকে যে ভূমিকা পালন করতে বলেছে সেটাই সে বিশ্বস্ততার সাথে পালন করার চেষ্টা করে। সে ইভানের হাত ধরতে চেষ্টা করে কিন্তু এই মুহূর্তে ইভানের কাউকে সহ্য হয় না। কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দিতে চায় কিন্তু এখন কিছু শোনার মতো মানসিকতা নেই ইভানের। এই মুহূর্তে সে কেবল গুলেগ রোডেনকোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকটা হেলিকপ্টারের রোটরের আওয়াজ ছাপিয়ে ফোনে চিৎকার করে কথা বলছে। ইয়েকাতেরিনা এমন সব শব্দ শোনে যা সে আশা করে ভুল শুনেছে। তোমার সাথে কতজন লোক রয়েছে? তোমার পৌছতে কত সময় লাগবে? কোনো রক্তপাত না! আমার কথা বুঝতে পেরেছ? আমরা না পৌছান পর্যন্ত কোনো রক্তপাত যেন না হয়। সে বহু কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে জানতে চায় তারা এখন কোথায় যাচ্ছে। ইভান তাকে বলে যে গেলেই সে দেখতে পাবে। সে তাকে বলে যে সে বাসায় যেতে চায়। ইভান তাকে মুখ বন্ধ করে বসে থাকতে বলে। সে হেলিকপ্টারের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। নিচে কোথাও তার পুরান গ্রামটা অবস্থিত। মডেলিং এজেন্সির মহিলা তাকে খুঁজে বের করার আগে সেই গ্রামেই সে বড় হয়েছে। গ্রাম ভর্তি মাতাল আর অপদার্থের দল। সে চোখ বন্ধ করে ফেলে। রাক্সস আমায় বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে চলো। দয়া করে আমায় বাসায় যেতে দাও।

তরুণ সচিব যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে রাশান প্রেসিডেন্টের দিকে এগিয়ে আসে। বয়সের অনুপাতে সচিবরা সাধারণত তাই করে থাকে। প্রেসিডেন্ট টেবিল থেকে সরে আসে যাতে সচিব তার কানে কানে কথা বলতে পারে, একটা বিরল সুবিধা। সে আবার যখন তাকায়, চিবুক বুকের সাথে ঠেকান চোখের ক্ষুরধার দৃষ্টি।।

“তাকে মোটেই খুশী দেখাচ্ছে না,” ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন।

“ওহ, তাইতো? তুমি কি ভাবে টের পেলো?”

“আমার মনে হয় বিমানবন্দরে সবকিছু আশানুরূপ ঘটেনি।”

“আমরা তার বক্তব্য শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখি।”

সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নিচে নামার সময় অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পরে তারা প্রথম গুলির শব্দ শুনতে পায়। মিখায়েল সামনে, ইব্রাহিম তার এক পা পেছনে থাকায় তার দৃশ্যপট আংশিক বাধাগ্রস্ত হয়। নিচে নামতে একটা বীভৎস গন্ধ তাদের স্বাগত জানায়: একটা ছোট স্থানে বহুদিন মানুষকে আটকে রাখলে এমন গন্ধ তৈরি হয়। মৃত্যুর দুর্গন্ধ। এমন দ্বিতীয় গুলির শব্দ ভেসে আসে। এবং আরেকটা। এবং আরেকটা...

ইব্রাহিম একটা চিৎকার শুনতে পায়, সাথে ত্রুদ ভঙ্গিতে দুটো নারী কণ্ঠকে চিৎকার করতে শোনে। কণ্ঠ দুটোকে আলাদা করা যায় কারণ একজন রাশান ভাষায় চিৎকার করেছে। আর অন্যজন ইতালিয়ান ভাষায়।

সিঁড়ির নিচের ধাপে পৌছাতে, মিখায়েলের পেছনেই ইব্রাহিম, মরিয়মের কণ্ঠস্বর শোনার পরে কেবল প্রার্থনা করতে থাকে আর কোন গুলির শব্দ যেন শুনতে না হয়। মিখায়েল সেলের দরজাটা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে। হাতে পায়ে শেকল জড়ান অবস্থায় এক কোণে একটা লোক পড়ে আছে মুখটা অদ্ভুতভাবে বিকৃত। মরিয়ম চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে তার বুকের উপরে রাশান মেয়েটা। তারা একটা পিস্তলের জন্য লড়াই করেছে যা এই মুহূর্তে মরিয়মের গলার খুব কাছে রয়েছে।

মিখায়েল পিস্তলটা ধরে নলটা দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। পিস্তলটা থেকে আরো দুবার নির্বীষ ভঙ্গিতে গুলি বর্ষিত হতে ইব্রাহিম মেয়েটার চুল মুঠি করে ধরে এবং নির্বিকার ভঙ্গিতে সময় নষ্ট না করে তার কপালে একটা গুলি করে। এখন কেবল একটা মেয়ের কণ্ঠস্বরই শোনা যায়। ইব্রাহিম মৃত মেয়েটাকে একপাশে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে হাটুভেঙে বসে পড়ে। মরিয়ম, ঘোরের ভেতরে থাকায় তাকেও ইভানের লোক ভাবে এবং গুটিয়ে যায়। সে তার মুখটা দুহাতে ধরে মৃদু ইতালিয়ানে তার সাথে কথা বলে। “সোনা, আমি,” সে বলে। “আমি ইব্রাহিম। শান্ত হও সোনা। আমাদের দ্রুত এখান থেকে বের হতে হবে।”

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৬৫. এসভেনর স্কোয়ার, লন্ডন

পরবর্তীকালে, প্রায়ই একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা হত যে মিখায়েল আর ইব্রাহিমের ঠিক কতক্ষণ লেগেছিল তাদের অভিযান সম্পন্ন করতে। মোট সময় লেগেছিল তিন মিনিট বারো সেকেন্ড- নিঃসন্দেহে একটা চমকপ্রদ সাফল্য, ব্যাপারটাকে আরো ভিন্ন মাত্রা দান করেছে আরেকটা বিষয় আর সেটা হল প্রথম গার্ড পোস্ট থেকে ডাচায় গাড়ি করে পৌছাতেই তাদের এক মিনিটের বেশি সময় লেগেছিল। ডাচায় প্রবেশের পরে উদ্ধার কাজ সমাপ্ত হয়েছে অবিশ্বাস্য বাইশ সেকেন্ডে। *নিরবতা, দ্রুতগতি, সময় নির্ধারণ...* এবং সেই সাথে অবশ্যই সাহস। মরিয়ম যদি ক্রুখে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনের জন্য লড়াই না করতো তাহলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় মিখায়েল আর ইব্রাহিম সেলারে পৌছাবার অনেক আগেই সে আর খেগরী মারা পড়তো।

উচ্চকোটির নিরাপদ উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার বরাভয়ে, কিং সল বুলেভার্ডের সবাই শুনতে পায় ইব্রাহিম ফিসফিস করে ইতালিয়ান ভাষায় মরিয়মকে আশ্বস্ত করছে। অপারেশনস ডেস্কের কেউই অবশ্য বুঝতে পারেনি কি কথা হয়েছিল তাদের ভিতরে। সেটার অবশ্য প্রয়োজনও ছিল না। ইব্রাহিম ইতালিয়ান ভাষায় স্নায়ুবৈকল্যের শিকার এক মহিলার সাথে কথা বলছে এটাই কেবল তাদের জানা দরকার ছিল। অভিযানের প্রথম ধাপ সফল হয়েছে। মস্কো সময় ৯:০৯:১২ সেকেন্ডে মিখায়েল সে বিষয়ে তাদের নিশ্চিত করে। সে তাদের আরো জানায় খেগরী বুলগানভ যদিও মারাত্মকভাবে আহত কিন্তু সেও বেঁচে আছে।

ভালবের ভিতর দিয়ে বাষ্প বের হয়ে যাবার মতো এতদিনের বিমূর্ততা আর মানসিক চাপ এক লহমায় কেটে যেতে তেলআভিভে একটা বিশাল স্টোরগোলের সৃষ্টি হয়। উৎফুল্ল চিৎকার এতটাই প্রবল ছিল যে আদতে ঠিক কি ঘটেছে সেটা বুঝতে শমসেরের দীর্ঘ দশ সেকেন্ড সময় লেগে যায়। অ্যাড্রিয়ান কার্টার আর গ্রাহাম সিমুরকে সে যখন খবরটা জানায়, লন্ডন অ্যানেন্সে দ্বিতীয় আরেকটা উল্লাসের বাঁধ ভাঙে, এরপরে ল্যান্সলীর গ্লোবাল অপস সেন্টারে তৃতীয় আরেকটা উল্লাসের ঢেউ আছড়ে পড়ে। শমসের কেবল এসব উল্লাসের জোয়ারে গা ভাসাতে চায় না। আর তার সঙ্গত কারণও রয়েছে। তার যা জানা প্রয়োজন ছিল সংখ্যাটা তাকে সেসব কিছু জানায়।

পাঁচজন এজেন্ট।

দুজন মুক্তিপ্রাপ্ত দুর্বল জিম্মি।

মস্কো থেকে একশ আঠাশ মাইল দূরে।

এবং ইভান আকাশে কোথাও রয়েছে।

শমসের তার পুরাতন জিপ্সোটা আঙ্গুলের ভিতরে মোচড়াতে থাকে এবং ঘড়ির দিকে তাকায়: ৯:০৯:৫২ সেকেন্ড।

সংখ্যাগুলো...

মানুষের মতো সংখ্যারা কখনও মিথ্যা কথা বলে না। আর সংখ্যার বিন্যাস এই মুহূর্তে মোটেই আশাব্যঞ্জক না।

ইব্রাহিম মরিয়মের হাতের হাতকড়া আর পায়ের শিকল কেটে দিয়ে তাকে নিজের পায়ে দাঁড় করায়।

“তুমি কি হাঁটতে পারবে?”

“ইব্রাহিম আমাকে একলা ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।”

“আমি তোমাকে কখনও ছেড়ে যাবো না।”

“আমার সাথে থাকো।”

“তুমি কি হাঁটতে পারবে?”

“আমার মনে হয় পারবো।”

সে মরিয়মের কোমর জড়িয়ে ধরে এবং তাকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে সাহায্য করে।

“মরিয়ম, তোমাকে আরেকটু জোরে হাঁটতে হবে, সোনা।”

“ইব্রাহিম আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।”

“আমি বলছি তো তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।”

“তাদের কাছে আমাকে এখানে একলা রেখে যেয়ো না।”

“সোনা তোমাকে বিরক্ত করার জন্য তারা কেউ নেই। মাঝের হল ঘরে খালিদ দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার পায়ের কাছে মৃতদেহের স্তূপ আর দেয়ালে রক্তের আলপনা।”

“গ্রেগরীর অবস্থা খারাপ,” ইব্রাহিম তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হিন্ধতে কথাটা বলে, “তাকে উপরে নিয়ে আসো।”

মৃতদেহগুলো এড়িয়ে ইব্রাহিম মরিয়মকে নিয়ে দেয়ালের বিধ্বস্ত অংশের দিকে এগিয়ে যায় যেখানে একটা সময় দরজাটা ছিল। ইব্রাহিম আরো মৃতদেহ দেখতে পায়। চারপাশে কেবল মৃতদেহের ছড়াছড়ি। মৃতদেহ আর রক্ত।

“হা, ঈশ্বর।”

“কোনদিকে তাকিও না সোনা। কেবল হাঁটতে থাকো।”

“হা, ঈশ্বর।”

“মরিয়ম হাঁটো। হাঁটতে থাকো।”

“ইব্রাহিম তুমি এদের সবাইকে হত্যা করেছো? এসব কি তোমার কাজ?”
“সোনা, এসব এখন ভাবতে হবে না, কেবল সামনে হাটতে থাকো।”

খালিদ সেলে প্রবেশ করে এবং গ্রেগরীর ক্ষতবিক্ষত মুখ দেখতে পায়।

বেজন্নার দল!

সে মিখায়েলের দিকে তাকায়।

“তাকে তুলে নিয়ে দাঁড় করাও।”

“বেচারার হাল একদম বেহাল করে ছেড়েছে।”

“আমি সে সব জানতে চাই না। তাকে কেবল দাঁড় করাও।”

মিখায়েল আর খালিদ তাকে টেনে তুলে দাঁড় করালে গ্রেগরী যন্ত্রণায় আতর্জনাদ করে উঠে।

“আমার মনে হয় না আমি হাটতে পারবো।”

“তোমাকে সে কিস্তির করতেও হবে না, ধেড়ে খোকা।”

খালিদ বিনা বাক্য ব্যয়ে রাশানকে এক কাঁধে তুলে নেয় এবং মিখায়েলের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে।

“চলো এবার এই নরক থেকে যাওয়া যাক।”

রেঞ্জ রোভারের পেছনের দুটো দরজাই এখন খোলা। ইয়াকভ একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওবেদ অন্যপাশে। কয়েক ফিট দূরেই হাত ছড়িয়ে দু'জন রাশানের মৃতদেহ পড়ে আছে মাথার চারপাশে রক্তের জমাট বলয়। ইব্রাহিম মৃতদেহের পাশ দিয়ে মরিয়মকে নিয়ে এসে কোলে করে তাকে পেছনের সীটে বসিয়ে দেয়। তারপরে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে ডাচার ভেতর থেকে খালিদ বের হয়ে আসছে, গ্রেগরী তার এক কাঁধের উপরে রয়েছে।

“তাকে মরিয়মের পাশে বসিয়ে দাও এবং তারপরে এখান থেকে লেজ গুটিয়ে পালাও।”

খালিদ আলতো করে গ্রেগরীকে গাড়িতে তুলে দেয়ার ফাঁকে ইব্রাহিম সামনের সীটে উঠে বসে। মিখায়েল পারকার পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করে এবং ইঞ্জিন চালু করে। রোভার ঝড় তুলে সামনে এগোতে শুরু করলে ইব্রাহিম শেষবারের মতো পেছনে তাকিয়ে দেখে।

তিনজন লোক গাছের আড়ালের দিকে ছুটে চলেছে।

সে মিনি-উজিতে একটা নতুন ম্যাগাজিন প্রবেশ করায় এবং কজিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকায়: ৯:১১:০৭ সেকেন্ড।

“মিখায়েল আরো জোরে। আরো জোরে চালাও।”

ড্যানিয়েল সিলভা

ফাঁকা রাস্তা দিয়ে তারা প্রায় একশ মাইল বেগে ছুটে আসছে, দুটো কালো রেঞ্জ রোভার, দুটোতেই রাশিয়ার স্পেশাল ফোর্সের প্রাক্তন লোকজন ঠাসা যারা এখন ইভান কারকভের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রথম গাড়িটার সামনের সীটে একটা সেলফোন বেজে উঠে। হেলিকপ্টার থেকে ওলেগ রুডেনকো ফোন করেছে।

“তোমরা এখন কোথায়?”

“কাছেই চলে এসেছি।”

“কত কাছে?”

অনেক...

ডাচা থেকে রাস্তাটা কেন সরল রেখায় এগিয়ে যায়নি সে বিষয়টা ইব্রাহিমের কাছে কিছুক্ষণের ভিতরেই পরিষ্কার হয়ে হবে। আমেরিকান গোয়েন্দা উপগ্রহ থেকে দৃশ্যমান রাস্তাটা দেখতে অনেকটা কোন বাচ্চা ছেলের লেখা উল্টো এস-এর মতো দেখায়। দ্রুতগামী রেঞ্জ রোভারের সামনের যাত্রী আসন থেকে শীতের পড়ন্ত বেলায় পুরো এলাকাটা শুভ্র সমুদ্রের মতো দেখায়। সাদা বরফ। সাদা বার্চট্রি। এবং দ্বিতীয় বাঁকটার মুখে একজোড়া সাদা হেডলাইট ট্রাস উদ্বেককারী গতিতে এগিয়ে আসছে। মিখায়েল সহজাত প্রবৃত্তির বশে ব্রেকে চাপ দেয়—পশ্চাদ্দৃষ্টিতে একটা বিশাল ভুল কারণ এর ফলে অন্য গাড়িটা সামান্য হলেও সুবিধা লাভ করে। এয়ার ব্যাগের কারণে মিখায়েল আর ইব্রাহিম মারাত্মকভাবে আহত হবার হাত থেকে বেঁচে যায় বটে কিন্তু বেশ কয়েকজন লোক যখন রোভারের উপরে হামলে পড়ে তখন প্রতিরোধ করার মত অবস্থায় দু'জনের কেউই ছিল না। ইব্রাহিম কেবল দেখে একটা রাশান পিস্তলের বাট তার মাথার পাশ লক্ষ্য করে নেমে আসছে। তারপরে চারপাশে কেবল ধুধু সাদা। সাদা তুষার। সাদা বার্চ গাছ। সাদা পোশাক পরিহিত মরিয়ম ভাসতে ভাসতে তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

৬৬. গ্রসভেনর স্কোয়ার, লন্ডন

কিং সল বুলেভার্ডে সহসা নিরবতা নেমে আসলে শমসের ঝামেলার প্রথম আভাস আঁচ করতে পারে। সে তিন তিনবার এই নিরবতার ব্যাখ্যা চায়। তিনবারই সে কোন উত্তর পায় না।

অবশেষে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। “আমরা তাদের হারিয়েছি।”

“হারিয়েছি, তুমি আসলে কি বোঝাতে চাইছো?”

তারা একটা সংঘর্ষের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। অনেকটা গাড়ির সাথে গাড়ি ধাক্কা লাগার মতো শব্দ। একটা দুর্ঘটনা। তারপরে অনেক কণ্ঠস্বর। রাশান কণ্ঠস্বর।

“তোমরা নিশ্চিত রাশান কণ্ঠস্বর ছিল।”

“আমরা টেপটা দুবার পরীক্ষা কবে দেখেছি। আমরা নিশ্চিত।”

“ঘটনাটা যখন ঘটে তারা কি তখনও ইভানের এলাকাতেই অবস্থান করছিল?”

“আমাদের সেটা মনে হয়নি।”

“তাদের রেডিওর কি অবস্থা।”

“যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।”

“দলের বাকি সদস্যরা কোথায়?”

“পরিকল্পনা মাফিক আলাদা হয়ে গিয়েছে।” একটা অস্বস্তিকর নিরবতা। “আপনি যদি তাদের পুনরায় সেখানে ফেরত না পাঠাতে চান।”

শমসের ইতস্তত করে। সে অবশ্যই তাদের আবার সেখানে ফেরত পাঠাতে চায়। কিন্তু সে পারে না। ছয়জনের চেয়ে তিনজনকে হারানটা মেনে নেওয়া যায়। সবই সংখ্যার খেলা...

“খালিদকে না থেমে এগিয়ে যেতে বলো। আর একটা ব্যাপার কেউ যেন কোনো ধরনের বীরত্ব দেখাতে চেষ্টা না করে। তাদের সেখান থেকে সরে আসতে বলো।”

“অবশ্যই।”

“লাইনটা খোলা রাখো। তোমরা যদি কিছু শুনতে পাও তবে সেটা আমাকে সাথে সাথে জানাবে।”

শমসের কয়েক সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে রাখে, তারপরে অ্যাড্রিয়ান কার্টার আর গ্রাহাম সিম্যুরের দিকে তাকায়। দু'জনই শমসের অংশের কথোপকথন শুনেছে। আর সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট।

“ইভান কোনাকোভো ঠিক কখন ত্যাগ করেছে?” শমসেব জানতে চায়।

“দশ মিনিট পরেই সবগুলো ধাতব পাখি আকাশে অবস্থান করছিল।”

“কোনাকোভো থেকে আকাশপথে ডাচায় পৌঁছাতে কতক্ষণ সময় লাগবে?”

“এক ঘণ্টা। আবহাওয়া যদি খারাপ থাকে তবে সময় আরেকটু বেশি লাগতে পারে।”

শমসের ঘড়ির দিকে তাকায়: ৯:১৪:৫৬ সেকেন্ড।

ইভান তাহলে আনুমানিক ১০:১০ মিনিটে ভ্লাদিমিরস্কায়া ওবলাস্টের মাটিতে অবতরণ করবে। এমনও হতে পারে সে ইতোমধ্যেই তার লোকদের আদেশ দিয়েছে ইব্রাহিম আর অন্যান্যদের হত্যা করতে। সম্ভব, শমসের ভাবে, কিন্তু মনে হয় না। ইভানকে সে চেনে, তাদের নিজ হাতে হত্যা করার আনন্দ থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইবে না।

এক ঘণ্টা। আবহাওয়া যদি খারাপ থাকে তবে সময় আরেকটু বেশি লাগতে পারে।

এক ঘণ্টা...

এই সময়ের ভিতরে পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করার সামর্থ্য দণ্ডের নেই। ব্রিটিশ বা আমেরিকানদের পক্ষেও এই সময়ের ভিতরে কিছু করা সম্ভব না। এই মুহূর্তে, একজনের পক্ষেই সত্যিকার অর্থে কিছু করা সম্ভব: ক্রেমলিন কর্তৃপক্ষ... ইভানকে আল-কায়েদার কাছে অস্ত্র বিক্রির অনুমতি যে ক্রেমলিন তাকে দিয়েছে। এই একই ক্রেমলিন ইভানকে স্ত্রী আর সন্তানদের খোয়াবার জন্য প্রতিশোধ নেবার সুযোগ করে দিয়েছে। সেগেই করোভিন একটা বিষয় স্বীকার করেছিল যে গ্রেগরী আর মরিয়মকে অপহরণের অধিকার লাভ করার জন্য ইভান রুশ প্রেসিডেন্টকে নগদ নজরানা দিয়েছে। ইভানের চেয়ে বেশি টাকা দিয়ে শমসের হয়ত একটা পথ খুঁজে বের করতে পারে। কিন্তু রুশ প্রেসিডেন্টের কাছে চারটা জীবনের মূল্য কত, যে লোকটা নাকি আবার ইউরোপের অন্যতম ধনীদের একজন। আর ইভানের কাছেই বা তাদের মূল্য কত? শমসেরকে এমন একটা চাল চালতে হবে যার উত্তর ইভানের কাছে নেই। আর খুব দ্রুত তাকে সেটা করতে হবে।

সে হাতের ঘড়ির দিকে তাকায়। আঙ্গুলের ডগায় জিপ্সো ঘুরাতে থাকে।

ডানদিকে দু'বার, বামদিকে আরো দু'বার।

“ভদ্রমহোদয়গণ আমার একটা রাশান তেল কোম্পানী সরকার। একটা খুব বড় রাশান তেল কোম্পানি। আর আমি এক ঘণ্টার মধ্যে সেটা চাই।”

“তুমি কি আমাদের এটা বলবে যে রাশান তেল কোম্পানি আমরা কোথায় খুঁজে পাবো?” কার্টার শীতল কণ্ঠে জানতে চায়।

শমসের লিমুজিনের দিকে তাকায়। “৪৩ নম্বর শাইয়ান ওয়াক।”

রুডেনস্কোর সেলফোন আবার বেজে উঠে। সে ভাবলেশহীন মুখে কয়েক সেকেন্ড ফোনটা কানে ধরে শুনে। “কতজন মারা গেছে?”

“আমরা এখনও গোনা শেষ করতে পারিনি।”

“এখনও গোনা শেষ হয়নি?”

“অবস্থা বেশ শোচনীয়।”

“কিন্তু তুমি নিশ্চিত এটা তারই কাজ?”

“সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।”

“কোন রক্তপাত না। আমার কথা বুঝতে পেরেছ? কোন রক্তপাত না।”

“আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি।”

রুডেনকো লাইনটা কেটে দেয়। সে অনেকক্ষণ পরে ইভানকে সত্যিকারের একটা সুসংবাদ দিতে পারবে। তার কাছে একটা জিনিস রয়েছে যা ইভান তার বাচ্চাদের চেয়েও পেতে বেশি আগ্রহী।

সে ইব্রাহিম আবরারকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে।

এইবার, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পালা তার দিকে এবার একজন সচিব এগিয়ে আসে। আর সে কোন সচিব না। তার চীফ অফ স্টাফ। দ্রুত আর চাপা স্বরে আলোচনা হয়। পুরোটা সময় প্রেসিডেন্টের মুখ নির্বিকার থাকে।

“কোন ঝামেলা হয়েছে?” চীফ অফ স্টাফ বিদায় নিলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করে।

“আমরা মনে হয় একটা সমস্যায় পড়েছি।”

“কি ধরনের সমস্যা?”

প্রেসিডেন্ট টেবিলের অন্যপাশে বসে থাকা তার রুশ প্রতিপক্ষের দিকে তাকায়।

“মস্কোর বাইরে বনাঞ্চলে একটা ঝামেলা হয়েছে।”

“আমরা কোন সাহায্য করতে পারি?”

“প্রার্থনা করতে পারি।”

আপার ব্রুক স্ট্রীটে গ্রাহাম সিম্যুরের জাগুয়ার লিমুজিনটা পার্ক কিঙ্গে রাখা। লন্ডনে তখন সকাল ছয়টা বেজে বিশ মিনিট যখন সে গাড়িটার পেছনের সীটে উঠে বসে। মোটরসাইকেলের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় সে দক্ষিণে হাইড পার্ক কর্নারের দিকে রওয়ানা হয়, পশ্চিমে নাইটসব্রীজ হয়ে তারপরে দক্ষিণে আবার স্লোয়েন স্ট্রীট হয়ে সোজা রয়্যাল হসপিটাল রোডে গিয়ে উঠে। সন্ধ্যা ৬:২৭ মিনিট নাগাদ শাইয়েন ওয়াকে ভিষ্টর ওরলাভের ম্যানসনের সামনে গাড়িটাকে থামতে দেখা যায় এবং ঠিক ৬:৩০ মিনিটে গিলটি করা ব্রোঞ্জের ঘড়ির ঘন্টাধ্বনির সাথে ওরলাভের জাঁকজমকপূর্ণ স্টাডিতে সিম্যুরকে প্রবেশ করতে দেখা যায়। ওরলাভকে, যে দাবী করে রাতে তিন ঘন্টা ঘুমই তার জন্য যথেষ্ট, ধোপদুরন্ত অবস্থায় ডেস্কে বসে

থাকতে দেখা যায়, তার সামনের কম্পিউটার স্ক্রীনে এশিয়ার শেয়ার বাজারের সংখ্যা সূচক স্রোতের মতো ভাসছে। বিশাল প্রাজমা টেলিভিশনে দেখা যায় ক্রেমলিনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বিবিসি'র সাংবাদিক রাশভারি কণ্ঠে সুর করে বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়া বিশ্ব অর্থনীতি সম্বন্ধে কথা বলছে। রিমোটে একটা চাপ দিয়ে ওরলাভ তার মুখ বন্ধ করে দেয়।

“মি. সিম্যুর, এই গর্দতগুলো কি সত্যিই কিছু জানে?”

“আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি তারা ঘণ্টা জানে।”

“আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে গত রাতটা মোটেই ভাল কাটেনি। অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করেন। গ্রাহাম তারপরে বলেন, কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?”

ভিক্টর ওরলাভ পরবর্তীতে এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করার জন্য আফসোস করেছে। তাদের পরবর্তী কথোপকথনের কোনো রেকর্ড নেই, অন্তত এমআই৫ বা অন্য কোনো ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার কাছে নেই। মোট আট মিনিট কথা হয়, সিম্যুরের পছন্দের চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে কিন্তু এমনটাই হবার কথা ছিল। সিম্যুর ওরলাভকে অসম্ভব মূল্যবান কিছু একটা জিনিসের দাবি চিরতরে ত্যাগ করতে বলে। বাস্তবে এই জিনিসটা ওরলাভ হতোমধ্যে হারিয়েছে। তাসত্ত্বেও সেদিন সকালে সে সেটা আকড়ে বসেছিল ঠিক অনেকটা বোমা বিস্ফোরন বেঁচে যাওয়া লোক প্রায়শই যেমন নিজের চেয়ে কম ভাগ্যবান লোকের মৃতদেহ আকড়ে ধরে থাকে।

বিনিময়টা মোটেই প্রীতিকর না কিন্তু তারপরেও সেটাকে অপ্রত্যাশিত বলা যাবে না মোটেই। ভিক্টর ওরলাভ মোটেই খোশমেজাজি লোক না এমনকি সবচেয়ে ভাল পরিস্থিতিতেও। কণ্ঠস্বরের মাত্রা চড়ে, হুমকিধামকি বিনিময় হয়। ওরলাভের বাসার কর্মচারীর দল, নিজেদের কোনো ভুলের ব্যাপারে যদিও সতর্ক তাদের ইচ্ছা না থাকলেও শুনতে হয়। কর্তব্য আর সম্মানের মতো শব্দ তারা শুনেছে। প্রত্যাবর্তন শব্দটাও তারা স্পষ্ট শুনেছে আর তার কয়েক মুহূর্ত পরে গ্রেফতারী পরোক্ষানা শব্দও উচ্চারিত হয়। তারা একজোড়া নামও শোনে, সুকোতা আর হেরলভ, এবং ভাবে ব্রিটিশ মাটিতে ওরলাভের রাজনৈতিক আর বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে ব্রিটিশ অতিথিকে কোন মন্তব্য করতে শুনেছে। আর সবশেষে তারা অতিথিকে পরিষ্কার কণ্ঠে বলতে শোনে: আপনার জীবনে একবারের জন্য ছিলো কি আপনি যথোচিত সিদ্ধান্ত নেবেন? ঈশ্বরের দিব্যি ভিক্টর! পুরো বিষয়টির সাথে চারটা জীবনের প্রশ্ন জড়িত। আর সেই চারজনের ভিতরে একজন গোপনীয় স্বয়ং!”

এই সময়ে একটা ভারী নিরবতা বিরাজ করে। এক মুহূর্ত পরে ব্রিটিশ অতিথি কঠোর অভিব্যক্তির মুখোশ এঁটে অফিস থেকে বের হয়ে আসে তার দৃষ্টি কজিতে বাঁধা হাতঘড়ির দিকে নিবদ্ধ। সে নিচে নামার সময়ে প্রতিবারে সিঁড়ির দুটো করে

ধাপ টপকায় এবং তার অপেক্ষমান জাওয়ারের পেছনের সীটে উঠে বসে। গাড়ির ইঞ্জিন প্রাণ ফিরে পেতে, সে ডাউনিং স্ট্রীটের জরুরি লাইনে একটা কল করে। দুই মিনিট পরে তাকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে দেখা যায় যিনি সম্মেলনের প্রাতঃরাশ থেকে জরুরি অভ্যুহাত দেখিয়ে নিজের উঠে এসেছেন ফোনটা ধরতে। লভনে তখন সকাল ৬:৪২ মিনিট আর মস্কোর পূর্বে বার্চ বনে একটা নিঃসঙ্গ ডাচার ঘড়িতে সকাল ৯:৪২ মিনিট।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রাতঃরাশের টেবিলে ফিরে আসেন।

“আমার মনে হয় ওখানে আমাদের বন্ধুর সাথে একটা ত্রিপক্ষীয় আলোচনার সময় হয়েছে।”

“আশা করি তাকে লোভী করে তোলার মতো কিছু আপনি বলবেন।”

“আমি ঠিক তাই করবো। কিন্তু প্রশ্ন হল সে তার দিকটা ঠিকমত সামলাতে পারবে কিনা?”

দুই নেতাকে একসাথে উঠে দাঁড়াতে দেখে হলঘরের চারপাশে ফ্রেমলিনের মোতায়েন করা কর্মচারীদের ভিতরে উদ্বেগের একটা ঢেউ বয়ে যায় তারা অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখে তাদের পরিকল্পিত প্রাতঃরাশের আয়োজন বিপজ্জনকভাবে একটা অনভিপ্রেত মুহূর্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। রুশ প্রেসিডেন্টকেই কেবল বিস্মিত হতে দেখা যায় না, যিনি সময়মত, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট প্রাতঃরাশের টেবিলে তার দিকে উপস্থিত হতে, উঠে দাঁড়ান।

“আমাদের একটু কথা বলা দরকার,” ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন। “নিভুতে।”

সেন্ট. জর্জেস হলের অ্যান্টেচেম্বারে তিন নেতাই নিজ নিজ ঘনিষ্ঠ সচিবকে সাথে নিয়ে নিরবে প্রবেশ করেন। ভিষ্টর ওরলাভের স্টাডিতে সদ্য সমাপ্ত বৈঠকের মতো তাদের আলোচনাও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় না। আরো একবার গলার আওয়াজ উঠানামা করে যদিও কেউ তাদের কথা শুনতে পারেনা। নেতৃবৃন্দ যখন আবার বের হয়ে আসেন তখন রুশ প্রেসিডেন্টকে স্পষ্টতই হাসতে দেখা যায়, একটা বিরল ঘটনা। তিনি তার মোবাইল ফোনে কথা বলছেন।

পরবর্তীতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে তিন নেতার মুখপাত্র সেদিন সকালে কি হয়েছিল হুবহু একই গৎ বাঁধা ভাষায় বর্ণনা করেন। তিন নেতা পূর্বনির্ধারিত বিষয়ে রুটিন আলোচনার জন্য মিলিত হয়েছিলেন। পূর্বনির্ধারিত হয়ত কিন্তু ব্যাপারটাকে মোটেই রুটিন বলা যাবে না।

৬৭. লুবিয়াঙ্কা স্কোয়ার, মস্কো

এফএসবি সদরদপ্তরের চতুর্থ তলায় পরস্পরসম্পৃক্ত কয়েকটা কক্ষে সংগঠনটার ক্ষুদ্রতম আর সবচেয়ে গোপন ইউনিট অবস্থিত। সমন্বয়কারী ডিপার্টমেন্ট হিসেবে পরিচিত, এখানের দক্ষ অফিসারের দল রাজনৈতিকভাবে প্রচণ্ড সংবেদনশীল কেসগুলোই কেবল এখানে দেখা হয়। সেদিন সকালে ঘড়িতে দশটা বাজার কিছুক্ষণ আগে, বিভাগের প্রধান, কর্নেল লিওনিড মিলচেঙ্কোকে তার কামরার ফিনল্যান্ডে তৈরি ডেস্কের পাশে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, টেলিফোনের রিসিভার কানে দেওয়া। মিলচেঙ্কো যদিও রুশ প্রেসিডেন্টের পক্ষে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে, তাদের দু'জনের ভিতরে কদাচিত্ত কথোপকথনের প্রয়োজন হয়। আজকের আলোচনাটা ছিল সংক্ষিপ্ত আব উত্তেজনাকর। “মিলচেঙ্কো, কাজটা যেন হয়। কোন বেগড়বাই বরদাস্ত করা হবে না। আমরা পরস্পরকে বুঝতে পেরেছি?” কর্নেল কেবল বলে “ডা” বেশ কয়েকবার এবং রিসিভারটা নামিয়ে রাখে।

“ভাদিম?”

ভাদিম স্ট্রেলকিন তার দুই নম্বর কক্ষের দরজা খুলে একটা টাক মাথা উঁকি দেয়।

“কোন সমস্যা?”

“ইতান কারকভ।”

“এবার কি করেছে?”

মিলচেঙ্কো বিষয়টা ব্যাখ্যা করে।

“আর কাজ পেলো না!”

“আমি নিজেও হয়ত বিষয়টা এত সুন্দর করে বলতে পারতাম না।”

“ডাচাটা কোথায়?”

“ভ্লাদিমিরস্কায়া ওবলাস্ট।”

“কত দূরে?”

“যতদূরে হলে আমাদের হেলিকপ্টারের প্রয়োজন হয়ে থাকে। কাউকে একটা এনে স্কোয়ারে রাখতে বলো।”

“অসম্ভব। আজকে সম্ভব না।”

“কেন সম্ভব না?”

স্ট্রেলকিন ক্রেমলিনের দিকে ইঙ্গিত করে। “সম্মেলনের কারণে আউটার রিঙ রোডের অভ্যন্তরের আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।”

“এখন আর সেটা বলবং নেই।”

স্ট্রেলকিন মিলচেঙ্কোর ডেস্ক থেকেই ফোন করে এবং হেলিকাপ্টার নিয়ে আসতে বলে। “আহাম্মক, আমি বন্ধের বিষয়টা জানি! যা বলছি তাই করো!”

সে প্রচণ্ড জোরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখে। মিলচেঙ্কো ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

“পাখি উড়ে আসতে কতক্ষণ সময় লাগবে?”

“পাঁচ মিনিট।”

মিলচেঙ্কো ভ্রমনে সময় হিসেবে করে।

“ইভানের আগে বোধহয় আমরা সেখানে পৌঁছাতে পারব না।”

“আমাকে তাহলে রুডেনঙ্কোর সাথে সরাসরি কথা বলার অনুমতি দেন।”

“কার সাথে?”

“ওলেগ রুডেনঙ্কো। ইভানের নিরাপত্তার বিষয়টা তার উপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। সে আমাদেরই একজন। সে হয়ত ইভানের ভিতরে বিচারবুদ্ধির উন্মেষ ঘটাতে পারবে।”

“কথা বলে ইভান কারকভের হুশ ফেরাবে? ভাদিম আমার বোধহয় তোমাকে বিষয়টা খুলে বলাই উচিত। তুমি যদি রুডেনঙ্কোকে ফোন করো তাহলে ইভান কোন কিছু বিবেচনা না করেই জিম্মিদের হত্যা করবে।”

“আর আমরা যদি তাকে বলি আদেশটা অনেক উপর থেকে এসেছে।”

মিলচেঙ্কো সম্ভাবনাটা নিয়ে চিন্তা করে তারপরে নাকচ করে দেয়। “ইভানকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। সে হয়ত বলবে জিম্মিরা অনেক আগেই মারা গিয়েছে। তারা যদি তখনও মুরগির মতো কক কক করে তারপরেও।”

“কারা এই আদম সন্তান?”

“ভাদিম বিষয়টা জটিল। আর সে কারণেই প্রেসিডেন্ট আমার প্রতি তার আস্থা প্রদর্শন করেছেন। এতটুকু বলাই যথেষ্ট বিষয়টার সাথে বিশাল অঙ্কের টাকার প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে- রাশিয়া আর প্রেসিডেন্ট উভয়ের জন্যেই।”

“কিভাবে?”

“জিম্মিরা বেঁচে থাকলে টাকা দেওয়া হবে। যদি না হয়...”

“টাকা দেওয়া হবে না।”

“ভাদিম তোমার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।”

মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মিলচেঙ্কোর পাশে এসে স্ট্রেলকিন যোগ দেয়।

“আরেকটা উপায় বোধহয় আছে দ্রুত সেখানে সৈন্য সমাবেশ করার।”

“তোমার উর্বর মস্তিষ্কের ভাবনা বয়ান কর।”

“সম্মেলনের কারণে আলফা গ্রুপ পুরো মস্কো জুড়ে মোতায়ন করা রয়েছে। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে সম্মেলন উপলক্ষ্যে তারা শহর অভিমুখী প্রতিটি প্রধান সড়ক পাহারার দায়িত্বে রয়েছে।

“ব্যাটার কি করছে? ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ?”

“চেচেন সন্ত্রাসীদের খুঁজছে?”

আরে তাইতো, মিলচেঙ্কো ভাবে। তারা সব সময়েই চেচেনদের খুঁজছে যেখানে চেচেনদের পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই সেখানেও তারা ব্যস্তবাগীশ।

“ভাদিম তাদের সাথে যোগাযোগ কর। এম৭ -এর আশেপাশে কোন আলফা গ্রুপ আছে কিনা দেখো?”

স্ট্রেলকিন কথামত কাজ করে। দেখা যায় একটা দল রয়েছে। দশ মিনিটের ভিতরে জোড়া হেলিকপ্টার দিয়ে তাদের উড়িয়ে নিয়ে আসা সম্ভব।

“ভাদিম তাদের নিয়ে আসো।”

“কার আদেশে?”

“প্রেসিডেন্টের অবশ্যই।”

স্ট্রেলকিন কথামত কাজ করে।

“ভাদিম তোমার ভবিষ্যৎ আসলেই উজ্জ্বল।”

স্ট্রেলকিন জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। “আর আপনার হেলিকপ্টার এসে গেছে।”

“না ভাদিম আমাদের জন্য হেলিকপ্টার এসেছে। আমি ওখানে একা যাবো না।”

স্ট্রেলকিনকে সাথে নিয়ে মিলচেঙ্কো তার ওভারকোটটা তুলে নিয়ে দরজা খুলে বের হয়ে আসে। শূন্যের পাঁচ ডিগ্রী নিচে আর বাতাসে তুষারকণার হাহাকার, এবং তিনটা ইহুদি আর একটা জাতীয় বেসৈমানকে ইভানের হাত থেকে বাঁচাতে তাকে এখন ভ্লাদিমিরস্কায়া ওবলাস্টে ছুটতে হচ্ছে। আর যাই হোক দিনটা এভাবে কাটাবার বিন্দুমাত্র পরিকল্পনা তার ছিল না।

কর্নেল যদিও একটা কথা জানে না যে চারজন লোকের জীবন ঝুঁকিবার দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে। সেই মুহূর্তে তাদের সেলের চার দেয়াল বরাবর বসিয়ে রাখা হয়েছে, এক দেয়ালে একজন করে, প্রত্যেকের কজি পিছনোড়া করে শক্ত করে বাঁধা, সামনে টানটান করে পা ছড়িয়ে রাখা, পায়ের পাতা ছুয়ে আছে। সেলের দরজা সামান্য ফাঁক করে রাখা; দু’জন প্রহরী বন্দুক হাতে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মিখায়েল যে আঘাতে জ্ঞান হারিয়েছিল সেটা তার বাম চোখের উপরে একটা বিশাল ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। ইব্রাহিমকে আঘাত করা হয়েছিল ডান কানের পেছনে এবং তার গলার কাছটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। অসংখ্য আঘাতের কারণে বেচারী এই মুহূর্তে কানেব ভেতরে বাজতে থাকা পাগলা ঘন্টির শব্দ নিয়ে বেশ

পেরেশান। মিখায়েল কিছুই হয়নি এমন ভাব করে ঘাড় ঘুরিয়ে সেলের ভেতরটা দেখছে। হাবভাব দেখে মনে হতে পারে পালাবার পথ খুঁজছে। গ্রেগরী আর মরিয়ম দুজনেই তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

“তুমি কি ভাবছো?” সে বিড়বিড় করে রাশান ভাষায় জিজ্ঞেস করে। “তুমি নিশ্চয়ই পালাবার কথা ভাবছো না?”

মিখায়েল প্রহরীদের দিকে তাকায়। “আর ঐ বেবুন দুটো আমাকে খুন করার ছুতো পেয়ে যাক? তোমরা আমার ভাল চাও না বুঝতে পারছি।”

“তাহলে সেলের ভেতরে এত কি দেখার আছে?”

“বিষয়টা হলে যে আসলেও এমন সেলের অস্তিত্ব রয়েছে।”

“মানে?”

“গ্রেগরী তোমার কোন ডাচা আছে?”

“আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের একটা ছিল।”

“তোমার বাবা পার্টির সদস্য ছিলেন?”

গ্রেগরী প্রথমে ইতস্তত করলেও পরে মাথা নাড়ে। “তোমার বাবা?”

“কিছুদিন ছিলেন।”

“কি হয়েছিল?”

“আমার বাবা আর পার্টির পথ একটা সময়ে আলাদা হয়ে যায়।”

“তোমার বাবা কি ভিন্নমতাবলম্বী ছিলেন?”

“ভিন্নমতাবলম্বী, রিফিউজি— গ্রেগরী তোমার যেটা ইচ্ছা বলতে পারো। তিনি পার্টি আর তার সবকিছুই প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। আর সে কারণেই তাকে তোমার এই খুদে আতঙ্কের প্রকোষ্ঠে আসতে হয়েছিল।”

“তার নিজস্ব ডাচা ছিল?”

“ততদিনই যতদিন কেজিবি সেটা তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়নি। গ্রেগরী তোমাকে একটা কথা বলি। সেটার সেলারে এমন কোনো কামরা ছিল না। সত্যি কথা বলতে সেটায় সেলারই ছিল না।”

“আমাদের ডাচাতেও ছিল না।”

“তোমাদের ডাচায় মেঝে ছিল?”

“ক্লক মেঝে।” গ্রেগরী মৃদু হেসে বলে। “আমার বাবা পার্টির খুব একটা বড় নেতা ছিলেন না।”

“উদ্ভট নিয়মগুলোর কথা তোমার মনে আছে?”

“সেগুলো কিভাবে ভুলে যাওয়া সম্ভব।”

“কোন ধরনের হিটিং ব্যবস্থার অনুমতি ছিল না।”

“কোন ডাচা পঁচিশ বর্গ মিটারের চেয়ে বড় হতে পারবে না।”

“আমার বাবা একটা বারান্দা যোগ করে নিষেধাজ্ঞা পাশ কাটিয়ে ছিলেন। আমরা প্রায়ই মজা করে বলতাম সেটা ছিল রাশিয়ার সবচেয়ে বড় বারান্দা।”

“আমি নিশ্চিত, আমাদের বারান্দাটাই সবচেয়ে বড় ছিল।”

“গ্রেগরী, কিন্তু কোনো সেলার ছিল না, তাই না?”

“সেলার ছিল না।”

“তাহলে এই হতভাগা কেন সেলার বানিয়েছিল?”

“সে নিশ্চয়ই পার্টির লোক ছিল।”

“ইয়াকও সেটা বুঝতে পারবে।”

“সে হয়ত এখানে ওয়াইন রাখতো।”

“গ্রেগরী তোমাকে আমি বুদ্ধিমান ভেবেছিলাম। এর চেয়ে ভাল কল্পনা শক্তি তোমার আছে।”

“মাংস? সে হয়ত মাংস খেতে পছন্দ করতো।”

“সে তাহলে পার্টির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিল তাই মাংস রাখার জন্য এতবড় লকার দরকার হয়েছিল।”

“তোমার কাছে এর চেয়ে ভাল ব্যাখ্যা আছে?”

“সামনের দরজা উড়িয়ে দিতে আমাকে কয়েক পাউন্ড বিস্ফোরক ব্যবহার করতে হয়েছে। আমাদের ডাচায় যদি বিস্ফোরকটা রাখতাম তাহলে ডাচাটাই খুঁজে পাওয়া যেতো না।”

“আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।”

“খুব মজবুত করে এটা তৈরি করা হয়েছে। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে। গ্রেগরী, কথক্রিটের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখো। সেরা উপকরণ দিয়ে নির্মিত। আমাদের যে রদ্দি মাল দিতো সেসব এখানে ব্যবহার করা হয়নি। একটা শীতকাল যেতে না যেতেই পলেন্সারা খসে আসতো না হয় ভুষো উঠত।”

“এই জায়গাটা অনেক পুরান। তারা যখন এটা তৈরি করেছিল তখনও সিস্টেমে পচন ধরেনি।”

“কত পুরান?”

“আমার মনে হয়, ত্রিশের দিকের।”

“স্ট্যালিনের সময়ের?”

“শয়তান তাকে শাস্তি দিক।”

ইব্রাহিম বুকের উপর থেকে থুতনি তুলে তাকায়। সে হিক্রতে জিজ্ঞেস করে, “তোমরা দুই বলদ কি নিয়ে এত আলাপ করছ?”

“স্থাপত্যবিদ্যা,” মিখায়েল বলে। “সঠিক উত্তর হবে, ডাচার নির্মাণশৈলী।”

“মিখায়েল তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও?”

দি ডিক্টর

“এই জায়গাটার একটা ঝামেলা আছে।” মিখায়েল তার পা সরায়। “ইব্রাহিম মেঝের একেবারে মাঝে কেন ড্রেন রাখা হয়েছে বলতে পারো? আর পেছনের ঐ বন্দতলো কিসের?”

“মিখায়েল তোমার কি মনে হয়?”

মিখায়েল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপরে সে থসল পরিবর্তন করে।

“তোমার মাথার কি অবস্থা?”

“আমি এখনও গায়েবী আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।”

“এখনও ঘণ্টার শব্দ?”

ইব্রাহিম চোখ বন্ধ করে মূর্তির মতো বসে থাকে।

“না, ঘণ্টার শব্দ না।”

হেলিকাপ্টারের।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৬৮. ভাদিমিরস্কায়া ওবলান্ট, রাশিয়া

ক্ষমতা আর বিস্তৃত অর্জনের পথে ফেলা আসা কোন বাঁকে, ইভান কারকভ কিভাবে নিজের উপস্থিতি জাহির কবতে হয় সে বিষয়টা ভালই আয়ত্ত্ব করেছে। সে জানে কিভাবে বিলাসবহুল হোটেলের লবি বা রেস্টোরাঁয় প্রবেশ করতে হয়। সে ভাল করেই জানে প্রতিপক্ষে পূর্ণ কোন বোর্ডরুমে বা প্রেসীসীর শয্যার দখল কিভাবে নিতে হয়। আর সে খুব ভাল করেই জানে নিজ হাতে খুন কবতে চায় এমন চারজন লোকে পরিপূর্ণ অন্ধকার সেলারে কিভাবে প্রবেশ করতে হয়। চিন্তাকর্ষক বিষয় হল ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে প্রদর্শনের মাত্রায় সামান্যই হেরফের হয়। বাস্তবিক, ইভানকে এখানে দেখে, সেইন্ট-ট্রোপেজে তার চারণক্ষেত্র, ভিলা রোমানা বা লা গ্রান্ড জোসেফের দরজায় তার দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য কল্পনা করতে খুব একটা কষ্ট হয় না। তার যদিও শত্রুর অভাব নেই, তারপরেও ইভান তাড়াহুড়ো একেবারেই পছন্দ করে না। সে ঘরে উপস্থিত সবাইকে মাপতে পছন্দ করে এবং চায় যে তারাও তাকে মাপতে চেষ্টা করুক। পোশাকের ব্যাপারে ইভানের ভিতরে জাহির করার একটা মানসিকতা রয়েছে। আর তার কজিতে বাঁধা পেয়ালা আকৃতির হাতঘড়ি, যেটার দিকে, কি কারণে একমাত্র সেই বলতে পারবে, সে এই মুহূর্তে তাকিয়ে রয়েছে যেন রেস্টোরাঁর অভ্যর্থনাকারীর প্রতি বিরক্ত প্রতিশ্রুত টেবিলের জন্য তাকে পাঁচ মিনিট ধরে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে বলে।

ইভান হাত নামিয়ে ওভারকোটের পকেট কিছু একটা খোঁজে। কোটের বোতামগুলো খোলা যেন সে আগেই টের পেয়েছে শারীরিক প্রয়াসের প্রয়োজন হবে। সে ধীরে ধীরে সেলের ভিতরে তাকিয়ে দেখে, প্রথমে গ্রেগরী, তারপরে মরিয়ম, তারপরে ইব্রাহিম আর সবশেষে মিখায়েল। মিখায়েলের উপস্থিতির কারণেই সম্ভবত ইভানের মাঝে উৎসাহের সৃষ্টি হয়। মিখায়েল তার জন্য বোনাস, অনেকটা লটারির টিকিটের নাম্বার উঠার মতো। মিখায়েল আর ইভানের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস অনেক পুরাতন। মিখায়েল ইভানের সাথে এক টেবিলে বসে আহার করেছে। ইভানের বাসার মিখায়েলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আর হারামজাদা মিখায়েল কিনা ইভানের স্ত্রীর সাথে প্রেম করার চেষ্টা করেছিল, অন্তত ইভানের সেরকমই ধারণা। ইভানের বিপর্যয়ের সূচনা হবার অল্প কিছুদিন আগে সেইন্ট-ট্রোপেজের পুরাতন বন্ধার এলাকার একটা ক্যাফেতে ইভানের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর দুই সদস্য মিখায়েলকে বেশ ভালমত রগড়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল সূচনা পর্ব। ইভানের অভিব্যক্তি

থেকে বোঝা যায় তার জন্য সে যন্ত্রণার ভূরিভোজের আয়োজন করেছে। সে আর মিথ্যেয়াল দু'জন একসাথে সেই আসরে আমন্ত্রিত।

উন্মুক্ত প্রান্তরে আন্দোলিত হতে থাকা সার্চলাইটের মতো তার দৃষ্টি সামনে পেছনে ঘোরাফেরা করে এবং ইব্রাহিমের উপরে এসে আরেকবার ধমকে যায়। তাবপবে প্রথমবারের মতো তাকে কথা বলতে শোনা যায়। ইব্রাহিম ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইভানের কণ্ঠস্বরের রেকর্ডিং শুনেছে কিন্তু সামনাসামনি কখনও তাকে কথা বলতে শোনেনি। ইভানের ইংলিশ নিখুঁত হলেও স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে পুরান মস্কো রেডিওর প্রচারণাকারীর মতো বাচনভঙ্গিতে সে কথা বলে। তার মন্দ্র কণ্ঠস্বরের কারণে সেলের দেয়ালে কম্পনের সৃষ্টি হয়।

“ইব্রাহিম, স্ত্রীর সাথে আবার তোমাব দেখা হয়েছে দেখে আমি ভীষণ খুশী হয়েছি। আমাদের ভিতরে একজন অন্তত কথা রেখেছে।”

“আর কি কথা ছিল?”

“আমি তোমার স্ত্রীকে মুক্তি দেবো আর তুমি আমার বাচ্চাদের ফেরত দিবে।”

“আজ সকালে কোনাকোভো বিমানবন্দরে সকাল নয়টায় অ্যানা আর নিকোলী অবস্থান করছিল।”

“আমি জানতাম না আমার ছেলেমেয়েদের ডাকনাম ধরে সম্বোধন করার মতো ঘনিষ্ঠতা তোমার রয়েছে।”

ইব্রাহিম একবার মরিয়মের দিকে তাকিয়ে সরাসরি ইভানের নির্মম চোখের দিকে তাকায়। “নয়টার সময় দূতাবাসের সামনে আমার স্ত্রী উপস্থিত থাকলে তোমার বাচ্চারাও এই মুহূর্তে তোমার সাথেই থাকতো। কিন্তু আমাব স্ত্রী সেখানে উপস্থিত হয়নি। আর তাই তোমার ছেলেমেয়েরাও আমেরিকা ফিরে গিয়েছে।”

“আবরার আমাকে কি তোমার বলদ মনে হয়? তুমি কখনও চাওনি যে আমার বাচ্চারা ঐ বিমান ত্যাগ করুক।”

“ইভান সেটা তাদের সিদ্ধান্ত। আমি শুনেছি তারা তোমাকে একটা চিঠি লিখেছে।”

“আমার স্ত্রীকে তুমি যে জাল চিত্রকর্মটা বিক্রি করেছিলে সেরকমই আরেকটা নিখুঁত জালিয়াতি ঐ চিঠিটা। সেই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল আমি চিত্রকর্মটা বাবদ তোমার কাছে আড়াই মিলিয়ন ডলার পাই আর তোমার দপ্তরের ছুচোরা আমার ব্যাংক একাউন্ট থেকে যে বিশ মিলিয়ন ডলার সরিয়েছে সেটার কথা না হয় আমরা ভুলে গেলাম।”

“তুমি যদি আমাকে একটা ফোন দাও তাহলে ওয়্যার ট্রান্সফারের ব্যবস্থা এখনই করতে পারি।”

“আমার ফোন আজকে ঠিকমত কাজ করছে না।” ইভান সেলের চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মাথার ধূসর চুলে হাত বুলায়। “সত্যিই দুঃখজনক।”

“ইভান, কি হয়েছে?”

“আমার লোকেরা বলেছে তুমি দুর্ঘটনার সময়ে আমার এলাকার প্রবেশ পথ থেকে মাত্র দশ সেকেন্ডের দূরত্বে অবস্থান করছিলে। তুমি যদি একবার রাস্তায় পৌছাতে পারতে তাহলে এতক্ষণে বোধহয় মস্কো পৌছে যেতে। আমার মনে হয় তুমি সফলও হতে যদি বিশ্বাসঘাতক বুলগানভকে তুমি সাথে করে নিয়ে আসার চেষ্টা না করতে। তাকে রেখে আসলেই তুমি বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে।”

“ইভান, তুমি আমার স্থানে থাকলে কি সেটাই করতে?”

“কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। এখন নিশ্চয়ই নিজেকে আহাম্মক মনে হচ্ছে।”

“সেটা কেনো মনে হবে?”

“তুমি আর তোমার সুন্দরী স্ত্রী এখন মারা যাবে কারণ একজন আহত বিশ্বাসঘাতক আর পক্ষত্যাগীকে ফেলে আসার মতো শিষ্টতা তুমি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছ। কিন্তু আবরার বরাবর এটাই তোমার দুর্বলতা তাই না? তোমার শিষ্টতা।”

“ইভান আমি যেকোন সময়ে তোমার সাথে আমার দুর্বলতা বদল করতে প্রস্তুত আছি।”

“আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এখন থেকে কয়েক মিনিট পরে তোমার মতো পরিবর্তিত হবে।” ইভানের মুখে একটা কুটিল হাসি ফুটে উঠে। “একটা কথা কেবল জানতে ইচ্ছা করছে তুমি কিভাবে টের পেলে তোমার স্ত্রী আর পক্ষত্যাগী বুলগানভকে আমি এখানে আটকে রেখেছি?”

“তোমার সাথে কেউ একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।”

শব্দটার মানে ইভান ভাল করেই বুঝতে পারে। তার কপালের ভারী ঙ্গ কুচকে উঠে।

“কে করেছে?”

“তুমি যাদের বিশ্বাস করতে পারো বলে ভেবেছিলে তারাই।”

“আবরার তোমার অন্তত জানা উচিত, আমি কাউকে বিশ্বাস করি না— বিশেষ করে আমার কাছাকাছি যারা থাকে। কিন্তু বিষয়টা নিয়ে কিছুক্ষণ পরেই আমরা বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পাবো।” সে সেলের চারপাশে একবার জরাজীর্ণ, গণিতের কোনো সমস্যা নিয়ে সে হিমশিম খাচ্ছে এমন একটা ভাষা তার চেহারায় ফুটে আছে।

“আবরার আমাকে একটা কথা বলো তোমার দলের কারো কোথায়?”

“তোমার চোখের সামনেই রয়েছে।”

“তুমি জানো আজ সকালে এখানে কতজন লোক মারা গিয়েছে?”

“আমাকে একটু সময় দিলে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই বলতে পারবো—”

“পনের জন, যাদের বেশির ভাগই ওএমওএন আর আলফা গ্রুপের প্রাক্তন সদস্য।” সে মিখায়েলের দিকে তাকায়। “মানুষের অধিকার আদায়ের অলাভজনক একটা

গ্রুপের হয়ে কাজ করে এমন একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞের তুলনায় ভালই বলতে হবে। মিখায়েল আমি তোমাদের গ্রুপটার নামটা ভুলে গিয়েছি।”
“দি ডিলার্ড সেন্টার ফর ডেমোক্র্যাসি।”

“ওহ, হ্যাঁ তাইতো মনে পড়েছে। আমার মনে হয় ডিলার্ড সেন্টার প্রয়োজনের সময়ে শক্তি প্রয়োগে বিশ্বাস করে।” তার মনোযোগ পুনরায় ইব্রাহিমের কাছে ফিরে আসে এবং সে মূল প্রশ্নটা আবার করে। “আবরার আমার সাথে খেলার চেষ্টা কোরো না। আমি জানি তুমি আর তোমার বন্ধু মিখায়েল যথেষ্ট দক্ষ কিন্তু তোমাদের দু’জনের পক্ষে একা এতসব কিছু করা সম্ভব না। তোমাদের বাকি লোকজন কোথায়?”

ইব্রাহিম প্রশ্নটা উপেক্ষা করে পাল্টা আরেকটা প্রশ্ন করে।

“ইভান পেছনের বনে ঐ নিচু খন্দগুলো কি?”

কেউ ইভানের মুখে যেন চড় বসিয়ে দিয়েছে। সে যদিও দ্রুত নিজেকে সামলে নেয় অনেকটা আচমকা ঘুষি হজম করা বজ্রারের মতো তার অভিব্যক্তি।

“তুমি শীঘ্রই সেটা জানতে পারবে। কিন্তু তার আগে আমাদের অনেক কিছু জানতে আর জানাতে হবে। আমরা আলোচনাটা উপরের তলায় করতে পারি, তাহলে এবার যাওয়া যাক। এখানে কেমন একটা বোঁকা গন্ধ।”

ইভান চৌকাঠের সামনে থেকে বিদায় নেয়। কেবল তার গন্ধ থেকে যায়। চন্দনকাঠ আর ধোঁয়া। শক্তির সৌরভ। শয়তানের সৌরভ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৬৯. এসভেনর স্কোয়ার, লন্ডন

মস্কো সময় ১০:১৭ মিনিটে খালিদেবের নিরাপদ পিডিএ থেকে পাঠানো মেসেজটা একই সাথে কিং সল বুলেভার্ড আর লন্ডন অ্যানেক্সে পৌঁছায়।

ইভানের পাখিগুলো ডাচায় নেমেছে... পরামর্শ চাইছি...

তেলআভিভে ফোন করবে বলে শমসের রিসিভার তুলে।

“পরামর্শ চাইছি, সে ঠিক কি বোঝাতে চাইছে?”

“খালিদ জানতে চাইছে আপনি কি চান যে তারা ডাচায় ফিরে যাবে?”

“আমি ভেবেছিলাম আমার ইচ্ছা আমি প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেছি।”

“তারা মস্কোতে আসা অব্যাহত রাখবে?”

“কি বুদ্ধি তোমার।”

“কিন্তু—”

“এটা নিয়ে তর্কের কোন অবকাশ নেই।”

“ঠিক আছে, বস।”

শমসের রিসিভারটা গায়ে সব শক্তি দিয়ে নামিয়ে রাখে। অ্যাড্রিয়ান কার্টারও একই কাজ করে।

“ক্রেমলিনের অভ্যন্তরে প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা এইমাত্র তার রুশ প্রতিপক্ষের সাথে কথা বলেছে।”

“আর?”

“এফএসবি কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। আলফা গ্রুপের সৈন্য আর লুবিয়াঙ্কা থেকে দুজন শীর্ষ স্থানীয় অফিসার সেখানে যাচ্ছে।”

“তাদের সেখানে পৌঁছাবার আনুমানিক সময়?”

“মস্কো সময় ১০:৪৫ মিনিটে তারা সেখানে অবতরণ করবে বলে আশা করছে।”

শমসের তার হাতের ঘড়ির দিকে তাকায়: ১০:১৯:৪৯ সেকেন্ড। সে একটা সিগারেট ঠোঁটে গুঁজে। তাব লাইটার মৃত্যুর শিখা জ্বলিয়ে দেয়। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। আর প্রার্থনা করা যে ইব্রাহিম যেন আগামী পাঁচশ মিনিট নিজেই আর তার সাথে লোকদের কোনভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

সেই একই সময়ে, বরফ জমে থাকা দুই-লেনবিশিষ্ট হাইওয়ের কাঁধ ঘেঁষে খালিদ, ওবেদ আর ইয়াকভকে বহনকারী একটা জরাজীর্ণ লাডাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা

যায়। তাদের পেছনে একটা গ্রাম্য বসতি। তাদের সামনে এম৭ আর মস্কো। স্টিয়ারিং- এর পেছনে ওবেদ, পেছনে জবুথবু হয়ে ইয়াকভ আর সামনে চালকের পাশের আসনে খালিদ বসে রয়েছে। লাডার ছোট ছোট দুটো ওয়াইপার টুইভলীন্ডের উপরে জমতে থাকা বরফ পরিষ্কার করে। ডিস্ট্রিক্টার, সুভাষিত শব্দের আদর্শ উদাহরণ, উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি করে। খালিদ চিন্তার রাজ্যে হারিয়ে গিয়েছে। সে তার হাতের নিরাপদ পিডিএ'র স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে থাকে আর নিরবে ডিজিটাল ঘড়ির সেকেন্ড গণনা দেখে। অবশেষে, ১০:২০ মিনিটে, একটা ফ্লুদেবার্তা আসে। সেটা পড়ে, সে মৃদু গাল বকে এবং ওবেদের দিকে তাকায়। “বুড়োটা চায় যে আমরা যেন মস্কো ফিরে যাই।”

“আমরা এখন কি করবো?”

খালিদ বুকের উপরে আড়াআড়িভাবে হাত রাখে।

“খুটি পুঁতে বসে থাকবো।”

হেলিকপ্টারটা একটা পুণর্বিন্যস্ত এম-৮, সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় একশ ষাট মাইল সাইবেরিয়া থেকে ধেয়ে আসা বাতাসের কারণে এখন গতিবেগ একটু শ্লথ আর দৃষ্টিগ্রাহ্যতা বড়জোর আধা মাইল। হেলিকপ্টারটায় তিনজন ত্রু আর যাত্রী বলতে কেবল দুজন: কর্নেল লিওনিড মিলচেঙ্কো আর মেজর ভাদিম স্ট্রেলকিন, দুজনেই এফএসবি'র সমন্বয় বিভাগের কর্মকর্তা। স্ট্রেলকিন বেচারার আবার উড়তে ভয় পায় তাই আশ্রয় চেষ্টা করে নিজেকে সুস্থ রাখতে। মিলচেঙ্কো কানে একটা হেডসেট দিয়ে ককপিটের গুঞ্জন শোনার ফাঁকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে।

লুবিয়ান্সা থেকে উড্ডয়নের পাঁচ মিনিটের মাথায় তারা আউটার রিঙ রোড অতিক্রম করে এখন এম৭ বরাবর পূর্বদিকে এগিয়ে চলেছে। নিচের শহরগুলো মিলচেঙ্কো ভাল করেই চেনে- বেজমেনকোভো, চুদিনকা, ওবুকোভো- মস্কোর দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে মেজাজ খারাপ হতে থাকে। আকাশ থেকে দেখা রাশিয়ার সাথে নিচে মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখা রাশিয়ার ভিতরে আসলে খুব একটা পার্থক্য নেই। মিলচেঙ্কো ভাবে, অবস্থাটা একবার দেখে। সাতারাত্তি এই হাড়ির হাল হয়নি। জার, সাধারণ সম্পাদক আর প্রেসিডেন্টদের কয়েক শতাব্দির শোষণের ফল আর এখন মিলচেঙ্কোর দায়িত্ব তাদের কৃতকর্মের ক্ষতিচিহ্ন গোপন রাখা।

সে তার মাইক্রোফোনে ককপিটের কাছে তার পৌছাবার আনুমানিক সময় জানতে চায়। উত্তর আসে পনের মিনিট। বেশি হলে বিশ।

বেশি হলে বিশ... কিন্তু সেখানে পৌছে সে কি দেখবে? আর কি নিয়ে আসবে? প্রেসিডেন্ট তার ইচ্ছা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

ড্যানিয়েল সিলভা

সেখানে অবস্থানরত ইসরায়েলীদের প্রাণ নিয়ে ফিরে আসাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
কিছু ইভান যদি রক্তপাতের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে তাহলে তোমার বন্ধু বুলগানভকে
তার হাতে তুলে দিও। ব্যাটা সারমেয় সন্তান। তাকে কুকুরের মৃত্যুই বরণ করতে
দিও।

কিছু ইভান যদি ইহুদি বন্দিদের সমর্পণ করতে অস্বীকার করে? মি. প্রেসিডেন্ট
তখন কি হবে? বাস্তবিক বলতে পারেন তখন কি করণীয়?

মিলচেঙ্কো জানালা দিয়ে বিমর্ষ চিত্তে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। শহরগুলো
এখন অনেকটা দূরে দূরে অবস্থিত। তুমারাবৃত প্রান্তর বেশি। বার্চ গাছের সংখ্যা
বাড়ছে। মৃত্যুর অজস্র আপন স্থান...মিলচেঙ্কো আক্ষরিক অর্থেই নিজেকে ফাঁটা
বাঁশের কেন্দ্রে দেখতে পায় ইভান কারকভ আর রুশ প্রেসিডেন্ট। তার বোকার স্বর্গে
বাস। এবং যদি সতর্ক না হয় তাহলে বলা যায় না সে হয়ত কুকুরের মতো মারাও
যেতে পারে।

৭০. ভ্লাদিমিরস্কায়া ওবলাস্ট, রাশিয়া

মৃতদেহগুলো গাছের নিচে জ্বালানী কাঠের মত স্তূপ করে রাখা, অনেকেরই মাথার পেছনে বুলেটের নিখুঁত গর্ত রয়েছে, বাকিগুলো খেতলানো ক্ষতবিক্ষত। ইভান বিধ্বস্ত প্রবেশ পথের ভিতর দিয়ে ডাচার অন্যপাশে এগিয়ে যাবার সময়ে সেদিকে গুরুত্বই দেয় না। ইব্রাহিম, মরিয়ম, গ্রেগরী আব মিখায়েল তাকে অনুসরণ করে, এখনও সবার হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, একজন করে দেহরক্ষী প্রত্যেকের কাঁধের কাছে ধরে রয়েছে। তাদের বাধ্য করা হয় বাইরের দেয়ালে সাথে দাঁড়াতে, একপাশে দাঁড় করান হয় ইব্রাহিমকে আর সারির আরেক মাথায় থাকে মিখায়েল। হাটু পর্যন্ত বরফ জমে আছে আর প্রতি মুহূর্তে আরো পড়ছে। ইভান একহাতে একটা ঢাউস ম্যাকারভ পিস্তল নিয়ে বরফের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে পায়চারি করে। তার পরনের মূল্যবান ট্রাউজার আর জুতো নষ্ট হচ্ছে। এ ছাড়া পুরো ব্যাপারটার ভিতরে একটা উৎসবের আমেজ টের পাওয়া যায়।

ইভানের হিরো, স্ট্যালিনও তার শিকারের সাথে এভাবে খেলতে পছন্দ করতো। অভিশপ্ত ব্যক্তিদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হত, পদোন্নতি আর দেশমাতৃকার সেবায় নতুন করে আত্মনিয়োগের প্রতিশ্রুতি। ইভান অবশ্য সে ধরনের কোন সহানুভূতি প্রদর্শনের অভিপ্রায় নেই, নেই মৃত্যু-আসন্ন ব্যক্তিদের বিভ্রান্ত করার প্রয়াস। ইভান ফিফথ ডিরেকটোরেটে ছিল। হাড়ভাঙা, মাথা গুড়িয়ে দেবার মতো বিষয়গুলো তার কাছে নসি। বন্দিদের সামনে দিয়ে শেষবারের মতো পায়চারি করে সে তার প্রথম বলি নির্ধারণ করে।

“আমার স্ত্রীর সাথে সময় কাটান তুমি উপভোগ করেছিলে?” সে রুশ ভাষায় মিখায়েলকে জিজ্ঞেস করে।

“প্রাক্তন স্ত্রী,” একই ভাষায় মিখায়েল উত্তর দেয়। “আর হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমি দারুণ উপভোগ করেছিলাম। একজন মহিয়সী মহিলা। তোমার উচিত ছিল তার সাথে ভাল আচরণ করা।”

“সে জন্যই কি তুমি তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে?”

“তাকে ছিনিয়ে নিতে আমাকে কোন কষ্টই করতে হয়নি। সে আমাদের বাহতে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে।”

মিখায়েল আঘাতটা আসতে দেখেনি। নিচু থেকে গুরু হয়ে উঁচুতে গিয়ে শেষ হওয়া একটা উল্টো হাতের চড়। সে কোনমতে দাঁড়িয়ে থাকে। বরফের উপরে

অর্ধবৃত্তাকার অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকা ইভানের প্রহরীরা ব্যাপারটা বেশ উপভোগ কবে। মরিয়ম চোখ বন্ধ কবে ভয়ে কাঁপতে শুরু করে। ইব্রাহিম নিজের কাঁধ দিয়ে তাকে আলতো করে স্পর্শ করে। সে হিক্রতে বিড়বিড় কবে, “শান্ত থাকতে চেষ্টা কর। মিখায়েল ঠিক কাজটাই করছে।”

“সে তাকে আবও রাগিয়ে দিতে চেষ্টা করছে।”

“ঠিক তাই সোনা। ঠিক সেটাই সে করছে।”

ইভানকে এবার নিজের হাতের উল্টো পিঠ ডলতে দেখা যায় যেন দেখাতে চায় তারও ব্যথা লাগে। “মিখায়েল আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম। আমার বাসায় আমি তোমাকে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলাম। সেই তুমি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো।”

“ইভান, পুরো ব্যাপারটা ছিল ব্যবসায়িক লেনদেন।”

“সত্যি? কেবল ব্যবসা? ইলেনা আমাকে সেইন্ট-ট্রোপেজে পাহাড়ের উপরে সেই নোংরা ভিলার কথা বলেছে। সে আমাকে বলেছিল একসাথে লাঞ্চ করবে বলে তুমি তার জন্য অপেক্ষা করছ। আর সাথে ওয়াইন ছিল। ব্যানডল রোজ। ইলেনার প্রিয়।”

“খুব শীতল। ইলেনা ঠিক যেমনটা পছন্দ করে।”

আরেকটা উল্টো হাতের চড়, এবার মিখায়েলকে ডাচার দেয়ালে আছড়ে ফেলার মত যথেষ্ট জোরে। তখনও হাত বাঁধা থাকার কারণে সে আর নিজে থেকে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ইভান তার পারকার সামনে অংশটা ধরে অনায়াসে তাকে তুলে আবার দাঁড় করিয়ে দেয়।

“সে আমাকে সেই নোংরা কক্ষটার কথাও বলেছে যেখানে তোমরা মিলিত হয়েছিলে। সে আমাকে এও বলেছিল যে দেয়ালে মোনেটের ছাপচিত্র ঝোলান ছিল। তোমার হাস্যকর মনে হয়নি? ইলেনা নিজের কাছেই দুটো আসল মোনেট রয়েছে। আর তুমি তাকে মোনেটের পোস্টার দিয়ে সাজান একটা কামরায় নিয়ে গিয়েছিলে। মিখায়েল, পোস্টারগুলোর কথা তোমার মনে আছে?”

“সত্যি বলতে কি না।”

“কেন নেই?”

“আমি আসলে তোমার স্ত্রীকে দেখতেই ব্যস্ত ছিলাম।”

এবার, ঘুসিটা হাতুড়ির মতো আঘাত করে। মিখায়েলের বাম চোখের এক ইঞ্চি নিচে আরেকটা নতুন ক্ষতস্থানের জন্ম হয়। প্রহরীরা তাকে তুলে দাঁড় করাতে, মরিয়ম ইভানকে অনুনয় করে এসব থামাতে বলে। ইভান তার অনুরোধ পাত্তা দেয় না। ইভান মাত্র মজা পেতে আরম্ভ করেছে।

“ইলেনা বলেছিল তুমি সত্যিকারের একজন ভদ্রলোক। যে তুমি তার সাথে দুবার মিলিত হয়েছিলে। তুমি তাকে তৃতীয়বারের জন্য অনুরোধ করলে ইলেনাই তখন

মানা করে। তার দেবী হয়ে যাচ্ছিল। বাসায় বাচ্চাদের কাছে তাকে ফিরতে হবে। মিখায়েল এবার তোমার মনে পড়েছে?”

“ইভান আমার মনে আছে।”

“সবই মিথ্যা ছিল, তাই না? আমাকে বিভ্রান্ত করতেই তুমি এসব প্রেমপূর্ণ মেলোমেশার গল্প তৈরি করেছিলে। সেই ভিলায় তুমি কখনও আমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওনি। তুমি তাকে আমার ব্যবসার হাঁড়ির খবর বলেছিলে। তারপরে তুমি তার পক্ষত্যাগের ব্যাপারটা পরিকল্পনা করেছিলে এবং আমার বাচ্চাদের চুরি করেছিলে।”

“না, ইভান।”

“না, কি?”

“লোকের জন্য সত্যিই অপেক্ষা করেছিলাম। সেই সাথে রোজ। ব্যানডল। ইলেনার প্রিয় ওয়াইন। আমরা দু’বার মিলিত হয়েছিলাম। তোমার মত না আমি আসলেই পুরোদস্তুর ভদ্রলোক।”

হাঁটু উপরে উঠে যায়। মিখায়েল আছড়ে পড়ে। সে পড়েই থাকে। এবার ইব্রাহিমের পালা।

ইভানের লোকেরা ইব্রাহিমের হাত থেকে ঘড়ি খোলা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ঘড়িটা তার বাম কব্জিতে বাঁধা, আর কব্জিটা তার কিডনীর উপরে রাখা। সে অবশ্য মানসপটে, ডিজিটাল সংখ্যাগুলোর পরিবর্তন দেখতে পায়। শেষবার সে যখন ঘড়ি দেখেছিল তখন ছিল ৯:১১:০৭ সেকেন্ড। দুর্ঘটনার সাথে সাথে সময় শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং কোনাকোভা ইভান এসে পৌছাবার পরেই আমার সেটা চালু হয়েছে। ইব্রাহিম আর শমসের একটা বিশেষ কারণে এই পুরান বিমানঘাঁটিটা পছন্দ করেছিল: ইভান আর তার ডাচার ভিতরে একটা শূন্যস্থানের জন্ম দিতে। কোনো ধরনের ঝামেলা হলে যেন সময় পাওয়া যায়। ইব্রাহিম ভেবে দেখে তাদের খরা পড়া আর ইভানের এখানে এসে পৌছানোর ভিতরে কমপক্ষে এক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়েছে। সে ভাল করেই জানে এই সময়টা তাদের অস্তিত্বক্রিয়ার পরিকল্পনায় শমসের ব্যয় করেনি। এখন ইব্রাহিম আর মিখায়েলকে তাদের নিজেদের স্বার্থে শমসেরকে একটা জিনিস দিয়ে সাহায্য করতে হবে: সময়। মজার কথা হল, ইভানকে তাদের মিত্র হিসেবে প্রতিপন্ন করতে হবে। তাদের চেষ্টা করতে হবে ইভান যেন বেগেই থাকে। ইভানকে দিবে কথা বলানোর চেষ্টা করে যেতে হবে। ইভান যখন চূপ করে থাকে তখনই জিজ্ঞাস্য কিছু একটা ঘটে। দেশগুলো নিজেদের ভিতরে লড়াই করে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বেঘোরে মানুষ মারা যায়।

“আবরার, তুমি রাশিয়ায় আবার কিরে এসে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছ। আমি জানতাম তুমি আসবেই কিন্তু তারপরেও তুমি নিঃসন্দেহে আহাম্যক।”

“তুমি আমাকে ইতালিতেই হত্যা করে ব্যাপারটা সেখানেই কেন মিটিয়ে ফেলনি?”

“কারণ কিছু জিনিস আছে যা একজন মানুষের নিজেরই করা উচিত। আর তোমাকে ধন্যবাদ আমার পক্ষে ইতালি যাওয়া সম্ভব ছিল না। আমি কোথাও যেতে পারি না।”

“ইভান, তুমি রাশিয়া পছন্দ করো না?”

“আমি রাশিয়াকে ভালবাসি।” একটা হাল্কা হাসি ফুটে উঠে। “বিশেষ করে দূর থেকে।”

“তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি বাচ্চাদের ফিরে পাবার দাবিটা ভাঙতা ছিল- আমার স্ত্রীকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতির মতো অনেকটা।”

“আমার বিশ্বাস করোভিন আর শমসের প্যারিসে ‘নিরাপদ আর সুস্থ’ শব্দ দুটো ব্যবহার করেছিল। আর আবরার সেটা মোটেই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছিল না। আমি সত্যি আমার ছেলেমেয়েকে ফেরত পেতে চাই।” সে মরিয়মের দিকে তাকায়।

“আমি হিসেব করে দেখেছিলাম তোমার স্ত্রীকে অপহরণ করলেই কেবল তাদের ফিরে পাবার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনার সৃষ্টি হতে পারে।”

“তুমি জানতে ইলেনা আর বাচ্চারা আমেরিকায় বসবাস করছে।”

“বলা যেতে পারে আমার সব সময়ে মনে হয়েছে যে সেরকমই কিছু একটা ঘটেছে।”

“তুমি আমেরিকার কোন হোমড়াচোমড়াকে অপহরণ করলে না কেন?”

“দুটো কারণে। প্রথম আর প্রধান কারণ, আমাদের প্রেসিডেন্ট আমাকে সে অনুমতি দিতেন না, ওয়াশিংটনের সাথে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেটা নিশ্চিতভাবেই একটা প্রকাশ্য তিক্ততার কারণ হত।”

“আর দ্বিতীয় কারণ?”

“ব্যাপারটা মোটেই সময় আর সম্পদের বিচক্ষণ বিনিয়োগ বলে প্রতীয়মান হতো না।”

“তুমি কি একটু ব্যাখ্যা করবে?”

“অবশ্যই,” ইভানের কণ্ঠস্বরে সহসা একটা উদ্দীপনার স্পর্শ লক্ষ্য করা যায়।

“পৃথিবীর সবাই জানে আমেরিকানরা সন্ত্রাসী আর অপহরণকারীদের সাথে সমঝোতায় আসার ক্ষেত্রে নিজস্ব নীতি মেনে চলতে অত্যাশ্চর্য। কিন্তু তোমরা ইসরায়েলীদের কার্যপ্রণালী একেবারে আলাদা। যেহেতু তোমাদের দেশটা ছোট তাই মানুষের জীবন তোমাদের কাছে মূল্যবান। যার মানে যখন কোনো নিরপরাধ মানুষের জীবন বিপন্ন হবে তোমরা তোমাদের সাধ্যের শেষ সীমায় গিয়ে হলেও সমঝোতায় আসতে চেষ্টা করবে। ঈশ্বরের দিব্যি, ডজন খানেক চিহ্নিত খুনীদের বিনিময়ে হলেও তোমরা মৃত সৈন্যের লাশ ফেরত পেতে চেষ্টা করেছ। আবরার

জীবনের প্রতি তোমাদের এই ভালবাসাই তোমাদের দুর্বল মানুষে পরিণত করেছে। এটা সবসময়ে তাই করে থাকে।”

“আর তোমার কাছে তাই মনে হয়েছে আমরা আমেরিকানদের উপরে চাপ প্রয়োগ করবো যাতে তারা বাচ্চাদের ফেরত পাঠায়।”

“ঠিক আমেরিকানদের উপরে না,” ইভান বলে। “ইলেনার উপরে। আমার প্রাক্তন স্ত্রীর মানসিকতা অনেকটা ইহুদিদের মতই দুর্বল আর পৌচানো।”

“গ্রেগরীর আর মরিয়মের অপহরণের ভিতরে বিরতি কেন?”

“সেটা জারের হুকুমের কারণে। গ্রেগরীর বিষয়টা ছিল পরীক্ষামূলক একটা ব্যাপার। আমাদের প্রেসিডেন্ট দেখতে চেয়েছিলেন ব্রিটিশরা তাদের মাটিতে সংঘটিত এই পরিষ্কার প্ররোচনার ব্যাপারে কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তিনি যখন কেবল দুর্বলতা দেখতে পান, তিনি আমাকে চাকুটা আরেকটু গভীরে প্রবেষ্ট করার অনুমতি দেন।”

“আমার স্ত্রীকে অপহরণ আর নিজের বাচ্চাদের জন্য একটা নাটকীয় পরিস্থিতির জন্ম দিয়ে।”

“ঠিক ধরেছ,” ইভান বলে। “আমাদের প্রেসিডেন্ট যতদূর জানেন তাতে তোমার স্ত্রী একটা আইনসঙ্গত লক্ষ্যবস্তু। বিশেষ করে, আবরার তুমি তোমার আমেরিকান বন্ধুদের সহায়তায় রাশিয়ার মাটিতে একট অবৈধ অভিযান পরিচালনা করেছিলে, আমি গত গ্রীষ্মকালের কথা বলছি-যে অভিযানের ফলে আমার বেশ কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক মারা গিয়েছিল, আমার পুরো পরিবারকে চুরি করার ব্যাপারটা না হয় আমরা ভুলেই গেলাম।”

“আর ইলেনা যদি অ্যানা আর নিকোলিকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করতো?”

ইভান হাসে। “তারপরে আমি নিশ্চিত ছিলাম আমি তোমাকে হাতের মুঠোয় পাবো।”

“ইভান তোমার সেই আশা পূরণ হয়েছে। বাকিদের অন্তত মুক্তি দাও।”

“মিখায়েল আর গ্রেগরী?” ইভান নিষেধের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। “তারা আমার বিশ্বাসকে অপমানিত করেছে। এবং তুমি নিশ্চয়ই জানো আমরা বিশ্বাসঘাতকদের সাথে কি ধরনের আচরণ করে থাকি। আর ইব্রাহিম আমি জানি বিদ্রোহীদের সাথে তোমরা কি ধরনের আচরণ করে থাকো।”

“ভিস্মা মেরা।”

ইভান কপট সন্ত্রাস প্রকাশের ছলে খুতনি উঁচু করে।

“আবরার, দারুণ চিন্তাকর্ষক। আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশে ভ্রমণের মাঝে তুমি সামান্য রাশান ভাষাও শিখে ফেলেছ।”

“ইভান বাকিদের ছেড়ে দাও। মরিয়মকে যেতে দাও।”

“মরিয়ম? ওহ না, আবরার সেটা কোনমতেই সম্ভব না। তুমিই বিবেচনা করে দেখো, তুমি আমার স্ত্রীকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ। এবার আমি তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করবো। একেই ন্যায়বিচার বলে। তোমাদের ধর্মগ্রন্থে এই কথাই লেখা রয়েছে। জীবনের বিনিময়ে জীবন, চোখের বিনিময়ে চোখ, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত, আঘাতের বিনিময়ে আঘাত, আগুনে পোড়ার বদলে আগুনে পোড়ান।”

“ইভান, সেটাকে এক্সোডাস বলে।”

“হ্যাঁ, আমি জানি। আমার স্মৃতি যদি বিভ্রান্ত না হয় ২১ অধ্যায়। আর তুমি যেহেতু আমার স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়েছ ভোমাদের আইনে সুস্পষ্টভাবে আমাকে তোমার স্ত্রীকে কেড়ে নেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কপাল খারাপ তোমার কোনো সন্তান নেই। আমি তাহলে তাকেও তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতাম। কিন্তু সেটা পিএলও ইতোমধ্যে সেটার পাঠ চুকিয়ে দিয়েছে, তাই না? ভিয়েনায়। তার নাম ছিল ড্যানিয়েল, ঠিক কিনা।”

ইব্রাহিম তার দিকে তেড়ে যেতে চায়। ইভান দক্ষতার সাথে পাশে সরে যায় এবং ইব্রাহিমকে বরফের উপরে মাথা আগে দিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে দেখে। প্রহরীরা তাকে সেখানে একমুহূর্ত অবস্থান করতে দেয়— ইব্রাহিম ভাবে, মূল্যবান মুহূর্ত— তারপরে তারা তাকে বরফের ভিতর থেকে টেনে ভোলে। ইভান তার মুখ থেকে বরফ সরিয়ে দেয়।

“আবরার, আমিও কিছু কিছু বিষয় জানি। আমি জানি সেই রাতে তুমি ভিয়েনায় ছিলে। আমি জানি তুমি গাড়িটা বিস্ফোরিত হতে দেখেছিলে। আমি জানি তুমি তোমার স্ত্রী আর ছেলেকে আগুনের লেলিহান শিখার ভিতর থেকে টেনে বের করতে চেষ্টা করেছ। তোমার কি মনে আছে শেষ পর্যন্ত যখন তুমি তাকে আগুনের ভেতর থেকে বের করে এনেছিলে তোমার ছেলের চেহারা দেখতে কেমন হয়েছিল? আমি যতটুকু শুনেছি, ভার দেহ ভয়ঙ্করভাবে পুড়ে গিয়েছিল।”

আরেকবার বৃথা চেষ্টা। আরেকবার বরফে অসহায়ভাবে আছড়ে পড়া। ঠাণ্ডায় জ্বলতে থাকা মুখে প্রহরীরা তাকে আবারও কিছুক্ষণ বরফে ফেলে রাখে। আর ক্রোধে।

সময়... মূল্যবান সময়...

তারা পুনরায় তাকে টেনে তোলে। এবার অবশ্য ইভান তার মুখ থেকে বরফ সরিয়ে দেবার কোন চেষ্টা করে না।

“আবরার, বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়ে আমরা বরং আমাদের আলোচনা বজায় রাখি। গ্রেগরী আব তোমার স্ত্রীকে আমি কোথায় আটকে রেখেছি তুমি সেটা কিভাবে আবিষ্কার করেছো?”

“আন্তন পেট্রোভ আমাকে বলেছে।”

ইভানের মুখ লাল হয়ে যায়। “আর তুমি পেট্রোভের খোঁজ কিভাবে পেল?”

“ভাদিমির চেরনভ।”

তার চোখ সরু হয়ে আসে। “আর চেরনভের খোঁজ?”

“ইভান, তুমি আবারও বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছো— এমন একজন তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে যাকে তুমি বন্ধু মনে করত।”

ঘুসিটা ইব্রাহিমের উদরে আছড়ে পড়ে। পুরোপুরি অপ্রস্তুত থাকার কারণে, সে কুকড়ে গিয়ে ইভানের হাঁটুর কাছে নিজেকে একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় আবিষ্কার করে। লাথিটা তাকে আবারও বরফে ছুঁড়ে ফেলে, এইবার মরিয়মের পায়ের কাছে। সে ঝুকে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তার মুখ আতঙ্ক আর বিষাদের একটা মুখোশে পরিণত হয়েছে। ইভান থুতু ফেলে এবং উবু হয়ে ইব্রাহিমের পাশে বসে।

“আবরার, বেরসিকের মতো জ্ঞান হারিয়ে ফেলো না কারণ আমার আরো একটা প্রশ্ন করা বাকি আছে। তুমি কি তোমার স্ত্রীর মৃত্যু দেখতে পছন্দ করবে? নাকি তুমি নিজে তার সামনে মৃত্যুবরণ করতে চাও?”

“ইভান মরিয়মকে ছেড়ে দাও।”

“চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত আর স্ত্রীর বদলে স্ত্রী।”

সে তার দেহরক্ষীদের দিকে তাকায়।

“এই জঞ্জালটাকে তুলে দাঁড় করাও।”

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৭১. ভাদিমিরস্কায়া ওবলাস্ট, রাশিয়া

খালিদই প্রথম হেলিকপ্টারটা লক্ষ্য করে। মাটির কয়েকশ ফিট উপর দিয়ে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে মস্কোর দিক থেকে সেটা উড়ে আসছে। নব্বই সেকেন্ড পরে প্রথম হেলিকপ্টারের মতো আরো দুটো হেলিকপ্টার তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়।

“ওবেদ, ফিরে চলো।”

“বুড়োর আদেশের কি হবে?”

“আদেশের নিকুচি করি। ফিরে চলো!”

সময়...

তাদের সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। বনের বার্চ গাছের ভীড়ে নিরবে সময় চুরি হয়ে যায়। তাদের শত্রু এখন সময়। ইব্রাহিম জানে তাকে এর দখল নিতে হবে। আর সেজন্য তার ইভানের সাহায্য প্রয়োজন। তাকে কথা বলতে বাধ্য কর, সে ভাবে। ইভান কথা বলা বন্ধ করলে জঘন্য সব ঘটনা ঘটে।

বনের ভিতরে একটা বরফাবৃত রাস্তা দিয়ে এমনকার মতো, ইভান নির্বাক ভঙ্গিতে মৃত্যুর কাফেলার নেতৃত্ব দেয়, একটা বিশাল হাত মরিয়মের এক বাহু জড়িয়ে রেখেছে। দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত অবস্থায়, ইব্রাহিম, মিখায়েল এবং থ্রেগরী অনুসরণ করে।

তাকে কথা বলতে বাধ্য কর...

“ইভান জঙ্গলে ঐ খন্দগুলো কিসের জন্য সৃষ্টি হয়েছে?”

“তুমি খন্দগুলোর ব্যাপারে এত আগ্রহী কেন?”

“তারা আমাকে অন্য কিছু একটার কথা মনে করিয়ে দেয়।”

“দিলে আমি মোটেই অবাধ হব না। তুমি সেগুলো কিভাবে খুঁজে পেয়েছ?”

“উপগ্রহের বরাভয়ে। মহাকাশ থেকে তাদের পরিষ্কার দেখা যায়। ভীষণ টানা টানা। সুন্দরভাবে বিন্যস্ত।”

“খন্দগুলো অনেক পুরানো, কিন্তু যারা সেগুলো খুঁড়েছিল তারা নিজেদের কাজ সুচারুভাবেই সম্পন্ন করেছিল। তারা বুলডোজার ব্যবহার করেছিল। বুলডোজারটা এখনও এখানেই আছে তুমি দেখতে চাইলে দেখতে পারো। বহুবছর আগেই অবশ্য সেটার কার্যক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে।”

“ইভান এখন তুমি তাহলে কিভাবে মাটি তোলো?”

“একই পদ্ধতি কেবল মেশিনটা নতুন। এখনকারটা আমেরিকায় তৈরি। আমেরিকানদের সম্বন্ধে তুমি যা খুশি বলতে পারো কিন্তু একটা বিষয় মানতেই হবে ব্যাটারা বুলডোজার দারুণ বানায়।”

“ইভান, গর্তগুলোর ভিতরে কি আছে?”

“আবরার তুমি যথেষ্ট চৌকষ একটা ছেলে। আমাদের ইতিহাস সামান্য হলেও তোমার জানা আছে। তুমি আমাকে বলো।”

“আমার মনে হয় ওগুলো ভয়ঙ্কর আতঙ্কের সময়ের গণকবর।”

“ভয়ঙ্কর আতঙ্ক? এটা কোবার শত্রুদের দ্বারা আবিষ্কৃত পশ্চিমা মিথ্যাচার।”

স্ট্যালিনের ডাক নাম ছিল কোবা। কোবা ইভানের হিরো।

“ইভান, সাড়ে সাত লাখ লোককে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নির্যাতন করে হত্যা করাকে তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?”

ইভানকে দেখে মনে হবে সে ব্যাপারটা ভীষণভাবে বিবেচনা করে দেখছে। “আমার বিশ্বাস ব্যাপারটা আমি জঙ্গলের বহুকাল আগে সময়োত্তীর্ণ ছাটাই প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। পার্টি ততদিনে বিশ বছরের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় রয়েছে। প্রচুর পরিমাণে ঝরা পাতা আর মরা কাঠ জমে গিয়েছিল যা পরিষ্কার না করলেই আর চলছিল না। আবরার তুমি ভাল করেই জানো বন ছাটাই করা হলে কি হয়।”

“চারা গাছ অবশ্যই কাটা পড়বে।”

“ঠিক বলেছ। চারা গাছ অবশ্যই কাটা পড়বে।”

ইভান তার রুশভাষী দেহরক্ষীদের বোঝার সুবিধার্থে আলোচনার খানিকটা অংশ ভাষান্তরিত করে তাদের শোনায। তারা হেসে উঠে। ইভানও হাসে।

তাকে দিয়ে কথা বলাতে থাকে...

“ইভান, এই এলাকায় কিভাবে সবকিছু সামলানো হয়?”

“মিনিটখানেকের ভিতরে তুমি নিজেই সেটা দেখতে পাবে।”

“এই এলাকাটা কবে নাগাদ ব্যবহৃত হয়েছিল? ছত্রিশ সালে? সাইত্রিশ সালে?”

ইভান হাঁটা থামিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার কারণে বাক্সিও দাঁড়াতে বাধ্য হয়।

“সালটা সাইত্রিশ— সঠিকভাবে বললে বলতে হবে সাইত্রিশের গ্রীষ্মকাল। ত্রয়কার তখন জয়জয়াকার। আবরার, তুমি ত্রয়কা সম্বন্ধে কিছু জানো?”

ইব্রাহিম ভাল করেই জানে। ইচ্ছে করেই সে ধীরে ধীরে তথ্যগুলো জানায়।

“হত্যাকাণ্ডের ধীর গতি স্ট্যালিনকে ক্রমশ অস্থির করে তুলছিল। সে পুরো প্রক্রিয়াটার মাঝে গতির সঞ্চারণ করতে চাইছিল, তাই সে অভিযুক্তকে বিচারের মুখোমুখি করার একটা নতুন উপায় সৃষ্টি করে: ত্রয়কা। একজন দলীয় সদস্য,

একজন এনকেভিডি কর্মকর্তা আর একজন সরকারি উকিল। বিচারের সময় অভিযুক্ত উপস্থিত না থাকলেও চলতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে তারা জানার আগেই রায় হয়ে গিয়েছে। বেশিরভাগ বিচার দশ মিনিটে শেষ হয়েছে। কোন কোনটা আরো দ্রুত...”

“আর আপীলের কোন সুযোগ ছিল না,” ইভান হাসি মুখে বলে। “এখনও তাদের সে সুযোগ নেই।”

থ্রেগরীকে যে দুজন দেহরক্ষী ধরে রয়েছে ইভান তাদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে। কাফেলাটা আবার এগোতে শুরু করে।

তাকে কথা বলতে বাধ্য কর। ইভান কথা থামালেই জঘন্য সব ঘটনা ঘটে যায়।

“আমার মনে হয় হত্যাকাণ্ড ডাচার অভ্যন্তরে সংঘটিত হত। এ কারণেই এখানে একটা বিশেষ কক্ষ যুক্ত সেলার আছে— একটা ঘর যার মেঝের মধ্যে ড্রেন করা আছে। আর সে কারণেই রাস্তাটা সোজা না হয়ে বাঁকানো। স্ট্যালিনের জল্পাদেৱা চায়নি আশপাশের লোকজন জানতে পারুক এখানে কি ঘটছে।”

“আর তারা কখনও জানতেও পারেনি। মধ্যরাতের পরেই কেবল অভিযুক্তদের এখানে নিয়ে আসা হত আর তাদের আনা হত কালো গাড়িতে করে। তাদের সরাসরি ডাচায় নিয়ে আসা হত এবং আচ্ছাদিত পিটানো হত যাতে তাদের সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সেখান থেকে নিচের সেলারে নিয়ে যাওয়া হত। সাত গ্রাম সীসার একটা টুকরো ঘাড়ের পেছনের অংশে ঢুকিয়ে দেওয়া হত।”

“আর তারপরে?”

“লাশগুলো ঘোড়ার মালবাহী গাড়িতে করে নিয়ে এসে এখানে কবর দেওয়া হত।”

“ইভান, এখানে কারা সমাহিত রয়েছে?”

“সাইব্রিয়ার গ্রীষ্মকাল নাগাদ বেশির ভাগ ভারী ছাটাই ততদিনে শেষ হয়েছে। কোবা তখন ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করছে।”

“ব্রাশ দিয়ে?”

“মেনশেভিক। নৈরাজ্যবাদী। লেলিনের সাথে সম্পৃক্ত পুরান বর্লশেভিক। কিছু পাদ্রী, কুলাক এবং সাবধানের মার নেই ভেবে অভিজাত সমাজে। কোবার যাকেই সম্ভাব্য হুমকির কারণ হতে পারে বলে মনে হয়েছে তাদেরই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। তারপরে তাদের পরিবারও শেষ করে দেওয়া হয়েছে। আবরার, এই বনভূমির নিচেই বিপ্লবের সত্যিকারের উত্তাপ চাপ দেওয়া হয়েছে। সবাই একসাথে ঘুমিয়ে আছে। কোনো কোনো রাতে তুমি সত্যি সত্যি তাদের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে শুনবে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, কেউ জানেই না যে তারা এখানে রয়েছে।”

“কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পরে তুমি এলাকাটা কিনে নিয়েছিলে যাতে মৃতরা মাটি চাপা অবস্থাতেই থাকে?”

ইভান আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। “সত্যি বলতে আমাকে জায়গাটা কিনতে অনুরোধ করা হয়েছিল।”

“কে অনুরোধ করেছিল?”

“কে আবার। অবশ্যই আমার বাবা।”

কোনো ধরনের ইতস্ততবোধ না করে ইভান উত্তর দিয়ে চলে। প্রথম দিকে ইব্রাহিমের অনুসন্ধানের বিরুদ্ধ বোধ করলেও সে এখন আদতেই আলোচনাটা উপভোগ করছে। ইব্রাহিম আন্দাজ করে যে লোকটা শীঘ্রই মারা যাবে তার কাছে একজনের পক্ষে গোপনীয়তার ভার হালকা করাটা অনেক সহজ। সে মনে মনে আরেকটা প্রশ্ন খুঁজতে থাকে যা ইভানের কথা বলা অব্যাহত রাখবে কিন্তু তার প্রয়োজন হয় না। কোনো বাড়তি প্ররোচনা ছাড়াই ইভান আবার তার বক্তৃতা আরম্ভ করে।

“সোভিয়েট ইউনিয়নের যখন পতন হয়, কেজিবি'র জন্য সেটা ছিল একটা বিপজ্জনক সময়। মহাফেজখানা খুলে দেবার কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। নোংরা জঞ্জালের স্তূপ প্রকাশ করে দেওয়া। নামগুলোতে শব্দের বিন্যাস বসান। পুরান রক্ষীবাহিনী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা চায়নি কেজিবি'কে ইতিহাসের পঙ্কিলতার মাঝ দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে। কিন্তু গোপনীয়তা অটুট রাখতে তাদের অন্য প্রেষণাও ছিল। আবার ব্যাপারটা হল ক্ষমতার বাইরে বেশিদিন থাকার কোন অভিপ্রায় তাদের ছিল না। এমনকি তখনই তারা ফিরে আসার জন্য পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে। তারা অবশ্যই সফল হয়। ভিন্ন নামে, পুরান কেজিবি আরো একবার রাশিয়ার ভাগ্যবিধাতার দায়িত্ব পালন করছে।”

“আর তুমি ছিলে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের শেষ গণকবরের তত্ত্বাবধায়ক।”

“শেষ? মোটেই না। রাশিয়ায় মাটি চাপা দেওয়া হাড় না তুলে তুমি কোদালের কোপ দিতেই পারবে না। কিন্তু এই এলাকাটা আসলেই বিশাল। আপাতদৃষ্টিতে, এসব গাছের আড়ালে প্রায় সত্তর হাজার আত্মা মাটিতে চাপা পড়ে রয়েছে। সত্তর হাজার। কখনও যদি এর কথা জানাজানি হয়...” তার কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায় যেন ক্ষণিকের জন্য সে কোন শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না। “আমরা একটা কথা অনায়াসে বলতে পারি ক্রেমলিনের অভ্যন্তরে মারাত্মক মাত্রার অস্থিরতা সৃষ্টি হবে।”

“প্রেসিডেন্ট কি এজন্যই তোমার যাবতীয় হুজুগ সহ্য করেন?”

“সে তার হিস্যা পায়। সবকিছুতেই জারের একটা অংশ রয়েছে।”

“আমার স্ত্রীকে অপহরণের অনুমতি পেতে তোমাকে কত টাকা দিতে হয়েছে?”

ড্যানিয়েল সিলভা

ইভান প্রশ্নটার উত্তর দেয় না। ক্রোধের আরেকটা প্রকোপ তার মাঝে জ্বালাত করার অভিপ্রায়ে ইব্রাহিম তাকে চাপ দিতে থাকে।

“ইভান কত টাকা দিতে হয়েছিল? পাঁচ মিলিয়ন? দশ? বিশ?”

ইভান চরকির মতো ঘুরে তাকায়। “আবরার তোমার প্রশ্ন শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর তাছাড়া আমরা পৌঁছেও গিয়েছি। তোমার নিশানাবিহীন কবর তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।”

ইব্রাহিম মরিয়মের কাঁধের উপর দিয়ে পেছনের দিকে তাকায় এবং বরফকুচি দিয়ে টাকা তাজা মাটির একটা স্তূপ দেখতে পায়। সে মরিয়মকে নিজের আবেগের কথা বলে। ভালবাসার কথা বলে। তারপরে নিয়তির লিখন মেনে নিয়ে চোখ বন্ধ করে। সে আবারও উল্টোপাল্টা শব্দ শুনতে আরম্ভ করেছে।

হেলিকাপ্টার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৭২. ভ্লাদিমিরস্কায়া ওবলাস্ট, রাশিয়া

কর্নেল লিওনিড মিলচেঙ্কো শেষ পর্যন্ত সম্প্রতিটা দেখতে পান: বরফাবৃত জলাভূমিতে এসে চারটা বরফাবৃত স্রোতস্বীনি মিলিত হয়েছে, একটা ছোট ডাচা যার সামনের দরজাটায় একটা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে; বার্চ বনের ভিতর দিয়ে মানুষের একটা সারিবদ্ধ দল ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে।

সে তার হেডসেটের মাইক চালু করে।

“তুমি তাদের দেখতে পাচ্ছ?”

পাইলটের হেলমেট দ্রুত গতিতে উঠানামা করে।

“আমাদের তুমি কতটা কাছে নিয়ে যেতে পারবে?”

“জলাভূমির প্রান্ত পর্যন্ত।”

“জায়গাটা কম করে হলেও তিনশ মিটার দূরে।”

“কর্নেল, এই মালটা আমি তার চেয়ে কাছে কোথাও নামাতে পারবো না।”

“আর আলফাদের কি অবস্থা?”

“দড়ি বেয়ে দ্রুত অবতরণ। বার্চ বনের ঠিক উপর থেকে।”

“কেউ মারা যাবে না।”

“হ্যাঁ, কর্নেল।”

কেউ মারা যাবে না...

সে কাকে কি বোঝাতে চাইছে। জায়গাটা রাশিয়া। সবসময়ে কেউ না কেউ এখানে মারা যায়।

বরফের ভিতর দিয়ে আরো দশ পা এগিয়ে যায়। তারপরে ইতানও এবার হেলিকাপ্টারের শব্দ শুনতে পায়। সে দাঁড়িয়ে পড়ে কুকুরের মতো মাথা কাত করে। রুডেনস্কোর দিকে আড়চোখে তাকায়। আবার হাঁটতে শুরু করে।

সময়...মূল্যবান সময়...

অ্যানেক্সের স্ক্রীন জুড়ে খালিদের ক্ষুদেবাতা জ্বলতে নিভতে থাকে।

হেলিকাপ্টার ভিতরের দিকে যাচ্ছে...

কার্টার তার টেলিফোনটা ঢেকে শমসেরের দিকে তাকায়।

“এফএসবি’র টিম গাছের নিচে দিয়ে মানুষের একটা দলের হেঁটে যাওয়া নিশ্চিত করেছে। অরি, মনে হচ্ছে তারা বেঁচে আছে।”

“তারা বেশিক্ষণ বেঁচে থাকবে না। আলফা গ্রুপের লোকজন মাটিতে পা দেবে কখন?”

“নব্বই সেকেন্ডের ভিতরে।”

শমসের চোখ বন্ধ করে ফেলে।

ডানদিকে দুই মোচড়, বামে আবার দুই মোচড়...

সমাধি গর্ভ তাদের সামনে মুখ ব্যাদান করে রয়েছে, মাদার রাশিয়ার দেহে আরেকটা ক্ষতচিহ্ন। তারা ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে যেতে ছাই রঙের আকাশ থেকে তুষার কণা অশ্রুবিন্দুর মতো ঝরে পড়ে, দূরাগত রোটরের গমগম শব্দ তাদের সাথী হয়। ইব্রাহিম ভাবে, বড় রোটর। বনভূমি আন্দোলিত করার মতো যথেষ্ট বড়। ইভানের লোকদের অস্থির করে তোলার মতো বড়। ইভানও অস্থির হয়ে উঠে। সহসা সে গ্রেগরীর দিকে তাকিয়ে রাশান ভাষায় কিছু চিৎকার করে বলে, তাকে তার মৃত্যুর অভিমুখে দ্রুত হেঁটে যেতে আদেশ করে। কিন্তু ইব্রাহিম, নিজের মনে, গ্রেগরীকে তার হাঁটার গতি শ্লথ করতে অনুরোধ করতে থাকে। হোট খাও। কিছু একটা কর যাতে হেলিকাপ্টার উপস্থিত হতে পারে।

ঠিক তখনই, গাছের মাথায় বাতাসের প্রথম ঝাপটা এসে আঘাত করে, পেছন পেছন এসে হাজির হয় সাময়িক তুষার ঝড়ের দাপট। ইভান কিছুক্ষণের জন্য তুষারের সাদা প্রেক্ষাপটে হারিয়ে যায়। তাকে যখন আবার দেখা যায় তার মুখ ততক্ষণে ক্রোধে বিকৃত হয়ে উঠেছে। সে গ্রেগরীকে ঠেলে গর্তের পাশে নিয়ে যায় এবং রাশান ভাষায় তার দেহরক্ষীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে শুরু করে। বেশির ভাগই সেদিকে কোন মনোযোগ দেয় না। তার বিদ্রোহী হয়ে উঠা সৈন্যবাহিনীর কিছু সদস্য জলাভূমির প্রান্তে অবতরণকারী হেলিকাপ্টারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বাকিদের চোখ পশ্চিমাকাশে নিবদ্ধ, ভোজবাজির মতো আরো দুটো হেলিকাপ্টার সেখানে ভেসে আছে।

কেবল চারজন দেহরক্ষী ইভানের প্রতি অনুগত থাকে। তার আদেশে অভিযুক্তদের তারা গর্তের ধারে লাইন দিয়ে দাঁড় করায়, গোড়ালি ধানের প্রান্ত ছুয়ে আছে, কারণ ইভান সবার মুখে গুলি করার আদেশ দিয়েছে। ইব্রাহিমের একমাথায় ইব্রাহিম, অন্য মাথায় মিখায়েল আর মাঝে মরিয়ম এবং গ্রেগরী। প্রথমে গ্রেগরীকে ইব্রাহিমের পাশে দাঁড় করান হয়েছিল কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সেটা কাম্য না। রাশান ভাষার তুবড়ি ছুটিয়ে, হাতের পিস্তল উন্মাদের মতো আন্দোলিত করে, ইভান তার গ্রহরীদের দ্রুত ইব্রাহিমের পাশে মরিয়মকে এনে দাঁড় করাতে বলে।

অভিযুক্তদের স্থান বদলের মাঝেই পশ্চিম দিক থেকে আরো দুটো হেলিকপ্টার এসে হাজির হয়। প্রথম হেলিকপ্টারের মতো, তারা অতিক্রম করে চলে না গিয়ে ঠিক মাথার উপরে ভাসতে থাকে। তাদের পেটের ভেতর থেকে কুণ্ডলী ভেঙে দড়ি বের হয়ে আসে এবং মুহূর্তের ভিতরে গাছের ভিতর দিয়ে কালো পোশাক পরিহিত বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা দ্রুত নিচে নামতে শুরু করে। ইব্রাহিম বরফের উপরে অস্ত্র ফেলে দেয়ার শব্দ শুনতে পায় এবং আত্ম-সমর্পণের ভঙ্গিতে হাত উপরে উঠতে দেখে। এবং সে গাছের ভিতর দিয়ে বিদঘুটে ভঙ্গিতে দুজন লোককে তাদের দিকে দৌড়ে আসতে দেখে। এবং সে আরও দেখে ওলেগ রুডেনকো মরিয়াভাবে ইভানের হাত থেকে ম্যাকারভটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সেটা ত্যাগ করার কোনো ইচ্ছা তার ভিতরে দেখা যায় না। ইভান তার রক্ত চায়।

ইভান তার নিরাপত্তা প্রধানের বুকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিলে বেচারার বরফের উপরে গড়িয়ে পড়ে। সে এবার হাতের ম্যাকারভ দিয়ে সরাসরি ইব্রাহিমের মুখে নিশানা করে। সে অবশ্য ট্রিগারে চাপ দেয় না। তার বদলে সে হেসে উঠে এবং বলে, “আবরার নিজের স্ত্রীর মৃত্যু উপভোগ কর।”

ম্যাকারভের নলটা একটু ডানে সরে যায়। ইব্রাহিম ঝাপিয়ে পড়ে ইভানকে ধরতে চায় কিন্তু তার আগেই কানে তাল লাগান শব্দে পিস্তলটা মৃত্যু ঘোষণা করে। সে মুখ-প্রথমে দিয়ে বরফে আছড়ে পরার ফাকে, আলফা গ্রুপের দু'জন সদস্য সাথে সাথে তার পেছনে এসে লাফিয়ে দাঁড়ায় এবং জমাট মাটিতে তাকে চেপে ধরে। কয়েকটা দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক সেকেন্ড, সে ধস্তাধস্তি করে নিজেকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে কিন্তু রাশানরা তাকে নড়তে বা মাথা তুলে তাকাতে বাধা দেয়। “আমার স্ত্রী!” সে তাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠে। “সে কি আমার স্ত্রীকে খুন করেছে?” লোক দুটো উত্তর দিয়েছিল কিনা তার মনে নেই। গুলির শব্দ তার কানে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে। সে কেবল তার কাঁধের কাছেই ব্যাপক মাত্রায় শারীরিক সংগ্রাম অনুভব করে। এক মুহূর্ত পরে, সে গাছের ভেতর দিয়ে ইভানকে নিয়ে যাবার দৃশ্য দেখতে পায়।

রাশানরা এবার ইব্রাহিমকে উঠে দাঁড়াতে দেয়। চারপাশে দ্রুত তাকিয়ে সে মরিয়মকে একজনের পাশে বসে কাঁদতে দেখে। খেগরী পড়ে আছে। ইব্রাহিম হাটু ভেঙে বসে মরিয়মকে সাবুনা দিতে চেষ্টা করে কিন্তু সে তার উপস্থিতি টের পায় না। “তারা তাকে কখনও হত্যা করেনি,” মরিয়ম চিৎকার করে বলতে থাকে। “ইরিনা বেঁচে আছে। খেগরী, ইরিনা বেঁচে আছে!”

পঞ্চম পর্ব: প্রায়শ্চিত্তের পরিশেষ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৭৩. জেরুজালেম

মস্কোতে জি-আট সম্মেলন শেষ হবার পরবর্তী দিনগুলোতে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর সম্পর্কহীন তিনটা গল্প দ্রুত জানাজানি হয়। প্রথম গল্পটার বিষয়বস্তু রাশিয়ার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ; দ্বিতীয়টার বিষয়বস্তু অতীতের একটা কলঙ্কিত অধ্যায়। শেষ গল্পটার সাথে প্রথম দুটো গল্পের কিতাবে যেন একটা সম্পর্ক রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে এটাই তিনটার ভিতরে সবচেয়ে বিতর্কিত। কিন্তু তারপরে, ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার কয়েকজন পোড় খাওয়া এজেন্ট বিড়বিড় করে বলবে, এমনটাই হবার কথা ছিল, কারণ শেষ গল্পটার বিষয়বস্তু আর কেউ না গ্রেগরী বুলগানভ।

সম্মেলনের ঠিক এক সপ্তাহ পরে প্রথম গল্পটা জানাজানি হয় এবং রাশিয়ার অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট গল্পটার বিষয়বস্তু আরও নির্দিষ্ট করে বললে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এনার্জি শিল্প। মস্কোর দৃষ্টিতে গল্পটায় সুখবর থাকায় প্রেসিডেন্ট নিজেই সেটা ঘোষণা করবেন বলে ঠিক করেন। ক্রেমলিনে আয়োজিত একটা সংবাদ সম্মেলনে তিনি তার অধিকাংশ সিনিয়র সচিব, সবাই আবার কেজিবি'র বহুদশী এজেন্ট, পরিবেষ্টিত অবস্থায় ঘোষণাটা করেন। প্রেসিডেন্ট তার স্বভাবসুলভ গনগনে দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ঘোষণা করেন যে ভিক্টর ওরলাভ, লন্ডনে বসবাসকারী ভিন্ন মতাবলম্বী প্রাক্তন ওলিগার্ককে, অবশেষে নতজানু করা সম্ভব হয়েছে। সাইবেরিয়ান তেল কোম্পানী, রুজোলিতে ওরলাভের সমস্ত শেয়ার, অচিরেই সরকারি তেল এবং গ্যাস মনোপলি, গাজপ্রমের নিয়ন্ত্রণে আনা হবে। রাশান প্রেসিডেন্ট জানান, রুশ কর্তৃপক্ষ এর বদলে ওরলাভের বিরুদ্ধে সমস্ত ক্রিমিনাল অভিযোগ প্রত্যাহার আর তাকে প্রত্যাপনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যার করতে রাজি হয়েছে।

লন্ডনে, ডাউনিং স্ট্রীট রুশ প্রেসিডেন্টের অভিব্যক্তিকে "ঐচ্ছিকায়কসুলভ" বলে অভিনন্দিত করে অবশ্য স্পষ্টতই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আর নীতি নির্ধারক সংস্থাগুলোকে পূর্ব থেকে নতুন বায়ু প্রবাহের আশঙ্কায় সম্পর্কে আলোচনা করতে দেখা যায়। ভিক্টর ওরলাভ অবশ্য এসব জল্পনাকল্পনা বালখিল্যসুলভ বলে প্রত্যাখান করে কিন্তু লন্ডনে তড়িঘড়ি করে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা সম্মেলন শেষে একটা বিষয় আঁচ করতে পারে যে ভিক্টর মোটেই যুদ্ধের জন্য মুখিয়ে নেই। তার রুজোলি সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত সে বলে বাস্তবতার

বস্ত্রনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে নেয়া হয়েছে। ক্রেমলিন বর্তমানে এমন একটা লোকের নিয়ন্ত্রণে যে নিজের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত থামতে জানে না। এমন লোকের সাথে লড়াইয়ে, সে স্বীকার করে কখনও বিজয় অর্জন করা সম্ভব না, কেবল মৃত্যুই হতে পারে। বা সম্ভবত মৃত্যুর চেয়েও খারাপ কোনো পরিণতি। ভিষ্টর প্রতিশ্রুতি দেয় যে তাকে দমিয়ে রাখা সম্ভব না অবশ্য এর সাথে সাথেই সে ঘোষণা করে যে এর বেশি কিছু সে বলতে চায় না।

দুই দিন পরে, ১০ ডাউনিং স্ট্রীটে আয়োজিত একটা ছোট সংবর্ধনা সভায় নিরবে ভিষ্টরের হাতে তার প্রথম ব্রিটিশ পাসপোর্ট তুলে দেওয়া হয়। তাকে বাকিংহাম প্যালেসে রাণীর সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয় যেখানে রাণী স্বয়ং তাকে পুরো প্রাসাদটা ঘুরিয়ে দেখায়। সে হার ম্যাজেস্টির ব্যক্তিগত কক্ষের প্রচুর ছবি তুলে এবং সেখান থেকে ফিরে এসে ছবিগুলো তার ডেকোরেটরের হাতে তুলে দেয়। শীঘ্রই সবাই শাইয়েন ওয়াকে ডেলিভারী ট্রাকের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে দেখতে পায় এবং পথচারীরা মাঝেমধ্যে ভিষ্টরকে নিজের স্টাডিতে কর্মরত অবস্থায় দেখতে পায়। আপাতভাবে, সে এতদিনে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে যে তার কক্ষের জানালার পর্দা খুলে দেয়াটা এখন নিরাপদ এবং সেখান থেকে টেমসের অতুলনীয় শোভা উপভোগের সময় হয়েছে।

প্রথম গল্পের মতো, দ্বিতীয় গল্পের উৎপত্তিও মস্কোতেই, গল্পটা অবশ্য রুশ প্রেসিডেন্টকে ভাব প্রকাশের জন্য শব্দের স্বল্পতায় ফেলে দেয় বলেই মনে হয়। ভ্লাদিমিরস্কায়া ওবলাস্টের বার্চবনে একটা আবিষ্কার পুরো বিষয়টার সাথে জড়িত: স্ট্যালিনের গ্রেট টেররের বলি মানুষদের বেশ কয়েকটা গণকবর আবিষ্কার। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হয় যে বেশ কয়েক হাজার মানুষকে এখানে কবর দেওয়া হয়েছে। রুশ প্রেসিডেন্ট বিষয়টাকে “গুরুত্বহীন” বলে নাকচ করে দিয়ে এলাকাটা পরিদর্শনের অনুরোধ উপেক্ষা করেন। স্ট্যালিন মারা যাবার পরে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হলে আজও সে দেশটার সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তি বলে বিবেচিত হওয়াতে প্রেসিডেন্টের এ ধরনের অভিব্যক্তি রাজনৈতিক ধাপ্লাবাজি বলেই সবাই মনে করে। তিনি অবশেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেজিবি আর এসকেভিডির মহাফেজখানা পুনর্বিবেচনার আদেশ দিতে রাজি হন এবং জায়গাটায় রাশান অর্থোডক্স চার্চকে একটা ছোট সমাধিসৌধ নির্মাণ করারও অনুমতি দেন— অবশ্য ক্রেমলিনের যদি সম্মতি থাকে তবেই। “কিন্তু পুরো বিষয়টার দোষ জার্মানদের উপরে চাপাতে হবে,” তিনি বিষয়টা সম্পর্কে নিজের একমাত্র মন্তব্যের সময়ে বলেন। “আমরা সবাই জানি কোবা এসব নিপীড়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন দেশকে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করার স্বার্থে।” উপস্থিত সবাই

গণহত্যা সম্বন্ধে প্রেসিডেন্টকে এমন নির্বিকার ভঙ্গিতে মন্তব্য করতে শুনে শিউরে উঠে। আর তাছাড়া স্ট্যালিনকে তার পুরান পার্টির ব্যবহৃত ছদ্মনাম কোবা হিসেবে প্রেসিডেন্টের সম্বোধন করাটাও যেন অন্য কিছু একটা ইঙ্গিত করে। বধ্যভূমি আবিষ্কারের পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী অবশ্য জানা যায়নি কিংবা সম্পত্তির মালিককেও সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। “তার নিজের সুরক্ষার জন্যই এটা প্রয়োজন,” ফ্রেমলিন মুখপাত্র অনুরোধ করেন। “ইতিহাস অনেক সময়েই বিপজ্জনক হতে পারে।”

তৃতীয় গল্পটার উৎস অবশ্য মস্কো না বরং অন্য একটা রাশান শহরে যাকে প্রায়শই অবশ্য লন্ডন হিসেবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই গল্পটাও মৃত্যুর গল্প—তবে হাজার হাজার লোকের না কেবল একজন লোকের মৃত্যুর কাহিনী। গ্রেগরী বুলগানভের, স্বপক্ষত্যাগকারী এফএসবি আর ভীষণ জোরাল ভিন্নমতাবলম্বী, লাশ টেমসের একটা পরিত্যক্ত ডকে আবিষ্কৃত হলে ধারণা করা হয় সে আত্মহত্যা করেছে। জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়টা সম্বন্ধে খুব সামান্য তথ্যই প্রকাশ করে। অবশ্য তারা স্বীকার করে যে গ্রেগরী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল যে নিজের নির্বাসিত জীবনের সাথে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। প্রমাণ হিসেবে, নিজের প্রাক্তন স্ত্রীর সাথে সে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করছিল বলে তারা উল্লেখ করে যদিও তারা উল্লেখ করতে ভুলে যায় যে যুক্তরাজ্যে নতুন নামে আর সরকারি আশ্রয়ে এই প্রাক্তন স্ত্রী ততদিনে বসবাস করছে। এই সময়ে আরেকটা কৌতূহল উদ্রেককারী ঘটনা প্রকাশ পায় যে গ্রেগরী সম্প্রতি সেন্ট্রাল লন্ডন চেস ক্লাবের আয়োজিত প্রতিযোগিতার শিরোপা নির্ধারনী খেলায় উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়েছিল, সবাই আশা করেছিল ম্যাচটা সে অনায়াসে জিততে পারবে। সেদিন গ্রেগরীর প্রতিপক্ষ, রাশিদুল, সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয় প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতির কারণে নিজের শিরোপা গ্রহণের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে সাফাই দিতে। সে অবশ্য তার এই সদ্যপ্রাপ্ত জনপ্রিয়তা স্থল-মাইন নিষিদ্ধ করার আন্দোলন জোরাল করতে ব্যবহার করে। বাকলি এন্ড হবস, গ্রেগরীর বইয়ের প্রকাশক, ঘোষণা করে যে গ্রেগরীর বই আর সমমনা ভিন্নমতাবলম্বী ওলগা সুকোভা কৃতজ্ঞচিত্তে তার অসম্মত বই কিলার ইন দি ফ্রেমলিন সমাপ্ত করতে সম্মত হয়েছেন। হাইগেট সোসাইটিতে গ্রেগরীকে সমাধিস্থ করার সময়ে সে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য উপস্থিত হয়েছিল এবং কিছুক্ষণ পরেই তাকে বেশ কয়েকজন অস্ত্রধারী দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত অবস্থায় তড়িঘড়ি করে পুনরায় গোপন আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমের অনেকেই, যারা গ্রেগরীকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতো তারা গ্রেগরীর আত্মহত্যার বিষয়টাকে আগড়ম-বাগড়ম বলে উড়িয়ে দেয়। তাদের হাতে

অন্য কোনো তথ্য না থাকায় তাদের সামনে অনুমান করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না, আর এই ব্যাপারে তাদের মোটেই ইতস্তত করতে দেখা যায় না। তারা বলে, একটা ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে গ্রেগরীর মস্তকোতে এমন অনেক শত্রু রয়েছে যারা তার মৃত্যু কামনা কবে। আর তাদের দাবি এই শত্রুদের কেউই তাকে হত্যা করেছে। *দি ফিন্যানশিয়াল টাইমস* রিপোর্ট করে যে ভিক্টর ওরলাভের সাথে গ্রেগরীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল আর সম্ভবত রুজোনি ঘটনার সাথে এই স্বপক্ষত্যাগীর মৃত্যুর কোন একটা যোগসূত্র রয়েছে। ভিক্টর নিজের সাফাই দিতে গিয়ে নিজের দেশের সদ্যপ্রয়াত লোকটাকে “সত্যিকারের দেশপ্রেমিক রাশান” হিসেবে অভিহিত করে এবং তার নামে একটা স্বাধীনতা তহবিল গঠন করে।

আর এখানেই বিষয়টার পরিসমাপ্তি ঘটে অন্তত প্রথাগত সাংবাদিকতার জগতে। কিন্তু ইন্টারনেট আর কিছু কিছু রগরগে কাহিনীর পত্রিকায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ খবরটা নিয়ে চর্চা হয়। ষড়যন্ত্রের সবচেয়ে সুন্দর দিক হলো ঘটে সামান্য বুদ্ধি আছে এমন একজন সাংবাদিকের পক্ষে সাধারণত দুটো ঘটনার ভিতরে যোগসূত্র খুঁজে পেতে কোন সমস্যা হয় না হোক সেটা যোজন ব্যবধানে অবস্থিত। কিন্তু গ্রেগরীর রহস্যময় মৃত্যু নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন যারা লিখেছে তাদের কেউই কখনও ভ্লাদিমিরস্কায়া ওবলাস্টে সদ্য আবিষ্কৃত গণকবরের সাথে বিষয়টাকে সংশ্লিষ্ট করতে চেষ্টা করেনি। অথবা তারা কেউই রাশান স্বপক্ষত্যাগী আর জেরুজালেমের নাককিস স্ট্রীটে অবস্থিত একটা ছোট শান্ত অ্যাপার্টমেন্টে বসবাসকারী এক ভগ্নহৃদয় দম্পতির ভিতরে কোন ধরনের যোগসূত্র দেখতে পায়নি। ইব্রাহিম আবরার এবং আয়েশা মরিয়ম নামগুলো গল্পটার কোন নিয়ামক চরিত্র না এবং তারা কখনও সেটা ছিলও না।

তারা এর আগেও অভিযানের ক্ষত থেকে আরোগ্য লাভ করেছে কিন্তু কখনও একসাথে আর এত গভীর ক্ষত সহ্য করতে হয়নি। তাদের শারীরিক ক্ষত দ্রুত সেরে যায়। বাকিগুলো নিরাময়ের নামও নেয় না। বন্ধ দরজার পেছনে তারা নিজের আড়াল করে রাখতে চায়, বাইরে তখন বন্দুকধারী সশস্ত্ররা পাহারা দেয়। পরস্পরের কাছ থেকে কয়েক সেকেন্ডের বেশি বিচ্ছেদ তাদের কাছে অসহনীয় মনে হয় এবং কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে তারা দুজন দুজনকে অনবরত অনুসরণ করে। তাদের সঙ্গের মাত্রা একটাই তীব্র যে প্রতিবারের মিলনই শেষবারের দ্যোতনাময় এবং তারা পরস্পরকে স্পর্শ করে নেই এমন মুহূর্ত বিরল। তাদের নিদ্রার বরাভয় দুঃস্বপ্নের আছড়ে ক্ষতবিক্ষত। তারা স্বপ্নে একজন আরেকজনকে মারা যেতে দেখে। বনের মাঝে অবস্থিত ডাচার নিচের সেল তাদের স্বপ্নে হানা দেয়। তারা

হাজার হাজার লোককে স্বপ্নে দেখে যাদের সেখানে হত্যা করা হয়েছে এবং বার্ট বনের নিচের নির্জনতায় স্মারকহীন কবরে যাদের সমাধিস্থ করা হয়েছে। আর অবশ্যই তারা ইভানকে স্বপ্নে দেখে। বাস্তবিকপক্ষে, ইব্রাহিম স্বপ্নে সবচেয়ে বেশি দেখে ইভানকে। ইব্রাহিমের অবচেতন মনে মকারভ পিস্তল হাতে নিখুঁত ইংলিশ পোশাক পরিহিত ইভান সবসময়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনও কখনও ইয়েকাতেরিনা আর দেহরক্ষীরাও থাকে তার সাথে। বেশিরভাগ সময়ে সে একাই থাকে। সে ইব্রাহিমের মুখের দিকে সবসময়ে পিস্তল তাক করে থাকে।

আবরার, নিজের স্ত্রীর মৃত্যু উপভোগ কর...

মরিয়ম নিজের দুর্ভোগের কথা বলতে খুব একটা আগ্রহ দেখায় না আর ইব্রাহিমও তাকে বলার জন্য চাপ দেয় না। বিরকেনাউ মৃত্যু শিবির থেকে জীবন্ত ফিরে আসা এক মায়ের সন্তান হিসেবে সে জানে একটা তীব্র অপরাধবোধ মরিয়মকে কুরে কুরে খাচ্ছে— বেঁচে থাকার অপরাধবোধ, যা নিজেই একটা বিশেষ ধরনের নরক। মরিয়ম বেঁচে আছে আর গ্রেগরী মারা গেছে। আর সে মারা গেছে কারণ মরিয়ম হত্যার উদ্দেশ্যে নিষ্কিণ্ড বুলেটের গতিপথ রুদ্ধ করার স্পর্ধা সে দেখিয়েছিল। মরিয়ম স্বপ্নে কেবল এই দৃশ্যটাই দেখে: নির্ধাতিত আর নড়াচড়া করতে প্রায় অক্ষম গ্রেগরী ইভানের পিস্তলের সামনে নিজেকে আরোপ করার শক্তি অর্জন করেছে। গ্রেগরীর রক্ত মরিয়মকে জীবনের মস্ত্রে দীক্ষিত করেছে। আর গ্রেগরীর আত্মত্যাগের কারণেই সে এখনও বেঁচে আছে।

অল্প অল্প করে আর কখনও কখনও উদ্ভট পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে পুরো কাহিনীটা জানা যায়। একদিন সন্ধ্যাবেলা রাতের খাবারের সময়, মরিয়ম ইব্রাহিমকে নিজের অপহরণ আর লিয়র এবং মট্রির মাঝে যাবার কাহিনী বলে। দুদিন পরে, বাসনপত্র ধোয়ার সময় সে মৃদু কণ্ঠে অন্ধকারে অতিবাহিত সময়ের অনুভূতি ব্যান করে। এবং কিভাবে প্রতিদিন সামান্য সময়ের জন্য ছোট জানালাটার বাইরে জমে থাকা তুষারের স্তূপে সূর্যের আলোয় আগুন জ্বলে উঠত। আর সবশেষে একদিন দুপুরবেলা ধোয়া কাপড় গুছিয়ে তোলার সময়ে সে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ইব্রাহিমের কাছে স্বীকার করে গর্ভধারণের ব্যাপারে সে তাকে মিথ্যা কথা বলেছিল। অপহরণের সময়ে সে আট সপ্তাহের গর্ভবতী আর ইভানের সেলে তার গর্ভপাত হয়েছে। “ওষুধের প্রভাবে এটা হয়েছিল,” মরিয়ম ব্যাখ্যা করে। “তারা আমার সন্তানকে হত্যা করেছে। তারা তোমার সন্তানকে হত্যা করেছে।”

“আমাকে সত্যি কথাটা কেন বলোনি? আমি তাহলে কখনও গ্রেগরীকে খুঁজতে যেতাম না।”

“আমি ভেবেছিলাম তুমি আমার উপরে রেগে যাবে।”

“কি জন্য?”

“গর্ভধারণ করেছি বলে।”

মরিয়মের কোলে ইব্রাহিম মুখ গুজে আশ্রয়ের আশায়, তার চোখ দিয়ে অশ্রু চল নামে। অপরাধবোধের অশ্রু কিন্তু তার সাথে মিশে আছে ক্রোধের আগুন। ইভান নিজের অজান্তে ইব্রাহিমের সন্তানকে ঠিকই হত্যা করেছে। অজাত কিন্তু সন্তান বটে।

“কে তোমাকে ওষুধ দিতো?” সে জানতে চায়।

“একটা মেয়ে। আমি প্রতি রাতে তার মৃত্যুবরণ করতে দেখি। এই একটা স্মৃতি আমি কখনও ভুলতে চাই না।” সে পরম মমতায় ইব্রাহিমের অশ্রু মুছে দেয়।

“ইব্রাহিম আমাকে তিনটা প্রতিশ্রুতি দাও।”

“তুমি যা চাও।”

“কথা দাও আমাদের সন্তান হবে।”

“দিলাম।”

“কথা দাও আমরা আর কখনও আলাদা হব না।”

“কখনও না।”

“আর কথা দাও তুমি ওদের সবাইকে হত্যা করবে।”

পরের দিন, কিং সল বুলেভার্ডে ধ্বংসস্থাপে পরিণত হওয়া এই দম্পতি গিয়ে হাজির হয়। মিখায়েলের সাথে তাদেরও শারীরিক আর মানসিক সামর্থ্যের একটা নিবিড় পর্যালোচনা করা হয়। সেদিন সন্ধ্যাবেলা খালিদ ওবায়দ ফলাফল খতিয়ে দেখে। তারপরে সে তিবেরিসে শমসেরের বাসার ফোন করে।

“কতটা খারাপ?” শমসের জানতে চায়।

“যাচ্ছেতাই।”

“সে আবার কখন কাজ করার মতো সুস্থ হবে?”

“বেশ সময় লাগবে।”

“খালিদ, আমি সেটাই জানতে চাইছি।”

“মনে হয় কখনওই না।”

“আর মিখায়েল?”

“অরি, তার অবস্থা আরও খারাপ। তাদের সবারই বেকারদা অবস্থা।”

শমসের চুপ করে থাকে। “তাকে বেকার রাখলেই আমরা তার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করবো। তাকে কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে।”

“আমার মনে হয় তোমার কোনো পরিকল্পনা আছে?”

“পেট্রোভের জিজ্ঞাসাবাদের কেমন অগ্রগতি হচ্ছে?”

দি ডিফেন্ডার

“ব্যাটা ভালই লড়াই করছে।”

“খালিদ, তুমি কালই নেগেভে যাবে। যারা জিজ্ঞাসাবাদ করছে তাদের ব্যক্তিগতভাবে তাড়া দিবে।”

“তুমি কি চাও?”

“আমি নামগুলো জানতে চাই। সবায় নাম।”

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৭৪. জেরুজালেম

মার্চ মাসের শেষের দিকের কথা। শীতকালের শীতল বৃষ্টি শুরু হয়ে শেষ হয়েছে এবং বসন্তের আবহাওয়া উষ্ণ আর আরামদায়ক। ডাক্তারের পরামর্শে তারা সপ্তাহে অন্তত একবার বাড়ির বাইরে বের হতে চেষ্টা করে। তারা নিরানন্দ ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়ায়: ব্যস্ত মাকহেন ইয়াহুদা মার্কেটে যায়, পুরাতন জেরুজালেমের সরু রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়ায়, তাদের কোনো প্রিয় রেস্টোরাঁয় নিরবে আহার করে। শমসেরের অনুরোধে পুরোটা সময় তাদের সাথে দু'জন দেহরক্ষী থাকে, চোখে সানগ্লাস আর ছোট ছোট করে কাটা মাথার চুল তাদের লিয়র আর মট্টির কথা মনে করিয়ে দেয়। মরিয়ম একদিন তেলআভিভের উত্তরে সমাধিসৌধে যেতে চায়। পাথরের দেয়ালে দেহরক্ষীদের নাম খোদাই করা দেখে বেচারী এতটাই মুষড়ে পড়ে যে ইব্রাহিম আক্ষরিক অর্থে তাকে কোলে করে গাড়িতে নিয়ে আসে। দুদিন পরে, মাউন্ট অলিভে গিয়ে সে বিষাদে মুষড়ে পড়ে। লিয়র আর মট্টিকে তার ছেলের সমাধির পাশেই সমাধিস্থ করা হয়েছে।

অনেকদিন পরে ইব্রাহিম লিয়াহর সাথে সময় কাটাতে চায় এবং মরিয়ম তাকে ছাড়া এক মুহূর্তও না থাকতে পারার কারণে বেচারাকেও তার সাথে যেতে হয়। হাসপাতালের বারান্দায় তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিয়াহর সাথে বসে থাকে এবং মনোযোগ দিয়ে অতীত আর বর্তমানের দোলাচালে তাকে আনমনে ঘুরে বেড়াতে দেখে। যতদিন যায়, সে মরিয়মের উপস্থিতি মেনে নেয় আর লিয়াহ নিজের মানসিক সুস্থতার বিরল মুহূর্তগুলোতে দুইজনে ইব্রাহিম আবরারের সাথে তাদের যাপিত জীবনের তুলনা করে। তারা তার খিটখিটে মেজাজ আর খাম্বাখাম্বা লিপনা নিয়ে আলাপ করে। আব যখন তাদের মেজাজ ভাল থাকে তারা অসামান্য উদারতা নিয়ে আলোচনা করে। তারপরেই হয়ত লিয়াহর চোখের পরিচিত দীপ্তি মিলিয়ে যাবে আর সে তার ব্যক্তিগত নরকের চেনা গলিতে পথ হারাবে। আর কখনও কখনও ইব্রাহিম আর মরিয়মও নিজেদের দুর্ভাগ্যের অন্ধকারে ফিরে যায়। লিয়াহর ডাক্তারেরা মাঝে মাঝে টের পায় কিছু একটা ঠিক হুজুমে বাজছে না। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দিকে একবার নিয়মিত দেখা শেষ করে ফিরে যাবার সময় সে ইব্রাহিম আর মরিয়মকে একপাশে টেনে নিয়ে এসে মৃদু কণ্ঠে জানতে চায় তাদের চিকিৎসকের সাহায্য প্রয়োজন কিনা।

“তোমাদের দু'জনকে দেখে মনে হচ্ছে কয়েক সপ্তাহ তোমাদের ঘুম হয়নি?”

“আমরা ঘুমাইনা অনেকদিন,” ইব্রাহিম সম্মতি জানিয়ে বলে।

“তোমরা কি কোন ডাক্তারের সাথে আলাপ করতে চাও?”

“আমাদের অনুমতি নেই।”

“কাজের জায়গায় কোনো ঝামেলা হয়েছে?”

“অনেকটা তেমনই।”

“আমি কি তোমাদের ঘুমাতে সাহায্য করবে এমন কিছু দিতে পারি?”

“আমাদের বাসায় মেডিসিন ক্যাবিনেটে একটা আস্ত ফার্মেসি আছে।”

“আমি তোমাদের আগামী এক সপ্তাহ এখানে দেখতে চাই না। কোথাও থেকে বেড়িয়ে আস। সূর্যের আলোয় ঘুরে বেড়াও। তোমার ভূতের মতো দেখাচ্ছে।”

পরের দিন সকাল বেলা, দেহরক্ষীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায়, তারা গাড়ি চালিয়ে এইলাট যায়। পরবর্তী তিনদিন তারা চেষ্টা করে রাশিয়া, গ্রেগরী, ইভান বা মস্কোর বাইরের সেই বার্চবনের কথা ভুলে থাকতে। তারা সূর্যের আলোয় নিচের মেলে ধরে, লোহিত সাগরের কোরাল রীফে সুরকেলিং করে। তারা প্রচুর আহার করে, ওয়াইন পান করে আর পরিশ্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত পরস্পরের সঙ্গসুখ উপভোগ করে। শেষদিন রাতে তারা নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে, দণ্ডের ত্যাগ করবে বলে ইব্রাহিম যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আর তারপরে তারা কোথায় বাস করবে এসব নিয়ে আলোচনা করে। আপাতত ইসরায়েলে বসবাস না করে তাদের কোনো উপায় নেই। ইভান যতদিন পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়াচ্ছে ততদিন দেশ বা দণ্ডের নিরাপত্তা বলয় ত্যাগ করা সম্ভব নয়।

“আর সে যদি মারা না যায়?” মরিয়ম জানতে চায়।

“আমরা আমাদের পছন্দসই স্থানে বাস করতে পারবো, অবশ্যই নিজেদের সামর্থ্য বিবেচনা করে।”

“তাহলে আমার মনে হয় তাকে খুন না করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।”

পরের দিন সকালে তারা এইলাট ত্যাগ করে জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। নেগেভ অতিক্রম করার সময় ইব্রাহিম সহসাই বীরসেভায়া যাত্রাবিরতি করার সিদ্ধান্ত নেয়। একটা সামরিক কেন্দ্রের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটা কারাগার আর জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্র তার গন্তব্যস্থল। কারাগারে, বাছাই করা কিছু বন্দিকেই রাখা হয়েছে। এই নির্বাচিত দলের ভিতরে একজন বন্দি নং ৬৭৫৪, অনেকেই যাকে আস্তন পেট্রোভ বলেই চেনে, ইভান যাকে ভাড়া করেছিল গ্রেগরী আর মরিয়মকে অপহরণের জন্য। কেন্দ্রের পরিচালক পেট্রোভকে শরীরচর্চার মাঠে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করে যাতে ইব্রাহিম আর মরিয়ম তাকে দেখতে পায়। তাব পরনে একটা নীল আর সাদা ট্রাকসুট। তার সেই পাকান দেহ আর নেই এবং মাথার চুলও হালকা হয়ে গিয়েছে। সে এখন খুড়িয়ে খুড়িয়ে কোনমতে হাঁটে।

“খুব খারাপ তুমি তাকে হত্যা করনি,” মরিয়ম বলে।

“ভেবো না যে কথাটা আমার একবারও মনে হয়নি।”

“তোমরা তাকে কতদিন এখানে রাখবে?”

“যতদিন আমাদের প্রয়োজন।”

“আর তারপরে?”

“আমেরিকানরা তার সাথে একটু কথা বলতে চায়।”

“ব্যাটা যেন দুর্ঘটনায় পড়ে সেটার বন্দোবস্ত কাউকে করতে হবে।”

“সেটা আমরা দেখবো।”

নারকিস স্ট্রিটে ফিরে আসতে আসতে তাদের রাত হয়ে যায়। বাইরে দেহরক্ষীদের ভিড় দেখে ইব্রাহিম বুঝতে পারে উপরের তলায় কেউ তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। খালিদ ওবায়দ বসার ঘরে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তার হাতে একটা ডোশিয়ের। সে নামগুলো জানতে পেরেছে। এগারটা নাম। সবাই প্রাক্তন কেজিবির কর্মকর্তা। ইভানের টাকায় সবাই পশ্চিম ইউরোপে সুখেই দিন কাটাচ্ছে। খালিদ ফোন্টারটা ইব্রাহিমের জন্য রেখে যায় এবং বলে যে তার সিদ্ধান্ত জানার জন্য সে অপেক্ষা করবে। ইব্রাহিম সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব মরিয়মকেই দেয়।

সবাই পরের দিন কিং সল বুলেভার্ডের কক্ষ ৪৫৬সি'তে সমবেত হয়: ইয়াকভ আর ইয়শি, ডিনা আর রিমোনা, ওবেদ আর মরডেকাই, মিখায়েল আর এলি লাভোন। সবার শেষে আসে ইব্রাহিম আর সে কক্ষে প্রবেশ করে কোনো কথা বলার আগে এগারটা ছবি বুলেটিন বোর্ডে আটকায়। এগারজন রাশানের এগারটা ছবি। এসার জন রাশান যারা এই গ্রীষ্মকালের শেষ দেখে যেতে পারবে না। বৈঠকটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। মৃত্যুর ক্রম স্থির করা হয় এবং দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। পাসপোর্ট, ভিসা আর ফ্লাইটের বন্দোবস্ত যথাসময়ে করা হয়। ইউরোপের বিভিন্ন শহরে অব্যবহৃত বাসার তালা খুলে দেয় সেফহাউজের দায়িত্বেরত বিজ্ঞানী টাকার জন্য সবার হাতেই ধরিয়ে দেওয়া হয় টাকার অঙ্কবিহীন খালি চেক। স্রোতের মতো জোড়ায় জোড়ায় তারা তেল আভিভত্যাগ করে এবং দু'সপ্তাহ পরে তারা বার্সিলোনা সমবেত হয়। সেখানে, গথিক কোয়ার্টারের একটা নির্জন সড়কে, মিখায়েল আর ইব্রাহিম গ্রেগরীকে অপহরণের দিন সন্ধ্যাবেলা হ্যারো রোডে তার পেছনে পেছনে যে লোকটা হাঁটছিলো তাকে হত্যা করে। ২২ ক্যালিবারের ব্যারেট দিয়ে খুব কাছ থেকে তার অপরাধের জন্য তাকে গুলি করা হয়। ময়লার স্তূপে মৃত্যুযজ্ঞগায় ছটফট করার সময় ইব্রাহিম দুটো গুলি ফিসফিস করে তার কানে কানে বলে।

গ্রেগরীর জন্য...

এক সপ্তাহ পরের কথা, লিসবনের বাইরো আলটো, বৃষ্টির ভিতরে মাথায় টুপি না দিয়ে আর ছাতা ছাড়াই গ্রেগরীর দিকে যে মেয়েটা হেঁটে এসেছিল তার কানে ঠিক এই শব্দ দুটোই সে উচ্চারণ করে। এই ঘটনার দুই সপ্তাহ পরে, বায়ারিটজ, ওয়েস্টবোর্ন টেরেস রোড ব্রীজে, মেয়েটার পাশে যে লোকটা হাঁটছিল এবার তার পালা। লা গ্রান্ড প্রাজায় মাঝরাতে ভিড়ের ভেতরে হেঁটে যাবার সময় সেও ঠিক একই শব্দ দুটো শুনতে পায়। সে যখন ঘুরে তাকায় দেখে মিখায়েল আর ইব্রাহিম হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের দুজনের হাতেই পিস্তল।

গ্রেগরীর জন্য...

এরপরেই তখনও যারা বেঁচে ছিল তাদের ভিতরে খবরটা চাউর হয়ে যায়। যারা বেঁচে ছিল তাদের রাশিয়ায় পালান বন্ধ করতে, দণ্ডের রটিয়ে দেয় ইসরায়েল না ইভানই এসব হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। গুজবের বিষয়বস্তু, ইভান একটা গ্রেট টেররের সূচনা করেছে। ইভান বনের আগাছা পরিষ্কার করেছে। কেউ যদি রাশিয়ায় ফিরে যাবার মতো নিবুদ্ধিতা দেখায় তাহলে রাশান উপায়ে কষ্ট আর নির্যাতনের চূড়ান্ত শিকার হয়ে তারা মারা যাবে। অপরাধীরা তাই পশ্চিমেই থেকে যায়, যতটা আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব সেভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে চেষ্টা করে। কিংবা তাদের সেটাই মনে হয়েছিল। কিন্তু একের পর এক তাদের লক্ষ্যবস্তুর নিশানায় পরিণত করা হয়। আর একের পর এক তারা মারা যায়।

আর্মস্টার্ডামে এক বেশ্যার কোলে মারা যায় মার্সেডিসের চালক যে ইরিনাকে গ্রেগরীর সাথে “পুনর্মিলনের” জন্য নিয়ে এসেছিল। গ্রেগরীকে রাশিয়ার পথে প্রথম দিকে যে ভ্যানটায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেটার চালক মারা কোপেনহেগেনের একটা পাব থেকে বের হবার সময়ে। এরপরে অক্সফোর্ডে ওলেগ সুকোভাকে মারতে যে দুজন গিয়েছিল তাদের পালা আসে। প্রথম জন মারা যায় মিউনিখে আর পরের জন্য প্রাগে।

এইসময় সের্গেই করোভিন পাগলের মতো রক্তপাত বন্ধ করতে চেষ্টা করে। “এসভিআর এবং এফএসবি ক্রমশ অস্তির হয়ে উঠছে,” করোভিন শমসেরকে বলে। “এমন চলতে থাকলে বলা যায় না অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?” ইভানের মতো এবার শমসের পাল্টা অজ্ঞতার ভান করে। তারপরে সে করোভিনকে পাল্টা সতর্ক করে দিয়ে বলে রাশান সংস্থা যেন নিজেদের সম্মিলে রাখে। নতুবা, এরপরে তাদের পালা। সেদিন সন্ধ্যা নাগাদ, সারা ইউরোপ জুড়ে রাশিয়ার দূতাবাস আর পরিচিত রাশান গোয়েন্দা সংস্থার কার্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় দণ্ডের ইউরোপীয় স্টেশন চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন লক্ষ্য করে। অবশ্য পুরো ব্যবস্থাই অনর্থক প্রতিপন্ন হয়। নিরপরাধ লোকদের নিশানা করার কোনো উদ্দেশ্যই নেই ইব্রাহিম আর তার দলের। কেবল অপরাধীরাই তাদের লক্ষ্য।

ড্যামিয়েল সিলভা

এই সময়ে কেবল চারটা নামই বেঁচে রয়েছে। উমব্রিয়ায় মরিয়মকে অপহরণ করেছিল যে চারজন। চারজন লোক যাদের হাতে দণ্ডের রক্ত লেগে রয়েছে। তারা জানে তাদের অনুসরণ করা হচ্ছে এবং কখনও একস্থানে বেশিক্ষণ থাকে না। ভয় তাদের আত্মবিশ্বাসের ভিত নড়িয়ে দেয়। ভয়ের কারণেই তারা সহজ লক্ষ্যবস্তুরূপে পরিণত হয়। বজ্রপাতের মত দ্রুত ঝটিকা অভিযানে তাদের শেষ করা হয়: ওয়ারশ, বুদাপেস্ট, এথেন্স, ইস্তাম্বুল। মারা যাবার সময়, দুটো না তারা চারটা শব্দ শুনে পায়।

লিয়ার আর মটির জন্য।

ততদিনে আগস্ট মাস হয়ে এসেছে। বাসায় ফিরে যাবার সময় হয়েছে।

৭৫. তিবেরিয়াস, ইসরায়েল

কিছু ইভানের কি হবে? মস্কোর বাইরে বার্চ বনে সেই দুঃস্থপুত্র পরের কয়েক সপ্তাহ সে সবার চোখের আড়ালে থাকে। গুজব শোনা যায় তাকে বোধহয় গ্রেফতার করা হয়েছে। আবার এটাও শোনা যায় সে বোধহয় দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। এমন গুজবও শোনা যায় যে এফএসবি তাকে গ্রেফতার করেছে এবং হত্যা করেছে। অবশ্য এসবই মিথ্যা আর ভিত্তিহীন। ইভান তখন আরেকটা চিরায়ত রাশান প্রথা উদযাপন করছে, অভ্যন্তরীণ নির্বাসনের প্রথা। ইভানকে অবশ্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম বা খাদ্যাভাবজনিত কষ্ট এসব কিছু সহ্য করতে হয় না। ইভান মস্কোর পূর্বে অবস্থিত ওলিগার্চের গোপন শহর জুকোভায় অবস্থিত তার দুর্গের মতো ম্যানসনে বন্দি জীবন কাটায়। এবং সেখানে ইয়েকাতেরিনা তার যত্ন নেয়।

জাদিমিরস্কায়া ওবলাস্টের বধ্যভূমির সাথে প্রকাশ্যে কখনও যদিও ইভানের সম্পৃক্ততা উচ্চারিত হয়নি কিছু বিষয়টা ফাঁস হয়ে যেতে ক্রেমলিনে তার ওজন কিছুটা হলেও হ্রাস পায়। নির্দিষ্ট সার্কেলে বিষয়টার জন্য ইভানের নির্মাণ সংস্থা দেখা যায় গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ কাজ পেতে ব্যর্থ হয়েছে। এবং একই সাথে সিলোভিকি আর মস্কোর অন্যসব হোমড়াচোমড়ার দল ইভানের নৈশক্রাব এড়িয়ে যেতে শুরু করে। তার বিলাসবহুল গাড়ির ডিলারশিপ হঠাৎ গাড়ি বিক্রি করতে পারে না। এসব অবশ্য ভূয়া সূচক রাশিয়ার সমস্যা জর্জরিত অর্থনীতির সাথেই যাদের বেশি সম্পর্ক ইভানের, প্রকৃত বিস্তারিত হ্রাসের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। এর চেয়েও বড় কথা তার অল্প ব্যবসায় মোটেই ভাটা পড়েনি, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ভিতরে যে কয়টা ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছে অল্প ব্যবসা তার মধ্যে অন্যতম। বস্তুতপক্ষে, ব্রিটিশ, আমেরিকান আর ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থা মধ্যপ্রাচ্য থেকে আফ্রিকা এবং আরও দূরদূরান্ত প্রান্তে সহসাই কারকভের পরিবহন সংস্থার বিমানের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে দেখতে পায়। আর রুশ প্রেসিডেন্টও আগের মতই নিজের বখরা ঠিক পেতে থাকে। জার, ইভান আদর করে তাকে যে নামে ডেকে থাকে, সবসময়েই নিজের প্রাপ্য অংশ পেয়ে থাকে।

এনএসএ'র নজরদারি থেকে জানা যায় ইভান, আন্তন পেট্রোভের অপারেটিভদের নিয়তান্ত্রিক উপায়ে হত্যার বিষয়টা সম্পর্কে জানে আর সে বিষয়ে তাকে মোটেই চিন্তিত মনে হয় না। ইভান মনে করে, তারা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে

আর তাই তাদের ভাগ্যে যা ঘটেছে ঠিকই হয়েছে। বহুতপস্কে প্রতিশোধ পরায়ণতার সেই দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল জুড়ে দুটো প্রশ্নই তাকে কুরে কুরে খেয়েছে। কোনাকোভায় অবতরণকারী বিমানে তার ছেলেমেয়েরা আসলেই এসেছিল কি? আর পাইলট তাকে যে চিঠিটা দিয়েছিল সেটা কি আসলেই তাদের লেখা?

উত্তরটা অবশ্য বাচ্চারা আর তাদের মা ছাড়া কেবল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এবং তার গুটি কয়েক বিশ্বস্ত কর্মকর্তা ছাড়া আর কেউ জানে না। তিবেরিয়াসের প্রাচীন শহরের উত্তরে আগস্টের প্রথম শুক্রবার সূর্যাস্তের সময় সমবেত হওয়া ইসরায়েলী গোয়েন্দা সংস্থার ছোট দলটাও প্রশ্নটার উত্তর জানে। উপলক্ষটা হল শাবাত: গ্যালিলি সাগরের দিকে মুখ করা শমসেরের মধু-রঙা ভিলায় তারা সবাই সমবেত হয়েছে। পুরো দলটা উপস্থিত রয়েছে, এমনকি সারাহ বেনক্রফটও বাদ যায়নি। সেবারের আগস্ট মাসটা সে ইসরায়েলে মিখায়েলের সাথে কাটাবে বলে ঠিক করেছে। ইব্রাহিম কখনও দেখেনি এমন স্ত্রী আর ছবিতে কেবল দেখেছে এমন ছেলেমেয়েরাও সেখানে রয়েছে। এত বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়ের উপস্থিতিতে মরিয়ম কেমন মনমরা হয়ে পড়ে বিশেষ করে শাবাতের মোমবাতির আলোতে যখন সে কচিকচি মুখগুলো আলোকিত হতে দেখে। গিলাহ মোনাজাত করার সময় মরিয়ম ইব্রাহিমের হাতটা শক্ত করে ধরে রাখে। সে মরিয়মের গালে আলতো করে চুমু দেয় এবং উমব্রিয়ায় মেয়েটা তাকে যা বলেছিল সে কথাই আরেকজনের মুখে শুনে। আমরা মৃতদের জন্য শোক প্রকাশ করে তাদের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ের মণিকুঠরে রাখি। কিন্তু আমরা আমাদের জীবনযাপন বজায় রাখি।

গ্রীষ্মকালটা হৃদের তীরে কাটাবার ফলে মরিয়মের চেহারায় বিস্ময়কর পরিবর্তন হয়েছে। তার ত্বকের বর্ণ গভীর তামাটে রং ধারণ করেছে এবং মাথার কালো চুলের ঢলে সোনালি আর বাদামী হাইলাইটের ঝলকানি। খাবারের পুরোটা সময় সে মুখের হাসি বজায় রাখে এমনকি মরোক্কান মসলা দিয়ে রান্না করা গিলাহর বিখ্যাত মুরগির দ্বিতীয় টুকরো নিতে গিয়ে বেগ্লার কাছে খালিদ ধমক খেলে সে খিলখিল করে উঠে। তার দিকে তাকিয়ে ইব্রাহিমের মনে হয় এসব আসলেই কিছুই ঘটেনি। যেন পুরোটাই একটা স্বপ্ন ছিল যা থেকে তারা উভয়েই শেষ পর্যন্ত জেগে উঠেছে। অবশ্য সেটা সত্যি না আর ইভান যে ক্ষতি করেছে সেটা কোনমতেই পূরণ করা সম্ভব নয়। মরিয়ম যেন মেরামত করা একটা তৈলচিত্র, পুনরায় রঙের আচড় আর বার্ণিশের পরিষ্কার আন্তরণে জ্বলজ্বল করছে কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে দেখলে এখনও ক্ষতচিহ্ন দেখা যাবে। অনেক যত্ন নিয়ে তাকে আগলে রাখতে হবে।

ইব্রাহিম ভেবেছিল জমায়েতটা হয়ত ভয়ঙ্কর ঘটনাবলির খুটিনাটি আলোচনার একটা উপলক্ষ্যে পরিণত হবে কিন্তু বিষয়টা একবারই উল্লেখ করা হয় যখন শমসের তারা

যা অর্জন করেছে সেটার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করে। ইহুদি হিসেবে, তাদের প্রত্যেকেরই আত্মীয়-স্বজন রয়েছে যাদের পার্থিব দেহাবশেষ ক্রিমेटোরিয়ায় পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে বা ইউক্রেইন বা বাল্টিকের গণকবরে সমাধিস্থ করা হয়েছে। ইয়াড ভাসেমের হল অব নেমসে রক্ষিত সূচক কার্ড এবং স্মৃতিরক্ষামূলক স্মারক অগ্নিশিখায় তাদের স্মৃতি তারা রক্ষা করেছে। কিন্তু শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কোন সমাধি কোথাও নেই বা দু'দণ্ড চোখের জল ফেলার জন্য নেই কোন সমাধিফলক। রাশিয়ায় ইব্রাহিমের দলের অভিযানের ফলে, ভ্লাদিমিরস্কায়া ওবলাস্টের বধ্যভূমিতে সত্তর হাজার স্বজন হারান মানুষজন এমন একটা স্থান অবশেষে খুঁজে পেয়েছে। তাদের চরম মূল্য শোধ করতে হয়েছে এবং গ্রেগরীকে তারা বাঁচাতে পারেনি কিন্তু তাদের আত্মত্যাগের ফলে তারা এক ধরনের ন্যায় বিচার এমনকি শান্তি বয়ে নিয়ে এসেছে সত্তর হাজার অশান্ত আত্মার জন্য।

ভোজসভার বাকি অংশটা শমসের আড্ডার মেজাজে অতীতের গল্প করে। পরিবারের সদস্য আর বন্ধু পরিবেষ্টিত অবস্থায় যখন থাকে তখন তাকে সবচেয়ে সুখী দেখায় এবং মেজাজ ভাল থাকার কারণে তখন বয়সের কারণে ফুটে উঠা মুখের গভীর ফাটলও যেন মসৃণ হয়ে আসে। কিন্তু বিষণ্ণতার ছোঁয়াও ঠিকই টের পাওয়া যায়। পুরো অভিযানটা তাদের সবার জন্যই একাধারে দুঃখজনক আর অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা কিন্তু অনেক দিক দিয়েই শমসেরের জন্য এটা ছিল কঠিনতম। নিজের সৃষ্টিশীল চিন্তা আর মানসিক স্থিরতার সাহায্যে সে তাদের সবার জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সেদিনের সেই নির্মম সকালে এক ঘণ্টারও বেশি সময় সে আশঙ্কা করেছিল যে তিনজন অফিসার যাদের দু'জনকে সে নিজের সম্ভানের চেয়েও বেশি স্নেহ করে তাদের নৃশংস মৃত্যু তাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। এ ধরনের অভিযানে সব সময়েই আবেগ দিয়ে মূল্য শোধ করতে হয়— সেদিন সন্ধ্যাবেলা টেরেসে শমসের ইব্রাহিমকে একান্ত আলোচনার জন্য ডেকে এনে সেই মূল্য শোধ করে। ইব্রাহিম আব মরিয়ম যেখানে বিয়ে করেছিল ঠিক সেখানেই এসে তারা বসে। শমসের অনেকক্ষণ চুপচাপ ধূমপান করে আর ইব্রাহিম গোলানের উপরের নীলচে-কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

“আজ বিকেলে তোমার স্ত্রীকে দারুণ প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল। যেন নবজীবন লাভ করেছে।”

“অরি, চোখের দেখা অনেক সময় ভুলও হতে পারে কিন্তু সন্দেহ নেই তাকে দারুণ দেখাচ্ছিল। আমার মনে হয় এজন্য যদি কারো ধন্যবাদ প্রাপ্য হয় তবে সেটা গিলাহকে দিতে হবে। আমি যখন ছিলাম না তখন সে তার বেশ ভালই যত্ন নিয়েছে বলতে হবে।”

“মানুষকে পুনরায় শারীরিক আর মানসিকভাবে সুস্থ করে তুলতে গিলাহর তুলনা হয় না, এমনকি কেন এমন হয়েছে সেটা না জানা থাকলেও তার কোন সমস্যা নেই। আমি এটুকু বলতে পারি গ্রীষ্মকালে মরিয়মের সঙ্গে আমরা দারুণ উপভোগ করেছি। আমার নিজের সন্তানরা যদি কেবল আমার সাথে এভাবে সময় কাটাতে আসতো।”
 “তুমি যদি ধূমপান একটু কম করো তাহলে হয়তো তারা সেটা চিন্তা করে দেখবে।”

শমসের বুক ভরে একটা কড়া টান দিয়ে সিগারেটের অবশিষ্টাংশ ধীরে ধীরে ছাইদানিতে পিষে দেয়। “তোমাকেও দেখে মনে হচ্ছে তুমিও দারুণ সময় কাটিয়েছো। নাকি তুমিও আমাকে ধোকা দিতে চেষ্টা করছ?”

“অরি, তোমার এখানে দারুণ একটা বিস্কেল কাটালাম। আসলে এমন কিছু একটারই আমাদের সবার প্রয়োজন ছিল।”

“ইব্রাহিম, তোমার দল তোমাকে দারুণ ভালবাসে। তোমার জন্য তারা সবকিছু করতে প্রস্তুত।”

“অরি তারা তাই করেছে। মিখায়েলকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।”

“তোমার কি ধারণা ছোকরা আমেরিকান মেয়েটাকে আসলেই বিয়ে করবে?”

“মেয়েটার নাম সারাহ। তিবেরিয়াসের একজন ইহুদি হিসেবে এই নামটা মনে রাখতে তোমার মোটেই কষ্ট হবার কথা না।”

“আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।”

“মেয়েটাকে বিয়ে না করলে ছেলেটা বোকামি করবে। দারুণ একটা মেয়ে।”

“কিন্তু মেয়েটা ইহুদি না।”

“সে অনেক ভাল ইহুদি হবে।”

“তোমার কি ধারণা সিআইএ তাকে অনুমতি দেবে আমাদের একজনকে বিয়ে করার?”

“তারা যদি অনুমতি না দেয় তবে তুমি তাকে চাকরি দিতে পারো। তুলে যেও না সারাহ না থাকলে জুরিখে আন্তর্জাতিক পেট্রোভ আমাদের খালিদেব্রারোটা বাজিয়ে দিত।”

শমসের কোন উত্তর দেয় না কেবল আরেকটা সিগারেট জ্বলিয়ে।

“সে কেমন আছে?” ইব্রাহিম জানতে চায়।

“পেট্রোভ” শমসের তার চেহারায় একটা নিঃস্পৃহতা ফুটিয়ে তোলে। “খুব একটা ভাল না।”

“কেন কি হয়েছে?”

“আপাতভাবে মনে হয় সে কিতাবে যেন বন্দিশালা থেকে পালিয়েছিল। বীরসেনার পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে নেগেভের ভিতরে একদল বেদুইন তাকে খুঁজে পায়। শকুনের দল ততক্ষণে তাকে ঘিরে ধরেছে। আমি শুনেছি খুব সেটা খুব একটা দেখার মতো দৃশ্য ছিল না।”

“আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। তার সাথে শেষবারের মতো একবার কথা বলার সুযোগ পেলাম না।”

“মন খারাপ কোরো না। তুমি যখন ইউরোপে ছিলে আমরা তখন তার কাছ থেকে একাধিক স্বীকারোক্তি আদায় করেছি। সে ইভানের নির্দেশে গত বছর মস্কোভাস্কায়া গেজেটের সাংবাদিক দু’জনকে খুন করার কথা স্বীকার করেছে। কিন্তু তার স্বীকারোক্তির সংবেদনশীলতার কারণে আমরা তথ্যটা ফরাসি বা ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষকে এই মুহূর্তে জানাতে পারছি না। আপাতত দুটো কেসই আনুষ্ঠানিকভাবে অসমীমাংসিত থাকছে।”

“বেকার এন্ড পুহলে পেট্রোভের যে পাঁচ মিলিয়ন ইউরো ছিল তুমি সেটা দিয়ে কি করেছ?”

“আমরা তাকে বাধ্য করেছি সেটা কনরাড বেকারকে একটা চেকের মাধ্যমে দান করতে তোমরা বেচারার ব্যাংকে যে তাগুব করেছিলে সেটার ক্ষতিপূরণ বাবদ। আরেকটা কথা সে তোমাকে তার শুভেচ্ছা জানিয়েছে। কিন্তু সাথে আরেকটা কথা বলেছে যে ভবিষ্যতে তোমার ব্যক্তিগত ব্যাংকিং চাহিদা অন্য কোথাও নিষ্পন্ন করলে সে খুশী হবে।”

“আর কোন জঞ্জাল পরিষ্কার করতে হয়েছে তোমাকে?”

“সত্যি বলতে কি না। আমাদের গুজব প্রচারকারী দণ্ডর সন্দেহের সব তীর আমাদের দিক থেকে ইভানের দিকে নিক্ষিপ্ত করেছে। আর তাছাড়া তোমরা যাদের হত্যা করেছো তারাও সবাই ধোয়া তুলসিপাতা ছিল না। সবগুলো কেজিবি’র প্রাক্তন ঠাঙাড়ে বাহিনীর সদস্য খুন, অপহরণ আর চাঁদাবাজিতে সিদ্ধহস্ত। ইউরোপিয়ান পুলিশ আর নিরাপত্তা বাহিনীর কথা বললে বলতে হয় আমরা তাদের বরং উপকারই করেছি।”

শমসের নিরবে কিছুক্ষণ ইব্রাহিমের দিকে তাকিয়ে থাকে। “কোন উপকার হয়েছে?”

“কি?”

“তাদের হত্যা করে।”

ইব্রাহিম হৃদের কালো পানির দিকে তাকিয়ে থাকে। “অরি, মরিয়মকে ফিরে পেতে গিয়ে আমি ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটিয়েছি। আমি এমন সব কাজ করেছি যা আমি আর কখনও করতে চাই না।”

“কিস্ত?”

“হ্যাঁ, কাজ হয়েছে।”

“এগারো,” শমসের বলে। “তোমার মনে হয় না নিয়তির খেলা?”

“কিভাবে?”

“ব্ল্যাক সেন্টেম্বর মিউনিখে এগারজন ক্রীড়াবিদ হত্যা করেছিল বলে তোমার প্রথম অভিযান কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। আর তোমার শেষ অভিযানেও তুমি আর মিখায়েল, গ্রেগরীর মৃত্যু আর মরিয়মের অপহরণের জন্য দায়ী এগারজন রাশানকে হত্যা করেছে।”

তাদের মাঝে একটা ভারী নিরবতা এসে থিতু হয়ে বসে যা খাবার টেবিল থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসা হাসির শব্দে কেঁপে উঠে।

“আমার শেষ অভিযান? আমি ভেবেছিলাম তুমি আর প্রধানমন্ত্রী মিলে এবার দপ্তরের দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপাবার চেষ্টায় আছ।”

“তুমি তোমার ফিটনেস রিপোর্ট দেখেছ?” শমসের ধীরে ধীরে যথার্থ নাড়ে। “এই মুহূর্তে দপ্তরের দায়িত্ব সামলাবার মতো অবস্থায় তুমি নেই। বিশেষ করে ইরানিদের সাথে আসন্ন বৈরী সম্পর্কের মুখে। আব যখন তোমার স্ত্রীর তোমার সাহচর্য প্রয়োজন।”

“অরি তুমি কি বলতে চাইছ?”

“আমি বলতে চাইছি প্যারিসে তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে সেটার বাধ্যবাধকতা থেকে তুমি মুক্ত। ইব্রাহিম আমি আসলে তোমাকে বলতে চাই যে তোমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তোমার সামনে এখন একটা নতুন মিশন রয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব নিজের স্ত্রীকে তুমি গর্ভবতী করবে। বাহা, তোমার বয়স মোটেই কমছে না। তোমাকে দ্রুত আরেকটা সন্তানের পিতা হতে হবে।”

“অরি, তুমি নিশ্চিত। তুমি সত্যিই আমাকে যেতে দিচ্ছ?”

“আমি নিশ্চিত আমরা সবসময়েই তোমার জন্য কোন না কোন কাজ ঠিকই খুঁজে পাবো। কিন্তু সেটা মোটেই পরিচালকের কামরায় ডেস্কের পেছনে না। আমরা কাজটার দায়িত্ব আরেকজনকে দেবো।”

“তুমি কি মনে মনে কারো কথা ভেবেছ?”

“সত্যি বলতে আমরা ইতোমধ্যে একজনকে ঠিক করেছি। অ্যামোস অবসর নেবার পরে আগামী মাসে তার নাম ঘোষণা করা হবে।”

“সে কে?”

“আমি,” খালিদ ওবায়দ বলে।

ইব্রাহিম ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে বুকের উপর হাত আড়াআড়িভাবে ভাঁজ করা অবস্থায় খালিদকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। শমসেরের যুবক বয়সের চেহারার সাথে এই মুহূর্তে তার দারুণ মিল।

“দারুণ পছন্দ, তোমার কি মনে হয়।”

“আমি বাকরুদ্ধ।”

“একবারের জন্য হলেও।” খালিদ এগিয়ে এসে ইব্রাহিমের কাঁধে হাত রাখে।

“আমাদের ব্যবস্থাটা চমৎকার তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, তোমার আর আমার। তুমি একটা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে তারপরে সেটা তারা আমাকে দেবে।”

“খালিদ, উভয়ক্ষেত্রেই যোগ্য লোকই কাজটা পেয়েছিল। পরিচালক হিসেবে আমি যাচ্ছেতাই হতাম। মাজেল টোভ।”

“ইব্রাহিম তুমি মন থেকে কথাটা বলছো?”

“আগামী বছরগুলোতে দপ্তর যোগ্য লোকের হাতেই থাকবে।” ইব্রাহিম মাথাটা কাত করে শমসেরের দিকে তাকায়। “এবার বোধহয় আমরা বুড়ো লোকটাকে বলতে পারি সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াতে।”

শমসের দাঁত হসি হাসে। “এখনই এত উদ্বেল হয়ো না। কিন্তু একটা বিষয় এখনই আমাদের পরিষ্কার করে নেয়া উচিত। “খালিদ মোটেই আমার অধীনস্থ থাকবে না। সে নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু এটা বলার অপেক্ষা রাখে না পরামর্শ দেবার জন্য আমি থাকবোই।”

“বেচারার পরামর্শ দরকার থাকুক বা না থাকুক।”

“বাছা, সাবধান। অন্যথায় আমি তাকে বলবো তোমাকে একটু রগড়ে দিতে।”

খালিদ হেঁটে গিয়ে রেলি-এর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়।

“অরি, এই লোকটাকে নিয়ে আমরা এখন কি করবো?”

“আমার মতামত হল, জীবর সাথে তাকে একটা ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা স্বতন্ত্র না সে গর্তবতী হচ্ছে।”

“তাই হবে।” খালিদ বিজয়ীর দৃষ্টিতে ইব্রাহিমের দিকে তাকায়। “এটা একটা আদেশ। ইব্রাহিম তুমি নিশ্চয়ই আমার আরেকটা আদেশ অমান্য করার মতো বোকামি করবে না?”

“না, স্যার।”

“তো তুমি তোমার অফুরন্ত অবসর সময় নিয়ে কি করবে?”

“বিশ্রাম নেবো। তারপরে...” ইব্রাহিম অঙ্গীকারহীন ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাকায়। “আমি সত্যিই জানি না।”

ড্যানিয়েল সিলভা

“আর যাই করো দেশ ত্যাগের কোন চেষ্টা করতে য়েয়ো না,” শমসের বলে।

“আপাতত ১৬ নারকিস স্ট্রীটই তোমাদের ঠিকানা।”

“আমার কাজ দরকার।”

“পরিষ্কার করার জন্য কিছু তৈলচিত্র আমরা তোমাকে জোগাড় করে দেবো।”

“কিন্তু চিত্রকলাগুলো সব ইউরোপে রয়েছে।”

“তুমি ইউরোপে যেতে পারবে না,” শমসের বলে। “আপাতত না।”

“কখন?”

“ইভানের একটা ব্যবস্থা করার পরে। তারপরে তুমি দেশ ত্যাগ করতে পারবে।”

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG

৭৬. জেরুজালেম

খালিদের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনের চেষ্টা করে ইব্রাহিম আর মরিয়ম। অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বাইরে বের হবার কোন প্রয়োজনই তাদের হয় না; জেরুজালেমে তখন আগস্টের চুটীর মতো গরম আর দিনের পুরোটা সময় অসহনীয় গরম বিরাজ করে। অন্ধকার হবার পরেই তারা বাইরে বের হয় তাও সামান্য সময়ের জন্য। বহু বছরের ভিতরে এই প্রথম ইব্রাহিমের মৌলিক ছবি আঁকার ইচ্ছা হয়। আর তার ছবি আঁকার বিষয়বস্তু অবশ্যই মরিয়ম। মাত্র তিন দিনে সে দারুন একটা ন্যুড স্টাডি এঁকে ফেলে। আঁকা শেষ হতে সে তাদের বিছানার পায়ের কাছে দেয়াল হেলান দিয়ে দেহের ভর ছেড়ে দেয়। মাঝে মাঝে ঘরটা যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে এবং মরিয়মের চুখনে মাতাল হয়ে সে প্রায়শই বাস্তবতার সাথে ক্যানভাসটাকে গুলিয়ে ফেলে। এমনই একটা হ্যালুসিনেশনের সময় তাদের বিছানার পাশের টেলিফোনটা বেরসিকের মতো বেজে উঠে। মরিয়ম তার কোলের উপরে দুপা ঝুলিয়ে আমূল বসে থাকার কারণে, তার একবার মনে হয় কোনটা ধরবে না। তারপরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে রিসিভারটা কানে দেয়।

“আমাদের কথা বলা প্রয়োজন,” অ্যাদ্রিয়ান কার্টারের কঠোর ভেসে আসে।

“আমি তুচ্ছ।”

“কোনে বলা সম্ভব না।”

“কোথায়?”

দুদিন পরে কিং ডেভিড হোটেলের টেরেসে তারা প্রাতরাশের টেবিলে দেখা করে। ইব্রাহিম যখন পৌছায় দেখে কোচকানো একটা পপলিনের স্যুট পরিহিত অবস্থায় সেদিনের ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন পড়ছে কার্টার। বহুদিন তাদের সামনাসামনি দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। বাস্তবিকপক্ষে শেষ বার তাদের দেখা হয়েছিল জি-আট সম্মেলনের দিন সকাল বেলা আয়ারল্যান্ডের শ্যানন এয়ারপোর্টে। রুশ প্রেসিডেন্টের সাথে চুক্তির ফলে ইব্রাহিম যেভাবে পৌঁছেছিল ঠিক সেভাবেই সোভিয়েট এজেন্ট পরিবেষ্টিত অবস্থায় তথাকথিত গাড়ি বহনকারী বিমানে ইব্রাহিম, মরিয়ম, মিখায়েল আর ইরিনা বুলগানোভা মস্কো ত্যাগ করেছিল। রিফুয়েলিং এর সময় তারা নেমে যায় এবং প্রত্যেকে পৃথক পৃথক পথে যাত্রা করে। ইরিনা গ্রাহাম সিম্যুরের সাথে ব্রিটেনের উদ্দেশ্যে আর মিখায়েল, ইব্রাহিম আর মরিয়ম শমসেরের সাথে ইসরায়েলে ফিরে যায়। সেদিন সকালে কার্টার এতটাই আবেগপ্রবন হয়ে

পড়েছিল যে ইব্রাহিমকে রাশিয়ায় প্রবেশ করার জন্য যে আমেরিকান পাসপোর্ট সে দিয়েছিল সেটার কথা সে বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। আসন গ্রহণ করার কিছুক্ষণের অবশ্য সে সেটা ফেরত চায়। ছাপটা নিচের দিকে রাখা অবস্থায় ইব্রাহিম সেটা তার দিকে এগিয়ে দেয়।

“আশা করি এই গ্রীষ্মে তোমার ইউরোপীয় অবকাশের সময় তুমি এটা ব্যবহার করোনি।”

“রাশিয়া থেকে ফিরে এসে আমি ইসরায়েল ছেড়ে কোথাও যাইনি।”

“দারুন বলেছো, ইব্রাহিম। কিন্তু আমরা খুব ভাল করেই জানি এই গ্রীষ্মকালে তুমি আর তোমার দল আস্তন পেট্রোভের সাক্ষপাঙ্গদের ইউরোপে কচুকাটা করেছো। আর বলতে দ্বিধা নেই দারুন একটা কাজ করেছ তোমরা।”

“অ্যাড্রিয়ান ওটা আমাদের কাজ না। ইভানের।”

“আমার ইউরোপের স্টেশন চীফরাও গুজবটা শুনেছে।”

কার্টার পাসপোর্টটা খুলে উন্টে দেখে।

“অ্যাড্রিয়ান দুশ্চিন্তা কোরো না। ওখানে তুমি কোন ভিসা দেখতে পাবে না। তোমার বা তোমাদের প্রেসিডেন্টের সাথে আমি তেমন কিছু করতে যাবো না। তোমার কারণেই আজ আমার স্ত্রী বেঁচে আছে। আমি জীবনেও তোমার ঋণ শোধ করতে পারবো না।”

“আমার বিশ্বাস আমাদের একাউন্টের ব্যালেন্স এখন তোমার দিকেই বেশি ভারী।” কার্টার কফির কাপে চুমুক দিয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে। “আমরা শুনেছি কিং সল বুলেভার্ডের নেতৃত্বে শিম্মই একটা পরিবর্তন আসছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, তোমাদের মনোনীত ব্যক্তি ল্যান্সলিরও পছন্দ হয়েছে। আমি বরাবরই খালিদের ভক্ত।”

“কিন্তু?”

“আমরা ভেবেছিলাম তুমিই পরবর্তী পরিচালকের দায়িত্ব নেবে। আমরা এটাও বুঝতে পেরেছি কেন সেটা সম্ভব না। আর আমরা তোমার সিদ্ধান্তও পূর্ণ সমর্থন করি।”

“অ্যাড্রিয়ান তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না ল্যান্সলির সমর্থন আছে আমার সিদ্ধান্তের প্রতি শুনে আমি কি রকম স্বস্তি পেয়েছি।”

“তোমাব ঐ কাঠখোটা ইসরায়েলী রসিকতা বন্ধ করো।” কার্টার রুমালে তার ঠোঁট মুছে। “তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কিছু জেগেছো?”

“এখনকার মতো আমি আর মরিয়ম আপাতত এখানেই থাকছি।” ইব্রাহিম ইশারায় দুই টেবিল পাশে বসে থাকা দেহরক্ষীদের দিকে ইঙ্গিত করে। “বন্দুকধারী কিশোরদের পাহারায়।”

“তুমি চাইলে আমেরিকা আসতে পারো। ইলেনা বলেছে সে তোমাকে সবসময়ে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। বস্তুতপক্ষে সে তোমার আর মরিয়মের জন্য এস্টেটে আরেকটা বাসাও তৈরি করে দিতে রাজি আছে। আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম তাহলে প্রস্তাবটা ভেবে দেখতাম।”

“তার কারণ তুমি নিউ ইংল্যান্ডে বড় হয়েছ আর ঠাণ্ডা তোমার সহ্য হয়। আমার জন্য জেজেরেং উপত্যকায়।”

“ইব্রাহিম কিন্তু এমনি কথা বলেনি।”

“অনুগ্রহ করে এলেনাকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাবে আর বলবে আমি খুব খুশী হয়েছি তার প্রস্তাবে। কিন্তু আমার পক্ষে প্রস্তাবটা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।”

“তার ছেলেমেয়েরা ভীষণ মনখারাপ করবে।” কার্টার ইব্রাহিমের দিকে একটা খাম এগিয়ে দেয়। “তারা তোমাকে একটা চিঠি লিখেছে। বস্তুতপক্ষে তোমাকে আর মরিয়মকে সম্বোধন করেই চিঠিটা লেখা হয়েছে।”

“এটা আবার কি?”

“ক্ষমা প্রার্থনা করে একটা চিঠি। তারা তোমাকে জানাতে চায় যে তাদের বাবা যা করেছে সেজন্য তারা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।”

ইব্রাহিম খাম থেকে চিঠিটা বের করে নিরবে পড়তে থাকে।

“সুন্দর লিখেছে কিন্তু অ্যাড্রিয়ান বাচ্চাদের বলে দিও তাদের বাবার কার্যকলাপের কারণে তাদের লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। আর তাছাড়া তাদের সাহায্য ছাড়া আমরা কখনও মরিয়মকে ফিরে পেতাম না।”

“আপাতদৃষ্টিতে অ্যাডুজে তারা দারুণ দেখিয়েছে। ফিল্ডিং বলেছে উদাহরণ হিসেবে থাকবে বিষয়টা। রাশান এ্যান্ডারসনের কিছুই আঁচ করতে পারেনি।”

চিঠিটা খামে ভরে রেখে ইব্রাহিম হাসে। রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত টের না পেলেও বেচারী আসলে একটা বিশাল ভাওতাবাজির ছোট্ট একটা ঘুঁটি ছিল। এটা সত্য যে অ্যাডুজে অ্যানা আর নিকোলী ইউ.এস এয়ারফোর্সের সি-৩২ বিমানে অন্ত্রোহন করেছিল কিন্তু ইব্রাহিমের নির্দেশে তাদের রাশিয়ার আকাশসীমা থেকে অনেক দূরে রাখা হয়েছিল। আসলে কেবিনের দরজা অতিক্রম করার সাথে সাথে তারা সরাসরি অপেক্ষমান হাইড্রোলিক কেট্যারিং ত্র্যানের হোল্ডে গিয়ে উঠে যেখানে সারাহ তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। রাষ্ট্রদূত চলে যাবার দশ মিনিট পরে তারা অপেক্ষমান গালফস্ট্রীমে তাদের মায়ের সাথে গিয়ে যোগ দেয় এবং অ্যাডিরোনডেকে ফিরে যায়। কেবল চিঠিটা আসল ছিল। বাচ্চারা অ্যাডুজে সেটা লিখে এবং পাইলটকে দেয়। ইলেনার ভাষ্য অনুযায়ী চিঠির প্রতিটি কথা তাদের মনে কথা।

“কয়েকমাস আগে আমাদের পরিচালকের সাথে রুশ রাষ্ট্রদূতের হোয়াইট হাউজে দেখা হয়েছিল। যা ঘটেছে বেচারী এখনও সেটা ভুলতে পারেনি। আপাতদৃষ্টিতে সে

অবশ্য ইভানের ক্ষোভকেই বেশি ভয় পাচ্ছে। সে এখন পারতপক্ষে রাশিয়ায় যতটা সম্ভব কম সময় কাটায়।”

ইব্রাহিম চিঠিটা তার কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখে। কার্টার নিশ্চয়ই পাসপোর্ট উদ্ধার করতে আর চিঠিটা দিতে জেরুজালেমে এত কষ্ট করে আসেনি। কিন্তু মূল কারণ বলার কোন আগ্রহও তাব ভেতরে দেখা যায় না। সে এখন আবার মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। সে কাগজটা চারভাঁজ করে সেটা ইব্রাহিমের দিকে এগিয়ে দেয়।

“এটা তুমি দেখেছো?” একটা শিরোনামে টোকা দিয়ে সে বলে।

ভাদিমিরস্কায়া ওবলাস্টের বধ্যভূমিতে নির্মিত একটা নতুন সমাধিসৌধ নিয়ে একটা খবর। যদিও ছোট আর আড়ম্বরহীন কিন্তু তারপরেও ক্রেমলিনের বিরক্তিবোধ উদ্বেক করে ইতোমধ্যেই দশ হাজার দর্শনার্থী এলাকাটা দেখতে গিয়েছে। সেখানে যাদের হত্যা করা হয়েছে অনেকেই তাদের আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু সাধারণ রুশ নাগরিকও দর্শনার্থীদের ভিতরে রয়েছে যারা তাদের অন্ধকার অতীতের কথা জানতে চায়। সমাধিসৌধ উদ্বোধন হবার পর থেকেই স্ট্যালিনের জনপ্রিয়তায় একটা নিরবিচ্ছিন্ন পতন শুরু হয়েছে। এখনই সাথে বর্তমান জাভা সরকারের জনপ্রিয়তাও হ্রাস পাচ্ছে। বস্তুতপক্ষে প্রতিদিনই আরো বেশি মাত্রায় রাশান নাগরিক নিজের ক্ষোভের কথা প্রকাশ করছে। হেরাল্ড ট্রিবিউনের সাংবাদিক কল্পনা করতে চেষ্টা করেছে যে রাশানরা যদি তাদের সমগ্রতাবাদী অতীতের কথা বেশি করে আলোচনা করে তবে তারা কর্তৃত্ববাদী ভবিষ্যৎ মেনে নিতে পারবে কিনা। ইব্রাহিম এতটা নিশ্চিত হতে পারে না। নভোডেভিচি সেমেটারিতে হাঁটবার সময়ে ওলগা সুকোভার বলা একটা কথা তার মনে পড়ে। সত্যিকারের গণতন্ত্র কাকে বলে রাশানরা সেটার স্বাদ কখনও পায়নি। আর সমূহ সম্ভাবনা আছে যে কখনও পাবেও না।

“এখানে বলা হয়েছে রুশ প্রেসিডেন্ট এখনও জায়গাটা দেখতে যাননি।”

“সে ভীষণ ব্যস্ত একটা মানুষ,” কার্টার ফোড়ন কাটে।

“তোমার কি মনে হয় ব্যাপারটা জানাজানি হতে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সে এখন পস্তাচ্ছে?”

“আমার মনে হয় তার সামনে আর কোন পথও ছিল না। আমরা পুরো ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে রাজি হয়েছিলাম এমনকি খ্রৈগরীর মৃত্যুর ব্যাপারে একটা বানোয়াট আত্মহত্যার কাহিনীও তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু রুশদের বিষয়টা চুক্তির ভিতরে ছিল না। বস্তুতপক্ষে আমরা তাদের বলেছিলাম যে তারা যদি রুশ জনগনকে ব্যাপারটা না জানায় তাহলে আমরা তাদের হুমকি কাঁজটা করবো।”

ইব্রাহিম কাগজটা ভাঁজ করে সেটা কার্টারকে ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

“নিচের খবরটার দিকে দেখো।”

কম্পোতে আবার নতুন করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়েছে যাতে কমপক্ষে কয়েক হাজার লোক মারা গেছে। সংবাদটার সাথে মৃত সন্তানকে বুকে জড়িয়ে থাকা এক বিহ্বল মায়ের ছবি ছাপা হয়েছে।

“আর ধারণা করতে পারো আন্তনে কে বাতাস দিচ্ছে?” কার্টার তিক্ত কণ্ঠে জানতে চায়।

“ইভান।”

কার্টার মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। “গতমাসে সে দুই প্লেন বোঝাই অস্ত্র সেখানে পাঠিয়েছে। মর্টার, আরপিজি, একে-৪৭ আর ৫৩ এবং সাথে কয়েক হাজার রাউন্ড গুলি। আর রুশ প্রেসিডেন্টকে বিষয়টায় হস্তক্ষেপ করার কথা বলা হলে সে কি বলেছে জানো?”

“ইভান কে?”

“তাহলে তো হয়েই গেল। ইভানে অস্ত্র ব্যবসা বন্ধ করতে ফ্রেমলিনকে কোন ভাবেই রাজি করান সম্ভব না। আমরা যদি কখনও তার ব্যবসা বন্ধ করতে চাই তাহলে সেটা নিজেদেরই করতে হবে।”

“ইভান যতদিন রাশিয়ায় আছে তাকে স্পর্শ করা সম্ভব না।”

“সেটা সত্যি, যতদিন সে রাশিয়ায় আছে। কিন্তু সে যদি রাশিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়...”

“অ্যাড্রিয়ান তাকে টেনেও সরাতে পারবে না। তার মাথার উপরে ইন্টারপোলের রেড এলার্ট থাকা অবস্থায় কোন মতেই না।”

“অনেকে তাই মনে করবে। কিন্তু ইভান অনেক সময় খামখেয়ালি হয়ে উঠে।”

কার্টার চিবুকের নিচে হাত রেখে পুরাতন শহরের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে।

“আমাদের গণনা ভুল না হলে তুমি আর তোমার দলবল এই গ্রীষ্মে ইউরোপে এগারজন রাশিয়ানকে কচুকাটা করেছ। আমরা চিন্তা করছিলাম আর একটা লক্ষ্যবস্তুকে সাবাড় করার মতো ধৈর্য তোমাদের অবশিষ্ট আছে কিনা।”

ইব্রাহিম টের পায় তার হৃৎপিণ্ড পাজরের হাড়ের সাথে ধাক্কা খাচ্ছে। সে যা অনুভব করে তার চেয়েও অনেক শীতল ভঙ্গিতে সে পরবর্তী কথাটা বলে।

“সে কোথায় যাচ্ছে?”

কার্টার তাকে গন্তব্যটা বলে।

“সেখানে তাব বিরুদ্ধে এখনও অভিযোগ রয়েছে না?”

“ল্যান্সলির ধারণা আলোচ্য রাষ্ট্রের তাদের ধরার ব্যাপারে সত্যিকারের কোন আগ্রহ নেই।”

“কেন নেই?”

“অবশ্যই রাজনৈতিক কারণে। এবং খনিজ তেল। এই দেশটা মস্কোর সাথে সম্পর্ক উন্নত করতে চায়। দেশটা কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস রুশ প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত বন্ধুকে গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করলে তাতে কেবল ক্রেমলিনের ক্রোধের মুখেই পড়া সার হবে।”

“সে দেশের গোয়েন্দা সংস্থা জানে যে ইভান তাদের দেশে পর্দাপণ করতে যাচ্ছে?”

“দেশটার রাজনীতিবিদদের ব্যাপারে আমাদের চিন্তাধারার কারণে আমরা ঠিক করেছে সেখানকার গোয়েন্দাদের কিছু জানানো হবে না। অবশ্য এর ফলে অন্য উপায়গুলো কার্যকর করা কঠিন হয়ে পড়বে।”

“অন্য কি উপায়?”

“আপাতভাবে আমাদের তিনটি পথ খোলা আছে।”

“প্রথমটা?”

“তারা তাকে ছুটি কাটাবার সুযোগ দিয়ে তার কথা ভুলে যাই।”

“খুঁজ খারাপ কথা। দ্বিতীয়টা?”

“আমরা তাকে গ্রেফতার করে আমেরিকা নিয়ে আসতে পারি বিচারের জন্য।”

“দারুণ জটিল। আর তাছাড়া এর ফলে আমেরিকার সাথে অনেক ইউরোপীয় মিত্র দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দেবে।”

“আমাদেরও তাই মনে হয়েছে। বস্তুত পক্ষে এই দেশের মাটিতে কোন ধরনের বামেলায় যাওয়া আমাদের উচিত হবে না।” কার্টার একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, “আমাদের সামনে তাহলে তৃতীয় পথটাই খোলা থাকে।”

“সেটা কি?”

“ক্যাচোল ভ'লাভান।”

“ইভানকে সেখানে পাওয়া যাবে এ ব্যাপারে তুমি কতটা নিশ্চিত?”

কার্টার তার দিকে একটা ডোশিয়ের এগিয়ে দেয়।

“কালকের সূর্য উঠবে বলে যেমন জানি।”

৭৭. সেইন্ট-ট্রোপেজ, ফ্রান্স

বোটটার মিসচিফ নামটা তার প্রকৃতির সাথে ভালই খাপ খেয়ে যায়: আমেরিকায় তৈরি একশ আটাত্তর ফিট লম্বা, বাহামায় রেজিস্ট্রি করা, যার মালিক জনৈক ম্যাক্সিম সিমোনভ, ম্যাড ম্যাক্স নামেই বেশি পরিচিত, রাশিয়ার অর্থকরী তামার শিল্পের মুকুটহীন রাজা, রুশ প্রেসিডেন্টের বন্ধু এবং খেলার সাথী আর সেইন্ট-ট্রোপেজের সাগরতীরে ইভান কারকভের বর্তমানে খালি পড়ে থাকা প্রাসাদ ভিলা সোলেলির প্রাক্তন অতিথি। স্পেনের কোস্টা ডেল সোলেতে যদিও ম্যাক্সিমের নিজেরই একটা বিশ মিলিয়ন ডলারের রয়েছে সে তার ইয়টের নির্জনতা আর অব্যাহত গতি পছন্দ করে। জুন মাসে সে উত্তর আফ্রিকার উপকূলে ঘুরে বেড়িয়েছে। জুলাইটা গ্রিসের বিভিন্ন দ্বীপের মাঝে ছুটে বেড়িয়েছে। ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে সে তার ক্রুদের তুরস্কের উপকূলে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি করতে বলে এবং সেখানে আগস্টের নয় তারিখ সকাল বেলা সে দু'জন যাত্রীকে ইয়টে স্বাগত জানায়: গাট্টাগোটা দেখতে অ্যালেক্সি বুদনিভ নামে একজন আর তার অপূর্ব সুন্দরী তরুণী স্ত্রী জোয়া। দম্পতিটার সাথে কোনো বাচ্চাকাচ্চা না থাকলেও সাথে এত জিনিসপত্র রয়েছে যে দ্বিতীয় স্টেটরুমটা তাদের মালপত্র রাখতেই ব্যবহৃত হয়। ম্যাড ম্যাক্সিম খুব একটা বিরক্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। তার বন্ধুর বছরটা দারুণ খারাপ গেছে। আর এখন তাই ম্যাড ম্যাক্সিমের মতো উদার বন্ধুবাৎসল লোক গ্রীষ্মের ছুটিটা যেন সে ঠিকমত কাটাতে পারে সেটা নিজের দায়িত্ব বলে মনে করে।

নিমন্ত্রণকর্তাকে তার ব্যবসায়িক দীর্ঘজীবির জন্য ডাকনামটা দেওয়া হয়নি এবং তার অবসরকালীন কীর্তিকলাপের জন্যই তাকে ঐ নামে ডাকা হয়ে থাকে। তার আয়োজিত পার্টিগুলো এতটাই বুনো উদ্দীপনায় ভরপুর যে প্রায়শই সেগুলোর পরিসমাপ্তি গ্রেফতার বা রক্তাক্তিতে পর্যবসিত হয়। বসন্তকালে কয়েক বছর আগে, প্যারিসের বাইরে অবস্থিত তার শ্যাতোর অতিথিদের মনোরঞ্জননের জন্য রাশিয়া থেকে এক প্লেন বোঝাই করে বেশ্যা নিয়ে আসার কারণে তাকে সামান্য সময়ের জন্য হাজতবাস করতে হয়েছিল। ফরাসি পুলিশ অবশ্য পরে তার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয় কারণ বিলিওনিয়ার ভদ্রলোক তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে মেয়েগুলো আসলে মডার্ন-ড্যান্স গ্রুপের সদস্য। অবিশ্বাস্য আর সেই সাথে হাস্যকর ঘটনাটার জন্য দেশের মানুষের কাছে অবশ্য ম্যাক্সিমের এতটুকুও

মানহানি হয়নি। বস্তুতপক্ষে রাশান সংবাদপত্রে তাকে নব্য রাশানের উপযুক্ত উদাহরণ বলে উল্লেখ করা হয়। ম্যাড ম্যাক্সের টাকা আছে আর সেটা জাহির করতে সে মোটেই ভীত আর এজন্য ফরাসি পুলিশের সাথে বিবাদেও জড়াতে তার আপত্তি নেই।

সাগরেও তার পার্টির আয়োজন মোটেই হ্রাস পায়নি। অভিযোগকারী প্রতিবেশী আর নাক গলান স্বভাবের কর্তৃপক্ষের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পার্টিগুলো উদামভার নতুন মাত্রা লাভ করে। সেবারের গ্রীষ্মকালে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার অনেক স্মরণীয় সন্ধ্যা ইতোমধ্যেই উদযাপিত হয়েছে কিন্তু অ্যালেক্সি আর জোয়ার আগমনের পরে তা আরো যেন নতুন মাত্রা লাভ করে। ত্রিশজন তুর তত্ত্বাবধানে পুরো দলটা ভূমধ্য-সাগরের উপর দিয়ে ধীরে সুস্থে এগিয়ে গিয়ে আগস্টের বারো তারিখ দুপুরবেলা সেইন্টট্রোপেজের রূপকথার মতো বিখ্যাত পুরাতন বন্দরে গিয়ে পৌঁছে। আগের দিন সন্ধ্যাবেলার পার্টির হ্যাঙওভার আর ক্লাস্তি সত্ত্বেও যাত্রীরা দ্রুত মিসচিফের ডিঙিতে উঠে তীরের দিকে এগিয়ে যায়। অ্যালেক্সি বুদানভকে কেবল উপরের ডেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, হাত রেলি-এর উপরে রাখা সেইন্ট-ট্রোপেজের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছে যেন তার সেখানে যাওয়া নিষেধ। এবং মি.বুদানভ যদিও জানে না তাকে একটা লোক ইতোমধ্যে কোয়াই ডি'এসটিয়েনি ডি'অরভেসের শেষপ্রান্তে অবস্থিত বাতিঘরের নিচে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে।

লোকটার পরনে একটা খাকি শর্টস, সাদা পুলওভার, বাকেট আর আটসাটো হয়ে জড়িয়ে থাকা সানগ্লাস। কয়েকমাস আগে মস্কোর বাইরে একটা বার্চ বনে, মি. বুদানভ তার স্ত্রীকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল। এখন লোকটা স্বয়ং বুদানভকে হত্যার পরিকল্পনা করছে। কিন্তু সে জন্য তার একটা জিনিস প্রয়োজন। জাহাজ ত্যাগে তাকে বাধ্য করবে হবে। সে নিশ্চিত মি. বুদানভ সেখানে বেশিক্ষণ কাটাবেন না। রাশানটা সেইন্ট-ট্রোপেজ, টাকা আর মেয়েমানুষের প্রতি আসক্ত। ফরাসি অবকাশযাপন কেন্দ্র তার পতনের প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করেছে এবং এবার তার মৃত্যুর পটভূমি হবে। মাঝারি উচ্চতা আর আকৃতির লোকটা এবিষয়ে নিশ্চিত। তাকে এখন কেবল ধৈর্য ধরতে হবে। তাকে অপেক্ষা করতে মি.বুদানভ কখন এসে তার হাতে ধরা দেয়। আর তখন সে তার ভবলীলা সাজ করবে।

সৌভাগ্যজনকভাবে, তাকে একলা অপেক্ষা করতে হবে না। তাকে সঙ্গ দেবার জন্য আটজনের একটা দল রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন নামে আর ভিন্ন ভাষাভাষীর বেশে গ্রীষ্মকালটা তারা অন্য যেকোন পর্যটকের মতো ইউরোপ ভ্রমণ করে কাটিয়েছে।

তাদের সবারই ভ্রমণ তালিকায় এটাই শেষ দর্শনীয় স্থান। এরপরে ভ্রমণ কাহিনী শেষ হবে।

শহরের উপরে পাহাড়ে অবস্থিত একটা ভিলায় এক ছাদের নিচে তারা অবস্থান করছে। ভিলার জানালার রং ধূসর। নীল রঙের আর একটা বিশাল সুইমিং পুল রয়েছে যেখান থেকে দূরে সমুদ্র দেখা যায়। প্রতিবেশীদের ভাওতা দিতে তারা দিনের সামান্য সময় সুইমিং পুলে কাটায়। বস্তুতপক্ষে তাদের সময় কাটে সেইন্ট-ট্রোপেজের রাস্তায় অনুসরণ, আড়িপাতা আর নজরদারি করে। তাদের সিআইএ'র এক বন্ধু ইয়ট অভিযুক্ত বা ইয়টের যাত্রীদের ফোন থেকে করা সব ফোনকলের ট্রান্সক্রিপটের বন্দোবস্ত করে তাদের কাজ অনেক সহজ করে দেয়। ফোনকলের ইন্টারসেপ্ট তাদের আগাই জানিয়ে দেয় ম্যাড ম্যাক্স বা তাব দলের কেউ কখন শহরে আসছে। ইয়টের যাত্রীরা কোথায় লাঞ্চ বা ডিনার করবে বা মধ্যরাত্রির পরে কোন অভিজাত নৈশক্লাবে উদ্দাম সময় কাটাবে সেটা তারা আগে থেকেই জানতে পারে। ইন্টারসেপ্ট তাদের স্বয়ং অ্যালেক্সি বুদানভের কণ্ঠস্বর শোনার সুযোগ করে দেয়। তার প্রায় প্রতিটি কলই মস্কো অভিযুক্ত। সে ফোনে একবারও নিজের পরিচয় দেয় না বা নিজের নাম উচ্চারণ করে না।

সে মিসচিফ থেকে নামবারও নাম করে না। এমনকি অন্যেরা যখন তার প্রিয় গ্রান্ড জোসেফে লাঞ্চ খেতে যায় সে ইয়টে বন্দির মতো নিজেকে আটকে রাখে। এবং মাঝারি উচ্চতা আর স্বাস্থ্যের লোকটা বাতিঘরের নিচে পায়চারি করে সময় কাটায়। অলস সময় কাটাতে সে কল্পনা করে নিজের রূপসী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করছে। এবং সে মানস চোখে কল্পিত চিত্রকর্ম সংস্কার করতে দেখে। এবং বার্চ বনের আতঙ্কের খুঁটিনাটি মনে করে সময় কাটায়। অবশ্য বেশিরভাগ সময়ে সে ইয়টের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর অপেক্ষা করে। সবসময়ে অপেক্ষা করা...ট্রেনের বা প্লেনের জন্য অপেক্ষা করা। সংবাদের সোর্সের জন্য অপেক্ষা করা। হত্যাকাণ্ডের রাত ভোর হবার অপেক্ষা করা। আর অপেক্ষা করা ইভান কারকভ কখন সেইন্ট-ট্রোপেজে পা রাখবে।

উনত্রিশ তারিখ দুপুরে মিসচিফের ডিঙিগুলোর মোটরবোটে ফিরে যাওয়া দেখার সময়ে তার মোবাইলে একটা ফোন আসে। তার নিষ্পদ সেলফোনে ইব্রাহিম একটা কল রিসিভ করে। অপরপ্রান্তে এলি লাভোনের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

“তোমার এখনই একবার এখানে আসা দরকার।”

শেষ পর্যন্ত আমেরিকার প্রযুক্তি না ইসরায়েলের ধূর্ততাই ইভানের জন্য কাল হয়ে দেখা দেয়। চেমিন ডেস কনকোয়েটস বরাবর হাঁটার সময়, সেইন্ট-ট্রোপেজের দক্ষিণে একটা আবাসিক এলাকার সড়কে হাঁটার সময় লাভোন ভিলা রামোনা বলে

পরিচিত রেস্টোরার দরজায় একটা নতুন নোটিশ দেখতে পায়। নোটিশটা ইংরেজি, ফরাসি আর রাশান ভাষায় লেখা। নোটিশটায় দুঃখ প্রকাশ করে বলা হয়েছে সেইন্ট-ট্রোপাজের বিখ্যাত খাবার আর পার্টির স্থানটা ব্যক্তিগত কোনো কারণে দুইদিন বন্ধ থাকবে। চিত্র তারকার খোঁজে হন্যে হয়ে উঠা পাপারাজ্জির মতো লাভোন সামান্য পয়সা খরচ করে দেখতে যে হোটেলটা যে বুক করেছে তার পরিচয় জানা যায় কিনা। বিষণ্ণ দর্শন এক বারটেভার তাকে জানায় পুরোটাই রাশান ব্যাপার। একটা বাসবয় বলে পুরোটাই একটা ব্লোআউট- তার ভাষায় ব্লোআউট। আর সবশেষে এক সুন্দরী হোস্টেসের কাছে সে জানতে পারে পার্টির আয়োজক আর বিল প্রদানকারী লোকটার নাম: ম্যাড ম্যাক্সিম সিমোনভ, রাশিয়ার নিকেল মহারাজ। “কোন চিত্রতারকা না,” মেয়েটা বলে। “কেবল মাতাল রাশান আর তাদের গার্লফ্রেন্ডরা। প্রতিবছর তারা মওসুমের শেষ রাতটা উদযাপন করে। মনে রাখার মতো একটা রাত হবে।” লাভোনও ভাবে তাই হবে। আসলেই একটা দারুণ স্মরণীয় রাত।

ইব্রাহিম একটা বাজি ধরে, সে নিশ্চিত যা দারুণ ফলপ্রসূ হবে। সে বাজি ধরে যে ইভান কারকভ কো্যাটে ডি'আজুর পর্যন্ত আসার পরে ভিলা রামোনার অমোঘ টান এড়াতে পারবে না যেখানে একটা সময়ে তার জন্য নিয়মিত একটা টেবিল ছিল। সে সম্ভাব্য সবধরনের সতর্কতা অবলম্বন করবে চাই কি ছদ্মবেশও ধারণ করতে পারে কিন্তু সে আসবে। আর ইব্রাহিম তার জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। ট্রিগার সে টানবে কিনা সেটা দুটো পরিপূরক ঘটনার উপরে নির্ভর করছে। অস্ত্রধারী দেহরক্ষী ছাড়া সে কোন নিরীহ লোকের রক্তপাত ঘটাতে চায় না আর সে ইভানের স্তরে নেমে তার সুন্দরী স্ত্রীর সামনে তাকে হত্যা করতে চায় না। লাভোন কার্যকরী পরিকল্পনা তৈরি করে। তারা পরিকল্পনাটার নাম দেয় ফোনের সাথে কথকতা।

রাতটা হবে স্মরণ রাখার মতো একটা রাত এবং ইব্রাহিম যেমন আশীর্বাদ করেছিল ইভান পার্টিতে যোগ দেবার লোভ সংবরণ করতে পারে না। টেকনো-পেপের কানে তালা লাগিয়ে দেওয়া মিউজিকের ফাকে, প্রায় নিরাভরণ মেয়েদের ভীড়ে বেহেশতের নহরের মতো শ্যাম্পেনের স্রোত বইতে থাকে। ইভান যতটা সম্ভব লো-প্রোফাইল বজায় রাখে অবশ্য সে কোন ছদ্মবেশ ধারণ করেনি কারণ আমন্ত্রিত অতিথিদের কেউই তার উপস্থিতি পুলিশকে জানাবার দৃষ্টি দেখাবে না। আর তার কোনো ধরনের শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা আছে সেটাও আপাতদৃষ্টিতে যেন গোনার ভিতর ধরা হয়নি। ম্যাড ম্যাক্সিম যে দু'জন দেহরক্ষী নিয়ে এসেছে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা অনেকটা দ্বাররক্ষীর মতো ভিলা রামোনার প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের একজনও যদি একটু নড়াচড়া করে তবে তারা সেখানেই রাত দুটার সময়

মারা পড়বে। রাত দুটা কারণ অ্যালকোহল আর ক্লাস্তির কারণে ইভানে প্রতিরক্ষা সে সময়েই সবচেয়ে বেশি দুর্বল থাকবে। রাত দুটার সময় কারণ তখনই চেমিন ডেস কনকুয়েটি উষ্ণ গ্রীষ্মের রাতে একটু জনহীন হয়ে উঠে। রাত দুটার সময় কারণ ইভান তখন একটা ফোনকল পাবে যা তাকে রাস্তায় বের হয়ে আসতে বাধ্য করবে। একটা কল যা নির্দেশ করবে সমাপ্তি আসন্ন।

তাদের মধ্যায়নের স্থান হিসেবে, ইব্রাহিম আর মিখায়েল চামিন ডেস কনকুয়েটির উত্তর কোণায় একটা ছোট খেলার মাঠ বেছে নেয়। তারা স্থানটা বাছে কারণ তাদের কাছে জায়গাটা যথার্থ মনে হয়েছে আর ভিলা রামোনার প্রবেশ পথ থেকে জায়গাটা মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে অবস্থিত। স্ট্রীট ল্যাম্পের মধ্যবর্তী অন্ধকার স্থানে তারা তাদের মোটরসাইকেল পাশাপাশি নিয়ে এগিয়ে যায় এবং তাদের ক্ষুদে ইয়ারপিসে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর শোনে। কেউ তাদের দিকে ভুলেও দ্বিতীয়বার তাকায় না। সেইন্ট-ট্রোপাজে রাত দুটার সময় কেউ অলস ভঙ্গিতে মোটরসাইকেলের উপর বসে থাকে না বিশেষ করে যখন শরতের বজ্রপাত আসন্ন।

অবশ্য বজ্রপাতের শব্দ না একটা শান্ত কণ্ঠস্বর তাদের বাধ্য করে ইঞ্জিন চালু করতে। কণ্ঠস্বরটা তাদের জানায় কাঙ্ক্ষিত ফোনকলটা এমাত্র ইভানের ফোনে পৌঁছেছে। কণ্ঠস্বরটা তাদের আরও জানায় সময় হয়েছে। ইব্রাহিম পিঠের পেছনে ঠুঁজে রাখা .৪৫ ক্যালিবারের গুলি পিস্তলের বাট স্পর্শ করে। গুলি আজ রাতের জন্য প্রচণ্ড বিধ্বংসী হলো-টিপড বুলেট ভরা হয়েছে- পিস্তলটা সে সামান্য নাড়িয়ে সুবিধাজনক স্থানে রাখে। তারপরে হেলমেটের ভাইজর নামিয়ে সংকেতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

মস্কো থেকে ওলেগ রুডেনকোর ফোন- অন্তত ইভান তাই বিশ্বাস করেছিল। তার পক্ষে একেবারে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না। সে কখনও হতেও পারবে না। সংযোগ অনেক ক্ষীণ আর মিউজিকের শব্দও প্রবল। ইভান তিনটি জিনিস জানে ফোনটা যে করেছিল সে রাশান ভাষায় কথা বলেছিল, তার ফোনের ডায়াল নাম্বারে এবং ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ বলেছিল। তাকে উঠে দাঁড় করাবার জন্য সেটাই যথেষ্ট বলে প্রতিপন্ন হয় এবং একটু পরেই একহাতে কান ঢেকে আরেক হাতে রিসিভার কানে ধরে তাকে বাইরের নির্জন রাস্তায় বের হয়ে আসতে দেখা যায়। ইভান যদি আগুয়ান মোটরসাইকেলের আওয়াজ পেয়েও থাকে সে বিষয়টা পাত্তা দেয়নি। বস্তুতপক্ষে ইব্রাহিম যখন তার মোটরসাইকেল থামিয়েছে সে তখনও পিঠ উল্টো দিকে দিয়ে ফোনে রাশান ভাষায় চিৎকার করছে। সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা দেহরক্ষী দুজন সাথে সাথে ঝামেলা আঁচ করতে পারে আর বোকার মতো রেজারের নিচে হাত দেয়। বেচারারা তাদের অস্ত্র স্পর্শ করার আগেই মিখায়েল দুজনের

ড্যানিয়েল সিলভা

হুথপিণ্ডে দুটো তও সীসা ভরে দেয়। দেহরক্ষীদের কাটা কলাগাছের মতো উল্টে
পড়ে যেতে দেখে ইভান আতঙ্কে ঘুরে দাঁড়ায়। তাকিয়ে দেখে গুলকের শেষ মাথায়
আটকানো একটা সাইলেন্সার লোলুপ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ইব্রাহিম
তার হেলমেটের ভাইজর তুলে এবং শীতল হাসি হাসে। তারপরে ট্রিগারে চাপ দেয়
এবং ইভানের মুখ ভোজবাজির মতো উবে যায়। ঐগরীর জন্য, সে ভাবে, অন্ধকার
রাস্তা দিয়ে মোটরবাইক নিয়ে ফিরে যাবার সময়। মরিয়মের জন্যও...

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG